১৮৪৯ বর্ষের

উপদেশকপত্রিকা।

THE

INSTRUCTOR;

CHRISTIAN PERIODICAL IN BENGÁLÍ

FOR 1849

CALCUTTA:

PRINTED BY J. THOMAS, BAPTIST MISSION PRESS

1849.

নির্ঘণ্টপত্র।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

পরমার্থতত্ত্বসার।

ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

এক খান ধর্ম্মপুস্তকের দেশভ্রমণ।

উপদেশাদি।

ইতিহাসাদি।

এতদ্দেশীয় সমাচারাদি।

লেখালেখি।

নানাবিধ।

শিশুগণের নিদর্শন।

কবিতা।

শিশুবোধক ধর্ম্মগীত।

নানাবিধ ধর্ম্মগীত।

দায়ূদের গীত।

উপদেশক।

জানুয়ারি ১৮৪৯ (২৫) মূল্য ২ আনা।

মনুষ্যের প্রতি প্রবোধকথা।

যিনি স্বর্গেতে দূতগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং আকাশ ও চন্দ্র ও সূর্য্য ও নক্ষত্রগণদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং পৃথিবী ও পর্ব্বতাদি দৃশ্য কিম্বা অদৃশ্য তাবৎ বস্তু রচনা করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করা সর্ব্বদা সকলের উচিত। তিনি মনুষ্যকে আপন ইচ্ছানুসারে তাবৎ সৃষ্টির বস্তুমধ্যে প্রধান ও অতুল্য ও বহুমূল্য এবং নিত্যস্থায়িরূপে সৃষ্টি করিলেন। ইহার প্রমাণ আদিপুস্তক ১; ২৬ পদে লিখিত আছে। "পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আপনাদের প্রতিমূর্ত্তিতে ও সাদৃশ্যে আদমের অর্থাৎ মনুষ্যের সৃষ্টি করি; তাহারা জলচর মৎস্যগণের ও খেচর পক্ষিগণের এবং গ্রাম্য ও বন্য পশুগণের ও তাবৎ পৃথিবীর এবং ভূমিস্থিত উরোগামি প্রাণিবর্গের উপরে কর্তৃত্ব করিবে। পরে ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন।"

এখন হে বন্ধুগণ, মনুষ্যের সৃষ্টির বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ কর, যে পদ তোমাদের সম্মুখে রাখা গিয়াছে, তাহাতে যত্ন করিলে চারি বিষয় পাইতে পারিবা। প্রথম ভাগে দেখাইব, যে পরমেশ্বর মনুষ্যকে কেমন শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য অর্থাৎ তাবৎ জগতের প্রতি কর্তৃত্ব দিয়াছেন।

দ্বিতীয় ভাগেতে এই জানায় যে ঈশ্বর মনুষ্যকে কেমন পবিত্র ও নির্দ্দোষ ও নিত্যস্থায়িরূপে সৃষ্টি করিলেন।

তৃতীয় ভাগে দেখায় যে মনুষ্যের সৃষ্টি কেমন যত্নপূর্ব্বক হইয়াছে।

চতুর্থ ভাগেতে প্রকাশ পাইবে যে খ্রীষ্ট ঈশ্বরত্বেতে নিত্যই আছেন।

তবে আইস আমরা প্রথম ভাগ বিবেচনা করি। মনুষ্য তাবৎ সৃষ্টির মধ্যে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রধান আছে, কেননা পরমেশ্বর তাহাকে তাবৎ ভূমণ্ডলের উপরে কর্তৃত্ব দিলেন। যে পদ তোমাদের সম্মুখে প্রথমে রাখা গিয়াছে, তাহাতেই লেখা আছে যে পরমেশ্বর মনুষ্যকে তাবৎ কর্তৃত্বের ভার অর্পণ করিয়াছেন। আর তাহা সেই অধ্যায়ের ২৮ পদেতেও প্রকাশ পাইতেছে; যথা, পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া বশীভূত কর। এবং জলচর মৎস্যগণ ও খেচর পক্ষিগণ ও ভূমিস্থ উরোগামি জন্তুগণের উপরে কর্তৃত্ব কর। আর দায়ূদের ১১৫ গীত ১৬ পদে লেখা আছে, যথা, স্বর্গ অর্থাৎ উচ্চতম স্বর্গ পরমেশ্বরের, কিন্তু তিনি মনুষ্যসন্তানদিগকে পৃথিবী দিলেন।

অতএব হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ, তোমরা দেখিতেছ যে পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে মনুষ্য কেমন প্রধান ও খ্যাত্যাপন্ন ছিল।

যেমন কোন রাজা আপন পুত্রকে কোন দেশে পাঠাইতে চাহিলে প্রথমে আজ্ঞা করিবে, রাজপুত্রের আবশ্যক ও সুখজনক সকল দ্রব্য প্রস্তুত কর; পরে রাজপুত্রকে প্রেরণ করিবে, তদ্রূপ ঈশ্বর অগ্রে তাবৎ বস্তু সৃষ্টি করিয়া পরে মনুষ্যকে জগতে পাঠাইলেন। পরমেশ্বর তাবতের কর্ত্তা আছেন, তথাপি তাবৎ পৃথিবীর কর্তৃত্ব মনুষ্যকে দিলেন।

হে মনুষ্য, ঈশ্বরের এই অনুগ্রহের নিমিত্তে তাঁহার ধন্যবাদ করা তোমার নিতান্ত উচিত, কেননা তিনি তোমাকে এমন প্রধানরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন লেখা আছে, দায়ূদের ১৪৬ গীত ১, ২ পদ যথা, "পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর; হে আমার মন, পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর। আমি যাবজ্জীবন পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিব।"

তবে এই সকল কারণে জানা যাইতেছে, যে মনুষ্য কেমন শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয় ভাগ। পরমেশ্বর মনুষ্যকে কেমন পবিত্র ও নির্দ্দোষ ও নিত্যস্থায়িরূপে সৃষ্টি করিলেন।

পরমেশ্বর মনুষ্যকে আপন প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্টি করিলেন, এই কথা মূলপদে লেখা আছে। আর দেখ, আদিপুস্তক ৫ ; ১ পদে আদমের বংশাবলির বিবরণ। যে দিনে ঈশ্বর মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন, সেই দিনে আপন সাদৃশ্যে তাহার সৃষ্টি করিলেন। আর দেখ, ১ করিন্থী ১১ ; ৭ পদে লিখিত আছে ; যথা, "ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি ও গৌরবস্বরূপ।" আর যাকূব ৩ ; ৯ পদে লেখা আছে, যথা, "এক জিহ্বাতে আমরা পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি, এবং ঈশ্বরের মূর্ত্তিস্বরূপ মনুষ্যকে শাপ দি।"

হে মনুষ্য, তুমি যদি ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্ট হইয়া থাক, তবে পবিত্র হওয়া তোমার উচিত, কেননা পরমেশ্বর পবিত্র আছেন, আর ঈশ্বর তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন, যে তুমি পবিত্র হও, কেননা আমি পবিত্র আছি, যথা, লেবিপুস্তক ১১, ৪৫। কেননা আমি পরমেশ্বর তোমাদের প্রভু হইবার জন্যে মিসর দেশহইতে তোমাদিগকে আনিযাছি, অতএব তোমরা পবিত্র থাকিবা, কেননা আমি পবিত্র। আর লেবিপুস্তক ২০ ; ৭ পদে লিখিত আছে ; যথা, তোমরা আপনাদিগকে পবিত্র করিয়া পবিত্র হও, কেননা আমি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর। আর ইব্রীয় ১২ ; ১৪ পদে লিখিত আছে ; যথা, এবং সকলের সহিত মিলন ও যাহা ব্যতিরেক কেহ পরমেশ্বরের দর্শন পাইবে না এমত পবিত্রতার চেষ্টা কর।

আর ১ পিতর ১ ; ১৪, ১৫ পদ ; যথা, আর পূর্ব্বের অজ্ঞান সময়ের কুঅভিলাষানুসারে ব্যবহার না করিয়া, তোমাদের আহ্বানকর্ত্তা যেমন পবিত্র, তোমরাও আজ্ঞাবর্ত্তি সন্তানদের ন্যায় তাবৎ আচরণে তদ্রূপ পবিত্র হও।

তৃতীয় ভাগ। মনুষ্যের সৃষ্টি করা কেমন যত্নপূর্ব্বক হইয়াছে, যেহেতুক পরামর্শ ব্যতিরেকে মনুষ্যের সৃষ্টি হইল না, কেননা মূলপদে লেখা আছে যে পরমেশ্বর কহিতেছেন, যে আইস আমরা আপনাদের প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করি।

যখন পরমেশ্বর চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদি সৃষ্টি করিলেন, তখন পরামর্শ করেন নাই, কিম্বা যখন পৃথিবীকে জলহইতে বিভিন্ন করিলেন, কিম্বা যখন পর্ব্বত ও সমুদ্র কিম্বা নানা প্রকার জীব ইত্যাদি সৃষ্টি করিতে চাহিলেন, তখন তিনি কহিলেন না যে আমরা এই

সকল বস্তুকে সৃষ্টি করি। কিন্তু যখন মনুষ্যকে সৃষ্টি করিতে চাহিলেন তখন কহিলেন, আইস আমরা মনুষ্যকে আপনাদের প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্টি করি। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে মনুষ্য তাবৎ সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেহেতুক পরামর্শ ও যত্নপূর্ব্বক তাহার সৃষ্টি হইযাছে।

চতুর্থ ভাগ। স্পষ্ট প্রকাশ আছে, যে খ্রীষ্ট ঈশ্বরত্বেতে নিত্য বর্ত্তমান আছেন। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে তোমার মূলপদে খ্রীষ্টের বিষয় কোথা লেখা আছে? তবে আমি দেখাইতেছি যে সেই মূলপদেতেই আছে, যথা, পরমেশ্বর কহিলেন, আইস আমরা মনুষ্যকে আপন প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্টি করি। আমি জিজ্ঞাসা করি, তিনি কাহাকে কহিলেন, যে আইস, আমরা আপন প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করি? এই কি সত্য নহে যে আমরা শব্দে যে বচন তাহা একের অপেক্ষা অধিকের প্রতি বর্ত্তে? যেমন এক রাজা যদি অন্য রাজাকে কহে, যে আমরা তোমার সহিত যুদ্ধ করিব, তবে কি সেই রাজা একা যুদ্ধ করিবে? কিম্বা সৈন্যসামন্ত লইয়া করিবে?

ভাল, তবে এখন কি কহিবা? হইতে পারে যে দূতগণের সঙ্গে পরমেশ্বর পরামর্শ করিলেন, যে আইস আমরা আপনাদের প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যগণের সৃষ্টি করি, কেননা দূতেরাও সেই সময়ে বর্ত্তমান ছিল।

হে মনুষ্য, এমন কথা মনে করিও না, এবং ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করিও না। এমত কি হইতে পারে? কোন রাজা এক রাজ্য স্থাপনের নিমিত্তে কি এক সামান্য লোকের সহিত পরামর্শ করিবে? কিম্বা সামান্য মনুষ্যের জ্ঞান ও বিচার কি রাজার জ্ঞান তুল্য হইবে? আর কি রাজার উচিত হয় যে সামান্য মনুষ্যকে মন্ত্রী করিবে?

পরমেশ্বর এক রাজ্য অর্থাৎ পৃথিবীকে সৃষ্টি করিযা যদি তদুপরি আপন প্রতিমূর্ত্তিকে নিরূপণ করিতে মনস্থ করিলেন, তবে কি তিনি দূতগণকে কহিবেন, যে আইস আমরা আপন প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করি? দূতেরা নিজে জ্ঞাত নহে যে পরমেশ্বরের ইচ্ছা কি। ১ পিতর ১; ১২ পদের শেষভাগ। যথা, এই বিষয়ে দিব্য দূতগণ নিরীক্ষণ করিতে প্রয়াস করে।

আর ইফিষীয় ৩; ১২ পদে। যথা, ঈশ্বরের কি পর্য্যন্ত নানাবিধ জ্ঞান তাহা মণ্ডলীদ্বারা স্বর্গস্থ প্রধান ও পরাক্রমি দূত সকল যেন অবগত হয় এ জন্যে সেই অনুগ্রহপদ আমাকে দত্ত হইয়াছে। আর দানিয়েল ১২; ৬। যথা, এবং মসিনা বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত ও নদীর জলের উপরিস্থিত যে ব্যক্তি, তাহাকে অন্য এক ব্যক্তি কহিল, এই আশ্চর্য্যের শেষ পর্য্যন্ত কত কাল হইবে? তবে আমার মূল পদে স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে যে এই পরামর্শ খ্রীষ্টের সঙ্গে পরমেশ্বর করিলেন, ইহা যথার্থ বটে। যে কিছু সৃষ্ট হইল সে সকলি খ্রীষ্টের সঙ্গে পরামর্শ করণদ্বারা সৃষ্ট হইল, বরঞ্চ তাঁহাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইল, এই বিষয়ে আমি অনেক প্রমাণ দিতে পারি, কিন্তু বিস্তারিত হইবার ভয়েতে অতি অল্প লিখিতেছি। দেখ যোহন ১; ১ অবধি ৮ পর্য্যন্ত। কলসি ১; ১৬ পদ। ইফিষীয় ৩; ৯। ইব্রীয় ১; ২ পদ। আর বলি তাঁহার নিমিত্তে সৃষ্ট হইল, দেখ কলসি ১; ১৬ পদ। তবে আমার মূলপদেতে স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে যে ঐ পরামর্শকারী খ্রীষ্ট আছেন।

হে মনুষ্য, তুমি ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্ট হইয়াছ ইহা সত্য বটে; কিন্তু ইহাতে অহঙ্কার করিও না, বরঞ্চ দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া আপন মস্তক নত কর ও আপন মুখ লুকাও এবং অধোমুখ হও। হে মনুষ্য, তুমি উপযুক্ত নও যে আপন মুখ খোল এবং যোগ্য নহ যে তোমার মস্তক ঊর্দ্ধে উঠাও, এবং তোমার উচিত নহে যে আপন চক্ষু তুল। হে মনুষ্য, তুমি নিতান্ত মন্দ হইয়াছ, তোমার তুল্য আকাশের নীচে আর কেহ মন্দ নাই।

আমি আশ্চর্য্য বোধ করি না যে কেহ২ এমত কহিবে যে মনুষ্যের এমন সুখ্যাতি করিল এবং যাহার শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করিল, এইক্ষণে তাহার নিন্দা কেন করিতেছে? আর যে মনুষ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্ট হইয়াছে, বোধ করি তাহাকে তুচ্ছ করিতেছে। এই ব্যক্তি পাগল হইয়াছে।

ভাল, যদি তুমি এমন কহিতে চাহ, তবে কহিতে পার, কিন্তু আমাকে তোমার উত্তর দিতে হইবে না, বরঞ্চ তোমার উত্তর দিতে অনেকে আছেন।

এখন আপন কর্ণ খুলিয়া শুন, আকাশ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, পরমেশ্বর আমাকে যে অবধি সৃষ্টি করিয়াছেন সেই অবধি আমি একই অবস্থাতেই আছি, এবং ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি. দেখ দায়ূদের ১৭ গীতের ৬ পদে স্পষ্ট আছে। হে মনুষ্য, পরমেশ্বর তোমাকে আপন প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্টি করিলেন; তুমি আপন বিষয়ে বল দেখি কি করিতেছ।

সূর্য্য চন্দ্র ও নক্ষত্রগণ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, হে মনুষ্য, পরমেশ্বর যেমন আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তদ্রূপ আপন পদে থাকিয়া নিত্য ২ গমন করিয়া তাবৎ জগৎকে আলো দিতেছি, যদ্যপি আমাদের জিহ্বা নাই, তথাপি ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করিতেছি; যদ্যপি আমাদের পথদর্শক কেহ নাই, তথাপি প্রতি রাত্রি কথা কহে এবং প্রতি দিবস জ্ঞান জন্মায়। এখন আপন বিষয়ে বল, হে মনুষ্য, ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্ট হইয়াছ যে তুমি, পরমেশ্বর তোমার নিমিত্তে যে পথ স্থির করিলেন তুমি কি সেই পথে চলিতেছ? এখন পৃথিবী তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছে, পরমেশ্বর যে অবধি আমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন সেই অবধি আমি ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে প্রত্যেক সময়ে আপন ফলাদি দিতেছি! তুমি আপন বিষয়ে বল দেখি হে মনুষ্য, তুমি ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্ট হইয়াছিলা; কি করিতেছ? আর বল দেখি আমাতে কণ্টকাদি কেন উৎপন্ন হয়?

এখন পশু পক্ষ্যাদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, যে অবধি পরমেশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন সেই অবধি আমরা তাঁহার ইচ্ছানুসারে বাস করিতেছি, আর আপনাদের বাসস্থানে থাকিয়া ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করিতেছি। এখন তুমি আপন বিষয়ে বল, যে ঈশ্বর তোমাকে আপন প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহার কি করিতেছ? আর আমরা কেন বিশেষ২ দুঃখে মগ্ন হইতেছি ও মৃত্যু ভোগ করিতেছি?

এখন পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত তাবৎ বস্তু তোমাকে একত্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, যে হে মনুষ্য, তোমাকে ধিক, তুমি নিতান্ত ভ্রষ্ট হইয়াছ। আমরা পাপ করি নাই, কিন্তু তোমার দ্বারা আমরা শাপগ্রস্ত হইলাম। হে মনুষ্য, তোমার প্রতি ধিক দেখ

যিরিমিয় ৭ অধ্যায় ২০ পদ। আদিপুস্তক ৩; ১৭ পদ। দ্বিতীয় বিবরণ ৩২; ২২ পদ।

হে মনুষ্য, এখন তুমি কি উত্তর দিবা? কি তুমি কহিবা ইহারাও পাগল? হাঁ, হে মনুষ্য, তোমার অন্তঃকরণ এমনি আছে বটে, তুমি এই উত্তর দিবা। ভাল, পরমেশ্বর এখন কি কহিতেছেন? আপন কর্ণ খুলিয়া শুন, গাধা ও বলদ আপন প্রভুকে চিনে, কিন্তু তুমি আপন প্রভুকে চিন না। দেখ যিশাযিয় ১; ৩ পদ। আর তুমি এমন অজ্ঞান হইযাছ যে তোমাকে পিপীলিকার নিকটে যাইতে হইল। দেখ হিতোপদেশ ৬ অধ্যায় ৬ পদ। আর পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ যিশাযিয ১; ৬ পদে লিখিত আছে, পায়ের তালু অবধি মস্তক পর্য্যন্ত কোন স্থানে সুস্থতা নাই; সর্ব্বত্র ক্ষত ও কালশিরা ও নবীন ক্ষত আছে, তাহা টেপা কি বাঁধা যায় নাই, এবং তৈলদ্বারা কোমলও করা যায় নাই।

পুনরায পরমেশ্বর কহেন, হে মনুষ্য শুন। দেখ দ্বিতীয বিবরণের ৩২; ৫, ৬ পদে আছে, তাহারা ভ্রষ্ট এবং আপন দোষেতে দুষ্ট, তাহারা তাঁহার সন্তান নয কিন্তু বিপথগামী ও কুটিল বংশ হয। হে মূঢ় ও অজ্ঞান লোক সকল, তোমরা কি পরমেশ্বরের প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতেছ? তিনি কি তোমাদের ক্রয়কারী পিতা নহেন? ও তোমাদের সৃষ্টিস্থিতিকর্ত্তা নহেন? আর প্রভু পরমেশ্বর কহেন, দেখ যিরিমিয ৮; ৭ পদে আছে, আকাশস্থিত হাড়গিলা আপন নিরূপিত সময় জানে, এবং ঘুঘু ও বক ও তালচোঁচা আপনাদের গমনাগমনের কাল বুঝে, কিন্তু আমার লোকেরা পরমেশ্বরের রীতি জানে না। পুনশ্চ প্রভু পরমেশ্বর কহেন, দেখ দায়ূদের ৫৩ গীত ২, ৩ পদে আছে, অতএব জ্ঞানী ও ঈশ্বরের তত্ত্ব চেষ্টাকারী কেহ আছে কি না? ইহা জানিবার জন্যে পরমেশ্বর স্বর্গহইতে মনুষ্য সন্তানদের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। সকলে কেবল বিপথগামী ও দুষ্কর্ম্মকারী হয়; সৎকর্ম্ম কেহই করে না, এক জনও না।

আর এ বচনও সত্য বটে, যেমন যোহন ৩; ১৯ পদে আছে। আর জগতের মধ্যে জ্যোতি প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যদের

কর্ম্ম দুষ্ট হওযাতে তাহারা জ্যোতিহইতে অন্ধকারকে ভাল বাসে, ইহা দণ্ডের কারণ হয়।

এখন হে মনুষ্য, ইহাতে তুমি কি উত্তর দিবা? এখন তোমার মুখ নাই যে কহিতে পার যে পরমেশ্বরও পাগল। ভাল, এখন আর একটি কর্ম্ম কর, অর্থাৎ আপন হস্তে ঈশ্বরের বাক্যরূপ দর্পণ লও, তাহাতে আপন মুখ নিরীক্ষণ কর, আর নিজে সাক্ষ্য দেও যে তুমি ভ্রষ্ট হইয়াছ, কিম্বা ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে আছ। আমি নিশ্চয় জানি সত্যরূপে চক্ষু খুলিয়া ঐ দর্পণে আপন মুখ দেখিলে তৎক্ষণাৎ নিজে সাক্ষ্য দিবা যে আমি ভ্রষ্ট হইয়াছি।

হে মনুষ্য, তুমি ভ্রষ্ট হইয়াছ, এই কথা যদি সত্য বটে, তবে আত্মশ্লাঘা করিও না, বরঞ্চ অহঙ্কারহইতে ফির। আব এই জগতের আনন্দ ও সুখাভিলাষহইতে ভিন্ন হও, কেননা এই সকল তোমাকে ঈশ্বরের ক্রোধহইতে রক্ষা করিতে পারে না। আর যদি তুমি অহঙ্কার ত্যাগ না কর ও ঈশ্বরের শত্রুতা মনহইতে দূরীকৃত না কর, তবে হে মনুষ্য, শুন, তোমার শরীরের যত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, সকলি ঈশ্বরের ও তাঁহার গৌরবের নিমিত্তে আছে, তবে তোমার উচিত নহে যে ঈশ্বরের বস্তু লইযা আপন ইচ্ছানুসারে ব্যয় কর। আর এই জগতে যে কিছু উত্তম ভোজন পান করিযা আপনার উদর পূর্ণ করিতেছ, আরও আপন মনকে হৃষ্ট পুষ্ট করিতেছ, ইহাও তোমার উচিত নহে। আর নানা প্রকার বস্ত্র পরিধান করিযা, বরঞ্চ পশু পক্ষ্যাদির চর্ম্ম ও লোম প্রভৃতিদ্বারা আপনাকে গরম করিতেছ, আর অভিমান করিতেছ; কিন্তু ইহাও তোমার উচিত নহে। আর মনে কর যে তোমাকে সকল বিষযের নিকাশ দিতে হইবেক, কিন্তু তুমি কি উত্তর দিবা? বরঞ্চ নিরুত্তর হইয়া ঈশ্বরের ক্রোধেতে ধৃত হইবা।

এখন হে মনুষ্য, কিঞ্চিৎ স্থির হও, যেহেতুক আমি আর কিঞ্চিৎ কথা কহিতে চাহি, যাহার দ্বারা প্রকাশ পায যে তুমি অত্যন্ত ভ্রষ্ট হইয়াছ। দেখ যখন মনুষ্য এদন উদ্যানে ছিল, তখন প্রত্যেক পশু পক্ষ্যাদির যে নাম রাখিল, তাহাই রহিল। দেখ আদিপুস্তক ২; ২ পদে আছে। তবে নিশ্চয জানা যাইতেছে, যে মনুষ্য সকলের কর্ত্তা ছিল, আর সকলই মনুষ্যের বশীভূত

ছিল। ভাল হে মনুষ্য, এখন সিংহকে না ডাকিয়া বরঞ্চ এক শিয়ালকে ডাক; আর আকাশের প্রধান উড্ডীয়মান্ হাড়গিলা পক্ষিকে না ডাকিয়া কাকপক্ষিকে ডাক, হইতে পারে সে তোমার আজ্ঞাবহ হইবে। কিন্তু তুমি নিজে কহিবা যে না২ সে আমার কথা শুনিবে না। তবে হে মনুষ্য, তুমি কি ভ্রষ্ট হও নাই? দেখ কাক ও শিয়াল অবধি তোমাকে তুচ্ছ করিতেছে। হে মনুষ্য, তুমি নিতান্ত ভ্রষ্ট হইয়াছ। যদি ভ্রষ্ট না হইয়াছ তবে পরমেশ্বর এদন উদ্যানহইতে তোমাকে কেন দূর করিলেন? আর দূতগণকে খড়্গদ্বারা চৌকি রাখিলেন যেন তুমি পুনর্ব্বার না যাইতে পার? অতএব হায ২ হে মনুষ্য, আত্মশ্লাঘা করা তোমার কেমন লজ্জার বিষয়। আর এখন তোমার ভ্রষ্টতা কত প্রকাশ করিব, পাছে তুমি লজ্জারূপ সমুদ্রে মগ্ন হও। হে মনুষ্য, মনে করিও না যে আমার ইহাতে আনন্দ যে তোমাকে লজ্জাসাগরে মগ্ন করি কিম্বা শোকান্বিত করি। এমন নয়, আমার ইচ্ছা এই যেন তুমি মন্দতাহইতে ফিরিয়া আপনার মঙ্গলের প্রতি ধাবমান হও, যাহাতে তোমার শোকের বিষয আনন্দজনক হয়, আর আপন নূতন জন্মের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি প্রাপ্ত হও। আমি তোমাকে অল্পক্ষণের নিমিত্তে দুঃখিত করিলাম বটে, কিন্তু যেন তুমি অনন্ত আনন্দ ভোগ কর।

হে মনুষ্য, তুমি আপন অবস্থা দেখিয়াছ যে তুমি কেমন অযোগ্য, আর ঈশ্বরের শত্রু হইয়া নরকের অধিকারী হইয়াছ। এখন হে মনুষ্য, পুনরায ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি এবং ঈশ্বরের মিত্র হইয়া স্বর্গের অধিকারী হইতে কি তোমার যত্ন আছে? আর পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তে কি করিব? ইহা তুমি কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? তবে শুন, ঈশ্বরের বচন তোমাকে উত্তর দিতেছে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস কর, তাহাতে তুমি ত্রাণ পাইবা। দেখ প্রেরিতদের ক্রিয়া ১৬; ৩১ পদ।

এখন হে মনুষ্য, নিরাশ হইও না, বরঞ্চ এখন পর্য্যন্ত তোমার বাঁচিবার ভরসা আছে, কেননা অদ্যাই প্রভু তোমাকে এই প্রকার কহেন; দেখ যিশয়িয় ১ অধ্যায় ১৮, ১৯ পদে পরমেশ্বর কহিতেছেন, আইস আমরা উত্তর প্রত্যুত্তর করি, তাহাতে তোমাদের

পাপ রক্তবর্ণ হইলেও হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইবে, ও সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণ হইলেও মেষলোমের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইবে; তোমরা যদি ইচ্ছুক ও আজ্ঞাকারী হও, তবে দেশের উত্তম২ সামগ্রী ভোগ করিবা। অতএব হে মনুষ্য, যদি অদ্য তাঁহার রব শুনিতে পাও তবে আপন অন্তঃকরণ কঠিন করিও না। ইব্রী ৪; ৭। ইব্রী ৬; ১৫ পদ। গীতপুস্তকের ৯৯; ৭। এখন হে মনুষ্য, তোমার কি স্মরণে আছে, যখন তুমি ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্ট হইযাছিলা, সেই সময়ে তোমার উপকারক কে ছিল? কাহার সঙ্গে পরমেশ্বর পরামর্শ করিযাছিলেন, যে আইস মনুষ্যকে আপন প্রতিমূর্ত্তিতে বানাই? কি সেই খ্রীষ্ট প্রমাণীকৃত হইলেন না? দেখ যখন তুমি পতিত হইলা অর্থাৎ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পতিত হইলা ও দূতদের দৃষ্টিতে পতিত হইলা, বরঞ্চ স্বর্গহইতে পতিত হইলা, আকাশ ও চন্দ্র ও সূর্য্য আর নক্ষত্রগণের দৃষ্টিতে পতিত হইলা; পৃথিবীর পশুপক্ষ্যাদির দৃষ্টিতে পতিত হইলা, কোথায় পতিত হইলা? অর্থাৎ পাপেতে পতিত হইলা, ও চিরস্থায়ী যে নরকের দুঃখ তাহাতে পতিত হইলা, তখন পুনর্ব্বার সেই খ্রীষ্ট তোমার উপকারী হইলেন।

ঐ খ্রীষ্ট যেমন তোমার সৃষ্টিকালে পরামর্শ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ যখন তুমি পতিত হইলা, পুনর্ব্বার তোমাকে তুলিবার জন্যে পরামর্শ করিলেন। দেখ ৪০ গীত ৬, ৭, ৮ পদ। ইব্রী ১০; ৫ অবধি ১০ পর্য্যন্ত। তিনি তোমার রক্ষার্থে স্বর্গহইতে আইলেন, আর তোমার রক্ষার নিমিত্তে ক্রুশেতে উঠিলেন, আর কবরে নামিলেন, আর তোমার রক্ষার নিমিত্তে স্বর্গে গিয়াছেন, আর তোমার ত্রাণের হেতু নিত্য জীবিত আছেন। আর যদ্যপি তিনি মনুষ্যদের মধ্যে গণিত নহেন, আর তাঁহাতে যদ্যপি কিছুই সৌন্দর্য্যতা নাই যাহাতে লোকেরা তাঁহার প্রয়াস করে, তথাপি তিনি তোমার উপকারী আছেন। যদি যিশয়িয় ৫৩ অধ্যায় সমুদয় পাঠ কর, তবে জানিতে পারিবা যে তিনি তোমার কেমন উপকারক আছেন। দুঃখের বিষয় যে এখন উপকারককে কেহ স্মরণে আন না। এক সময়ে শত্রুরা এক নগর নষ্ট করণার্থে বেষ্টন করিয়াছিল; কিন্তু সেই নগরে এক দরিদ্র মনুষ্য ছিল; তাহার

জ্ঞানেতে ঐ দেশ রক্ষা পাইল; কি খেদের বিষয় যে ঐ গরিবকে কেহই স্মরণে আনিল না। প্রমাণ উপদেশক ৯; ১৪, ১৫ পদ। তদ্রূপ এই জগৎ যেন বিনষ্ট হয় তন্নিমিত্তে শয়তানের হস্তদ্বারা বেষ্টন করা গেল, এবং পাপেতে পরিপূর্ণ হওয়াতে শাপগ্রস্ত হইল; কিন্তু খ্রীষ্ট এই জগতে অতি দরিদ্রের ন্যায় ছিলেন অর্থাৎ তাঁহার মস্তক রাখিবার স্থান ছিল না। তথাপি তাঁহার সুপরামর্শ দ্বারা শয়তানের মস্তক চূর্ণ করা গেল। আর ঈশ্বরের যে ক্রোধ জগতের প্রতি ছিল তাহা তিনি আপন শরীরে লইয়া মনুষ্যকে রক্ষা করিলেন। হায় ২ কি দুঃখের বিষয়, এমন উপকারককে কেহই মনে করে না।

এখন হে মনুষ্য, তুমি কেন নরকে যাইতে চাহ? আমি জিজ্ঞাসা করি না, বরঞ্চ পরমেশ্বর জিজ্ঞাসা করিতেছেন; যিহিস্কেল ১৮; ৩১, ৩২ পদ, হে ইস্রায়েলের বংশ, তোমরা কেন মরিবা? প্রভু পরমেশ্বর কহেন, যে কেহ মরে তাহার মরণে আমার কোন সন্তোষ নাই, অতএব তোমরা ফিরিয়া বাঁচ। আর তোমার উপকারক খ্রীষ্ট কহিতেছেন, হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, তোমরা আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। প্রমাণ মথি ১১, ২৮ পদ। যিশয়িয় ৫৫ অধ্যায়, ১ পদ। এখন আমি তোমাকে বিনতি করিতেছি যে আপন বহুমূল্য আত্মাকে বিনষ্ট করিও না, বরঞ্চ যেন নূতনরূপে পরমেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্ট হও এই নিমিত্তে ত্বরায় আপন উপকারক খ্রীষ্টকে বিশ্বাস কর। এখন আমার উপকারক প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমার প্রতি ও তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, কেননা আমি ও তুমি উভয়ে মনুষ্য আছি।

তোমার বন্ধু সুজাতালি।

চর্চ্চ মিশনরি সোসাইটির জুবিলি।

খ্রীষ্টাব্দে ১৮৪৮ শালের ১ নবেম্বর দিবসে উক্ত সোসাইটির যোবেল নামক মহোৎসব হইয়াছিল, তাহাতে ইউরোপ খণ্ডে ও আশিয়া খণ্ডে ও যে সকল স্থানে তাহাদের মণ্ডলীগণ আছে, সেই

সকল স্থানের খ্রীষ্টাশ্রিত লোকেরা সভা করণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়াছিলেন। সম্পাদক মহাশয়, ইহা কেমন আনন্দের বিষয় যে নানা দেশীয় ও নানা ভাষাবাদী লোকেরা বর্ণভেদ ও বস্ত্রভেদ ও জল বায়ুর প্রভাবে বিবিধ দেশে বিবিধ প্রকার আচার ব্যবহারের প্রভেদ থাকিলেও সকলে ঈশ্বরের নামের জয়ধ্বনি করিতে এক নিরূপিত দিবসে সভাস্থ হইয়াছিলেন। ঐ দিবস স্থানে ২ মণ্ডলীর লোকেরা যে রূপে পালন করিয়াছিলেন তাহা আমরা বিশেষ জ্ঞাত নহি, কিন্তু উক্ত সোসাইটির অন্তঃপাতি কৃষ্ণনগর নামক স্থানে যে প্রকারে ঐ মহোৎসব পালন হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি।

ঐ দিবসের প্রাতঃকালে বেলা ৬ ঘণ্টার সময়ে ঈশ্বরারাধনা করণার্থে মণ্ডলীস্থ লোকেরা একত্রীভূত হইয়াছিলেন। তৎকালে এদেশীয় ভ্রাতারা উচ্চৈঃশব্দে এক গীত গান করণ পূর্ব্বক প্রার্থনাদি নৈবেদ্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উদ্দেশে সমর্পণ করিয়া হর্ষচিত্তে স্ব ২ গৃহে গমন পূর্ব্বক কেহ ২ পুনর্ব্বার স্বপরিবারে একত্র হইয়া প্রার্থনাদি করিলেন, আর দূরস্থ ভ্রাতারা সেই দিবসে আসিয়া ভোজনাদি করিবেন, ইহার নিমিত্তে কতক গুলিন লোক রন্ধনাদি ও আতিথ্য সেবা করণার্থে যত্নবান হইলেন। পরে বেলা ১১ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত পাদরি ইনিস সাহেব যিশাইয ভবিষ্যদ্বক্তার ৩৫ অধ্যায় ১০ পদ। "পরমেশ্বরের মুক্ত লোকেরা ফিরিয়া জয় ২ শব্দ করিতে ২ সিয়োনে উত্তীর্ণ হইবে, এবং তাহাদের মস্তকে নিত্য আনন্দস্বরূপ মুকুট হইবে, তাহারা আনন্দ ও আহ্লাদ পাইবে, এবং শোক ও আর্ত্তস্বর দূরে পলায়ন করিবে," এই বাক্য বিষয়ে ইংরাজি ভাষাতে ঘোষণা করিলেন। তৎকালে এস্থান স্থিত ভদ্র ২ ইউরোপীয লোকেরা সভাস্থ হইয়াছিলেন, এবং উপদেশের পরে তাঁহারা সোসাইটির নিমিত্তে কিঞ্চিৎ ২ মুদ্রা দান করিলেন। পুনশ্চ বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টা অতীত হইলে এদেশীয় ভ্রাতারা সভাস্থ হইলে শ্রীযুক্ত পাদরি ব্লুমহার্ট সাহেব বঙ্গ ভাষাতে মথিলিখিত সুসমাচারের ২৮ অধ্যায় ১৯,২০ পদ পর্য্যন্ত যথা, তোমরা যাইয়া সর্ব্বদেশীয় লোকদিগকে শিষ্য করিয়া ইত্যাদি বাক্য ব্যাখ্যা করিলেন। তদনন্তর বৈকালে বেলা ৪ ঘণ্টার

সময়ে মণ্ডলীস্থ সমস্ত লোকেরা ও দূরহইতে আগত গ্রামস্থ লোকেরা ভোজনাদি করিতে বসিলেন। তদ্দর্শনার্থে অত্র জেলার ভদ্র ২ কয়েক জন সাহেব ও মেম আসিয়াছিলেন, ও তৎসময়ে এ দেশীয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক জনের রচিত পশ্চাল্লিখিত গীত গান হইল, ও পরে ইংরেজি স্বরে গীতপুস্তকের ২ গীত গান করা গেল।

গীত।

এই যে সভা তব বিদ্যমান।
কর প্রভু আশিষ প্রদান॥

১ তুমি সর্ব্বশক্তিমান, তাহে সকলের প্রধান।
সর্ব্ব অন্তর্যামী তুমি যিহূহ নন্দন।
প্রভু জুবিলিতে হও হে সদয় কর ধর্ম্ম বারি বরিষণ॥

২ যে মত সিনাই পর্ব্বতে, তাহে গহন বনেতে।
রক্ষা করিলেন ইস্রায়েল বংশ বিপদহইতে।
প্রভু জুবিলিতে কর দয়া আমরা পাপী অধম জন॥

৩ এই যে স্বর্গ পুরেতে, সৈন্যের কিঙ্করগণেতে।
হালিলুয়া বল্‌ছে সদা উচ্চ রবেতে।
প্রভু সেই মত জুবিলিতে হউক তোমার সংকীর্ত্তন॥

৪ আইস প্রিয় ভ্রাতৃগণ, হয়ে শুদ্ধ সত্ত্ব মন।
স্বর্গ মর্ত্ত্যের রাজা যিনি করি তাঁর ভজন।
সদা আনন্দে উৎসব করি জুবিলি এই মহা দিন।

৫ যথা পেন্তকস্ত দিনে, সাধু প্রেরিতগণে।
ধর্ম্মাত্মা দান করিলেন তাদের মনে।
প্রভু সেই মত জুবিলিতে কর পবিত্রাত্মা দান॥

৬ তিনি মহাদয়াবান, দাতৃত্বে প্রধান।
ভক্তি ভাবে যে লইবে তারে করিবেন দান।
ঐ যে অক্ষয় মুকুট দিবেন তারে প্রতিজ্ঞা আছে বচন॥

৭ গৌরব সম্মান ও শক্তি, সদা হউক তাঁর প্রতি।
যীশু মোদের মুক্তিদাতা করিবেন হে মুক্তি।
মুখে জয়ধ্বনি কর সভে ঈশ্বরের কর গান॥

নানাদেশীয় লোকের শব বিষয়ক ব্যবহার।

নানাদেশীয় লোকেরা যে প্রকারে মৃত শরীরের শেষক্রিয়া করে সে অগ্রাহ্য নহে, যেহেতুক যাহাদের শব বিষয়ক ক্রিয়াতে বৈলক্ষণ্য নাই এমন দুই জাতি নাই।

ইংলণ্ডীয়েরা এবং সকল খ্রীষ্টীয়ানেরা শব মৃত্তিকার মধ্যে পোতে, বিশেষতঃ যে সকল লোক ইউরপহইতে উঠিয়া গিয়া আমেরিকাতে অনেক কালাবধি বসতি করিয়াছে ও স্বতন্ত্র রাজ্য হইয়াছে, তাহারা আপন পূর্ব্বপুরুষদের ব্যবহার ত্যাগ করে নাই। তথাপি তাহাদের প্রধান অধ্যক্ষ হেনরি লারহ সাহেব আপন মৃত শরীর আপনার আজ্ঞায় দগ্ধ করাইলেন। এই ব্যবহার সর্ব্বসাধারণ নহে, একবার মাত্র হইয়াছিল।

হিন্দুস্থানে হিন্দু লোকেরা আপনাদের শব দাহ করে এবং মুসলমানেরা পোতে। ব্রুহ্মাদেশীয়দের মধ্যে দাহ ব্যবহার আছে, দুষ্ট লোকদের ও ঘৃণ্য রোগার্ত্ত জনদের শরীর পোতে, এই ব্যবহার তাহাদের অসম্ভ্রমসূচক।

কাফ্রীদের মধ্যে কবর দেওয়া কেবল রাজার উপযুক্ত, অন্যং শব নির্দ্দয়রূপে বন্য পশুদের নিকটে ক্ষেপ করা যায়। এই বিষয়ে তাহাদের অত্যন্ত অসভ্য অনবধান আছে, যেহেতুক তাহারা মরিবার প্রথম চিহ্ন দেখিয়া আপন মিত্রদের শরীর বনে নিক্ষেপ করে। তাহারা ভাবে যে যদি কোন ব্যক্তি ঘরে মরে, তবে অশেষ কাল পর্য্যন্ত সেখানে দুর্ভাগ্য হইবে; অতএব তাহাদের কিছুমাত্র চরমক্রিয়া নাই।

নবহলাণ্ডের লোকেরা আপনাদের মিত্র লোকের শব মহাবৃক্ষের কোটরের মধ্যে দণ্ডায়মান করিয়া রাখে, এবং শবের মস্তক ও অস্থি শ্বেত কিম্বা রক্তবর্ণ করে।

দক্ষিণামেরিকাতে অরনকো নদীর তীরস্থ লোকেরা রজ্জুদ্বারা শব বান্ধিয়া জলের মধ্যে নিক্ষেপ করে, ও রজ্জু তীরস্থ বৃক্ষে বান্ধিয়া রাখে, তাহাতে মৎস্যেরা চব্বিশ ঘণ্টায় ঐ শবের সমুদায় মাংস খাইয়া যায়, এবং অবশিষ্ট অস্থি তাহারা ঘরে আনিয়া রক্ষা করে।

তত্রস্থ অন্য এক অসভ্য জাতির লোকেরা ঐ অস্থি ধূলিবৎ চূর্ণ

করিয়া ধর্ম্মক্রিয়া জ্ঞানে খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে মিশ্রিত করে। সেখানে মকো নামে জাতির আশ্চর্য্য ব্যবহার আছে; তাহারা জনারের আটার সহিত ঐ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পিষ্টক করে, এবং মিত্রতা করিবার কালে ঐ পিষ্টক ভোজন করে, তাহা পরম মিত্রতার এক চিহ্ন।

মৃত লোকদিগকে রাখিতে সকলহইতে অপকৃষ্ট রীতি অফ্রিকা দেশের কঙ্গ নদীর তীরে আছে। তাহারা ছয় সাত বৎসর পর্য্যন্ত মৃত শরীর কবরে দেয় না, কিন্তু গন্ধ নির্গত না হওনের কারণ বস্ত্রের দ্বারা বেষ্টন করে; এবং তাহারা আপনাদের অর্থানুসারে ঐ বেষ্টনের বস্ত্র বাড়ায়। যদি কোন ভাগ্যবান লোক মরে, তবে তাহার শরীরে এত বস্ত্র জড়ায় যে বস্ত্র জড়াইতে২ এক ঘরে সে শব ধরে না; পরে অন্য ঘরে লইয়া রাখে,সেখানেও ঐরূপে জড়াইতে২ ধরে না, তাহাতে অন্য ঘরে লইয়া যায়; এইরূপ ছয় ঘর পর্য্যন্ত রাখিয়া পরে তাহাকে কবর দেয়।

গিয়ানা দেশেতে ইহাহইতে কুব্যবহার চলে; যখন তাহাদের মধ্যে কোন অধ্যক্ষ মরে, তখন তাহার স্ত্রীরা ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত সে শব ত্যাগ করে না, সে শবের নিকটে তাহাদের সর্ব্বদা বসিয়া থাকিবার আবশ্যকত্ব। সে শরীরের দুর্গন্ধ লক্ষ২ মক্ষিকাদিগকে আকর্ষণ করে, তথাপি তাহারা এমন সর্ব্বদা তাহার নিকটে থাকে যে এক মক্ষিকাও বসিতে পারে না। ঐ ত্রিশ দিনের পরে ঐ শবকে কবরে দেওয়া যায়। তাহার সহিত সহবাসার্থে এক স্ত্রীকে তাহার সহিত কবরে দেয়।

পিরু দেশের পর্ব্বতীয় লোকেরা মৃত লোককে দুর্গের উপরে রাখে তাহার উপরে কিছু আবরণ করে না।

পূর্ব্বকালে ফ্রীজিয়া দেশীয়দের মধ্যে অধ্যাপক মরিলে সে যেন মরণান্তেও লোকদিগকে উপদেশ দেয় এই জন্যে তাহারা তাহার শব কোন উচ্চস্তম্ভের উপরে রাখে। পারস দেশীয় লোকেরা এই মত জ্ঞান করে যে যদি কোন সভ্য মুসলমান অবিশ্বাসি লোকের মধ্যে মরে, তবে কবরের দূতেরা এমন মন্দ সভার মধ্যে তাহাকে থাকিতে দিবে না, কিন্তু আকাশপথ দিয়া আনিয়া অবশ্য বিশ্বাসি লোকদের দেশে তাহাকে লইয়া রাখিবে।

প্রাচীন এক মুসলমান পথিক অনেক কাল পূর্ব্বে সিংহল দ্বীপে গিয়াছিল, সে লিখিয়াছে, যে যখন কোন রাজা মরে, তখন লোকেরা তাহার শব গাড়ির উপরে এমত রাখে, যে তাহার মস্তক গাড়িহইতে মৃত্তিকা পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে, এবং সেই মস্তকে ধূলি নিক্ষেপ করিতে২ তাহার পশ্চাৎ২ স্ত্রীলোকেরা যায়। তিন দিন এইরূপ করিয়া পরে সে শরীরে চন্দন ও কর্পূর ও কেশর এই তিন দ্রব্য পূর্ণ করিয়া রক্ষা করে, পরে সেই শরীর দগ্ধ করে, এবং তাহার ভস্ম আকাশে উড়াইয়া দেয়।

সরকাশীয়া দেশে এক জাতীয়েরা এই মত আপনাদের অধ্যক্ষ-দের শব রক্ষা করিয়া থাকে। তাহারা মৃত শরীর সিন্দুকের মধ্যে রাখে, এবং তাহার চক্ষুর সমস্থানে সিন্দুকে ছিদ্র করে, যেন মৃত শরীর তাহার দ্বারা স্বর্গ দেখিতে পায়; পরে ঐ সিন্দুক বৃক্ষের ডালে বদ্ধ করিয়া রাখে। মধুমক্ষিকানমূহ ঐ ছিদ্রদ্বারা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মধু ও মোম দিয়া সে শরীরকে আবরণ করিলে লোকেরা উপযুক্ত সময়ে সেই মধু তাহাহইতে লইয়া বাজারে বিক্রয় করে।

পরমার্থতত্ত্বসার।

১ প্রথম প্রস্তাব।

আমাদিগের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এ জগতে অবতীর্ণ হওনের পূর্ব্বে এ জগতের দেবপূজা ও অজ্ঞানতারূপ অধমত্ব বিষয় বিবেচনা করিলে অতি স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ঈশ্বরের নরাবতার হইয়া মনুষ্যদের নিকট প্রকাশিত হওন অত্যাবশ্যক এবং সম্ভবনীয় বটে।

যাঁহারা প্রাচীন ইতিহাস অবগত আছেন তাঁহারা জানিতে পারি-বেন যে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এ জগতে অবতীর্ণ হওনের অতি পূর্ব্বা-বধি ও তৎসময় পর্য্যন্ত অল্প লোক ভিন্ন অতি জ্ঞানি লোকাবধি অতিমূর্খ লোক পর্য্যন্ত তাবতেই ঈশ্বর ও ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানরহিত হইয়া দেবপূজা ও নানা প্রকার অতিঘৃণার্হ কর্ম্মে প্রবৃত্ত ছিল, এবং তাবৎ সৎক্রিয়ারহিত হইয়া ঘোরতর অন্ধকারে মগ্ন ছিল। এবং তাহারা ঈশ্বরের যথার্থ স্বভাব কিম্বা তাঁহার গুণ বা ক্ষমতা কিম্বা ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যগণের উপযুক্ত ব্যবহার কিম্বা তাঁহার আরাধনা

করা কিম্বা আত্মার অমরত্ব কিম্বা মৃত্যুর পর ক্রিয়ানুযায়ি ফলাফল, এ সমস্ত বিষয়ের কিছুই বুঝিতে পারিত না। তাহারা এমত বোধ করিত যে এ জগৎ দেবদেবীদের অধীন, অতএব তাহারা ঐ সকল দেবদেবীর পূজা করণোপলক্ষে মহাপাপ ও অতিঘৃণার্হ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত। তাহারা মৃত পুরুষ ও স্ত্রীদিগের পূজা করিত, এবং পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি এই সকলেরও আরাধনা করিত, বিশেষতঃ তাহাদিগের নিজ হস্তকৃত স্বর্ণ রৌপ্য কাষ্ঠ প্রস্তর ও অন্য ধাতুনির্ম্মিত পুত্তলিকা ও সর্প এই২ সকলকেও ঈশ্বরজ্ঞানে আরাধনা করিত। তাহাদিগের অত্যাচারের বিষয়েই বা কি কহিব? তাহারা অতিশয় ঘৃণার্হ জঘন্য পাপে আসক্ত ছিল, এবং ধর্ম্মকর্ম্ম সাধনার্থে ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষ ও লম্পটতাতে পরিপূর্ণ ছিল, এবং কেহ২ অজ্ঞানতারূপ তিমিরাবৃত হইয়া নরহত্যা করিয়া অমূলক ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত ছিল। অতএব প্রাচীন দেবপূজক লোকদের বিষয়ে প্রেরিত পাউল রোমীয়দের প্রতি পত্রের ১ অধ্যায়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতি যথার্থ কেননা তিনি কহেন যে "তাহারা তাবৎ অন্যায় ও ব্যভিচার ও দুষ্টতা ও লোভ ও জিঘাংসা এবং ঈর্ষ্যা ও বধ ও বিবাদ ও চাতুরী ও কুমতি ইত্যাদি দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া চুকোলখোর ও অপবাদী ও ঈশ্বরদ্বেষক ও হিংসক ও অহঙ্কারী ও আত্মশ্লাঘী ও কুকর্ম্মের উৎপাদক ও পিতা মাতার অনাজ্ঞাবহ ও অবিচারক ও নিয়মলঙ্ঘনকারী ও স্নেহরহিত ও অতিদ্বেষী ও নির্দ্দয় হইয়া উঠিল।" এই২ সকল যে কেবল তাহাদিগের প্রতি দোষারোপ করা তাহা নহে, কিন্তু এ সকল বিশ্বাসনীয় ও তৎকালীন লোকদিগের ক্রিয়ার অনুরূপই বটে, কেননা এ সমস্ত তৎকালীন দেবোপাসক লেখকদিগের দ্বারা অতি স্পষ্টরূপে লিখিত ও প্রমাণীকৃত হইয়াছে। আর অতি জ্ঞানী ও গুণবান ও বিদ্বান ও পরম পণ্ডিত ও শিল্পকার্য্যে নিপুণ এমত সকল ব্যক্তিদিগের বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিষয় লিখিত হইয়াছে। অতএব বিবেচনা কর, যদিস্যাৎ এমত প্রজ্ঞাবিশিষ্ট জনসমূহই এমত কুকর্ম্মান্বিত ছিল, তবে অজ্ঞান মূর্খ লোকেরা কি পর্য্যন্ত পাপরূপ ঘোর অন্ধকারে মগ্ন ছিল, তাহা কে বলিতে পারে?

ইহা সত্য বটে যে সকল প্রাচীন জাতীয়দের মধ্যে কেহ২ ভদ্র লোক ছিল, বিশেষতঃ গ্রীক ও রোমাণ লোকদের মধ্যে বহুদর্শী খ্যাত কএক জন জ্ঞানী ভদ্রলোক ছিলেন, তাহারা জগৎস্থ অন্য তাবৎ লোকাপেক্ষা নীতি ও ঈশ্বরারাধনা বিষয়ক জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন। ইহারা পাপভ্রষ্ট সমূহ জগৎস্থ লোকাপেক্ষা আপনাদিগকে কিঞ্চিৎ সুধারায় রাখিয়াছিল। কিন্তু সমূহ জগতের দৃষ্টিতে ইহারা নিতান্ত অতি অল্পসংখ্যকমাত্র, অতএব অসংখ্য২ লোকদিগের ব্যবহারের পরিবর্ত্তন তাহারা কোন মতেই করিতে পারিত না, কেননা তাহাদিগের নিজের এমত অল্প জ্ঞান ছিল যে ঈশ্বরের স্বভাব ও গুণ ও তাঁহার আরাধনা ও

তাঁহার প্রতি মনুষ্যগণের উপযুক্ত ব্যবহার ও এ জগতের উপর ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব করণ ও ঈশ্বরের মনুষ্যসৃষ্টির অভিপ্রায় ও মনুষ্যগণের প্রাথমিক মহত্ত্ব ও তাহাদিগের শেষে পতিতাবস্থা ও মনুষ্যগণের প্রাথমিক অবস্থা পুনঃ প্রাপণার্থে ঈশ্বরের ও মনুষ্যের মধ্যে মধ্যস্থতা ও যে সৃষ্টিকর্ত্তাকে হেলন হেতুক তাবতেই তাঁহার কোপের অধীন আছে তাঁহার অনুগ্রহ পুনঃ প্রাপণের উপায় ও যে সমস্ত যশস্কর কার্য্য মনুষ্যদিগের করা উপযুক্ত, এই২ সকল বিষয়ে তাহারা অতি অল্প জ্ঞাত ছিল। আর তাহারা যে উপরোক্ত গুরুতর কার্য্য ও ব্যবহার বিষয়ে অজ্ঞানী তাহা কেবল নয় কিন্তু আত্মার অমরত্ব ও মরণের পর ক্রিয়ানুযায়ি ফলাফল এই২ সমস্ত বিষয়েতেও তাহাদিগের ভ্রম ও সন্দেহ ছিল। তাহারা যদ্যপি এ সমস্ত বিষয়ের নিমিত্তে আকাঙ্ক্ষাযুক্ত ছিল, তথাচ তাহারা বিশ্বাসরহিত ছিল। যদিও তাহারা এ সমস্ত বিষয়ে কিঞ্চিৎ বুঝিল, তথাচ তাহারা প্রসন্ন হইয়া অজ্ঞান মূর্খ লোকদের নিকট তাহা প্রকাশ করিতে সক্ষম ছিল না। তাহারা যে সুশীলতা বা ধর্ম্মকর্ম্ম মত আচরণ করিত, তাহা অন্যলোক সমূদয় যে গ্রাহ্য করে তন্নিমিত্তে তাহাদিগকে উত্তেজনা দিবার সামর্থ্য ছিল না। তাহারা যে পাপ আপন আকাঙ্ক্ষা কিম্বা মনের মন্দ ভাব দূর করে, এমত ইষ্ট অভিপ্রায় তাহাদিগের ছিল না, ও সে সমস্ত বিষয় পরাজয় করিয়া তদুপরি কর্ত্তৃত্ব করণের সামর্থ্যও ছিল না। তাহাদিগের আদেশদ্বারা লোকদিগের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহা সৎক্রিয়ার গুণের প্রতিবন্ধক হইল, কেননা তাহাদিগের মধ্যে যাহারা প্রধান ছিল, তাহারাই নিজ২ শিক্ষার বিপরীত আচরণে প্রবৃত্ত ছিল, এবং অতি ঘৃণার্হ কর্ম্মে আসক্ত হইয়া সদাচরণের নিমিত্তে লোকদিগকে যে শিক্ষা দিয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ নাশ করিত। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, যাহারা নিজেই কুকর্ম্মেতে রত, তাহাদিগের দ্বারা কি অন্য লোকদিগের কদাচরণের পরিবর্ত্ত হইতে পারে? তাহা কদাচ সম্ভবে না। অতএব যে সমস্ত লোকেরা তর্ক করিয়া কহে যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এ জগতে অবতীর্ণ না হইলেও পূর্ব্বকার জ্ঞানি ও ভদ্র২ লোকদিগের সদ্জ্ঞানের দ্বারা সমূহসংসারের কদাচরণের পরিবর্ত্তন হইয়া সম্পূর্ণ ধর্ম্ম হইতে পারিত, তাহাদের কথা নিতান্ত অমূলক। অতএব এখন অতিস্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে সমূহ জগৎ যাহাতে মগ্ন হইয়াছিল এমত যে অজ্ঞানতা ও অমূলক ধর্ম্ম ও দেবারাধনা ও নানা প্রকার দুষ্টতা ও ক্লেশ ও নরকযন্ত্রণা ইত্যাদি হইতে নিস্তার করিবার নিমিত্তে ঈশ্বরাবতার হওনের অত্যাবশ্যক হইল। কেননা মনুষ্যদিগের দ্বারা উপরোক্ত সমস্ত ভ্রষ্টতা নাশ হইয়া সত্য ঈশ্বরসেবকদিগের যে সমস্ত প্রয়োজন সে সমস্ত জন্মিতে যে পারিত ইহা কদাচ সম্ভবে না। আর কেবল তাহা নয়, কিন্তু কি প্রকার আরাধনা করিলে জগদীশ্বর সন্তুষ্ট হয়েন, ও কি প্রকার প্রায়শ্চিত্ত হই-

লে ঈশ্বর গ্রাহ্য করিবেন ও পাপনাশ হইতে পারিবেক, ও ভবিষ্যৎ কালীন অবস্থা ও সর্ব্বশেষে ঈশ্বরের মহাবিচার, এই সকল বিষয় জ্ঞাত করান, ও তন্নিমিত্তে যে সকল জ্ঞান আবশ্যক সে সমস্ত দেওয়া আবশ্যক ছিল, এবং মনুষ্যগণের ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সকল প্রকার বৈধর্ম্ম্যাচরণ ও কুকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যে সকলের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে তন্নিমিত্তে ঐশ্বরিক আশীর্ব্বাদ দেওয়াও আবশ্যক ছিল। প্রেমের ও দয়ার সাগর জগদীশ্বর নিজ হস্তকৃত যে জীব সকল তাহাদিগের এমত দুরবস্থা দেখিয়া তাহাহইতে উদ্ধার করিতে নিজ ক্ষমতা যে প্রকাশ করিলেন এমত সম্ভবনীয়ও বটে, ইহা কোন মতেই যুক্তিবিরুদ্ধ হইতে পারে না। কেননা কোন লোকের নিজ হস্তে রোপিত একটি বৃক্ষ নষ্ট হইতেছে ইহা দেখিতে পাইয়া তাহার রক্ষার্থে চেষ্টা যেমন কোন মতেই অসম্ভব হইতে পারে না, তদ্রূপ সর্ব্বজীবের উৎকৃষ্ট জীব যে মনুষ্যগণ তাহাদিগের সর্ব্বনাশ উপস্থিত সময়ে ঈশ্বর যে আপন দয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কোন মতেই অসম্ভব হইতে পারে নাই। ইহাতে দেখ সর্ব্ব কালীন দেবোপাসক জ্ঞানী লোকেরাও এমত প্রতিজ্ঞা করিত যে পরমেশ্বর নিজে কিম্বা তাহাদ্বারা প্রেরিত কোন লোক ভিন্ন অন্য কোন মতেই বর্ত্তমান কুধারার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না।

আর দেখ গ্রীক দেশের সক্রাটিস * নামক এক জন মহামহোপাধ্যায় জ্ঞানী কহেন যে তোমরা লোকদের কুরীতির পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত যে চেষ্টা ও মহোদ্যোগ করিতেছ তাহা ত্যাগ কর, কেননা পরমেশ্বর দয়া করিয়া এ জগতের পরিবর্ত্তনের জন্য এক জনকে প্রেরণ না করিলে তোমরা কোন মতেই নিজ চেষ্টা বা উদ্যোগদ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবা না। আর প্লেটো † নামক এক জন মহাজ্ঞানী কহেন যে ঈশ্বরের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে এ জগতের পরিবর্ত্তন কোন ক্রমেই হইবেক না। এবং

---

* সক্রাটিস গ্রীক দেশস্থ মহাবিজ্ঞপণ্ডিত। ইনি খ্রীষ্টের জন্মের ৪৬৯ বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন, ও আপনি সদ্জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা আপনাকে অতি প্রসিদ্ধ করিয়াছিলেন ও সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া অনেকানেকের মহামঙ্গল করিয়াছিলেন। কএক লোক দ্বেষেতে পূর্ণ হইয়া তাহার নাশের আশয় বিপক্ষাচরণ করত মিথ্যা দোষারোপ করিয়া তাহার প্রাণ নাশের হেতু হইল। পরে তিনি ৭০ বৎসর বয়স্ক হইয়া খ্রীং পূং ৩৯৯ বৎসরে প্রাণত্যাগ করিলেন।

† ইনি এক জন গ্রীক দেশীয় মহাপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, আর ইনি পূর্ব্বোক্ত সক্রাটিসের স্থানে সুশিক্ষিত হইয়া মহাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইনি খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ৪৩০ বৎসরে জন্মিয়া অনেক প্রকার সুশিক্ষা প্রদানে আপনাকে অতিপ্রসিদ্ধ করিলেন, পরে খ্রীং পূং ৩৪৭ বৎসরে মরিলেন।

সিসিরো * নামক এক জনও এ বিষয়ে প্রমাণ দেন। আরও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মহাবিপক্ষকারি পরাফরি নামক এক ব্যক্তি কহেন যে জগতের পরিবর্ত্তনের কারণ অদ্যাবধি কোন জ্ঞানী যে উপায় স্থির করিতে বা অনুসন্ধানও করিতে পারে নাই, এমত অচিন্তনীয় উপায় সমুদয় জগৎ পরিবর্ত্তনের নিমিত্তে আবশ্যক আছে।

দেখ ব্রহ্মজ্ঞানি সম্প্রদায়িক মহাশয়েরা কহিয়া থাকেন যে মনুষ্যগণের মধ্যস্থিত যে জ্ঞান আছে তদ্দ্বারাই মানুষের কদাচারের পরিবর্ত্তন হইয়া মনুষ্যগণের যে২ উপযুক্ত কার্য্য তাহা স্বচ্ছন্দে করিতে পারে, অতএব ঈশ্বরাবতার হওনের কোনই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু প্রিয় পাঠকগণ, বিবেচনা করিয়া দেখ যে পূর্ব্বকালীন মহাজ্ঞানি দেবোপাসক লোকেরাই তদ্বিপরীত কহিয়া ব্রহ্মবাদি মহাশয়দিগের অমূলক তর্কের সম্পূর্ণ খণ্ডন করিয়াছে।

আর দেখ কোন ব্রহ্মবাদি লোককে আমরা দেখিলে জানিতে পাই যে ঈশ্বরের স্বভাব ও গুণ বিষয় ও তাঁহার সেবার বিষয় ও ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যগণের আচরণ ও শেষকালীন ফলাফল, এ সমস্ত বিষয় জ্ঞান তাহার মধ্যে আছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই২ যে সে জ্ঞান কোথাহইতে তাহার মধ্যে উপস্থিত হইল? তাহার নিজ জ্ঞানদ্বারা এ সকল উপার্জ্জন করিতে পারে নাই। তবে কি প্রকারে হইল? না, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মহাশত্রু ও বিপক্ষকারি রুসো নামক এক মহাজ্ঞানী নিজে কহিয়াছেন যে সর্ব্বস্থানে শত্রুমিত্রের নিকটে প্রকাশরূপে প্রচারিত যে ধর্ম্মশাস্ত্র তদ্দ্বারা, এবং খ্রীষ্টীয়ানদিগের নগরে বাস ও তাহাদিগের সহিত আলাপ ব্যবহার ও তাহাদিগের প্রমুখাৎ শ্রুত ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষাহইতে কিঞ্চিৎ২ গ্রহণ করিয়া এই সমস্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কলিকাতা মহানগরেই দেখা যাইতেছে। দেখ এই মহানগরীতে পূর্ব্বে কয় জন ব্রহ্মবাদী ছিল? তাহাদিগের নামও শুনা যাইত না। এইক্ষণে ইউরোপীয় মহামহোপাধ্যায়দিগের দ্বারা তাহাদিগের দেবোপাসনাসক্ত মুদ্রিত নয়ন উন্মীলন না হইতে হইতেই বলিয়া উঠেন, আমি ব্রহ্মবাদী হইলাম।

আর উক্ত সম্প্রদায়িক লোকেরা আপনাদিগের পাপ ও অধর্ম্ম বিষয় স্বীকার করত তাহার ক্ষমা পাওনের আবশ্যকতা বোধ করেন, কিন্তু সেই পাপ ক্ষমা পাওনের উপযুক্ত উপায় বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করেন, যে জগদীশ্বর দয়ার সাগরস্বরূপ অর্থাৎ তিনি অতিদয়াময়, অতএব তাঁহার নিকটে তদ্বিষয়ে ক্ষমা যাচ্ঞা করিলে তিনি অবশ্যই ক্ষমা করিবেন। কিন্তু ইহার উত্তর আমরা এই দিতেছি যে মনুষ্য যদি মরণকালাবধি তাঁহার নিকট সজল নয়নে অতি বিনয় পূর্ব্বক নিত্য বেদনা ও পাপ ক্ষমা বিষয়ে অহর্নিশি প্রার্থনা করে, তথাচ তাহার পাপের ক্ষমা হইবেক না,

* ইনি ইতালি দেশের এক জন মহাবিজ্ঞ পণ্ডিত খ্রীং পূং ১০৭ বৎসরে জন্মেন, ইনি সদ্বংশজ ও তাঁহার বাক্‌পটুতা বিষয়ে ক্ষমতা ছিল।

কেননা পরমেশ্বর তাহা করিতে পারেন না। ইহা পাঠকগণের অতি আশ্চর্য্য বোধ হইবেক, কিন্তু ইহার স্থূল কারণ জানাইতেছি। পরমেশ্বরের দয়া এই যেমত একটি গুণ এমত আর২ অনেক গুণ আছে, এবং সে সমস্ত গুণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় ও যথার্থতা এই এক গুণও আছে, অতএব তিনি ন্যায়বান হইয়া কি প্রকার অন্যায় করিতে পারেন? পরমেশ্বরের দৃঢ় নিয়ম ও ব্যবস্থা এই, যে কোন প্রাণী পাপ করিবে সে অবশ্য তাহার ফলভোগী হইবেক। অতএব ইহা যদি তাঁহার স্থির নিয়ম হইল, তবে কি প্রকারে তিনি পাপক্ষমাযাচক পাপিকে ক্ষমা করিতে পারেন? তাহা করিলে তিনি নিজেই নিজ ব্যবস্থা লঙ্ঘনকারী হন, সুতরাং এমত হওয়া অসাধ্য।

দেখ কোন জজ সাহেবের নিকট কোন চোর ধরা পড়িয়া যদি অতিশয় ক্রন্দনপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে কি বোধ কর সেই বিচারাধিপতি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারেন? কোন মতেই নহে। সেই প্রকার ঈশ্বরের বিচারেও জানিবা। আর দেখ, যদি কোন ন্যায়বিচারাধিপতি ঐ মত কোন অপরাধির কাতরোক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন, তবে কি বোধ কর, লোকেরা তাহাকে কি কহিবে? অবশ্য তাহাকে অন্যায়বিচারক কহিবে, কেননা তিনি দুষ্টের দমন না করিয়া বিনাশাস্তিতে ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে আরও উৎসাহ দিতেছেন। হে পাঠকগণ, সেই প্রকার ঈশ্বরের প্রতি ও অনায়াসে কহা যাইতে পারে। তিনি যদি পাপের নিরূপিত দণ্ড না দেন, তবে তিনিও অন্যায়ী হইবেন; কিন্তু পরমেশ্বর যাথার্থিক। * অতএব বৃক্ষবাদিদের যে তর্ক তাহা সম্পূর্ণরূপ নিষ্ফল দেখা যাইতেছে। আরও তাহারা কহিয়া থাকে, যে আমরা ঈশ্বরারাধনা করিয়া তাঁহার তুষ্টি জন্মাইব, তাহাতে তিনি অনায়াসে পাপ ক্ষমা করিয়া স্বর্গে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তাহাও নিষ্ফল আশামাত্র জানিবা। দেখ পরমেশ্বর মনুষ্যদিগকে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপে সৃজন করিয়াছেন, তাহার কারণ এই যেন তাহারা তাঁহার সেবাকারী হয়। অতএব ঈশ্বরসেবা যদি কর্ত্তব্য ক্রিয়া হয়, তবে নিজ কর্ম্ম সাধন করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্তির আশা কেমনে করিতেছ? দেখ সেই সেবা বা আরাধনার্থে পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, কেবল তাহা মাত্র নয়, কিন্তু তৎসেবার বেতনও মনুষ্যগণ পাইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রাত্যহিক আহারাদি মহা উপকার ও নানা প্রকার উত্তম২ বস্তু, ক্ষেত্রে শস্য তৎপরে বৃষ্টিদ্বারা তাহার বর্দ্ধন, চন্দ্র সূর্য্যাদির দ্বারা উপকার, এই২ সমস্ত বিশেষ২ করিয়া লেখনের কোনই প্রয়োজন নাই, কেননা তাবতেই সেই সমস্ত অনুগ্রহ ভোগ করণেতে, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারেন। এবং

* তিনি পাপি লোকদিগকে তৎকর্ম্মের ফল যে দেন ও দিবেন, তাহাতে তাঁহার অসীম গৌরব প্রকাশ পাইতেছে, এবং সকলে এই রূপ কহিয়া তাঁহার গৌরব ও প্রশংসা করিবে, তিনিই সত্যবাদী ও নির্দ্দোষ ঈশ্বর, তিনিই ন্যায়বান ও ধর্ম্মস্বরূপ।

শেষে কহি যে তিনি প্রাণ রক্ষা পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। এই২ সমস্ত ঐ সেবার বেতনস্বরূপ কহিতে হয়। তবে মনুষ্যদিগের কৃত সেবা প্রথমতঃ যদি কর্ত্তব্য হয়, দ্বিতীয়তঃ তৎসেবার্থে যদি তিনি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহাই যথেষ্ট হইল, পুনরায় কি কহিতে পারি যে ঐ সেবা হেতুক তিনি স্বর্গেতেও গ্রহণ করিবেন? আশ্চর্য্য বটে! ইহাতেও যদি প্রবোধ না হয়, শেষে কহি, তুমি অযোগ্য পাপিষ্ঠ দাস, তোমার সেবাতে তিনি কোন মতে সন্তুষ্ট হইবেন না, কেননা তুমি উপযুক্ত সেবা করিতে পার না ও জানও না। অতএব নিজ কৃত কর্ম্মের প্রতি নির্ভর করত আপনাকে বঞ্চনা করিও না।

শ্রীরামপুরস্থ সুসমাচারপ্রচারকদের পত্র।

আক্টোবর ১৮৪৮।

বৈদ্যবাটী।

এক দিবস বৈদ্যবাটীর হাটে ঘোষণা করিয়া পুনরাগমন কালীন এক জন স্ত্রী দোকানী ডাকিয়া কহিল যে তোমরা এত পরিশ্রম করিয়া বেড়াইতেছ কেন? লোকে তো রিষিকৃষ্ণ ভজে না। পূর্ব্বে কতক জন ভজিয়াছিল তাহারা কেমন গরীব। তাহার প্রশ্নের প্রথম ভাগ ধরিয়া অত্যল্প কথা কহিয়া শেষ ভাগ লক্ষ্য করিয়া তাহাকে জ্ঞাত করিলাম। প্রথম দরিদ্র লোক ঈশ্বরপূজক হইতে পারে, কিন্তু ধনিরা ঈশ্বরপূজক হইতে পারে না। দ্বিতীয় ঈশ্বর দরিদ্র লোকদের নিমিত্ত আপন রাজ্যের দ্বার মুক্ত করিয়াছেন, ও তদ্রাজ্য অধিকার দিতে মনোনীত করিযাছেন। এই সকল বিষয় যখন তাহাকে শাস্ত্রমতে জ্ঞাত করাইলাম, তখন সে স্তব্ধ হইয়া থাকিল, কেননা তাহার যে প্রশ্ন ছিল তাহার ভাব এই যে ইহা কহিয়া সে হাটের মধ্যে আমাদিগকে লজ্জা দেয়। পরে তাহাকে বিস্ময়াপন্না দেখিয়া এক খানি ত্রাক্ট লইতে কহিলাম, কিন্তু সে কহিল, আমি পাঠ করিতে জানি না, লইয়া কি করিব? যাহা হউক আমরা ঐ দিবস তথাহইতে চলিয়া আইলাম। পরে ঐ স্ত্রীলোকের বিষয় কথোপথকন করণপ্রযুক্ত কোন কেহ কহিল যে সে লেখাপড়া জানে। পরে অন্য দিন ঐ হাটে গিয়া ঐ স্ত্রীলোককে পাইয়া তাহার মিথ্যাবাক্য জ্ঞাত করাইয়া তাহার যে দোষ তাহা তাহাকে জ্ঞাত করিয়া একখানি পুস্তক দিলাম। আমাদের এই সকল কথোপকথন কালীন বহু জনতা আমাদের

নিকটে প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান ছিল। আমাদের কথা সাঙ্গ হইলে অন্য এক জন লোক আপন কারখানায লইযা বসাইল ও ভাল মতে মঙ্গলসমাচার শ্রবণ করিয়া পুস্তক লইল। তাহাদের মধ্যে এক জন কোন২ বিষয় তর্ক করিল, কিন্তু সে তাহার উত্তর পাইলে সভাসদ লোক বহু আহ্লাদ করিল।

নীলগঞ্জ।

এক দিবস আমরা নীলগঞ্জের হাটে ঘোষণা করিতে পদব্রজে গেলাম, পথিমধ্যে ছোট একটী ইংরাজী পাঠশালা পাইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করণানন্তর যাত্রাওয়ালাদের দল দেখিতে পাইলাম। পরে ক্রমে২ তাহাদিগকে উপদেশ দিলাম ও তাহাদের যাত্রা করণ যে ঈশ্বরের ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম ও পাপকর্ম্মের পথদর্শক, ইহা তাহাদিগকে দর্শাইয়া কএক খান পুস্তক দিলাম। আমাদের কথা কহন কালীন ঐ পাঠশালার মেষ্টের স্থির হইয়া আনন্দ মনে কথা শুনিল ও শেষে পুস্তক আপনি গ্রহণ করিয়া বালকদিগকে লইতে অনুমতি করিল। শেষে তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম, এই সকল বাক্য কেমন? তোমার মন কি বলে? তাঁহাতে তিনি উত্তর করিলেন, বড় ভাল ও আমি প্রত্যয় করি যে এই সকল সদুপদেশ। পরে তথাহইতে প্রস্থান করিয়া আমরা নীলগঞ্জে উপস্থিত হইলাম। সে স্থানের হাট অতিবিলম্বে লাগনেতে আমরা এক দোকানে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। পরে এক জন দুই জন করিয়া আমাদিগকে চিনিয়া আমাদের নিকটে আসিয়া বসিতে লাগিল আর আপনারাই অন্যান্য লোকদিগকে ডাকিয়া আমাদের সহিত তর্ক করিতে লাগিল। তাহাতে তাহারা তর্ক করিতে না পারিয়া অবশেষে এক জন মুসলমানকে ডাকিল যেন তিনি আসিয়া আমাদিগকে পরাজয় করেন। কিন্তু তিনি আসিবামাত্রেই কহিলেন, উহাদের সহিত কেন তর্ক কর? সত্য যে শাস্ত্র সে উহাদের, পরে সে তাবৎ লোকদিগকে কহিতে লাগিল যে আমি এক দিবস কলিকাতাহইতে নৌকা করিয়া আসিতেছিলাম ও আমাদের নৌকাতে চানকের অনেক জন হিন্দুস্থানি লোক ছিল ও এক জন খ্রীষ্টীয়ান লোকও ছিল, পরে ধর্ম্ম

বিষযে নানা কথা হইলে খ্রীষ্টীয়ান তাহাদিগকে কহিল যে তোমরা হনুমান বানাইয়া পূজা করিযা নানা দ্রব্য দেও, পরন্তু কিছুই ভক্ষণ করে না, তবে কেন লার্ড সাহেবের বাগানের হনুমানদিগকে পূজা না কর ও নৈবেদ্য তাহাদিগকে না দেও? দিলে তাহারা অবশ্য ভক্ষণ করিবে, তাহা তোমরা নিজ চক্ষে দেখিবা যে তাহারা ভক্ষণ করিল। এই কথা ঐ মুসলমান তাহাদিগকে কহিলে তাহারা অতি লজ্জা পাইল। এই সকল কথোপকথন কালীন প্রায় শত লোক ছিল। পরে তাহাদের নিকটে মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিয়া কাহাকে২ পুস্তক দিয়া হাটে প্রবেশ করিলাম ও ঘোষণা করিলাম।

বড়াই।

আমরা এক দিন বুধবারে বড়াইয়ের হাটে ঘোষণা করিতে এক নৌকায চড়িলাম। আমাদের ঐ নৌকার এক জন কর্ম্মকার কালী পূজার সজ্জা লইয়া আইল ও আমাদের সহিত চলিল। পরে ক্রমে২ তাহার সহিত ঈশ্বর প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। প্রথমে আমরা তাহার মন এমন কঠিন দেখিলাম যে প্রায় কিছু বোধ নাহি. পরে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে তাহার মন কিছু খুলা গেলে ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা বুঝিতে লাগিল, পরে আপনি দেবতাদের নিন্দা ও ব্রাহ্মণদের ছলনা প্রকাশ করিতে লাগিল, ইত্যোমধ্যে আমরা ঘাটে উপস্থিত হইলাম, তাহাতে আর কোন বিশেষ কথা হইতে পারিল না, শেষমাত্র কথা এই কহিয়া বিদায় হইলাম, দেবদেবী পূজা পরিত্যাগ কর ও পরিত্রাণের নিমিত্তে প্রভু যীশুতে প্রত্যয় কর, তাহাতে তুমি ও তোমার পরিবার ত্রাণ পাইবে। পরে আমরা হাটে চলিয়া গিযা ঘোষণা করিলাম।

রিস্ড়ার পাঠশালা।

রিস্ড়ার পাঠশালায় বালকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওন কালীন প্রায় সতত পথিক লোক একত্র হইয়া তাহা শ্রবণ করে, তাহাতে শ্রোতৃবর্গ ঐ উপদেশ শ্রবণ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত থাকে, তাহাতে কোন এক ভ্রাতা দাঁড়াইয়া তাহাদিগকেও উপদেশ করেন ও শেষে পুস্তক দেওয়া যায়।

উপদেশক।

ফিব্রুয়ারি ১৮৪৯ (২৬) মূল্য ২ আনা।

পরমার্থতত্ত্বসার।

২ প্রস্তাব।

যে সময়ে জগতিস্থ তাবৎ লোকেরা এক জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অতি মহৎ ব্যক্তির আগমন অপেক্ষা করিতেছিল, সেই সময়ে যীশু খ্রীষ্ট নামে এক ব্যক্তি আপনাকে ঈশ্বরের পুত্ররূপে বিখ্যাত করিয়া এ জগতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং সত্য ধর্ম্ম তিনি যে মনুষ্যদিগকে শিক্ষা দিবেন ইহাও প্রকাশ করিলেন, এবং তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞানুসারে এক ধর্ম্ম সংস্থাপন করিলেন যাহা তাঁহার নামানুসারে খ্রীষ্টধর্ম্ম কহা যায, এবং তাহা তৎকালাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অনেকানেক লোকের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে এবং এখনও গ্রাহ্য হইতেছে।

এই প্রস্তাব আমাদিগের সকল তর্কের মূলস্বরূপ হওয়াতে তাহা বিশেষরূপে বর্ণনা করা অত্যাবশ্যক, কিন্তু তাহার সত্যতা বহুলোকদ্বারা স্বীকৃত হওযাতে তৎসাপক্ষার্থে অতি অল্প কথা আবশ্যক আছে। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্মকালীন সমুদয় যিহূদা ও তত্রস্থ প্রদেশে এমত অপেক্ষা ছিল যে এক জন অতি মহান আসিয়া যিহূদা দেশেতে প্রকাশিত হইবেন, এবং তাহা দেবোপাসক ইতিহাসগ্রন্থে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে অতি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত আছে। মথি আমাদিগকে জ্ঞাত করান যে যখন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যিহূদা দেশের বৈৎলেহেমে জন্ম গ্রহণ করিলেন, সেই সময়ে অতি বিজ্ঞ ও সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত লোকেরা পূর্ব্বদেশহইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল, "যিহূদীযদের রাজা যিনি জন্মিয়াছেন তিনি কোথায়? আমরা পূর্ব্বদিগে থাকিয়া তাঁহার তারা দেখিতে পাইলাম, অতএব তাঁহাকে প্রণাম করিতে আইলাম।"

আর ইহা সাব্যস্ত করণের নিমিত্তে স্বিতোনিয়স ও তাসিতস নামক দুই জন রোম দেশস্থ ইতিহাসবেত্তারা এই প্রকার প্রমাণ দেন যে সেই সময়ে অর্থাৎ যে কালে যীশু খ্রীষ্ট জন্মিলেন, সেই কালে সমুদয পূর্ব্বদেশেতে অতি দীর্ঘকালাবধি সর্ব্বসাধারণের স্থির অপেক্ষা ছিল যে যিহূদা

দেশেতে এক জন অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি উৎপন্ন হইয়া সমুদয় জগতের রাজত্ব প্রাপ্ত হইবেন। আরও ইহাঁরা প্রমাণ দেন যে যে সময়েতে আগস্টস কৈসর রোম নগরে মহারাজ ছিলেন, সেই সময়ে যীশু খ্রীষ্ট নামে এক ব্যক্তি যিহূদাদেশে জন্মিয়া ইহা প্রকাশ করিলেন যে আমি মনুষ্যগণকে সুশিক্ষা দিতে ও সত্য ধর্ম্ম স্থাপন করিতে স্বর্গহইতে আসিয়াছি। আরও ধর্ম্মগ্রন্থরচকেরা তাঁহার মতাবলম্বী বহুসংখ্যক লোক বিষযে এক প্রকারেতেই প্রমাণ দেন, আরও কএক জন দেবোপাসক ইতিহাসবেত্তারা তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাঁহারা খ্রীষ্টের নাম উল্লেখ করিয়া কহেন যে তাঁহার বহুসংখ্যক শিষ্য ছিল, এবং তাহারা তাঁহার নামানুসারে খ্রীষ্টীয়ান নামে বিখ্যাত ছিল। আরও যিহূদীয়গণ আমাদের ধর্ম্মের প্রকাশিত শত্রু হইলেও এই সমস্ত ঘটনার যথার্থতার বিষয় স্বীকার করে। আরও খ্রীষ্টীয ধর্ম্মের বিপরীত লেখক প্রাচীন দেবোপাসক ইতিহাসবেত্তারা এই সমস্ত বিষযের যথার্থতা অস্বীকার করিতে পারে নাই। অতএব উভয ধর্ম্মগ্রন্থ রচকদের ও দেবোপাসক ইতিহাসবেত্তাদেব দ্বারা যীশু খ্রীষ্ট বিষযক যে নানা সাক্ষ্য দেওয়া গিয়াছে ও উভয় শত্রু ও মিত্রদের দ্বারা যে নানা বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে তাহা অস্বীকাব করা দুঃসাধ্য।

শ্রীরামপুরস্থ সুসমাচারপ্রচারকদের পত্র।

নবেম্বর ১৮৪৮।

খড়দা।

খড়দার গত রাসলীলা মেলাতে আমরা কএক জন ভ্রাতা একত্র হইয়া চারি দিবস ঘোষণা করিয়া পুস্তক বিতরণ করিলাম, দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয়দ্বারা বোধ হয় যে অন্যান্য বৎসরের লোকাপেক্ষা এই বৎসরে মেলার লোক অত্যল্প, আর অন্যান্য বৎসরে ঘোষণা কালীন যত লোক শ্রবণার্থে দাঁড়াইত তাদৃশ এই বৎসরে লোকের অল্পতা প্রযুক্ত দাঁড়াইল না। যাহা হউক প্রথম দিবস আমাদিগকে দুই স্থানে অতিশয় গালাগালি ও নিন্দা ভোগ করিতে হইল, তাহাতে প্রায় আমাদের ঘোষণা বন্ধ হইল। আর তাহা এই প্রকারে হইয়াছিল, এক খানা দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহের নীচে এক সঙ্কীর্ণ পথে দাঁড়াইয়া পুস্তক পাঠ করা গেলে বিস্তর লোক তাহা শ্রবণ করিতে দাঁড়াইল, পরে আমাদের ভ্রাতা ইন্দ্র-

নারায়ণ ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলে এক জন ঐ গৃহের জানলা খুলিয়া গালাগালি ও বিদ্রূপ আরম্ভ করিলে শ্রোতাবর্গ তাহার কথায় মন দিল ও গোল করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে উক্ত ভ্রাতা ক্ষান্ত পাইলে অন্য এক ভ্রাতা তাহার স্থানে দাঁড়াইয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে ও গম্ভীর মনে ঘোষণা করিলে তাহারা নিরস্ত হইল। পরে এক জন মুসলমান লোকের সহিত বাদানুবাদ করিয়া পুস্তক বিতরণ করিয়া অন্যস্থানে গমন করিলাম। পরে সেই স্থানে প্রায় ঘোষণা সমাপ্ত হয় এমত কালীন এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তর্ক আরম্ভ করিল। তাহাতে ঘোষণা শীঘ্র সাঙ্গ করিয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলাম ও মধ্যে ২ তাহার বাক্যের উত্তর দিতে লাগিলাম। শেষে আর এক জন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহাকে চুপ করিতে কহিল। যে সময়ে তাহাকে চুপ করিতে কহিয়া আপনি কথা কহিতে আরম্ভ করিল, তখন ভাবিলাম যে বুঝি ইনি কিছু জ্ঞানের কথা কহিবেন। পরে অত্যল্প কালের পরেই দেখিতে পাইলাম যে মন্দ বাক্যের গালাগালিরূপ ঝড় বহিতে লাগিল ও ক্রোধরূপ মেঘ তাহাতে উড্ডীয়মান হইল, কিন্তু বর্ষিল না। অন্য তিন দিবস অতি উত্তম মতে ঘোষণা হইল। শ্রোতাবর্গ মনোযোগ পুর্ব্বক সুস্থির হইয়া ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিল, তাহাতে আমাদের বহু আনন্দ হইল। যাহা আমি বহুদিবসাবধি চিন্তা করিতেছিলাম তাহা প্রায় আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, অর্থাৎ আমা অপেক্ষা পরমেশ্বর যে এক নূতন বংশ উঠাইতেছেন তাহারা দেব দেবী পূজার বিষয়ক ভ্রম শীঘ্র পরিত্যাগ করিবে, ও ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা যে পরমেশ্বর তাঁহার সেবক হইতে ইচ্ছা করিবে। যাহা হউক, এই প্রকার অনেক যুবা লোককে আমরা এই মেলাতে পাইলাম, তাহাদের ঈশ্বর বিষয়ক বাক্য কথন ও শ্রবণ করণেতে অপেক্ষা করি যে তাহাদিগের প্রতি পিতা পরমেশ্বর কৃপাবলোকন করিয়া আপন সত্য ধর্ম্ম জ্ঞাত করাইবেন। ঐ রাসমেলার কতক দিন পরে এক জন যুবা মানুষ জাতিতে ব্রাহ্মণ আমাদের নিকটে আসিয়াছিল ও ধর্ম্মবিষয়ক আলাপ করিলে তাহার বিষয়ে ভরসা করিয়া সমুদায় এক খান বাইবেল পুস্তক তাহাকে দিলাম। বড়াইর হাটের এক জন যুবা ব্রাহ্মণ এক দিবস পথে আমার সহিত

আলাপ করিয়া ধর্ম্মবিষয়ে কথা আরম্ভ করিল, তাহাতে তাহাকে ঐ বিষয় বুঝাইয়া দিলে সে একেবারে তাহা স্বীকার করিল। এই রূপে আমি দেখিতে পাইতেছি পরমেশ্বর যুবাদের যে দল উঠাইতেছেন তাহারা শীঘ্র খ্রীষ্টীয়ান হইবে, আঃ কেমন আনন্দ।

মল্লাবেড়।

আমরা দুই ভাই এক দিবস মল্লাবেড় গ্রামের পশ্চিম পাড়ার যণ্ডালোকের মধ্যে গেলে তাহারা কএক জন স্ত্রী ও পুরুষ আমাদের নিকট আসিয়া বসিল, তাহাতে তাহাদের মধ্যে এক জন বৃদ্ধ কহিয়া উঠিল যে তোমরা আমাদের নিকটে কেন আইস? আমরা অজ্ঞান ও মূর্খ লোক, লেখাপড়া জানি না, অতএব যাহারা লেখাপড়া জানে তাহাদের নিকটে তোমরা যাও। তাহাতে মূর্খ লোক উপলক্ষ্য করিয়া বুঝাইয়া দিলে তাহারা পরস্পর কহিতে লাগিল, ভাই, বড় সুন্দর কথা এবার আমরা শুনিয়াছি, এই বড় ভাল কথা, এই সকল নিগূঢ় কথা। প্রভু যে দরিদ্র ও মূর্খ লোকদিগকে প্রসন্ন হইয়াছেন, এই কথাতে তাহাদের মনোযোগ করণ দেখিয়া তদ্বিষয় লইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বুঝাইলাম, তাহাতে তাহারা ও আমরা অতিশয় আনন্দ পাইলাম।

বয়ড়া।

আমরা তিন জন ভাই এক দিবস বয়ড়া গ্রামে গিয়া এক স্থানে বসিলাম। কতক্ষণ পরে দুই এক জন করিয়া আমাদের সন্নিকটে অধিক লোক হইল। প্রথমে আমরা অপেক্ষা করিতেছিলাম যে বুঝি কোন লোক হইবে না, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছাতে স্ত্রী ও পুরুষ বিস্তর লোক হইল। কুলবতী স্ত্রীলোকেরা ছাতের উপরহইতে ও অনেকে বাঁশগাছের ঝাড়ের আড়ালে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরের কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিল, ও তাহাদের মধ্যে এক জন ব্রাহ্মণ আমাদের সমূহ কথা মানিল ও স্বীকার করিয়া কহিল, তোমরা যাহা২ কহিতেছ ও পুস্তকে লিখিত আছে তাহা অতি যথার্থ। বোধ হয় ঐ ব্যক্তি ধর্ম্মপুস্তকের কোন২ অংশ পাঠ করিয়াছে। শ্রীরামপুর শহরের এক জন লোক কহিতেছিল, যে আমি কোন জাতি মানিতে পারি না, যেহেতুক পরমেশ্বর জাতির সৃষ্টি করেন নাই, কেননা মনুষ্য গো ছাগ মেষ ইত্যাদি

যাহা পরমেশ্বর জাতিরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা দেখিবামাত্রেই তাহার জাতি কহা যায় যে এটা ছাগ বা মেষ; কিন্তু মনুষ্য তদ্রূপ কোন প্রকার না হইয়া কহে, মহাশয় আপনারা? উত্তর অমুক। তবে কেন ছাগকে জিজ্ঞাসা না করা যায়, মহাশয় আপনারা? অতএব মনুষ্য যে জাতি করিয়াছে তাহার লক্ষণ ঐ মহাশয় আপনারা? আর পরমেশ্বর যে জাতি প্রস্তুত করিযাছেন তাহার নাম মনুষ্য গো ছাগ মেষ প্রভৃতি। মহাশয় আপনারা? ইহা জিজ্ঞাসা করিবার কারণ নাহি। তাহাতে তাহাকে কহা গেল, ইহা ভিন্ন স্ত্রী ও পুরুষ করিয়া সকল জাতির সৃষ্টি পরমেশ্বর করিয়াছেন।

গত বৃহস্পতি বারে আমরা তিন ভ্রাতা একত্র হইয়া চণ্ডীতলার হাটে ঘোষণা করিলাম। এক জন দুষ্ট বিনা আর কোন কেহ দুষ্টামি করিল না, সকলেই সুস্থির মনে ঈশ্বরের কথা শুনিল। হাঁ তাহারা তাহা শুনিল বটে, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট নাম তাহারা অনেকে শুনিতে ভাল বাসিল না। আর সেই প্রকার ডাইনকুনীহইতে বাঁসাই পর্য্যন্ত যত লোক শুনিতে পাইল,তাহাদের অনেকেই তদ্রূপ, কেননা আমাদের সহিত এক জন দেবপূজক চণ্ডীতলাহইতে আসিতেছিল, অতএব তাহার সহিত আমরা প্রভুর মঙ্গলসমাচার কহিতে ২ আসিতেছিলাম। ঐ ব্যক্তি এক নূতন বিষয় আমাদের নিকট প্রকাশ করিল, তাহা এই যে গুইতি নামক গ্রামে এক চণ্ডী আছে, আর সেই গ্রামে এক কৈবর্ত্তের কন্যা অনুমান আড়াই বৎসরের, তাহাকে ঐ চণ্ডীর আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাতে ঐ কন্যা পীড়িত লোকদিগকে ঔষধি দান করিতেছে, তাহাতে লোকের রোগ দূর হইতেছে, তাহাতে আমি সেই গ্রামে কএক জন পীড়িত লোককে লইযা গিয়া দেখিলাম। ঐ দেবপূজক কহে প্রায় ১০০ শত লোকের অধিক ঐ কন্যার চতুর্দিগে আছে, আর পীড়িত লোকেরা তাহার নিকট ঔষধি ভিক্ষা করিয়া কহিতেছে, মা আমাকে দেও, তাহাতে ঐ কন্যা কাহাকে মৃত্তিকা কাহাকে কাঁটালবৃক্ষের পত্র ও কাহাকে তৃণ ইত্যাদি দান করিতেছে, ও লোকেরা তাহাই ঔষধি জ্ঞান করিয়া গ্রহণ করিতেছে; এই মত তামাসা হইতেছে এমত কালীন ঐ দেবীর পূজা হইল, তাহাতে ঐ কন্যা মন্দিরেতে দৌড়িয়া আসিয়া পূজারী ব্রাহ্মণকে

যাহা পরমেশ্বর জাতিরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা দেখিবামাত্রেই তাহার জাতি কহা যায় যে এটা ছাগ বা মেষ; কিন্তু মনুষ্য তদ্রূপ কোন প্রকার না হইয়া কহে, মহাশয় আপনারা? উত্তর অমুক। তবে কেন ছাগকে জিজ্ঞাসা না করা যায়, মহাশয় আপনারা? অতএব মনুষ্য যে জাতি করিয়াছে তাহার লক্ষণ ঐ মহাশয় আপনারা? আর পরমেশ্বর যে জাতি প্রস্তুত করিযাছেন তাহার নাম মনুষ্য গো ছাগ মেষ প্রভৃতি। মহাশয় আপনারা? ইহা জিজ্ঞাসা করিবার কারণ নাহি। তাহাতে তাহাকে কহা গেল, ইহা ভিন্ন স্ত্রী ও পুরুষ করিয়া সকল জাতির সৃষ্টি পরমেশ্বর করিয়াছেন।

গত বৃহস্পতি বারে আমরা তিন ভ্রাতা একত্র হইয়া চণ্ডীতলার হাটে ঘোষণা করিলাম। এক জন দুষ্ট বিনা আর কোন কেহ দুষ্টামি করিল না, সকলেই সুস্থির মনে ঈশ্বরের কথা শুনিল। হাঁ তাহারা তাহা শুনিল বটে, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট নাম তাহারা অনেকে শুনিতে ভাল বাসিল না। আর সেই প্রকার ডাইনকুনীহইতে বাঁসাই পর্য্যন্ত যত লোক শুনিতে পাইল,তাহাদের অনেকেই তদ্রূপ, কেননা আমাদের সহিত এক জন দেবপূজক চণ্ডীতলাহইতে আসিতেছিল, অতএব তাহার সহিত আমরা প্রভুর মঙ্গলসমাচার কহিতে ২ আসিতেছিলাম। ঐ ব্যক্তি এক নূতন বিষয় আমাদের নিকট প্রকাশ করিল, তাহা এই যে গুইতি নামক গ্রামে এক চণ্ডী আছে, আর সেই গ্রামে এক কৈবর্ত্তের কন্যা অনুমান আড়াই বৎসরের, তাহাকে ঐ চণ্ডীর আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাতে ঐ কন্যা পীড়িত লোকদিগকে ঔষধি দান করিতেছে, তাহাতে লোকের রোগ দূর হইতেছে, তাহাতে আমি সেই গ্রামে কএক জন পীড়িত লোককে লইযা গিয়া দেখিলাম। ঐ দেবপূজক কহে প্রায় ১০০ শত লোকের অধিক ঐ কন্যার চতুর্দিগে আছে, আর পীড়িত লোকেরা তাহার নিকট ঔষধি ভিক্ষা করিয়া কহিতেছে, মা আমাকে দেও, তাহাতে ঐ কন্যা কাহাকে মৃত্তিকা কাহাকে কাঁটালবৃক্ষের পত্র ও কাহাকে তৃণ ইত্যাদি দান করিতেছে, ও লোকেরা তাহাই ঔষধি জ্ঞান করিয়া গ্রহণ করিতেছে; এই মত তামাসা হইতেছে এমত কালীন ঐ দেবীর পূজা হইল, তাহাতে ঐ কন্যা মন্দিরেতে দৌড়িয়া আসিয়া পূজারী ব্রাহ্মণকে

তিনি এ কাল পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়ের প্রতি যে যত্ন ও মনোযোগ প্রকাশ করিয়াছেন, যদি ক্রমাগত সেই প্রকার করিতে পারেন, তবে ক্রমশঃ এই বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই, এবং বোধ হয় কলিকাতার দূরবর্ত্তি পল্লীগ্রামস্থ যাবদীয় মিশনরি বিদ্যালয়ের মধ্যে এই বিদ্যালয় ছাত্রের সংখ্যাতে ও অন্যান্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিবেক। আমরা ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যে শ্রীযুত পাদ্রি ইনিস ও শ্রীযুত বুলুমহার্ট সাহেব চিরজীবী হউন, এবং এতন্নগরে অবস্থিতি পূর্ব্বক যত্ন প্রকাশ করত এতদ্দেশীয় দীন বালকদিগের ইহপারলৌকিক মঙ্গল সম্পাদন করিতে থাকুন।

গত ডিসেম্বর মাসের একাদশ দিবস এই বিদ্যালয়ের পরীক্ষার কর্ম্ম আরম্ভ হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত ইন্নিস্ সাহেব যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক প্রথম শ্রেণীহইতে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ক্রমশঃ পরীক্ষা করেন, বালকেরা যে সকল ইংরাজি পুস্তক পাঠ করিয়াছিল তাহার অধিকাংশের পরীক্ষা উক্ত সাহেব লয়েন। শ্রীযুক্ত বুলুমহার্ট সাহেব সমুদয় স্কুলের বাঙ্গালা পরীক্ষার ভার লইয়া অতিশয় যত্ন পূর্ব্বক সম্পন্ন করিলেন, অতএব তজ্জন্য তাঁহাকেও ধন্যবাদ করা উচিত। এতদ্ভিন্ন এবৎসর ছাত্র বৃত্তির পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতেও শ্রীযুক্ত ইনিস সাহেব অনেক পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক প্রশ্ন সকল প্রস্তুত করিয়া বালকদিগের লিখিত তদীয় উত্তর সকল স্বয়ং দৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই প্রকারে দশ দিবসের মধ্যে সাধারণ ও ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার কর্ম্ম সমাধা হইলে ডিসেম্বর মাসের এক বিংশতি দিবসে প্রকাশ্য পরীক্ষা হয়। উক্ত দিবসে ৫। ৭ জন ইউরোপীয় ভদ্রলোক ও মান্যা স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রেরা পরীক্ষা কালীন উত্তমরূপে প্রশ্ন সকলের উত্তর দিয়াছিল, এবং তাহাদের ও শিক্ষকগণের শ্রম যে বৃথা হয় নাই ইহা প্রকাশ পাইল। পরীক্ষার সমুদায় কর্ম্ম প্রায় শ্রীযুক্ত ইনিস্ ও বুলুমহার্ট সাহেব ও কএক জন শিক্ষকদ্বারা সম্পন্ন হয়। বালকদিগের যোগ্যতানুসারে পুস্তক বিতরিত হইয়াছিল, এবং যাহারা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছিল তাহাদিগকে পৃথক আসনে উপবিষ্ট করাইয়া তদ্বিষয় জ্ঞাত করা গিয়াছিল।

সুসমাচারপ্রচারকদের কর্ত্তব্য আচরণ।

১—প্রচারক অতি বিদ্বান ও আত্মদৃষ্টিতে ধার্ম্মিক হইলেও যদি হিন্দু মুসলমানাদি অন্য মতাবলম্বিদিগকে এবং খ্রীষ্টীয়ানদিগের গৃহে২ গিয়া উপদেশ দিতে একান্ত ইচ্ছুক না হন, তবে যে মেঘ জলে পরিপূর্ণ হইয়া বিন্দুমাত্র বারি বর্ষণ করে না তিনি তাহার তুল্য হন। তাঁহার কর্ত্তব্য যে তিনি প্রভু

খ্রীষ্টের পশ্চাদগামী হন, কেননা প্রভু লোকদের গৃহে ২ উপদেশ দিতেন।

২—উপদেশক বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত উপদেশ দিয়াও যদি একটি পাপকর্ম্ম করেন, তবে তাঁহার উপদেশে মনুষ্যের যত উপকার হইয়াছে তদপেক্ষা অধিক অপকার হয়; এই হেতু প্রচারক আপনাকে খ্রীষ্টের সহিত ক্রুশে বিদ্ধ করুন।

৩—প্রচারক যদি মনুষ্যদের অন্তঃকরণে প্রবেশ করিতে চাহেন, তবে তিনি তাহাদের ঘরে ২ যাউন, ও তাহাদের বাটীতে গিয়া কোন ধর্ম্মোপদেশ না দিয়া না ফিরুন, এবং তাঁহার বাক্য ঈশ্বরের ন্যায় অটল হউক। প্রভু যীশুর নিকট উপদেশকের প্রথম উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তাহা করিলে তাঁহার উপদেশে অনেকের মঙ্গল হইতে পারে।

৪—মনুষ্যের মঙ্গল করা প্রচারকদের কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু খ্রীষ্ট ব্যতিরেকে মনুষ্যের সর্ব্বনাশ হইবে, ইহা মনে রাখিয়া উপদেশক তাহাদের কাছে যীশুর প্রেম বিষয়ক কথা পুনঃ ২ প্রকাশ করুন। কিন্তু প্রচারক প্রথমতঃ নিজে খ্রীষ্টের প্রেমের বিষয় জ্ঞাত হউন, তাহা হইলে প্রভুর প্রেমরূপ স্রোতঃ উপদেশকের অন্তঃকরণহইতে নির্গত হইবে।

৫—উপদেশক আপনার অন্তঃকরণহইতে যদি সাংসারিক সুখাভিলাষ ও অহঙ্কার দূর না করেন, তবে প্রচারের ভার আপনার উপরে না লউন। প্রচারক খ্রীষ্টের প্রতি দৃষ্টি করুন, তিনি ধনবান হইলেও আমাদের জন্যে দরিদ্র হইলেন। এবং প্রভু হইবার নিমিত্তে না আসিয়া বরং সেবক হইলেন।

৬—প্রচারক উপদেশ দেওন কালে এমত মনে করুন যে কি জানি এইবার আমার শেষ উপদেশ দেওয়া কিম্বা শ্রোতার শেষবার উপদেশ শ্রবণ করা হয়। ইহা ভাবিয়া ভার ফেলিবার মত উপদেশ না দিয়া, বরং ঈশ্বরের এই কথা স্মরণ করত উপদেশ দিউন, যথা, পরমেশ্বর কহিতেছেন, "তুমি যদি তাহাকে আপন পথ বিষয়ে চেতনা না দেও, তবে সেই পাপী আপন পাপে মরিবে বটে, কিন্তু আমি তোমার নিকটে তাহার রক্তপাতের পরিশোধ লইব।" অতএব প্রচারক আপন কর্ম্মেতে আলস্য

ও ত্রুটি না করিয়া খ্রীষ্টের এই কথা স্মরণ করুন; যাহাতে কেহ কোন কর্ম্ম করিতে পারিবে না এমত রাত্রি আসিতেছে।

৭—প্রচারক উপদেশ দেওনকালে আপনার প্রশংসা চেষ্টা না করিয়া বরং যাহাতে পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশ পায় ও পাপিলোক অশ্রুপাত পূর্ব্বক আপন পাপহইতে ফিরে এমত যত্ন করুন। এতদর্থে প্রচারক খ্রীষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন যে তিনি আপন গৌরব অন্বেষণ না করিয়া স্বীয় পিতার গৌরব চেষ্টা করিলেন।

৮—শয়তান আয়ুবের বিরুদ্ধে যেমন সাক্ষ্য দিয়াছিল, তদ্রূপ পাছে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া কহে যে আমি মনুষ্যের অমঙ্গলের নিমিত্তে যেমন চেষ্টা পাইয়াছি, এই প্রচারক তাহাদের মঙ্গলার্থে তাদৃশ যত্ন করে নাই, ইহা মনে করিয়া প্রচারক ঈশ্বরীয় তাবৎ অস্ত্রশস্ত্রে আপনাকে সুসজ্জান্বিত করুন। তাহা করিলে তিনি শয়তানের সকল অগ্নিবাণ নির্বাণ করিতে সমর্থ হইবেন।

৯—উপদেশকের উপদেশে বিদ্যা প্রকাশ পাইলেও তাহাতে যদি খ্রীষ্টের ক্রুশীয় প্রেম প্রকাশ না পায় তবে তাহা নিষ্ফল। অতএব প্রচারক যীশুর ক্রুশ বিষয়ক প্রসঙ্গে লজ্জিত না হউন; লজ্জিত হইলে লবণরহিত বিস্বাদু ব্যঞ্জনের ন্যায় তাঁহার উপদেশ হইবে।

১০—তোমরা যদি এ জগতীয় সুখ ত্যাগ কর, তবে স্বর্গেতে পরম সুখ প্রাপ্ত হইবা, এবং যদি ঈশ্বরের ধর্ম্মের নিমিত্তে কিছু ব্যয় কর, তবে ইহার ফল স্বর্গে পাইবা, এই রূপ উপদেশ অন্যকে দিয়া উপদেশক যদি আপনি কিছু ব্যয় না করেন, এবং সাংসারিক সুখ কিঞ্চিৎ মাত্র ত্যাগ না করেন, তবে তিনি যে নিজে স্বর্গীয় সুখের আস্বাদন পাইয়াছেন, ইহা কে বলিতে পারিবে? তিনি প্রভুর এই বাক্য স্মরণ করুন, যে কেহ আমার নিমিত্তে সকলই ত্যাগ না করে সে আমার যোগ্য নয়। উপদেশক প্রথমতঃ নিজে স্বর্গীয় সুখের স্বাদ গ্রহণ করিয়া পরে অন্যকে তদ্বিষয়ক উপদেশ দিউন।

১১—প্রচারকের উপদেশ যেমন শত২ লোক শুনিতেছে, তদ্রূপ তাঁহার আচার ব্যবহার সহস্র২ লোক দেখিতেছে, ইহা

জানিয়া প্রচারক কেবল আপনার উপদেশ মনোহর বাক্যেতে সাজাইতে চেষ্টা না পাইয়া সদাচরণদ্বারা মনুষ্যদিগকে উপদেশ দিউন; কেননা প্রভু কহিয়াছেন, তোমাদের আচার ব্যবহারদ্বারা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার ধন্যবাদ হউক।

১২—প্রচারকের ইহা স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে আমি যে সেবা-কার্য্যের ভার পাইয়াছি, তাহা আলস্যে সাংসারিক সুখাভিলাষ পরিপূর্ণ করিতে নয়, পরন্তু সর্ব্বান্তঃকরণে ধর্ম্মের ও ঈশ্বররাজ্যের বৃদ্ধ্যর্থে পাইয়াছি। আমাদের প্রভু এ জগতীয় সুখাভিলাষের চেষ্টা না করিয়া ঈশ্বররাজ্যের বৃদ্ধির চেষ্টা করিলেন।

১৩—প্রচারকেরা যদি সমস্ত অন্তঃকরণে ও সমস্ত প্রাণে আপন২ হস্তগত কার্য্য সাধন করেন, তবে তাঁহাদের জন্যে আহা কি চমৎকার পুরস্কার রক্ষিত আছে। ফলতঃ তাঁহারা যদি এক২ জন পাপিকে ফিরান, তবে তাঁহারা আকাশস্থ তারার ন্যায় দীপ্তি পাইবেন। অতএব প্রচারকেরা ধর্ম্মপুস্তকের উপদেশে ধ্যান যোগে মগ্ন হউন ও নিত্য২ প্রার্থনাদ্বারা ঈশ্বরের নিকটহইতে উপকার যাচ্ঞা করিয়া আপন কার্য্য সম্পন্ন করুন।

তোমার বন্ধু শুজা আৎ আলি।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

৪৫। অনেক দিব্য দূতের পতিত হওনের কথা।

ঈশ্বর যে সকল স্বর্গদূতকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহারা সৃষ্ট হওন সময়ে সকলে নিষ্পাপ ও পবিত্র ছিল, কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল পরে তাহাদের মধ্যে অনেকে পাপেতে পতিত হইল। তাহাদের সংখ্যা নিশ্চয় করা আমাদের অসাধ্য, কিন্তু বোধ হয় যত মনুষ্য এক সময়ে এই পৃথিবীতে বাস করে সেই সকল মনুষ্যের সংখ্যা অপেক্ষা পতিত দূতগণের সংখ্যা বড়। এবং তাহারা কোন্ সময়ে প্রথমে পাপ করিল তাহাও আমরা নিশ্চয় করিতে পারি না, কিন্তু বোধ হয় যে দিনে আদমের সৃষ্টি হইয়াছিল সেই দিনে সমস্ত দূতগণেরও সৃষ্টি হইয়াছিল, সুতরাং যে সময়ে আদম ও হবা নিষ্পাপ থাকিয়া এদন উদ্যানে বাস করিয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র ছিল, সেই সময়ের মধ্যে ঐ দূতগণের পতন হইল। তাহারা সকলে আদমের পূর্ব্বে পতিত হইয়াছিল কি না তাহা আমরা জানি না, তথাপি বোধ হয় আদমের পতিত হওনের পরে কোন স্বর্গদূতের পতন হয় নাই। যাহারা

পবিত্রতাতে স্থির থাকিল, তাহাদের সেই স্থিরতার এবং রক্ষা পাওনের মূলকারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহ, যেহেতুক ধর্ম্মপুস্তকে মনোনীত দিব্য দূতগণ এই নাম তাহাদিগকে দেওয়া যায। তীমথি ৫ ; ২১।

যাহারা পাপেতে পতিত হইল তাহারাও পূর্ব্বে দিব্য দূত ছিল, সুতরাং পবিত্র ছিল, ইহার প্রমাণ নিম্ন লিখিত শাস্ত্রীয় বচন। "ঈশ্বর পাপিষ্ঠ দূতবর্গকে ক্ষমা না করিয়া" ইত্যাদি, ২ পিতর ২ ; ৪। এবং "যে২ দিব্য দূত আপন২ পদে না থাকিয়া বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল" ইত্যাদি, যিহূদা ৬।

আর বোধ হয় এইরূপ প্রমাণের মধ্যে এই দুই বচনও গণনীয় আছে। "আমরা দূতগণেরও বিচার করিব, ইহা কি তোমরা জ্ঞান না?" ১ করিন্থ ৫ ; ৩। আর "দূতগণের নিমিত্তে মণ্ডলীতে স্ত্রীলোকের মস্তক আচ্ছাদিত করা কর্ত্তব্য।" ১ করিন্থ ১১ ; ১০। এই দুই বচনের মধ্যে প্রথম বচনে যে পতিত দূতগণের বিচারের কথা আছে, এ বিষয়ে প্রায় কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু দ্বিতীয় বচনের বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। কেহ২ বলে দূতগণের নিমিত্তে, ইহার অর্থ এই দুষ্ট দূতগণ যেন সভাস্থ লোকদের মনে কামেচ্ছা জন্মাইতে না পারে; কিন্তু অন্য২ লোক বলে, দূতগণের অনুরোধে, অর্থাৎ মণ্ডলীতে বর্ত্তমান পবিত্র দূতগণ যেন স্ত্রীগণের নির্লজ্জতাতে দুঃখিত না হয়; কিম্বা পবিত্র দূতগণ যে নম্রতা পূর্ব্বক ঈশ্বরের আরাধনা করণের সময়ে আপন২ মুখ আচ্ছাদন করে, সেই নম্রতা প্রশংসনীয় জানিয়া মস্তক আচ্ছাদন করা স্ত্রীলোকদের উচিত; নতুবা দূতগণের ঐ নম্রতা নিরর্থক বোধ হইতে পারিবে।

এবং ৭৮ গীতের ৪৯ পদে লিখিত আছে, ঈশ্বর মিস্রীয় লোকদের প্রতি "অমঙ্গলদায়ক দূতগণের এক দলকে প্রেরণ করিলেন।" এই স্থানে "মন্দ দূতগণের" এই শব্দ লিখিলে তর্জ্জমার দোষ হইত না। ঈশ্বর দুষ্ট মনুষ্যকে দণ্ড দিবার নিমিত্তে পবিত্র দূতগণকে পাঠাইতে পারেন, এবং পতিত দূতগণদ্বারাও সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারেন, ইহা সত্য বটে, তথাপি বোধ হয় উক্ত দূতগণ মন্দ অর্থাৎ পাপেতে পতিত ছিল।

যে সকল দূতগণ পাপেতে পতিত আছে, তাহাদের মধ্যে শয়তান নামক ব্যক্তি প্রধান। তাহার সেই শয়তান নাম ইব্রীভাষাতে শত্রু কিম্বা বিপক্ষ বুঝায়। ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে তাহার গ্রীক ভাষাহইতে উদ্ভব "দিয়াবল (ডেবল) এই নাম চলিত আছে," এবং এই নামের অর্থ অপবাদক কিম্বা দুর্নামোৎপাদক। তদ্ভিন্ন তাহার বাল্‌সিবূব এই যে নাম পাওয়া যায় তাহা পূর্ব্বে ইক্রোণ নগর নিবাসি পিলেস্টীয় লোকদের ইষ্টদেবতার নাম ছিল। (২ রাজা ১ ; ২) এবং অবদোন্ কিম্বা অপল্লুয়োন্, তাহার এই দুই নাম বিনাশক বুঝায়।

সেই শয়তান নামক ব্যক্তি অন্য সমস্ত পতিত দূতগণের রাজা, এই নিমিত্তে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কহিয়াছেন, "শয়তানের ও তাহার দূতগণের জন্যে অনন্ত অনল প্রস্তুত আছে।" মথি ২৫ ; ৪১। এবং শয়তানের

এই কর্তৃত্বসূচক বচন ধর্ম্মপুস্তকের অন্য২ স্থানেও পাওয়া যায়। শয়তানের অধীন পতিত দূতগণের মধ্যে কোন এক দূতের বিশেষ নাম ধর্ম্মপুস্তকে পাওয়া যায় না, কিন্তু ভূত এই নাম বাঙ্গালা ধর্ম্মপুস্তকে তাহাদিগকে দেওয়া যায়। যদ্যপি সামান্য ভাষাতে ভূত এই শব্দদ্বারা মৃত মনুষ্যকে বুঝায়, তথাপি ধর্ম্মপুস্তকের অল্পভাগে কেবল দুই এক স্থানে মৃত মনুষ্যকে বুঝায় (মার্ক ৬; ৪৯) কিন্তু অন্য সকল স্থানে দুষ্ট দূতকে বুঝায়। বিশেষতঃ ভূতগ্রস্ত এই শব্দের অর্থ দুষ্ট দূতের আশ্রিত।

শয়তান যে পতনের পূর্ব্বে স্বর্গদূতগণের প্রধান শ্রেণীর মধ্যে গণিত ছিল, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ ধর্ম্মপুস্তকে পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহা যে সত্য বটে. এমন বোধ হয়, যেহেতুক তাহা না হইলে সে কি রূপে দুষ্ট দূতগণের মধ্যে রাজত্ব পাইয়া প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করণে পারক হয় তাহা বুঝা যায় না।

এবং তাবৎ দুষ্ট দূতগণের মধ্যে শয়তান দুষ্টতম, এই কারণ বোধ হয় তাহার ছল ও কুপরামর্শদ্বারা অন্য ২ দূত ভ্রষ্ট হইল, এবং নিম্নলিখিত যে বচন মনুষ্যদের পাপাবস্থার মূলকারণ বর্ণনা করে, তাহা পতিত স্বর্গদূতগণেরও পাপাবস্থার মূলকারণ বর্ণনা করে।

"শয়তান প্রথমাবধি নরহত্যাকারী; তাহার অন্তরে সত্যতা নাই, এই জন্যে সে সত্যতাতে থাকে না; সে যখন মিথ্যা কহে, তখন আপন স্বভাবানুসারেই কথা কহে, কেননা সে মিথ্যাবাদী ও মিথ্যার উৎপাদক।" যোহন ৮; ৪৪।

শয়তান ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রাণী হওয়াতে সৃষ্টিকালে অবশ্য পবিত্র ছিল। তাহার এবং অন্য ভ্রষ্ট দূতগণের পতন কি রূপে হইয়াছিল তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত আমরা জানিতে পারি না, তথাপি বোধ হয় ঈশ্বর আপন সৃষ্ট জগতের মধ্যে নানা স্থানে আপন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের ভার তাহাদিগকে দিয়াছিলেন, তাহাতে শয়তান কোন প্রকারে ঈশ্বরের অধীনতাতে অসন্তুষ্ট হইয়া স্বাধীন হইতে ইচ্ছুক হইল, অর্থাৎ অহঙ্কারী হইল, পরে অন্য কোন২ দূতগণকে ভুলাইয়া সেই স্বাধীনতাতে লুব্ধ করিল, শেষে সকলে যে২ কর্ম্মে ঈশ্বরদ্বারা নিযুক্ত ছিল সেই২ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গেল। যেমন কোন দাস প্রভুর অধীনতাকে অসহ্য জ্ঞান করিয়া স্বাধীন হইবার ইচ্ছাতে প্রভুর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যায়, তদ্রূপ আচরণ করাতে ঐ দূতগণ পতিত হইল। তাহারা মনে২ কহিল, আমরা পরমসুখ ভোগ করিতেছি ইহা সত্য বটে, তথাপি আমরা স্বাধীন নহি, কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অধীন আছি, ইহা দুঃখের বিষয়; আইস আমরা স্বাধীন হইতে চেষ্টা করি, তাহাতে আমাদের সুখের কিছুমাত্র ত্রুটি হইবে না।

এই রূপে তাহাদের পতন হইয়াছিল, ইহা অতি সম্ভব বটে, যেহেতুক এইরূপ পরামর্শদ্বারা শয়তান মনুষ্যকেও ভুলাইয়া নষ্ট করিল। এবং যিহূদার পত্রেও লিখিত আছে, যথা,

"যে ২ দিব্য দূত আপন ২ পদে (অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বপদে) না থাকিয়া বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল" ইত্যাদি। যিহূদা ৬।

আর পৌলও লেখেন, যথা, "সে অহঙ্কারে প্রফুল্ল হইয়া শয়তানের দণ্ড যোগ্য যেন না হয়, এই জন্যে নূতন শিষ্য অধ্যক্ষ না হউক।" ১ তীমথীয় ৩; ৬। এই বচনের অর্থ এই। শয়তান সৃষ্ট হওনের অল্পকাল পরে উচ্চ পদ পাইয়া অহঙ্কার করাতে যেমন দণ্ড পাইল, তদ্রূপ কোন নূতন শিষ্য যদি পুনর্জাত হওনের অল্পকাল পরে মণ্ডলীর অধ্যক্ষপদ পায়, তবে সেও শয়তানের ন্যায় অহঙ্কারী হইয়া দণ্ড পাইবে, ইহা সম্ভব বটে, যেহেতুক শয়তান আপনার ন্যায় তাহাকেও নষ্ট করিতে যত্ন করিবে। যদ্যপি কেহ ২ এই পদের অন্য অর্থ করে, তথাপি যে অর্থ করা গেল তাহাই সত্য বোধ হয়।

ঐ দূতগণ পতিত হইবামাত্র দণ্ড পাইল। কোন বালক আপন পিতার অধীনতা অস্বীকার করিলে যেমন দণ্ডনীয় হয়, তদ্রূপ তাহারাও দণ্ডনীয় হইল। ঈশ্বর যদি তাহাদের দণ্ড না দিতেন, তবে আপন সৃষ্ট জগতের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে থাকিতে পারিতেন না। তিনি তাহাদিগকে স্বর্গেতে প্রত্যাগমন করিতে না দিয়া "নরকে নিক্ষেপ করিয়া অন্ধকাররূপ শৃঙ্খলেতে বদ্ধ করিয়া বিচারার্থে রাখিলেন।" ২ পিতর ২; ৪। ইহার অর্থ যিহূদা লিখিয়াছেন, যথা, "ঈশ্বর তাহাদিগকে মহাবিচারের দিন পর্য্যন্ত অনন্তকালীয় শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া ঘোরান্ধকারের মধ্যে রাখিয়াছেন।" যিহূদা ৬। পিতর ঐ যে নরকের কথা কহে, তাহা অগ্নিতে প্রজ্বলিত সামান্য নরককে বুঝায় তাহা নহে, কেবল স্বর্গহইতে দূরস্থ কারাগারস্বরূপ স্থানকে বুঝায়। আর সেই স্থান অতি বিস্তারিত, যেহেতুক তাহারা এই পৃথিবীতেও আসিয়া থাকে। এবং স্বর্গের তেজের সহিত তুলনা দিলে এই পৃথিবী অন্ধকারময় আছে, ইহা বলা যাইতে পারে। যেমন শৃগাল ও পেচক যে রাত্রিকে অন্ধকারময় জ্ঞান করে না, তাহা মনুষ্যের অন্ধকারময় বোধ হয়, তদ্রূপ মনুষ্য যে পৃথিবীকে অন্ধকারময় জ্ঞান করে না, তাহা পবিত্র দিব্য দূতের দৃষ্টিতে অন্ধকারময় বোধ হয়। এবং কারাবদ্ধ লোক কারাগারে গবাক্ষের নিকটে গেলে কিঞ্চিৎ আলো দেখিতে পাওয়াতে যেমন সান্ত্বনা পায়, তদ্রূপ এই পৃথিবীতে আইলে ঐ দুষ্ট দূতগণের কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা জন্মে। তাহারা পৃথিবীতে আসিতে ভাল বাসে, ইহার প্রমাণ তাহাদের মধ্যে কএক জন দিয়াছে, যথা, "তাহারা যীশুকে বলিল, আমরা বিনয় করি, আমাদিগকে যন্ত্রণা দিও না, আমাদিগকে গভীর গর্ত্তে যাইতে আজ্ঞা দিও না, বরং এই নিকটবর্ত্তি শূকরপালে আশ্রয় লইতে আমাদিগকে অনুমতি দেও।" লূক ৮; ২৮, ৩১, ৩২। ঐ গভীর গর্ত্ত কোথায়, এবং তাহাদের অন্ধকাররূপ শৃঙ্খল বা কি, তাহা আমরা নিশ্চয় করিতে পারি না, কিন্তু বোধ হয় তাহারা এই পৃথিবীর ভূমি স্পর্শ করিতে পারে না, কেবল পৃথিবী বেষ্টনকারি আকাশ দিয়া উড়িয়া গমনাগমন করিতে পারে, এই জন্যে

আকাশমণ্ডল তাহাদের রাজ্যস্বরূপ (ইফিষ ২;১)। এবং অন্ধকাররূপ শৃঙ্খলেতে বদ্ধ হওয়াতে মনুষ্যের নিকটে দর্শন দেওয়া তাহাদের অসাধ্য, কেবল তাহাদের রাজা শয়তান্ কখনো২ নানা প্রকার বেশ গ্রহণ করিয়া মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে।

ইহার মধ্যে অতি আশ্চর্য্য বিষয় এই যে ঈশ্বর পাপক্ষমার ও পরিত্রাণের পথ পতিত মনুষ্যের নিমিত্তে প্রস্তুত করিয়াছেন, কিন্তু পতিত দূতগণের নিমিত্তে প্রস্তুত করেন নাই। মনুষ্যের প্রতি এইরূপ বিশেষ অনুগ্রহ কেন প্রকাশিত হয়, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু তাহার নিমিত্তে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করা আমাদের উচিত।

৪৬। মনুষ্যকে নষ্ট করণার্থে শয়তানের ছলের কথা।

শয়তান ও তাহার অধীন দূতগণ অন্য২ স্থানে কি২ করে তাহা আমরা জানি না, এবং তদ্বিষয়ে কবিগণ যে সকল কথা লিখিয়াছে তাহা তাহাদের কল্পিত গল্পমাত্র। শয়তান যথাশক্তি ঈশ্বরের অনিষ্ট করিতে যত্নবান আছে ইহার সন্দেহ নাই, এবং সে যেমন এই পৃথিবীতে আপনার ঐ রূপ চেষ্টা দেখায়, তদ্রূপ যদি পারে তবে অন্য স্থানেও তাহাই করে ইহা অতি সম্ভব বটে, কিন্তু ইহার বৃত্তান্ত আমরা কিছুমাত্র জানি না।

এই পৃথিবীতে যে মনুষ্যজাতি বাস করে, তাহা বিনষ্ট করিতে প্রথমাবধি শয়তানের যে চেষ্টা আছে, তদ্বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকে যাহা লিখিত আছে, তাহার আলোচনা সংক্ষেপে করা আমাদের কর্ত্তব্য। শয়তানের যে ছলেতে আমাদের আদিমাতা হবা ও আদিপিতা আদম ভ্রষ্ট হইয়াছিল, তাহার বিবরণ আদিপুস্তকের ৩ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। তাহা এই।

"প্রভু পরমেশ্বরের সৃষ্ট ভূচর জন্তুদের মধ্যে সর্প অতিশয় খল ছিল। সে ঐ নারীকে কহিল, ওগো, এই উদ্যানের এক বৃক্ষের ফল ভোগ করিতে পরমেশ্বর তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন, ইহা কি সত্য? তাহাতে নারী সর্পকে কহিল, আমরা এই উদ্যানের তাবৎ বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে পারি, কেবল উদ্যানের মধ্যস্থিত বৃক্ষের ফল বিষয়ে ঈশ্বর কহিয়াছেন, তোমরা তাহা ভোজন করিও না, এবং স্পর্শও করিও না, তাহা করিলেই মরিবা। তখন সর্প নারীকে কহিল, তোমরা অবশ্য মরিবা না, বরং যে দিনে তাহা খাইবা সেই দিনে তোমাদের চক্ষু প্রকাশ হইলে তোমরা ঈশ্বরের ন্যায় ভালমন্দ জ্ঞান প্রাপ্ত হইবা, ইহা ঈশ্বর জানেন। তখন নারী ঐ বৃক্ষকে সুখাদ্য ও সুদৃশ্য ও জ্ঞান প্রদানার্থে বাঞ্ছনীয় জানিয়া তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিল, এবং আপন স্বামিকে দিলে সেও ভোজন করিল।" আদিপু ৩, ১-৬।

এই বৃত্তান্তমধ্যে যে সর্পের কথা আছে, সে প্রকৃত সর্প ছিল, কিন্তু সেই সর্পেতে শয়তান প্রবেশ করিয়াছিল, এমন বোধ হয়, কারণ তদবধি সর্প শাপগ্রস্ত এবং সকলের ঘৃণার্হ জন্তু আছে, এবং ধর্ম্মপুস্তকের নানা

স্থানে শয়তানকে সর্প ও নাগ ও পুরাতন নাগ এই ২ নাম দেওয়া যায়। প্রকাশ ১২;৯, ১৩। শুদ্ধ সর্পের ঐ রূপ দুষ্টতা তৎকালে ছিল না, এবং হবার সহিত কথোপকথন করিবার সামর্থ্যও ছিল না। শয়তান সর্পেতে প্রবেশ করিয়া আপনার মুখস্বরূপ তাহাকে ব্যবহার করিল। সর্পের মুখহইতে মনুষ্যের বোধগম্য বাক্য নির্গত হইতে পারে, ইহা অতি অসম্ভব জ্ঞান করিয়া অনেকে ঐ ইতিহাসের নানা প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু সর্প যদি বাক্যবাদী হয় নাই, তবে সর্পের প্রবঞ্চনাতে হবা প্রবঞ্চিত হইয়াছিল (২ করিন্থ ১১; ৩) ইহা পৌল কেন বলে? সর্পের বিচিত্র গমনাগমনমাত্র যদি হবার কুচিন্তার ও কুইচ্ছার মূল হইয়া থাকে, তবে সর্পেতে দোষ অর্পণ করা অনুচিত, কেবল হবার দোষ ছিল। যদি কেহ বলে, তবে পূর্ব্বে সর্পের কি বাক্‌শক্তি ছিল? উত্তর, এমন কোন্ প্রমাণ নাই, কিন্তু তাবৎ জন্তুর মধ্যে সর্প খল ছিল, এমত প্রমাণ আছে। এবং সর্প পূর্ব্বে দুষ্টতা ব্যতিরেকে নানা প্রকার কৌশলেতে তৎপর ছিল, ইহা জানিয়া হবা সেই দিনে তাহার বাক্য উচ্চারণ করা কোন নূতন প্রকার কৌশলমাত্র বুঝিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া অতি মনোযোগ পূর্ব্বক তাহার বাক্য শ্রবণ করিল, এমন বোধ হয়।

সেই সময়ে শয়তান ঐ সর্পদ্বারা হবাকে যাহা কহিয়াছিল, তাহার আলোচনা করিতে হয়। তাহার প্রথম জিজ্ঞাসাদ্বারা তাহার স্বভাব প্রকাশ পায়। তাহার অর্থ এই, ওগো শুন, আমি তোমার সুখ দেখিতে চাহি, কিন্তু যে ঈশ্বর তোমাকে সৃষ্টি করিয়া এই উদ্যানে রাখিয়াছেন, তিনি বোধ হয় তোমার সুখ চাহেন না, কেননা আমি শুনিয়াছি, এই যে সকল বৃক্ষের অতি সুস্বাদু ফল খাইলে তোমার সুখ হইত, ঈশ্বর সেই সকল বৃক্ষের মধ্যে একেরও ফল ভোগ করিতে তোমাদিগকে দেন না, ইহা কি সত্য বটে? এই জিজ্ঞাসাদ্বারা হবার মনে ইন্দ্রিয়জাত সুখের চেষ্টা এবং ঈশ্বরের বিষয়ে সন্দেহ জন্মাইতে শয়তানের অভিপ্রায় ছিল, এবং সেই অভিপ্রায় সফল করিবার জন্যে সে মিথ্যা কথাও কহিল, অর্থাৎ তোমরা এক বৃক্ষেরও ফল খাইতে পার না, ইহাতে আমি অতি দুঃখিত আছি, এই প্রকার কথা কহিল, কিন্তু স্পষ্টরূপে তাহা না বলিয়া চাতুরীপূর্ব্বক জিজ্ঞাসার ছলে বলিল। পরে যখন হবা তাহাকে সত্য উত্তর দিয়াছিল, তখন সে আরও নির্লজ্জরূপে আপনাকে তাহার বন্ধু বলিয়া ঈশ্বরেতে ঈর্ষ্যার ও অন্যায়ের দোষ অর্পণ করিয়া ঐ ইন্দ্রিয়জাত সুখরূপ লোভ তাহাকে দেখাইল ও অহঙ্কার জন্মাইল। আর এই সকল কথা কহনেতে তাহার এই অভিপ্রায় ছিল, যেন হবা ভ্রান্ত হইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘনদ্বারা দণ্ডের পাত্র হইয়া মৃত্যুর অধীন হয়, কেননা ইহার পাপ ও মৃত্যু হইলে এ ঈশ্বরের নিকটে অগ্রাহ্য হইবে, সুতরাং আমার প্রজা হইবে, ইহা সে ভাবিল। অতএব শয়তান প্রথমাবধি মিথ্যাবাদী ও নরঘাতক ও মিথ্যার উৎপাদক, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এই কথা সত্য বটে।

আর এই বৃত্তান্তদ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে শয়তান কাহাকে বলেতে

পাপ করাইতে পারে না, কেবল প্রবঞ্চনাত্রে পাপ করাইতে পারে. আর সে আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে প্রায় সর্ব্বদা মনুষ্যের মনে শারীরিক সুখের চেষ্টা এবং অহঙ্কার, এই উ[illegible]র জন্মাইতে যত্ন করে, কারণ তাহা জান্মিলে পরে পাপ নিষ্পাপরূপে দেখায়।

সেই সময়াবধি সর্প শাপগ্রস্ত হইয়া আসিতেছে, এবং সেই দিনে ঈশ্বর শয়তানকেও কহিলেন যে স্ত্রীর বংশ অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট শেষে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবেন।

ইংলণ্ড রাজ্যের উত্তরাধিকারি অল্পবয়স্ক রাজকুমারের অবাধ্যতা দমন বিষয়ক ইতিহাস।

ইয়র্ক প্রদেশে স্থাপিত ব্রিটিশ ও বিদেশীয় বাইবেল সোসাইটির সভাতে প্রথম কথকের কথিত কথার সত্যতার বিষয়ে সোসাইটির এক জন কর্ত্তা মেং টি, জে, ব্রৌণ সাহেব এই কথা হঠাৎ উত্থাপন করিয়া নিবেদন করিয়াছিলেন, যে ঈশ্বরের বাক্যই এই দেশের অর্থাৎ ব্রিটিশ সিংহাসনের মহত্ত্বের ভিত্তিমূল হইয়াছে। দেখ, কতক দিন গত হইল ইংলণ্ডীয় রাজপরিবারের শিক্ষিকা মিস্ হিলিয়ার্ড রাজ্যের উত্তরাধিকারি সপ্ত বৎসর বয়স্ক রাজকুমারকে পাঠাভ্যাসে অমনোযোগী দেখিয়া কহিলেন, হে রাজকুমার, তোমার কর্ম্মেতে মনোযোগ নাই, তুমি কি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তোমার পুস্তক দেখিয়া পাঠাভ্যাস করিবা? রাজকুমার প্রত্যুত্তর করিলেন, না, তাহা আমি করিব না। তখন মিস্ হিলিয়ার্ড কহিলেন, তবে আমি তোমাকে ঘরের কোণে দাঁড় করাইয়া শাস্তি দিব। তাহাতে রাজকুমার পুনরায় প্রত্যুত্তর করিয়া কহিলেন, আমি পাঠাভ্যাস করিব না; এবং কোণেও যাইব না, যেহেতুক আমি রাজ্যের উত্তরাধিকারী রাজকুমার। ইহা কহিয়া তিনি আপন শক্তি দেখাইবার কারণ এক খান আয়নার উপরে তাঁহার পায়ের মূল মারিলেন। তাহাতে ঐ মিস্ তাঁহার তুচ্ছোক্তিতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া আপন আসনহইতে উঠিয়া কহিলেন, আপনি অবশ্য পাঠাভ্যাস করিবেন, যদি না করেন, তবে আপনি রাজকুমার হইলেও আমি আপনাকে কোণে দাঁড় করাইয়া দিব। তত্রাপি এই ধমকে কোন ফল না

দর্শিয়া তিনি পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় তুচ্ছোক্তি প্রকাশ করিয়া তদ্রূপ আর এক খান পরকলা ভাঙ্গিযা ফেলিলেন। তাহাতে মিস্ হিলিয়ার্ড আপন ক্ষমতা বিফল দেখিয়া জনেক ভৃত্যের দ্বারা রাজকুমারের পিতা আলবর্ট রাজপুত্রকে আসিতে প্রার্থনা করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি উপস্থিত হইয়া আগমনের আবশ্যকতার কারণ অবগত হইয়া আপনার পুত্র রাজকুমারকে এক খান পাদপীঠ অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া তাঁহার প্রতি কহিলেন, মহাশয়, তুমি এইখানে বৈস। পরে আলবর্ট রাজকুমার আপন কুঠরীতে গিয়া বাইবেল হস্তে লইয়া ফিরিয়া আসিযা সেই বালককে কহিলেন, যে লোকেরা শিক্ষক ও শাসনকর্ত্তার অধীন তাহারা তাঁহাদের প্রতি কি রূপ ব্যবহার করিবে তদ্বিষয়ে প্রেরিত পৌল যাহা কহিয়াছেন তাহা শুন। ইহা কহিযা সেই পদ পাঠ করিয়া আরও কহিলেন, তুমি রাজ্যের উত্তরাধিকারী রাজকুমার ইহা সত্য বটে, এবং যদি যথার্থরূপে আচরণ কর, তবে উপযুক্ত সময়ে মনুষ্যদের মধ্যে প্রধান অর্থাঃ তোমার মাতার সিংহাসনে রাজা হইতে পারিবা। যদিস্যাৎ তুমি রাজকুমার বট, তথাপি এখন ক্ষুদ্র বালক ও অতি শিশু প্রযুক্ত শাসনকর্ত্তা ও শিক্ষকের অধীন আছ, অতএব তাঁহাদিগকে মান্য করা তোমার উচিত। যাহারা তাঁহাদের অধীন হয় তাহাদের কর্ত্তব্য যে তাঁহাদের আজ্ঞা মানে। অধিকন্তু সুলেমান যাহা কহিয়াছেন তাহাও বলি শুন, "যে কেহ আপন পুত্রকে প্রেম করে সে তাহাকে সময়ানুসারে দণ্ড করে," তদ্রূপ তিনি তাঁহার পুত্রের প্রতি স্নেহ প্রকাশার্থে তাঁহাকে শাসন করিয়া কোণে দাঁড় করাইয়া দিয়া বলিলেন, তোমার পাঠাভ্যাস যদবধি না হয় ও মিস্ হিলিয়ার্ড যে পর্য্যন্ত তথাহইতে আসিতে অনুমতি না দেন, তাবৎ ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া থাক। আর স্মরণে রাখ, তুমি শিক্ষক ও শাসনকর্ত্তার অধীন আছ, তৎপ্রযুক্ত তাঁহাদিগকে মান্য করা তোমার উচিত।

দক্ষিণ আফ্রিকা দেশে সুসমাচারের আগমন।

(দ্বিতীয় খণ্ড)

বান্দরকেম্প সাহেব যে জাহাজে ইংলণ্ড দেশহইতে দক্ষিণ আফ্রিকা দেশে গমন করিলেন, সেই জাহাজে অনেক দুষ্ট বন্দি লোক ছিল, কারণ তাহারা আপন২ ঘৃণার্হ দুষ্ক্রিয়া প্রযুক্ত অতি দণ্ডনীয় হওয়াতে দূরস্থ অসভ্য দেশে নীত হইবে, এমন দণ্ডাজ্ঞা পাইয়াছিল। পথিমধ্যে ঐ বান্দরকেম্প সাহেব তাহাদের নিকটে সুসমাচার প্রকাশ করিতে যত্নবান হইলেন, কিন্তু তাঁহার সেই যত্নহইতে কি ফল উৎপন্ন হইল তাহা আমরা বলিতে পারি না। দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টৌন নামক প্রধান নগরে উপস্থিত হইলে বান্দরকেম্প সাহেব জাহাজহইতে নামিয়া একেবারে অসীম ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক তত্রস্থ অসভ্য লোকদের নিকটে যাইয়া তাহাদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্ম জানাইতে চেষ্টা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাহারা প্রথমে তাঁহাকে গ্রাহ্য করিতে নিতান্ত অসম্মত ছিল। পরে তিনি গ্রাফরেণট নামক নগরের কোন ভজনালযের মধ্যে কতিপয় হটনটট ও গুলাম লোককে একত্র করিয়া লেখাপড়া শিখাইতে ও খ্রীষ্টধর্ম্মের সারকথা জানাইতে লাগিলেন। তাহাতে যদ্যপি তিনি পূর্ব্বে শাসনকর্ত্তার অনুমতি পাইয়া তাহা করিলেন, তথাপি তথাকার ওলন্দাজ লোকেরা তাহার প্রতি অতি বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল, এই নীচ লোকদিগকে লেখাপড়া শিখাইলে ও খ্রীষ্টীয়ানদিগের সমান করিলে তাহারা চুরি কর্ম্ম করিতে আরও নিপুণ হইবে। শেষে সেই বিপক্ষগণের বিরক্তি প্রযুক্ত ঐ ধর্ম্মালযের মেঝিয়া ভাঙ্গিয়া নূতন করিতে ও আসনাদি সকল অস্ত্রদ্বারা পরিষ্কার করিতে আবশ্যক হইল, কেননা তাহার মধ্যে দেবপূজকদের বসাতে আমাদের ভজনালয় অপবিত্র হইয়াছে তাহারা এই কথা কহিয়াছিল। এই২ রূপ বিপক্ষগণের দোষে বান্দরকেম্প সাহেব পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত প্রায় কিছু করিতে পারিলেন না। শেষে ওলন্দাজ লোকেরা তাঁহাকে বলিল যে স্থানে কেবল হটনটট লোক বিনা কোন ওলন্দাজ লোক বাস করে না, এমন কোন নূতন গ্রাম করিলে তুমি সেই স্থানে নিজ ইচ্ছানু-

সারে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে পারিবা, কিন্তু সেই গ্রামের জন্যে আমরাই স্থান নিশ্চয় করিয়া দিব, নতুবা কি জানি আমাদের ভূমি ও সম্পত্তির ক্ষতি জন্মিবে। ইহা বলিয়া তাহারা কাষ্ঠ ও জলহীন এক অঞ্চল মনোনীত করিয়া তাঁহাকে সেই স্থানে গ্রাম করিতে আজ্ঞা করিল। তাহাতে তিনি সেই স্থানে যাইয়া বেথে-লস্‌দর্প (অর্থাৎ বৈথেলনগর) নামক গ্রামেতে অনেক হটনটট লোককে বসাইলেন, এবং যদ্যপি প্রথমে কাষ্ঠের ও জলের অভাব প্রযুক্ত তাহাদের অনেক ক্লেশ হইল, তথাপি তাহারা ধৈর্য্য পূর্ব্বক তথায় থাকিয়া ক্রমেং আপনাদের সেই গ্রাম বাগানাদি ভূষণদ্বারা শোভান্বিত করিল, এবং বোধ হয় সম্প্রতি তিন শতের অধিক ঘর মনুষ্য তথায় বাস করিতেছে। বান্দরকেম্প সাহেব ইহার অনেক বৎসর পূর্ব্বে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি যদবধি উক্ত গ্রামে বাস করিতে গেলেন, তদবধি প্রতিবৎ-সর হটনটট লোকদের মধ্যে কতক জন প্রভূতে বিশ্বাসী হইল, এবং নিকটবর্ত্তী ওলন্দাজ লোকদ্বারা উপদ্রুত হইয়াও প্রভুর অনুগ্রহেতে বৃদ্ধি পাইল। পরে ১৮১১ শালে শত্রুদের কোন মিথ্যা অপবাদ খণ্ডন করিবার নিমিত্তে বান্দরকেম্প সাহেবের কেপ টৌনে যাইতে হইলে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া হঠাৎ মৃত্যুদ্বারা ত্রাণকর্ত্তার নিকটে নীত হইয়া বিশ্রাম প্রাপ্ত হইলেন।

লণ্ডন নগরে স্থাপিত যে ধর্ম্মসমাজদ্বারা প্রথমে বান্দরকেম্প সাহেব ঐ দেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন, সেই ধর্ম্মসমাজ এবং অন্য২ ধর্ম্মসমাজ আরও অনেক উপদেশকদিগকে তথায় প্রেরণ করিয়াছে, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ২ ইংরাজদের অধীন দেশে, এবং কেহ২ তাহার সীমার উত্তরদিগে স্বাধীন অসভ্য জাতিদের মধ্যে বসতি করিয়াছেন এবং তাঁহাদের শ্রমদ্বারা প্রভুর অনুগ্রহেতে সহস্র২ লোক খ্রীষ্টের নিকটে আনীত হইয়াছে। ইংরাজদের অধীন দেশের মধ্যে ১৮২৯ শালাবধি আর কোন গুলাম থাকে না, কারণ পূর্ব্বে গুলাম লোকদের যে সকল উপদ্রব হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া ডাক্তর ফিলিপ সাহেব এবং অন্য২ মিশনরি সাহেবেরা ইংলণ্ডীয় রাজার ও ব্যবস্থাপক রাজ-সভার নিকটে নিবেদন করাতে গুলাম রাখিতে কিম্বা ক্রয় বিক্রয়

করিতে তদ্দেশীয় সকল লোকদের প্রতি নিষেধ হইল, তাহাতে ত্রিশ সহস্র জন গুলাম একেবারে মুক্তি পাইল।

ঐ দেশে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বি লোকেরা স্থানে ২ গ্রাম করিয়া একত্র বাস করে, এই ধারা অনেক দিনাবধি স্থাপিত আছে, কারণ তথায় মনুষ্যের অল্পতা ও ভূমির বাহুল্য হওয়াতে নূতন ২ গ্রাম করা দুষ্কর নহে। যে সকল গ্রাম তদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের বাসস্থান (কিম্বা আবাদ) আছে, তাহার মধ্যে গনাদনদাল ও বেথেলসদর্প নামে দুই গ্রামের উল্লেখ পূর্ব্বে করা গেল, এবং অন্য তাবৎ গ্রামের নাম প্রকাশ করিলে সময়ের অকুলান হইবে, এই নিমিত্তে কেবল দুই এক গ্রামের বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিব।

পাকাল্টস্‌দপ (অর্থাৎ পাকাল্টের গ্রাম) ১৮১৩ শালে স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ সময়ের পূর্ব্বে তথায় কেবল ১৫ ঘর অতি অসভ্য লোক শাখাপল্লবাদিদ্বারা নির্ম্মিত কুৎসিত কুঁড়িয়ার মধ্যে বাস করিত, এবং সেই স্থানের অতিশয় মালিন্যপ্রযুক্ত শূকরগ্রাম এই নাম ছিল। তৎকালে ইংলণ্ড দেশহইতে আগত কেম্বল নামক ধর্ম্মোপদেশক সেই স্থান দেখিতে গেলে উলঙ্গপ্রায় এক জন বৃদ্ধ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার হস্তপাদ চুম্বন পূর্ব্বক বলিল, আমাদের মধ্যে এক জন শিক্ষক আইলেন, ইহাতে আমি পরমাহ্লাদিত হইলাম। পরে কেম্বল সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি যীশুর কথা কখনো শুনিয়াছ? ঐ বৃদ্ধ উত্তর করিল, পশুর যে রূপ জ্ঞান আছে, আমার কেবল সেই রূপ জ্ঞান আছে। এবং তাহার এই প্রমাণ যে সত্য বটে, ইহা তাহার ও তাহার সঙ্গি লোকদের আচরণ ও কথোপকথনদ্বারা প্রত্যক্ষ হইল। উক্ত কেম্বল সাহেব ঐ দেশে থাকিবার জন্যে না আসিয়া কেবল দেখিবার জন্যে আসিয়াছিলেন, কারণ তিনি দেশ ও লোকদিগকে দেখিয়া ফিরিয়া আইলে পরে আমাদিগকে উত্তম পরামর্শ দিতে পারিবেন, এই আশাতে লণ্ডনস্থিত সমাজের কর্ত্তারা তাঁহাকে তথায় পাঠাইয়াছিলেন। অতএব তাঁহার পরামর্শদ্বারা ঐ গ্রামে যাইয়া লোকদিগকে সুসমাচার জানাইবার ভার পাকাল্ট নামক অন্য এক ধর্ম্মশিক্ষককে দেওয়া গেল, তাঁহার শ্রম ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে সফল হওয়াতে

অল্প বৎসরের মধ্যে ঐ স্থানের দশান্তর হইল। কেম্বল সাহেব যখন ১৮১৯ শালে পূর্ব্বমতে পুনরায় সেই গ্রামে আইলেন, তখন তাহার সোজা পথ ও সুন্দর গৃহ ও পুষ্প ফলাদিতে ভূষিত বাগান এবং উপযুক্ত বস্ত্রে পরিহিত মনুষ্য সকলকে দেখিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিলেন। পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞান বৃদ্ধ নব্বই বৎসর বয়সে খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসী হইয়া মণ্ডলীতে গ্রাহ্য হইয়াছিল, সে কেম্বল সাহেবের দেখা পাইয়া তাঁহার গলা ধরিয়া আনন্দ প্রযুক্ত ধীরে২ অশ্রুপাত করিয়া তাঁহাকে কহিল, অদ্যাবধি আমি এই জীবনেতে আর আসক্ত হইব না; খ্রীষ্ট আমাকে আপনার নিকটে আসিতে ডাকিবেন, এই আকাঙ্ক্ষাতে কেবল তাঁহার অপেক্ষাতে থাকিব। সেই বৃদ্ধের নাম শিমিয়োন ছিল, এবং তাহার এই বাক্য বৃদ্ধ শিমিযোনের যোগ্য বটে।

আফ্রিকাণর গ্রাম নামক স্থান ইংরাজদের অধীন দেশের সীমান্তর্গত নহে, কিন্তু তাহাহইতে বহুদূরস্থও নহে। সেই অঞ্চলে পূর্ব্বে আফ্রিকাণর নামক এক জন সর্ব্বসাধারণের ভয়স্থান ছিল, যেহেতুক তাহার ব্যাঘ্রবৎ স্বভাব ছিল। সে দস্যুবৃত্তি স্বীকার করিয়া আপনার অধীন দস্যুদলের সহিত চতুর্দ্দিকস্থ সকল লোকের প্রতি অশেষ প্রকার দৌরাত্ম্য করিত, অর্থাৎ যথাশক্তি মনুষ্য সকলকে বধ ও তাহাদের পশ্বাদিসম্পত্তি লুট করিত ও গৃহ পুড়াইত ও জলাশয়ের মধ্যে বিষ ফেলিত ইত্যাদি। এই কারণ শেষে ইংরাজি গবর্ণমেণ্ট তাহাকে সর্ব্বসাধারণের শত্রু জ্ঞান করিয়া যে ব্যক্তি জীবৎ কি হত তাহাকে আনয়ন করিবে সে শত২ টাকা পারিতোষিক পাইবে, এমত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহে ১৮১৬ শালে সেই ব্যক্তি খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হইয়া তদবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত খ্রীষ্টধর্ম্ম স্বীকার করিল, এবং যৌবনকালে যাদৃশ নির্দ্দয় ছিল, বার্দ্ধক্যকালে তাদৃশ শান্তশীল হইয়া উঠিল। তাহার এইরূপ স্বভাবান্তর দেখিয়া সকল লোক অতিশয় চমৎকার বোধ করিল, এবং যাহারা পূর্ব্বে খ্রীষ্টধর্ম্ম তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যেও অনেকে খ্রীষ্টধর্ম্মের গুণ আছে, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিল। উক্ত আফ্রিকাণরের মৃত্যু ১৮২৩ শালে হইয়াছিল, কিন্তু

তাহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্র অদ্যাপি জীবৎ ও খ্রীষ্টধর্ম্মেতে স্থির আছে।

সম্প্রতি ঐ দক্ষিণ আফ্রিকা দেশে স্থিত কএক জন মিশনরি সাহেব ও তাঁহাদের শিষ্যগণ দুঃখসাগরে মগ্ন আছে। তাহার কারণ সংক্ষেপে প্রকাশ করি। যে সাহেবগণের কথা হইতেছে তাহারা ফ্রান্স দেশে স্থিত ধর্ম্মসমাজদ্বারা দেবপূজকদের নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল। উক্ত ফ্রান্স দেশনিবাসিদের মধ্যে দশ অংশ রোমান কাথলিক, কেবল একাংশ প্রতেস্তান্ত অর্থাৎ ধর্ম্মপুস্তকানুযাযি ধর্ম্মমতাবলম্বী। এবং যাহারা প্রতেস্তান্ত নামধারী, তাহাদের মধ্যেও অতি অল্প লোক খ্রীষ্টরাজ্যের বৃদ্ধির নিমিত্তে উদ্‌যোগী আছে, তথাপি তাহারা ১৮২৯ শালাবধি দক্ষিণ আফ্রিকা দেশে সুসমাচারপ্রচারকদিগকে পাঠাইয়া তাঁহাদের প্রতিপালন ও কর্ম্ম চালাওনের নিমিত্তে যে অর্থব্যয়ের প্রযোজন ছিল, তাহা আঠারো বৎসর পর্য্যন্ত কোন মতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া নির্ব্বাহ করিযাছিল। পরে ১৮৪৬ শালে ফ্রান্স দেশে ভয়ানক আকাল হওযাতে অর্থ সংগ্রহ করা অতি দুষ্কর হইল, কারণ পূর্ব্বে খ্রীষ্টরাজ্যের নিমিত্তে যে যাহা দিত, তাহাকে তাহা আহারের নিমিত্তে দিতে আবশ্যক হইল। অতএব প্রয়োজনীয় পরিমাণে অর্থের সমাগম আর না হওযাতে উক্ত ধর্ম্মসমাজের কর্ত্তারা কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে প্রথমে যথাসাধ্য আপনাদের অর্থ দিলেন, পরে ধার করিয়া ঋণগ্রস্ত হইলেন। অপর গত বৎসরের ফিব্রুযারি মাসে ফ্রান্স দেশের রাজা রাজ্যচ্যুত হওযাতে তাবৎ লোকদের মন চঞ্চল হইল, ফলতঃ অনেকে গোলযোগ ও যুদ্ধ করণের চেষ্টারূপ মদে মত্ত হইল, এবং অন্য অনেক লোক ভয়েতে উদ্বিগ্ন হইল, কারণ কে কাহার অধীনতা স্বীকার করিবে, তাহা কেহ জানিতে পারিল না। এই কারণ কাহারা কিছুতে আর বিশ্বাস না হওযাতে বাণিজ্যাদি সমস্ত কর্ম্ম বন্ধ হইল, তাহাতে সামান্য লোকদের অতিশয় ক্লেশ হইতে লাগিল। ফ্রান্স দেশের সেই দুর্দ্দশা অদ্যাপি আছে, কিঞ্চিৎমাত্র শুধরাইয়াছে। যাহারা খ্রীষ্ট রাজ্যের নিমিত্তে অর্থ ব্যয় করিত, তাহারা প্রায় সকলে সামান্য লোকদের মধ্যে গণনীয়, এই জন্যে তাহারা দেশের দুরবস্থা

প্রযুক্ত এখন প্রায় কিছু দিতে পারে না। অতএব তাহাদের দত্ত অর্থদ্বারা পূর্ব্বে যে মিশনরি সাহেবেরা ও শিক্ষকগণ প্রতিপালিত হইতেন ও কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহারা এখন ফ্রান্স দেশহইতে অর্থ আর প্রাপ্ত হইতে পারেন না, সুতরাং প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব প্রযুক্ত শীঘ্র তাঁহাদের অতিশয় ক্লেশ হইবে ও তাঁহাদের কর্ম্ম বন্ধ এবং মণ্ডলীগণ পালকরহিত ও পাঠশালা সকল শূন্য হইবে, এমন সম্ভাবনা আছে। ফ্রান্স দেশ ভিন্ন অন্য ২ দেশের খ্রীষ্টাশ্রিত লোকেরা যদি তাঁহাদের উপকার না করে, তবে তাঁহাদের আত্যন্তিক দুর্দ্দশা অবশ্য হইবে, ইহার সন্দেহ নাই। সেই নূতন মণ্ডলীগণের যে রূপ দুরবস্থা আছে, এতদ্দেশে স্থাপিত মণ্ডলীগণেরও সেই রূপ দুরবস্থা হইতে পারে, ইহা মনে করিয়া প্রত্যেক মণ্ডলীর লোকেরা যদি আপন ২ অধ্যক্ষের বৃত্তি ও অন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করণার্থে আপনারা অর্থ দিতে যত্নবান হয, তবে উত্তম কর্ম্ম করিবে, এবং কি জানি ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে বিলাতি মণ্ডলীগণের ন্যায অন্য ২ দেশে সুসমাচার প্রেরণ করা শেষে তাহাদেরও সাধ্য হইবে।

ধর্ম্মোপদেশের পাণ্ডুলেখ্য।

১ তীম ৪, ৮। ধর্ম্মসেবা ইহকালেও ফলদাযক হয়।

আভাষ। ধর্ম্মসেবা যে পরকালে ফলদাযক হয ইহা সকলে স্বীকার করে, কিন্তু তাহা যে ইহকালেও ফলদায়ক হয়, এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করে, অতএব তাহার প্রমাণ দেওয়া ভাল।

প্রথম ভাগ। ধর্ম্মসেবার সংক্ষেপ বিবরণ।

১। খ্রীষ্টেতে যে বিশ্বাস তাহাই ধর্ম্মসেবার মূল।

২। খ্রীষ্টের প্রতি যে প্রেম তাহাই ধর্ম্মসেবার সার।

৩। খ্রীষ্টের আজ্ঞাপালন ও ধর্ম্মাচরণরূপ পথে তাঁহার অনুগমনদ্বারা ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

৪। প্রকাশরূপে এবং গুপ্তরূপে প্রার্থনা করণদ্বারা ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

দ্বিতীয় ভাগ। ধর্ম্মসেবা ইহকালে ফলদায়ক হয় ইহার প্রমাণ।

(১) সামান্য প্রমাণ।

দুঃখের সময়ে ধর্ম্মসেবার ফল।

১। ধার্ম্মিক লোকেরাও ইহকালে দুঃখ পায় তাহা সত্য।

২। দুঃখের সময়ে তাহারা অসন্তুষ্ট হয় না।

৩। দুঃখের সময়ে তাহারা অনেক বার আপনাদিগকে নির্দ্দোষ জানাতে সান্ত্বনা পায়।

৪। আর এই দুঃখও আমার মঙ্গলার্থে অর্থাৎ পাপহইতে আমাকে পরিষ্কার করণার্থে, কিম্বা স্বর্গের প্রতি আমার মন আকর্ষণ করণার্থে ঘটে, ইহা ধার্ম্মিক লোক নিশ্চয় জানে।

৫। এবং এই দুঃখের পরে স্বর্গীয় সুখভোগ অতি মিষ্ট হইবে, ইহা জানিয়া সে সান্ত্বনা পায়।

অন্য ২ বিষয়ে ধর্ম্মসেবার ফল।

১। ধর্ম্মসেবাদ্বারা মনুষ্য মদপানাদি ঘৃণার্হ আচরণহইতে ও তদুৎপন্ন দুর্নাম ও রোগ ও দরিদ্রতাহইতে রক্ষা পায়।

২। ধর্ম্মসেবাহইতে তাহার যে যাথার্থিক ও দয়ালু স্বভাব জন্মে, তৎপ্রযুক্ত সকলে তাহাকে ভদ্রলোক জ্ঞান করে।

৩। ধর্ম্মসেবাদ্বারা সে নম্র ও ক্ষান্ত হইয়া উঠে, তাহাতে বিবাদহইতে ও তদুৎপন্ন ক্লেশহইতে রক্ষা পায়।

৪। ধর্ম্মসেবাদ্বারা তাহার মন তৃপ্ত হয়, এবং সেই তৃপ্তি ও শান্তি বহুধনাপেক্ষাও উত্তম।

৫। ধর্ম্মসেবাদ্বারা সে সমস্ত চিন্তার ভার ঈশ্বরের উপরে রাখে তাহাতে তাহার মন উদ্বিগ্ন না হওয়াতে সর্ব্বদা সুস্থির থাকে।

(২) শাস্ত্রীয় বচনমূলক প্রমাণ।

১। ধার্ম্মিক লোক প্রার্থনার দ্বারা খ্রীষ্টের নামে যাহা চাহে তাহাই পায়, কিম্বা তদপেক্ষা উত্তম অন্য বর পায়।

২। ঈশ্বর তাহাকে কখনো ত্যাগ করেন না। ইব্রীয় ১৩; ৫।

৩। ঈশ্বর পরীক্ষার সময়ে তাহার রক্ষার পথ প্রস্তুত করেন। ১ কর ১০; ১৩।

৪। তাবৎ ঘটনা মিলিয়া তাহার মঙ্গল জন্মায়। রোম ৮; ২৮।

উপদেশক।

মার্চ ১৮৪৯ (২৭) মূল্য ২ আনা।

পরমার্থতত্ত্বসার।

৩ প্রস্তাব।

ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ রচনা বিষয়ক যাহাদের নাম লিখিত আছে তাহাদিগের দ্বারাই তাহা লিখিত হইয়াছে, এবং যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ক অতি যথার্থ ও বিশ্বসনীয় বিবরণ লিখিত আছে, এবং ঐ সমস্ত লিখিত বিবরণ যে অতি যথার্থ ও অলড ইহা গ্রহণীয় বটে।

যে২ গ্রন্থে খ্রীষ্টের ও তাঁহার ধর্ম্মের বিবরণ লিখিত আছে, তাহা চতুষ্টয় সুসমাচার ও প্রেরিতদিগের ক্রিয়ার বিবরণ। আর এই চতুষ্টয় সুসমাচার লেখকদের যে২ নাম লিখিত আছে অর্থাৎ মথি মার্ক লূক যোহন ইহাদিগের দ্বারাই তাহা লিখিত হইয়াছে। আর এই২ সকল গ্রন্থ রচকদের নামের বিষয়ে আমাদের কোনই সন্দেহ জন্মিতে পারে না, কেননা জেনফোন * ওলিবি † ও তাসিতস ‡ ইত্যাদি অথবা এতদ্দেশীয় কোন প্রাচীন গ্রন্থরচকদের নামানুসারে তাহাদিগের গ্রন্থ ব্যবহৃত হইলেও তাহাতে যেমন গ্রন্থরচনার বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ জন্মে না, তদ্রূপ এই২ ধর্ম্মগ্রন্থরচকদের নামানুযায়ি গ্রন্থের নাম হইলেও তাহাতে আমাদিগের কোনই সন্দেহ জন্মিতে পারে না।

আরও দেখ, প্রেরিতগণের কালাবধি এই কাল পর্য্যন্ত নানা গ্রন্থেতে ঐ চতুষ্টয় সুসমাচারোক্ত নানা বাক্য পাওয়া যায়।

---

* জেনফোন ইনি গ্রীস দেশীয় অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও যোদ্ধা ও ইতিহাস বেত্তা ছিলেন। ইহাঁর পিতার নাম গ্রল্ল, ও খ্রীং পূং ৪৫০ বৎসরে আথীনী নগরে ইহাঁর জন্ম হইয়াছিল।

† লিবি রোম দেশীয় এক জন ইতিহাসবেত্তা। আগষ্টস রাজার রাজ্য কালীন তিনি আপন অতি প্রসিদ্ধ ইতিহাস লিখিয়াছিলেন।

‡ তাসিতস এক জন মহৎ লোক ছিলেন ও তাঁহাদ্বারা লিখিত ইতিহাস হেতুক তিনি অতি প্রসিদ্ধ বটেন। খ্রীষ্টের জন্মের ৫৬ শালে তিনি বেলজিক গল নামক প্রদেশের অধিপতিরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

আর যেমন এখন আমরা ঐ চতুষ্টয় গ্রন্থলেখকদিগের নামানুযায়ি গ্রন্থের নাম কহি, তদ্রূপ পূর্ব্বকালাবধি তাহারা ঐ নামেতে বিখ্যাত আছেন, সুতরাং পূর্ব্বাপর এই বিষয় সর্ব্বসম্মত কিম্বা গ্রাহ্য হওনেতে আমাদিগের অগ্রাহ্য করা কোন মতে উপযুক্ত নহে। আরও দেখ প্রেরিতদের কালাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সমুদয় মহামহোপাধ্যায় খ্রীষ্টীয়ান লোক কর্ত্তৃক ঐ চতুষ্টয় গ্রন্থ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রূপে বিচারিত হইয়াছে, ও অতি মনোযোগ পূর্ব্বক তাহার অনুসন্ধান করিলেও তাহাতে ভ্রম কি ত্রুটি কেহ কখনো পাইতে পারে নাই, সুতরাং এমত পরিষ্কার বিষয় কএক জন অশিক্ষিত লোকদের কথা দ্বারা অপরিষ্কার কিম্বা ভ্রমজনক কহিতে পারি না।

এই সমস্ত গ্রন্থেতে খ্রীষ্টের আচরণ ও শিক্ষা ও কর্ম্মাদি বিষয়ে যে সমস্ত কথা লিখিত আছে তাহা সম্পূর্ণরূপে যথার্থ ও বিশ্বসনীয়। কেননা ঐ বিশ্বাসের প্রথম কারণ এই যে ঐ গ্রন্থলেখকদের খ্রীষ্টের সমস্ত বিষয় বিশেষ রূপে জানিবের অতি উত্তম উপায় ছিল, অতএব তাহারা আপনারা আপনাদিগকে কোন প্রবঞ্চনা করিতে পারিল না, কেননা তাহাদের কেহ২ খ্রীষ্টের সহিত নিত্য২ থাকিয়া আপনাদের নিজ২ চক্ষুতে তাহার সমস্ত কৃত কর্ম্মাদি দেখিল, ও তাঁহার উপদেশাদি শ্রবণ করিল; অতএব এমন লোকদের প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া প্রতারকমাত্র জ্ঞান করা প্রজ্ঞাবিশিষ্ট জনসমূহের কর্ত্তব্য নহে। আর দ্বিতীয়তঃ এই যে খ্রীষ্টকৃত অলৌকিক ক্রিয়াদি কৃত্রিমরূপে স্থাপন করিয়া তাহাতে লোকদের প্রবৃত্তি জন্মাইতে তাহাদিগের কোন মানস ছিল না। যদিও এই গ্রন্থরচকদের দুই জন অর্থাৎ মার্ক ও লূক খ্রীষ্টের সহিত ছিলেন না, তথাচ অন্য দুই জন অর্থাৎ মথি ও যোহনের সহিত তাহাদিগের অতি প্রণয় ও আত্মীয়তা ছিল, যদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দুই জন খ্রীষ্টের বিবরণ অবিকলরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং অতি আত্মীয় বন্ধুর নিকটে মিথ্যা কহা অতি অসম্ভব বটে।

যদিও ধর্ম্মপুস্তকের কএকটা বর্ণাশুদ্ধির শোধন হইয়াছে, তথাচ তন্মধ্যে লিখিত শিক্ষা কিম্বা বিবরণ পরিবর্ত্তনের প্রমাণ কেহ কখনো দিতে পারে না, ইহা নিতান্ত অসাধ্য বটে। আমরা জানি ঐ সমস্ত গ্রন্থাদি সর্ব্বসাধারণের নিকটে পঠিত ছিল ও নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পৃথিবীর নানা স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ বর্ত্তমান আছে। তাহাই মাত্র নহে কিন্তু তর্ত্তুল্লিয়ন * নামক অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সময়েও প্রেরিতের স্বহস্তে লিখিত পত্রাদি বর্ত্তমান ছিল। আরও পূর্ব্বকালীন গ্রন্থরচকেরা ঐ চতুষ্টয় গ্রন্থহইতে যে২ সূত্রাদি লইয়া আপনাদের গ্রন্থেতে

---

* তর্ত্তুল্লিয়ন এক জন খ্রীষ্টীয়ান লেখক ছিলেন। ইনি খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দেড় শত বৎসর পরে কার্থেজ নগরে জন্মিয়াছিলেন এবং খ্রীষ্টীয়দিগের উপকার বিষয়ে বিশেষরূপে বিখ্যাত আছেন।

লিখিয়াছিল সেই সমস্ত বর্ত্তমান ধর্ম্মগ্রন্থের সূত্রের সহিত সম্পূর্ণরূপে ঐক্যতাআছে। ইহা ভিন্ন নানাবিধ বৈধর্ম্ম্যাচারিরা খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীহইতে উৎপন্ন হইয়াও ধর্ম্মগ্রন্থকে মূলশাস্ত্ররূপে স্বীকার করিত, অতএব এই রূপ প্রকার ভ্রান্তিময় স্থলেতে ধর্ম্মগ্রন্থের কোন অংশের কোন লঘু বিষয় অন্যথা করা অথবা তৎপরিবর্ত্তে তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ অন্য বিষয় সংযোগ করা কাহারই ক্ষমতা ছিল না, এবং তাহাদের বিবিধ ধর্ম্মের পরস্পর অনৈক্য ও বৈবিভাব থাকনেতে তাহারা শাস্ত্রমতান্তরের বিষয়ে অতিশয় সাবধান থাকিত, সুতরাং সেই শাস্ত্রের ন্যূনতা বা বৃদ্ধি হওনের কোনই সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু প্রেরিতদিগের দ্বারা যদ্রূপ লিখিত হইয়াছিল তদ্রূপই অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। অতএব সত্যধর্ম্ম বোধরহিত আধুনিক ব্যক্তিদের কথানুসারে অতি নির্ম্মল ও যথার্থ যে ধর্ম্মশাস্ত্র তাহার অযথার্থতার বিষয় কহিতে সাহসবান হইতে পারি না।

ধর্ম্মপুস্তক যে ঈশ্বরদত্ত তাহার যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ।

"আমি অমর ও বিবেকশক্তিবিশিষ্ট জীব হওয়াতে, ধর্ম্মপুস্তক যে "ঈশ্বরদত্ত ইহা কি কারণে বিশ্বাস করি তাহা নিশ্চয় করিয়া জ্ঞাত হওয়া "আমার উচিত। আমার অতি প্রবল চারিটি যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ আছে, "যদ্দ্বারা আমার স্থির বিশ্বাস আছে যে ধর্ম্মগ্রন্থ কোন উত্তম মনুষ্যের "কিম্বা ঈশ্বরীয় দূতের কল্পিত পুস্তক নহে, এবং কোন মন্দ মনুষ্য কিম্বা "শয়তানের কল্পনাদ্বারা লিখিত হয় নাই, কিন্তু অবশ্য ঈশ্বরকর্ত্তৃক "দত্ত হইয়াছে।

"১ আশ্চর্য্য ক্রিয়া। ২ ভবিষ্যদ্বচন। ৩ সুশিক্ষা, ৪ লেখকদিগের "সদাচরণ। সকল প্রকার অলৌকিক ক্রিয়া ঈশ্বরীয় শক্তিদ্বারা হয়। ভবি-"ষ্যদ্বাণী কথন শক্তি ঈশ্বরীয় জ্ঞানদ্বারা হয়। সদ্ব্যবহারার্থে সুনীতি "ঈশ্বরীয় ভদ্রতার দ্বারা হয়। এবং লেখকদিগের সদাচরণ ঈশ্বরীয় "পবিত্রাত্মার দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই প্রকারে খ্রীষ্টধর্ম্ম এই চারি মহা-"স্তম্ভোপরি গ্রথিত হইয়াছে, শক্তি, জ্ঞান, ভদ্রতা, ও পবিত্রতা।

"আর ধর্ম্মশাস্ত্র যে সপ্রমাণ এবং তাহা যে ঈশ্বরাবির্ভাবদ্বারা লিখিত "হইয়াছে তাহার অতিশয় সংক্ষেপে স্পষ্ট যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ দিব। তাহা "অবশ্য কোন উত্তম মনুষ্য কিম্বা দূতের অথবা কোন দুষ্ট লো-"কের কিম্বা শয়তানের কল্পনাদ্বারা লিখিত হইয়াছে, নতুবা ঈশ্বরকর্ত্তৃক "দত্ত হইয়াছে। তাহা কোন উত্তম মনুষ্য কিম্বা দূতের কল্পনা নহে; "কেননা "ঈশ্বর এই মত কহেন" ইত্যাদি শব্দ তাহারা মিথ্যারূপে প্রয়োগ "করিতে পারিত না, কেননা যে মিথ্যা কথা ব্যবহার করে সে উত্তম হইতে "পারে না ও দূতও হইতে পারে না, কিন্তু দুষ্ট ও শয়তান। আর তাহা "কোন দুষ্ট লোকের কিম্বা শয়তানের কল্পনাও নহে, কেননা যদি "তাহা হইত, তবে কুকর্ম্মের নিষেধ ও পাপির দণ্ড ও অনন্ত কালাবধি

"আপনাদিগের অনন্ত যন্ত্রণার বিষয় লিখিত না, কেননা কেহ কোন
"কালে আপন শাস্তি ও অমঙ্গল ও বিপরীত বিষয় কহে না ও আজ্ঞাও
"দেয় না। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে ধর্ম্মপুস্তক কোন উত্তম প্রাণির কল্পনা
"নহে, এবং কোন অধম প্রাণিরও কল্পনা নহে, সুতরাং তাহা ঈশ্বর-
"দত্ত এবং তাঁহার আবির্ভাবদ্বারা লিখিত হইয়াছে। ২ তিম ৩; ১৬।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বরস্বরূপ ও তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তিরা কন্যাতুল্য।

২ করিন্থীয় ১১, ২ পদে লেখা আছে, "আমি এক স্বামিতে অর্থাৎ খ্রীষ্টে সমর্পণ করিতে তোমাদিগকে সতী কন্যার ন্যায় বাগ্‌দত্তা করিয়াছি।"

হে প্রিয় বন্ধুগণ, এই পদের অন্যান্য বিষয় না ধরিয়া খ্রীষ্ট বর ও খ্রীষ্টীয় লোকেরা কন্যাস্বরূপ, আইস কেবল এই দুই বিষয়ে মনোযোগ করি।

কিন্তু খ্রীষ্ট বর ও তাঁহার আশ্রিতেরা কন্যাতুল্য ইহা ধর্ম্ম পুস্তকের আর ২ কথার দ্বারা প্রথমতঃ সাব্যস্ত করা আবশ্যক, অতএব দেখ মথি ২২; ২ পদে লেখা আছে, "স্বর্গের রাজ্য এমন এক রাজার তুল্য যিনি আপন পুত্রের বিবাহ দিয়া তাবৎ নিমন্ত্রিত লোককে আহ্বান করিতে দাসদিগকে প্রেরণ করিলেন।" ভাল, ইহাতে কি ঈশ্বরকে রাজা, ও ঐ রাজপুত্র খ্রীষ্টকে বর, এবং খ্রীষ্টীয়ানদিগকে কন্যা বুঝায় না? এবং মথি ২৫; ৫ পদে লেখা আছে, "বর বিলম্ব করিলে সকলে ঢুলিতে ২ নিদ্রান্বিতা হইল।" আর ১০ পদে দৃষ্টি কর, যথা, "তাহারা ক্রয় করিতে গেলে পর বর আইলেন, তাহাতে যাহারা প্রস্তুতা ছিল, তাহারা তাঁহার সঙ্গে বিবাহবাটীতে প্রবেশ করিল।" এ কথাতেও সপ্রমাণ হয়, যে খ্রীষ্ট বর ও তাঁহার আশ্রিতেরা কন্যাস্বরূপ। আর ইফিষীয় ৫; ৩১, ৩২ পদ পাঠ করিলে প্রমাণ পাওয়া যায়, যে খ্রীষ্ট বর ও খ্রীষ্টীয়ানেরা কন্যাস্বরূপ। আর প্রকাশিত ১৯; ৭ পদে লিখিত আছে, "আইস আমরা আনন্দ ও উল্লাস করি ও তাঁহার সম্মান করি; কেননা মেষশাবকের বিবাহ উপস্থিত হইল, ও তাঁহার স্ত্রী আপনাকে

সুসজ্জিতা করিল।" আর ঐ অধ্যায়ের ৯ পদে লেখা আছে, "তিনি আমাকে কহিলেন, যাহারা মেষশাবকের বিবাহভোজেতে নিমন্ত্রিত হয়, তাহারা ধন্য।" এ কথাতেও সপ্রমাণ হয় যে খ্রীষ্ট বর ও তাঁহার আশ্রিতেরা কন্যাতুল্য। আর ২১; ২ পদে লেখা আছে, "বরের নিমিত্তে প্রস্তুতা কোন কন্যা যেমন বিভূষিতা হয়, তদ্রূপ আমি যোহন ঈশ্বরের নিকটহইতে নূতন ধর্ম্মনগরী যিরূশালমকে স্বর্গহইতে নামিতে দেখিলাম।" ইহাতেও প্রকাশ পায় যে খ্রীষ্ট বর ও খ্রীষ্টীয় লোকেরা কন্যাস্বরূপ বটে। পুনঃ ৯ পদে লিখিত আছে, "অনন্তর সেই সপ্ত শেষ উৎপাতে সম্পূর্ণ সপ্তপাত্রধারি সপ্ত দূতের মধ্যে এক জন আমার নিকটে আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া কহিল, এখানে আইস, সেই মেষশাবকের বিবাহিতা স্ত্রীকে দেখাই।" ইহাতেও কি সপ্রমাণ হয় না যে খ্রীষ্ট বর ও খ্রীষ্টীয় লোক কন্যা? এই সকল প্রমাণ ব্যতিরেকে সুলেমানের পরমগীত পাঠ করিলে খ্রীষ্ট যে বর ও তাঁহার আশ্রিতেরা যে কন্যাস্বরূপ ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

এক্ষণে আমার আর অধিক সাক্ষ্য দেওনের প্রয়োজন নাই, যেহেতুক খ্রীষ্ট বর ও তাঁহার আশ্রিতেরা কন্যাস্বরূপ এতদ্বিষয়ক বহুবিধ সাক্ষ্যদ্বারা আমরা বেষ্টিত হইয়াছি।

তবে এক্ষণে আইস আমরা প্রথম ভাগের বিষয়ে মনোযোগী হই। যদি খ্রীষ্ট বর হন, তবে কন্যার প্রতি বরের কি কর্ত্তব্য? ইহা যদি জিজ্ঞাসা কর তবে তাহা শুন। কন্যার প্রতি বরের তিন বিষয় কর্ত্তব্য।

প্রথম। বরের কন্যাকে মনোনীত ও প্রেম করণ।

দ্বিতীয়। কন্যাকে প্রতিপালন করণ।

তৃতীয়। কন্যাকে ত্যাগ না করণ।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, যে এই তিন বিষয়ের প্রতিজ্ঞা কি ধর্ম্মশাস্ত্রের বচনদ্বারা সপ্রমাণ হইতে পারে?

আমি নির্ভয়ে বড় সাহস পূর্ব্বক উত্তর দিই যে হাঁ, তাহা সাব্যস্থ হইতে পারে। আমি এই তিন বিষয়ে পৃথকরূপে ধর্ম্মপুস্তকহইতে প্রমাণ দিব।

১। কন্যাকে মনোনীত ও প্রেম করা বরের কর্ত্তব্য। এতদ্‌-বিষয়ের প্রমাণার্থে যোহনলিখিত সুসমাচারের ১৫; ১৬ পদ পাঠ কর; যথা "তোমরা যে আমাকে মনোনীত করিয়াছ এমন নয়, কিন্তু আমি তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছি।" আর ১৯ পদে লেখা আছে, 'যদি তোমরা জগতের লোক হইতা, তবে জগতের লোক তোমাদিগকে আত্মীয় বুঝিয়া ভাল বাসিত, কিন্তু তোমরা জগতের লোক নহ, আমি তোমাদিগকে এ জগৎহইতে মনোনীত করিয়াছি।"

১ যোহন ৪, ১০, পদে লেখা আছে, "আমরা যে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম করিলাম তাহা নহে, কিন্তু তিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়া আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আপন পুত্রকে পাঠাইলেন ইহা প্রেমের বিষয় বটে।" আর ১৯ পদে লেখা আছে, "তিনি প্রথমে আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন, এই জন্যে আমরাও তাঁহাকে প্রেম করি।" যোহন ১৩, ১ পদে এই রূপ লিখিত আছে, "অপর নিস্তারপর্ব্বের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পৃথিবীহইতে পিতার কাছে আপন গমন সময় সন্নিকট হইল ইহা জ্ঞাত হইয়া যীশু এই জগন্নিবাসি যে আত্মীয় লোকদিগকে প্রেম করিয়া আসিতেছেন তাহাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত প্রেম করিলেন।' আর ৩৪ পদে লেখা আছে "তোমরা পরস্পর প্রেম কর, আমি তোমাদিগেতে যাদৃশ প্রেম করিলাম, তোমরাও পরস্পর তাদৃশ প্রেম কর, তোমাদিগকে এই এক নূতন আজ্ঞা দিতেছি।" আর ইফিষীয় ৫; ২ পদে লেখা আছে, "খ্রীষ্ট যেমন আমাদিগকে প্রেম করিয়া সুগন্ধি নৈবেদ্য ও বলিস্বরূপ হইয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে আমাদের নিমিত্তে আপনাকে উৎসর্গ করিলেন তোমরাও প্রেমেতে তাদৃশ আচরণ কর।" আর ২৫ পদে লেখা আছে, "হে পুরুষেরা, বাক্যরূপ জলদ্বারা মণ্ডলীকে ধৌত ও পবিত্র করিবার জন্যে এবং তাবৎ কলঙ্ক ও জরাদিবিহীন এবং দোষ-রহিত ও পবিত্র ও তেজস্বি ঐ মণ্ডলীকে আপনার নিকটে স্থাপিত করিবার জন্যে খ্রীষ্ট যেমন আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া তাহার প্রতি প্রেম প্রকাশ করিলেন, তোমরাও নিজ২ স্ত্রীর প্রতি তদ্রূপ প্রেম কর।"

হে প্রিয়বর্গ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যিনি বরস্বরূপ তিনি কন্যাকে মনোনীত ও প্রেম করেন, তাহা প্রথম ভাগে ধর্ম্মপুস্তকের বচনদ্বারা জ্ঞাত হইলা। এখন আইস দ্বিতীয় বিষয়ে মনোযোগ করি।

২। স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ করা বরের কর্ত্তব্য। ইহার প্রমাণার্থে ইফিষীয় ৫; ২৩ পদ দেখ, যথা, "মণ্ডলীস্বরূপ শরীরসম্বন্ধে খ্রীষ্ট যেমন মস্তকস্বরূপ রক্ষাকর্ত্তা হইয়াছেন, তাদৃশ স্বামীও স্ত্রীর মস্তকস্বরূপ।" এবং ২৯ পদে লেখে "নিজ শরীরের প্রতি কেহ কখন দ্বেষ করে না, বরং তাহা ভরণ পোষণ করে; প্রভুও মণ্ডলীকে তদ্রূপ করেন, যেহেতুক আমরা তাঁহার শরীরের মাংস ও অস্থি ও অবযবস্বরূপ হইতেছি।" হে প্রিযগণ, তোমরা এই অল্প প্রমাণেতে স্পষ্টরূপে জানিতে পারিতেছ যে আমাদের প্রভু যিনি বর তিনি আপন স্ত্রীর প্রতি ভরণ পোষণের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এখন আইস তৃতীয় বিষয়ে মনোযোগ করি।

৩। কন্যাকে পরিত্যাগ না করা বরের কর্ত্তব্য। ইহার প্রমাণার্থে যোহন লিখিত সুসমাচারের ৬; ৩৭ পদ দেখ, "পিতা আমাকে যত লোক দিয়াছেন, সে সকলি আমার নিকটে আসিবে; এবং যে কেহ আমার নিকটে আসিবে, তাহাকে কোন ক্রমে দূর করিব না।" আর ইব্রীয ১৩; ৫ পদে লেখা আছে, যথা, "তোমরা লোভশূন্য আচারী হইয়া বর্ত্তমান প্রাপ্ত দ্রব্যেতেই সন্তুষ্ট থাক, যেহেতুক পরমেশ্বর এমত কহিযাছেন, আমি তোমাকে কদাচ ছাড়িব না, আমি তোমাকে কদাচ ত্যাগ করিব না।" আর ১ বংশাবলি ২৮; ২০ পদে লেখা আছে, "দাযূদ আপন পুত্র সুলেমানকে কহিল, বলবান্ হও ও সাহসিক হও ও কর্ম্ম কর, ভয় করিও না ও নিরাশ হইও না, আমার ঈশ্বর প্রভু পরমেশ্বর তোমার সহবর্ত্তী হইবেন, যে পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের মন্দিরের সেবার তাবৎ কার্য্য সিদ্ধ না হয, তাবৎ নিরুপকারী হইবেন না ও তোমাকে ত্যাগ করিবেন না।" এবং যিহোশূয় ১; ৫ পদে লেখে, "তোমার যাবজ্জীবন তোমার সম্মুখে দাঁড়াইতে কেহ শক্তি পাইবে না; আমি যেমন মূসার সহিত ছিলাম, তদ্রূপ তোমার সহিত থাকিব এবং তোমাকে ছাড়িব না, ও তোমাকে ত্যাগ

করিব না।" আর দ্বিতীয় বিবরণের ৩১; ৬ পদে লেখা আছে, "তোমরা শক্তিমান্ ও অতিশয় সাহসী হও, কোন ভয় করিও না ও তাহাদের হইতে ভীত হইও না; তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপনি তোমাদের সহিত যাইতেছেন, তিনি তোমাদিগকে ছাড়িবেন না, ও ত্যাগ করিবেন না।" আদিপুস্তকের ২৮; ১৫ পদে এইরূপ লেখা আছে, "তুমি যে ২ স্থানে যাইবা সেই স্থানে আমি তোমার সহায় হইয়া তোমাকে রক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার এই দেশে আনিব, আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না।"

হে প্রিয়বর্গ, তোমরা এখন দেখিলা যে আমাদের প্রভু যীশু যিনি বরস্বরূপ তিনি প্রকৃত কন্যার প্রতি যে কর্ত্তব্যতা তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

এখন আইস বরের প্রতি কন্যার কি কর্ত্তব্য তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রে অন্বেষণ করি। দেখ ইফিষীয় ৫; ২২ পদে লেখা আছে, "হে নারী সকল, তোমরা যেমন প্রভুর বশীভূতা তেমনি নিজ ২ স্বামিরও বশতাপন্না হও।" আর কলসীয় ৩, ১৮। "হে স্ত্রীগণ তোমরা প্রভুর বিধিমতে স্বামির বশতাপন্ন হও।"

আর ১ করিন্থীয় ৭; ৪ পদে লেখা আছে "স্ত্রীর আপন শরীরে আপনার অধিকার নাই, কিন্তু স্বামির।" হে প্রিয়গণ, এখন আর প্রমাণের প্রযোজন নাই; কেননা বরকে প্রেম করা ও তাহার বশীভূত হইয়া সন্তুষ্ট থাকা কন্যার অতি কর্ত্তব্য, ইহা পূর্ব্বোক্ত ঐ অল্প প্রমাণেতে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

যাহারা বরস্বরূপ যীশু খ্রীষ্টকে প্রেম করে, সেই কন্যারা ধন্যা, কেননা তাহারা এ জগতে সান্ত্বনা পায় ও ভাবি জগতে অনন্ত পরমায়ুর অধিকারী হয় এবং খ্রীষ্টরূপ বরের সহিত অনন্তকাল আনন্দ করিবে, এবং তিনি তাহাদের তাবৎ দুঃখের অশ্রুপাত স্বহস্তে মুছিয়া দিবেন। আর বর যখন আসিবেন তখন তিনি তাহাদিগকে বাসর ঘরে গ্রাহ্য করিবেন, তাহাতে তাহারা তাঁহার সঙ্গে নিত্য থাকিবে।

কিন্তু যে জন আপনাকে কন্যা বলে অথচ বরকে অর্থাৎ খ্রীষ্টকে প্রেম করে না, ও তাঁহার আজ্ঞানুসারে চলে না, এমত কন্যাকে ধিক্। হে নামে মাত্র কন্যাগণ, তোমাদিগকে ধিক্,

তোমরা কি কহিবা না, হে প্রভো ২ আমাদিগকে দ্বার খুলিয়া দিউন? সে সময়ে তোমরা কি এমত উত্তর পাইবা যে হে আমার প্রিয় কন্যাগণ, আমি তোমাদের জন্যে দ্বার খুলিতেছি? হায় এ উত্তর না পাইয়া, বরং তোমরা দূর হও, আমি তোমাদিগকে চিনি না, এই উত্তর পাইবা। হে নামে মাত্র কন্যাগণ, তোমরা কেন বরস্বরূপ আপন প্রভুকে প্রেম না করিয়া জগৎকে প্রেম করিতেছ? দেখ এ জগৎ বিনষ্ট হইবে, এবং যে জগৎকে তুমি প্রেম করিতেছ ও আপন বরের ন্যায় জ্ঞান করিতেছ, তাহাকে আমার বর অর্থাৎ খ্রীষ্ট জয় করিয়াছেন। এমত অযোগ্য জগতের কন্যা হইতেছ ইহা অতি দুঃখের বিষয়; ইহাতে কি তোমাদের লজ্জা হয় না? এবং ইহা কি তোমরা জান না যে জগতের সঙ্গে মিত্রতা করা ঈশ্বরের সঙ্গে শত্রুতা হয়, এবং যে ব্যক্তিরা জগতের সহিত মিত্রতা করে তাহাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম থাকে না? হে নামে মাত্র কন্যাগণ, বোধ হয় শয়তান তোমাদিগকে এই কথাতে মোহিত করিযাছে যে জগতের তাবৎ সুখাভিলাষ আমার হস্তগত আছে, যদি তোমরা আমাকে বিবাহ কর, তবে এই সকল তোমাদিগকে দিব। সাবধান, তোমরা এই কথাতে ভুলিও না, সে অতি প্রবঞ্চক, এক সময়ে সে আমার বরস্বরূপ প্রভু যীশুর নিকটে আসিযা এই প্রকার কহিয়াছিল যে এই জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য তোমাকে দিব, কিন্তু তাহাতে আমার বর কহিলেন, দূর হও শযতান্, তাহাতে সে দূরে গেল। আমার বর যাহার মস্তক চেপ্টা করিয়াছেন, সে যে তোমাদের বর হয় ও তোমরা যে তাহার স্ত্রী হও, ইহা কেমন খেদের ও লজ্জার বিষয়। আর তোমরা কি জান না যে আমার বর ঐ শয়তানকে অগ্নি ও গন্ধকময় হ্রদে মগ্ন করিবেন? তোমরা যে ঐ প্রবঞ্চককে আপনাদের বররূপে মনোনীত করিতেছ ইহা অতি লজ্জার বিষয়।

হে নামে মাত্র কন্যাগণ, কি জানি তোমরা বা আপনাদের শরীরকে ও শারীরিক সুখাভিলাষকে আপনাদের বর জ্ঞান করিতেছ? তোমরা কি জান না যে তোমাদের শরীর ও শারীরিক সুখাভিলাষ এক দণ্ডে বিনষ্ট হইতে পারে? তোমরা যে এমত অস্থায়ি বিষয়কে আপনাদের বর জ্ঞান করিতেছ ইহা

অতি অজ্ঞানতার কর্ম্ম। দেখ তোমরা যে শরীরকে উত্তম গৃহে রাখিতেছ ও উত্তম বস্ত্রে সুশোভিত করিতেছ এবং সুখাদ্যাদিতে পুষ্ট করিতেছ আর কোমল শয্যাতে বিশ্রাম করাইতেছ, সেই শরীর এক দণ্ডের মধ্যে ভূমির তলে তিন হস্ত পরিমিত ঘরে প্রবেশ করিবে, তাহাতে ধূলা তাহার বস্ত্র ও শয্যা হইবে ও তাহা কীটের খাদ্য হইবে, আর অল্পক্ষণের মধ্যে তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সকলি উঠিবে। অতএব ইহা অতি খেদের বিষয় যে তোমরা এ অস্থায়ি শরীর ও শারীরিক সুখকে আপনাদের বরস্বরূপ জ্ঞান করিতেছ। কিঞ্চিৎ কাল বিবেচনা করিয়া ইহা স্মরণ কর যে অল্প সময়ের মধ্যে শরীর ও শারীরিক সুখাভিলাষরূপ বরকে পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত বরের অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিকটে উপস্থিত হইতে হইবে। অতএব হে কন্যারা, এক্ষণে মনে কর দেখি, সে সময়ে প্রভুকে কি রূপে মুখ দেখাইবা? হায় সেই দিনে ডাকিবা, কিন্তু প্রভু শুনিবেন না; আর যদ্যপিও কহিবা, হে প্রভো ২, তথাপি তিনি এই রূপ উত্তর দিবেন, তোমরা দূর হও, আমি তোমাদিগকে চিনি না।

হে নামে মাত্র কন্যাগণ, তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা ফির, অর্থাৎ যাহারা বাস্তবিক বর নয় এমত সকল হইতে ফির, এবং প্রকৃত বরের প্রতি ফির, কেননা তিনি বড় দয়ালু ও ক্রোধে ধীর ও অনুগ্রহেতে মহান্ ও সহিষ্ণুতাতে বলবান্ আছেন।

এখন হে নামে মাত্র কন্যাগণ, তোমাদের এমত কেহ কি আছে যে প্রকৃত বরের প্রতি ফিরিতে চাহিয়াও ভয়পূর্ব্বক এমত সন্দেহ করিতেছে যে কি জানি বর আমাকে গ্রাহ্য করেন কি না? তবে শুন, এমত ভয় করিও না, কেননা ভয়ার্ত্ত লোকদের সান্ত্বনার্থে ঈশ্বরের পবিত্র শাস্ত্রে এই রূপ লিপি আছে যথা, "তুমি এই সকল লোকদিগকে কহ, সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, তোমরা আমার প্রতি ফির, সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের এই আজ্ঞা; তাহা পালন করিলে আমিও তোমাদের প্রতি ফিরিব।" সিখরিয় ১; ৩। আর যথা, "সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, তোমরা আপন ২ পূর্ব্বপুরুষদের সময়াবধি আমার ব্যবস্থা অমান্য করিয়া পালন কর

নাই, তোমরা আমার কাছে ফিরিয়া আইস, তাহাতে আমিও তোমাদের কাছে ফিরিব।” মলাখি ৩; ৭। আর যোয়েল ২; ১২ পদে লেখা আছে, “পরমেশ্বর কহেন, তোমরা এখনও উপবাস ও ক্রন্দন ও শোক করিতে২ সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আমার প্রতি ফিরিয়া আইস, এবং আপনাদের বস্ত্র না চিরিয়া স্ব২ অন্তঃকরণ চিরিয়া আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি ফির।” এবং হোশেয় ১৪; ১ পদে লেখে, “হে ইস্রায়েল, তুমি আপন প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি ফির, কেননা তুমি আপন অধর্ম্মে পতিত আছ। কথা নিশ্চয় করিয়া পরমেশ্বরের প্রতি ফিরিয়া তাঁহাকে কহ, আমাদের তাবৎ পাপ ক্ষমা কর ও অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে গ্রহণ কর, তাহাতে আমরা আপনাদের ওষ্ঠাধরে তোমার প্রশংসা করিব।” আর মীখা ৭; ১৯ পদে লিখিত আছে, “তিনি পুনর্ব্বার আমাদিগকে দয়া করিবেন ও আমাদের অপরাধ দূর করিবেন ও আমাদের তাবৎ পাপ সমুদ্রের গভীর স্থানে নিঃক্ষেপ করিবেন।” এবং যিশয়িয, ৪৩. ২৫ পদে উক্ত আছে, “তথাপি আমি, আমিই আপন গুণে তোমার অপরাধ মার্জ্জনা করি।” আর ইব্রীয ৮; ১২ পদে লেখা আছে, “আমি তাহাদের দুষ্ক্রিয়া সকল ক্ষমা করিয়া তাহাদের পাপ ও অপরাধ আর কখন স্মরণেও আনিব না।” এতদ্ভিন্ন যাহাতে তোমরা খ্রীষ্টরূপ বরের নিকটে নির্ভয়ে আসিতে পার, ধর্ম্মপুস্তকে আরো ঐ রূপ অনেক সান্ত্বনাজনক বাক্য আছে।

হে নামে মাত্র কন্যাগণ, এখন যাহাতে তোমরা প্রকৃত বরের কাছে ফিরিয়া না আইস এমত তোমাদের কি বাধা আছে? এই খ্রীষ্ট বর তোমাদের চক্ষুতে কি ভাল লাগে না? যিনি তোমাদের নিমিত্তে অধার্ম্মিক বিচারকর্ত্তা পীলাতের বিচারাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন ও তোমাদের জন্যে আপন শরীরে বেত্রাঘাত ও কোমল বদনে চপেটাঘাত সহ্য করিয়াছিলেন, তিনি কি তোমাদের মনোনীত হয়েন না? দেখ তোমাদের নিমিত্তে তিনি ক্রুশ তুলিয়া যিরূশালম নগরের বাহিরে মাথাখুলি নামক স্থানে চলিয়া যাইতেছেন অথচ তোমাদিগকে বিস্মৃত হইতেছেন না, বরঞ্চ তোমাদের প্রতি দয়ার্দ্র চিত্তে দৃষ্টিপাত করিতে২ যাই-

তেছেন, ইহা দেখিয়াও কি তাঁহাকে প্রেম করিবা না? আর কণ্টকের মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া ও আপন বস্ত্র নিজ রক্তে লাল করিয়া ক্রুশার্পিত হইয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়াও কি তাঁহাকে প্রেম করিবা না?

হে নামে মাত্র কন্যাগণ তোমরা কি এমত প্রিয় বরকে মনোনীত করিবা না? হায়২ তোমাদের মন কেমন নিষ্ঠুর ও মন্দ, হায়২ তাঁহার দুঃখ দেখিয়া পর্ব্বতগণ বিদীর্ণ হইল, কিন্তু তোমাদের মন কম্পিত ও বিদীর্ণ হয় না। ভূমি কম্পিত হইল, কিন্তু তোমাদের মন কম্পিত হয় না। ও কবর মুখ খুলিল ও মৃত দেহ জীবিত হইয়া উঠিল, তথাপি তোমাদের মনদ্বার খুলিতেছে না ও তোমাদের অন্তঃকরণে ঐ মনোহর বরের প্রেম সঞ্চার হইতেছে না। দেখ, তিনি ক্রুশহইতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছেন যে সকল সমাপ্ত হইল। অর্থাৎ হে কন্যাগণ, তোমাদের বিশ্রামার্থে যে২ কর্ম্ম করণীয় ছিল এক্ষণে সে সমস্ত ক্রুশের উপরে সমাপ্ত হইল।

আর ধর্ম্মপুস্তকের এ কথাও স্মরণ কর, যথা, "স্বর্গের রাজ্য এমত এক রাজার তুল্য, যিনি আপন পুত্রের বিবাহ দিয়া তাবৎ নিমন্ত্রিত লোককে আহ্বান করিতে দাসদিগকে প্রেরণ করিলেন. কিন্তু তাহারা আসিতে চাহিল না। তাহাতে রাজা পুনশ্চ অন্যান্য দাসদিগকে ইহা কহিয়া প্রেরণ করিলেন, নিমন্ত্রিত লোকদিগকে কহ, দেখ আমার ভোজ প্রস্তুত আছে।" মথি ২২; ২।

হে প্রিয়েরা দেখ, এখন সকল প্রস্তুত আছে, কিন্তু তোমরা কি প্রস্তুত আছ? না, দৃষ্টান্তকথাতে উক্ত ব্যক্তিদের ন্যায় তোমাদেরও কোন২ ওজর আছে? যথা, "তাহারা সকলে এক২ ছল করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। প্রথম জন কহিল, একখান ক্ষেত্র ক্রয় করিলাম, তাহা দেখিতে আমাকে যাইতে হইবে, অতএব আমাকে ক্ষমা করিতে নিবেদন করিও। অন্য জন কহিল, আমি পাঁচ যোড়া বলদ কিনিলাম, তাহাদের পরীক্ষা করিতে যাইতেছি, অতএব আমাকে ক্ষমা করিতে নিবেদন করিও। আর এক জন কহিল, আমি বিবাহ করিলাম, একারণ যাইতে পারিব না।" লূক ১৪; ১৮-২০। হে নামে মাত্র কন্যাগণ, যদি তোমাদেরও ছল সম্বলিত কোন ওজর থাকে, তবে তাহা অতি

খেদের বিষয়। কেননা ছলকারিদের দুরবস্থার কথা ২৪ পদে লেখা আছে, যথা "আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ঐ নিমন্ত্রিতদের মধ্যে এক জনও আমার এই রাত্রি ভোজ্যের আস্বাদ পাইবে না।"

হে কন্যারা, আমি আর একবার জিজ্ঞাসা করি, সকল প্রস্তুত আছে, কিন্তু তোমরা কি প্রস্তুত আছ? বোধ হয় তোমরা এই ২ রূপ কথা কহিতে প্রস্তুত আছ, যথা, আমরা তো কন্যা অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়ান নামে বিখ্যাত আছি, আমরা তো গির্জায় গিয়া থাকি, বরং এই গির্জা বা ঐ গির্জায় ভুক্ত আছি এবং প্রভুর ভোজও গ্রহণ করিয়া থাকি। হে নামে মাত্র কন্যাগণ, তোমরা যেন পূর্ব্বোক্তরূপ বিবেচনাতে বঞ্চিত না হও, এতদর্থে মথির ২২; ১১ পদের এই কথা আলোচনা কর, যথা, "তখন সেই রাজা অভ্যাগত সকলকে দেখিতে ভিতরে আইলে পর সেই স্থানে বিবাহবস্ত্রহীন এক জনকে দেখিযা তাহাকে কহিলেন, হে মিত্র, তুমি বিবাহ বস্ত্র ব্যতিরেকে এ স্থানে কিরূপে প্রবেশ করিলা? তাহাতে সে নিরুত্তর হইল। তখন রাজা অনুচরদিগকে কহিলেন, ইহাকে হস্তচরণে বন্ধন পূর্ব্বক লইয়া যে স্থানে রোদন ও দন্তের ঘর্ষণ হয়, সেই বহির্ভূত অন্ধকারে নিঃক্ষেপ কর। এই রূপে অনেকে আহূত, কিন্তু অল্প মনোনীত।"

হে নামে মাত্র কন্যাগণ, তোমরা আপনাদের অবস্থার বিষযে বিলক্ষণ রূপে বিবেচনা কর। দেখ সকল প্রস্তুত আছে, কিন্তু তোমরা কি প্রস্তুত আছ?. তোমাদের প্রকৃত বর যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, তিনি ক্রুশহইতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছেন, সকল সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু তাঁহার সহিত তোমাদের বিবাহ হওনের সময় কি এখন পূর্ণ হইয়াছে? তাঁহার সহিত তোমাদের বিবাহের সময় পূর্ণ না হইতে ২ জগতে তোমাদের সময় পূর্ণ না হউক।

হে অপ্রেমি কন্যাগণ, তোমরা কি প্রকৃত প্রিয় বরের প্রেমেতে আপনাদের কর্ম্ম পূর্ণ করিবা না? হে কন্যাগণ, এখন আইস, আপনাদের বর অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টেতে আনন্দ ও উল্লাস করত তাঁহার প্রশংসা কর, এবং বরের নিমিত্তে প্রস্তুতা কন্যাদের ন্যায় প্রস্তুত

হও। এবং "আত্মা ও কন্যা কহিতেছেন, আইস, তোমরাও কহ, হে আমাদের প্রভো বর আইস।"

এখন আমার বর যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তিনি তোমাদের প্রতি ও অযোগ্য যে আমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমেন্।

তোমাদের বন্ধু শূজা আৎ আলী।

ধৰ্ম্মজ্ঞানসংগ্ৰহ।

৪৭। আয়ূবের প্রতি শয়তানের বিপক্ষতা।

আদমকে এবং হবাকে পাপ করাইলে পরে শয়তান যে কায়িন (কিম্বা কাবিল) ও অন্য ২ দুষ্ট লোককে পাপেতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তদ্বিষয়ক বৃত্তান্ত ধৰ্ম্মপুস্তকে লিখিত না হওয়াতে আমাদের অবিদিত আছে। পরে যে সময়ে যূষফ মিসরদেশীয় রাজার প্রধান মন্ত্রী হইলেন, সেই সময়ে আরব দেশের উত্তরপূর্ব্ব কোণনিবাসি আয়ূবনামক অতি ধাৰ্ম্মিক লোকের প্রতি যে ক্লেশ ঘটিল, তাহার বৃত্তান্ত মূসা কোন মতে অবগত হইয়া মিদিয়ন দেশে প্রবাস করণ সময়ে অর্থাৎ মিসরদেশহইতে ইস্রায়েল লোকদের বহির্গমনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রচনা করিয়াছেন, অনেক পণ্ডিত লোক এমত অনুমান করেন, এবং তাহার নানা প্রকার প্রমাণও দিতে পারেন। বোধ হয় সারার মৃত্যুর পরে যে কিটূরা নাম্নী স্ত্রীর সহিত ইব্রাহীমের বিবাহ হইয়াছিল তাহার বংশের মধ্যে আয়ূব জন্মিয়াছিলেন। সে যাহা হউক শয়তানের বিপক্ষতা তাঁহার ক্লেশের প্রধান কারণ হইয়া উঠিল। সেই বিপক্ষতার বিবরণ এই।

"এক দিন ঈশ্বরের সন্তানগণ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলে শয়তানও তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইল। তাহাতে পরমেশ্বর শয়তানকে কহিলেন, তুমি কোথাহইতে আইলা? শয়তান পরমেশ্বরকে উত্তর দিয়া কহিল, আমি পৃথিবীকে ভ্রমণ করিয়া তাহার সৰ্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া আইলাম। অপর পরমেশ্বর শয়তানকে কহিলেন, আমার সেবক আয়ূবের প্রতি কি তুমি মনোযোগ করিয়াছ? যেহেতুক তাহার ন্যায় সিদ্ধ ও সরল ও ঈশ্বরভক্ত ও পাপবর্জ্জিত ভূমণ্ডলে আর কেহ নাই। তাহাতে শয়তান পরমেশ্বরকে এই উত্তর দিল, আয়ূব কি বিনালাভে ঈশ্বরকে ভক্তি করে? তুমি তাহার চতুৰ্দ্দিগে এবং তাহার বাটীর ও সৰ্ব্বস্বের চতুৰ্দ্দিগে কি বেড়া দেও নাই? তুমি তাহার হস্তের কৰ্ম্মে আশীর্ব্বাদ দেওয়াতে দেশে তাহার সম্পত্তির বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু এখন তুমি আপন হস্ত বিস্তার করিয়া তাহার সৰ্ব্বস্ব স্পর্শ করিলে সে তোমারই সাক্ষাতে তোমাকে সেলাম করিয়া চলিয়া যাইবে। পরে পরমেশ্বর শয়তানকে কহিলেন, দেখ, তাহার সৰ্ব্বস্ব তোমার হস্তগত হইল, কেবল তাহার দেহের প্রতি তোমার

হস্ত বিস্তার করিও না। পরে শয়তান পরমেশ্বরের সাক্ষাৎহইতে স্থানান্তরে গেল।" আয়ূব ১; ৩-১২।

এই বৃত্তান্ত সত্য কিম্বা দৃষ্টান্তমাত্র, এই বিষয়ে বিদ্যাবান লোকদের মধ্যে বিবাদ আছে, কিন্তু তাহা যে সত্য বটে, ইহার সন্দেহ কেন হইবে? আয়ূবের ক্লেশের ও ধর্ম্মস্বভাবের বিবরণ যে কল্পিত নহে, কিন্তু সত্য বটে, ইহা নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা প্রকাশ পায়, অতএব সেই ক্লেশের যে কারণের বর্ণনা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে তাহা কেন কল্পিত হইবে?

যে ঈশ্বরীয় সন্তানগণ ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল তাহারা পবিত্র স্বর্গদূত। তাহাদের একের বেশ ধারণ করিয়া শয়তানও তাহাদের মধ্যে এক জন হইয়া সেই সভাতে আইল। এবং শয়তানও আলোময় দিব্য দূতের বেশ ধারণ করে, এই যে কথা পৌল কহেন (২ করিন্থ ১১; ১৪) বোধ হয় তাহা তখনই সত্য হইল। বোধ হয় তৎকালে পবিত্র দূতগণ তাহাকে চিনিতে পারিল না, কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে চিনিলেন, তথাপি সভাস্থ দূতগণের সাক্ষাতে তাহার বেশ অপহরণ করিতে বিহিত বুঝিলেন না।

সেই সভাতে উপস্থিত হইয়া শয়তান আপনাকে ধর্ম্মেতে অতি উদ্‌যোগির ন্যায় দেখাইতে যত্ন করিল, এই জন্যে আয়ূবের কাপট্য বিষয়ে প্রমাণ দিবার ছল করিল। এবং পরমেশ্বর তখনও শয়তানের দুষ্টতা প্রকাশ না করিয়া সভাস্থদের সাক্ষাতে তাহাকে কহিলেন, ভাল, আয়ূব যদি কপটী হয়, তবে তাহার দণ্ড দেওয়া আমার উচিত বটে, কিন্তু অগ্রে তাহার কাপট্যের প্রমাণ না পাইলে দণ্ড দেওয়া ভাল নহে, অতএব যদি পার, তবে তাহার কাপট্যের কোন প্রমাণ দেও, প্রমাণ পাইলে তাহার দণ্ড হইবে। তুমি যেন কোন প্রকারে ঐরূপ প্রমাণ পাইতে পার, এই নিমিত্তে তাহার দেহমাত্র বিনা তাহার সর্ব্বস্বই তোমার হস্তগত হউক; তাহার পরিবারের ও সম্পত্তির প্রতি তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবার অনুমতি আমি তোমাকে দিলাম।

এই বিবরণহইতে শয়তানের স্বভাব ও শক্তি প্রকাশ পায়। ১, পবিত্র দূতের বেশ ধারণ করা শয়তানের সাধ্য। ২, ধার্ম্মিক লোকের সুখ দেখিলে শয়তানের মনোদুঃখ জন্মে, এবং সে ধার্ম্মিকের ঐ সুখ নষ্ট করিতে চেষ্টা করে। ৩, শয়তান ধার্ম্মিকের প্রতি মিথ্যা দোষ আরোপণ করে, এবং তৎপ্রযুক্ত তাহার অপবাদ দেয়; আর ৪, ধার্ম্মিক যদি দোষ করে, তবে শয়তান যে তাহা জানিয়া তৎপ্রযুক্ত তাহার নামে অভিযোগ করিবে, ইহার সন্দেহ নাই।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, শয়তান ধার্ম্মিক মনুষ্যদের প্রতি এমত ঈর্ষা কেন করে? তবে তাহার উত্তর এই। শয়তান মনে২ ইহা কহে, ঈশ্বর আমার পাপ ক্ষমা করেন না, কিন্তু মনুষ্যদের মধ্যে কোন২ জনের পাপক্ষমা করিয়া তাহার প্রতি সর্ব্বদা স্নেহ প্রকাশ করেন, ইহাতে তিনি পক্ষপাত পূর্ব্বক বিচার করাতে আমার প্রতি অতিশয় অন্যায় করেন, কিন্তু বোধ হয় যদি তাঁহার অনুগ্রহপাত্রেরা তাঁহার নিকটে অপরাধী

হয়, তবে তাঁহার অনুগ্রহ তাহাদের প্রতি আর থাকিবে না, এই জন্যে আমি কোন মতে তাহাদিগকে পাপে লওয়াইব, কিম্বা তাহা যদি অসাধ্য হয়, তবে তাহাদিগের গুপ্ত পাপ প্রকাশ করিব, এবং যে অপবাদ সকলের দৃষ্টিতে সত্য বোধ হইবে, এমত মিথ্যা অপবাদ যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশ করিব, তাহাতে ঈশ্বর অন্য সকল দূতগণের সাক্ষাতে আমার প্রতি অন্যায় করিতে আর না পারাতে আমাকে আর নিগ্রহ করিবেন না, কিন্তু আমার ন্যায় ঐ মনুষ্যদিগকেও দণ্ড দিবেন। এইরূপ বিবেচনা করিতে২ শয়তান ধার্ম্মিক মনুষ্যের যে কোন ত্রুটি দেখে, তাহা প্রকাশ করিতে যত্ন করে, এবং কোন ত্রুটি না দেখিয়াও আত্যন্তিক চাতুরী পূর্ব্বক তাহার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে।

আয়ূবের সর্ব্বস্ব নষ্ট করিবার অনুমতি পাইয়া শয়তান প্রথমে দস্যুদলদ্বারা তাহার গোরু ও গর্দ্দভ সকল অপহরণ করাইল, পরে বিদ্যুৎদ্বারা রক্ষকশুদ্ধ তাহার মেষপাল বিনষ্ট করিল, পরে অন্য দস্যুদলদ্বারা তাহার উষ্ট্র সকল অপহরণ করাইল, শেষে অতি প্রবল ঘূর্ণবায়ুদ্বারা তাহার পুত্র ও কন্যাদিগকে সংহার করিল, তাহাতে আয়ূব পূর্ব্বে অতি ধনবান হইয়াও একেবারে সম্পত্তিহীন ও প্রজাহীন ও সন্তানহীন হইল। অতএব যদি সে কেবল লাভের আশাতে ঈশ্বরভক্ত হইত, তবে সকল হারাণ হওয়াতে অবশ্য ঈশ্বরসেবা ত্যাগ করিত, কিন্তু তাহা করিল না। এই রূপে আয়ূবের পরীক্ষাদ্বারা তাহার ধর্ম্মস্বভাবের সত্য গুণ প্রকাশ পাইল, এবং শয়তান লজ্জিত হইলে হইতে পারিত।

শয়তান অতি নির্লজ্জ, এই কারণ তখনও লজ্জিত হইল না, কিন্তু ঈশ্বরকে কহিল, তুমি আয়ূবের প্রাণ ও দেহের সুস্থতা রক্ষা করিতেছ, এই জন্যে সে তোমার সেবা করিতেছে, কারণ তোমার সেবা না করিলে তাহার রোগ কিম্বা মৃত্যু হইবে, সে ইহা ভয় করে ; কিন্তু সে যদি নিজ প্রাণরক্ষার অন্য কোন উপায় জানিত, তবে তোমার সেবা কখনো করিত না। এই বাক্যের প্রমাণ দেওয়া যদি শয়তানের সাধ্য হয়, তবে সে যেন তাহার প্রমাণ দেয়, এই অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর শয়তানকে রোগাদিদ্বারা আয়ূবের পরীক্ষা লইতে অনুমতি দিলেন, কিন্তু তাহাকে বধ করিতে অনুমতি দিলেন না।

তাহাতে শয়তান অতি ভয়ানক রোগদ্বারা আয়ূবকে যথাসাধ্য ক্লেশ দিল বটে, তথাপি আয়ূব ঈশ্বরকে ত্যাগ করিল না, এবং তাহার পরীক্ষা শেষ হইলে ঈশ্বর তাহাকে দ্বিগুণ সম্পত্তি দিলেন, এবং তাহাকে পুনরায় পুত্র ও কন্যাগণদ্বারা বেষ্টিত করিয়া তাহার আয়ুর পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেন।

এই বিবরণদ্বারা শয়তানের শক্তির বিষয়ে আমরা যাহা শিখিতে পারি তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে হয়। ঈশ্বর শয়তানকে অনুমতি দিলে দুষ্ট লোকদ্বারা ধার্ম্মিকের দুর্ঘটনা জন্মাইতে, এবং ঝড় ও বিদ্যুৎ ও রোগ জন্মাইতে শয়তানের সাধ্য বটে, ইহার সন্দেহ নাই। এবং

ঈশ্বর বাধা না করিলে অর্থাৎ শয়তানকে দমন না করিলে ঐরূপ কর্ম্ম করিতে তাহার শক্তি ও ইচ্ছা সর্ব্বদা থাকিত, ইহাও নিশ্চয; কিন্তু ঈশ্বরের অনুমতি না পাইলে সেই সকল কর্ম্ম করা তাহার সাধ্য নহে। এবং ঈশ্বর আপন সৃষ্ট জগতের এবং আপন আশ্রিত ভক্ত লোকদের প্রতি কখনো অমনোযোগী হন না, অতএব যদ্যপি শয়তান মধ্যে২ ঐরূপ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করে, তথাপি ঈশ্বরের অনুমতি বিনা তাহা করিতে পারে না, এবং ঈশ্বর যখন তাহাকে সেই অনুমতি দেন, তখন কোন বিশেষ অভি-প্রায সিদ্ধ করণার্থে তাহা দেন, ইহা সত্য জ্ঞান করিয়া আমরা সর্ব্বদা সুস্থির থাকিতে পারি।

আয়ূবের প্রতি শযতানের যেরূপ ব্যবহার হইয়াছিল, যেশূয় মহাযা-জকের প্রতি তাহার তদ্রূপ ব্যবহার সিখরিয ভবিষ্যদ্বক্তা দর্শনে দেখিতে পাইল। (সিখ ৩, ১-৩) সেই দর্শনকে সত্য বিবরণ জ্ঞান করিতে হয না, তাহা দৃষ্টান্তস্বরূপমাত্র, * কিন্তু তাহাদ্বারা শযতানের স্বভাব প্রকাশ পায, অর্থাৎ সে যদি ধার্ম্মিকের কোন দোষ দেখে, তবে তাহা প্রকাশ করিতে যত্নবান হয়। এই কারণ শযতানের দিযাবল (কিম্বা ডেবল) অর্থাৎ অপবাদক এই নাম হইয়াছে'

রবিবার প্রাতঃকালীন গীত।

ঈশ্বরীয় মাত্র দিন হয রবিবার।
করিলেন মনোনীত তিনি আপনার॥
না করিব কর্ম্ম আর খেলা সেই দিনে।
যেহেতু বিশ্রামদিন শাস্ত্রেতে বাখানে॥

সাত দিন মধ্যে এক দিন পাওয়া সৎ।
যে দিনে শিখিতে পারি মোরা স্বর্গপথ॥
নতুবা মোদের মনে কভু নাহি হয়।
যেরূপ উচিত করা ধর্ম্মের বিষয়॥

আইস ক্ষেপ করি তাহা উচিত প্রকারে।
ঈশ্বর সেবায় আর সত ব্যবহারে॥
না ভুলি কদাচ যেন প্রতি রবিবার।
যেহেতু শাস্ত্রেতে সেই উপদেশ সার॥

---

* সেই দর্শনের অভিপ্রায় উপদেশকের ১১ নম্বরে প্রকাশ করা গি-য়াছে। ১৮৪৭ শালের উপদেশক ও তাহার ২৬৩ পৃষ্ঠ দেখ।

তত্ত্ব আর শিক্ষা করা সদাই উচিত।
প্রত্যহ মনেতে তাহা করিব উত্থিত॥
প্রতি দিন করি যেন ক্রমে ভদ্রাচার।
যেহেতু শুনেছি গুরু বাক্যেতে প্রচার॥
যদি মোরা শেষ দিন হইতাম জ্ঞাত।
প্রতি রবিবার ন্যায়ে করিতাম গত॥
আর এক বিশ্রামদিন বাঁচিতে পারিলে।
কি না দিব ইহা বলে মুমূর্ষু সকলে॥

অতি স্মরণীয় বিষয়।

কালক্রমে যাহা ঘটে আর প্রতিদিনে।
সে সব বিষয় রাখা উচিত স্মরণে॥
পশ্চাৎ ঘটনার আশা করা অনুচিত।
আলস্য অথবা খেলা বটে অবিহিত॥
ভালরূপে আঁটিয়া কাপড় যেন পরি।
পরে হস্ত মুখ ভাল পরিষ্কার করি॥
বলিতে আপন পাঠ রাখি তাহে মন।
অধিকন্তু তার অর্থ করিতে স্মরণ॥
না ছিঁড়িব না করিব বহি অপচয়।
ভালরূপে রক্ষা তাহা করিব নিশ্চয়॥
না করিব দুষ্ট কথা কভু ব্যবহার।
পথেতে শুনিতে মোরা পাই যে প্রকার॥
অবশ্য রাখিব মনে যাহা কেহ বলে।
সর্ব্বদা করিব কেহ অনুজ্ঞা করিলে॥
না হব অবাধ্য কভু অথবা নির্ভয়।
না হইব ক্রোধী কভু বাল্য অবস্থায়॥
কেহ মোর কাছে নাহি থাকে যেই কালে।
কিম্বা আমি নাহি থাকি যদা পাঠশালে॥
তবে সব বিধি যেন ভাবি সে সময়।
ভদ্র হই যেন তথা থাকিবার ন্যায়॥

এ সব বিষয় আমি করিব স্মরণ।
সাধ্য অনুসারে সব করিব পালন॥
যেহেতু পাইব আমি সব সুনিশ্চয়।
যথার্থ করিলে কিছু নাহি হবে ক্ষয়॥

সন্ধ্যাকালীন শিশুপ্রার্থনা।

যত বার করি আমি শয্যায় শয়ান।
প্রার্থনা করিতে প্রভো কর কৃপা দান॥
হে ঈশ্বর কর রক্ষা মম প্রিয়া মাতা।
বর্ষে২ হও তাঁর শক্তি স্বাস্থ্যদাতা॥

অধিকন্তু কর মম পিতার রক্ষণ।
যেন আমি তাঁকে করি মান বিতরণ॥
মম মনে কর প্রভো সুচিন্তা উদয়।
আনন্দ ভরসা যাতে পিতামাতা পায়॥

ওহে কর রক্ষা মোরে আর ভ্রাতৃগণ।
আলস্য কুকর্ম্মহৈতে কর হে রক্ষণ॥
যেন মোরা ভাল বাসি সদা পরস্পর।
পিতা মাতা বন্ধুগণ অথবা অপর॥

বিশেষতঃ প্রভো কর দয়া বিতরণ।
নির্দ্দোষ কৃতজ্ঞ যেন হয় মম মন॥
তাহে আমি গেলে পরে মহা নিদ্রাবশে।
জাগ্রত করিবে তব অনন্ত দিবসে॥

জিজ্ঞাসা। পরমদয়ালু যে পরমেশ্বর, তাঁহার প্রতি তোমার কর্ত্তব্য কি?
উত্তর। প্রথমতঃ তাঁহাকে জ্ঞাত হওয়া, পরে তাঁহাকে তুষ্ট করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করা আমার কর্ত্তব্য।

এইরূপে প্রথমতঃ, প্রভুকে হইব জ্ঞাত,
পরে তাঁকে করিব সন্তোষ।
পড়িব শুনিব তাঁর, ধর্ম্মকথা অতিসার,
যাহাতে না হয় কোন দোষ॥

নাহি তাঁর প্রয়োজন, মম তুল্য শিশুগণ,
দেখ তাঁর স্বর্গেতে নিবাস।
তিনি অতি দয়াবান, মোরে করেন্ অবধান,
জানি এই নিশ্চয় আভাষ॥
যদি সাধ্য অনুসারে, চেষ্টা করি বারে বারে,
ভাল কর্ম্ম করিবারে যত।
তবু তাহা সুনিশ্চয়, ভাল করা নাহি হয়,
অধিকন্তু তাঁর মনোমত॥
প্রেমগুণ অর্থে তবে, ভালবাসি তাঁকে এবে,
বিশেষতঃ ধর্ম্মবাক্য তাঁর।
অধিকন্তু শিশুগণে, শিক্ষা দেন সে কারণে,
জানিব বুঝিব তাঁকে আর॥

ববি নামে সাহসিক কুকুর।

কতক বৎসর গত হইল, ওয়াশিংটন নামে এক খান আমেরিকা দেশীয় জাহাজ চীন দেশে যাইতেছিল। সেই জাহাজের চড়ন্দার-দিগের মধ্যে এক জন সেনাপতি সাহেবের সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ও পাঁচ বৎসর বয়স্ক একটি পুত্র আর ববি নামে ন্যুফৌণ্ডলণ্ড দেশের একটি বড় কুকুর ছিল। সেই কুকুর নরমস্বভাব ও পরিহাসক প্রযুক্ত জাহাজস্থ সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত; বিশেষতঃ ঐ ক্ষুদ্র বালক কুকুরের নিত্য খেলাডু সঙ্গী ছিল। বালকও উল্লাসিত থাকিত, আর কুকুর তাহাকে যেমন ভাল বাসিত সেও তদ্রূপ তাহাকে স্নেহ করিত।

একদিন সন্ধ্যাকালে অন্ধকার হয় ২ এমন সময়ে ঐ ক্ষুদ্র বালক কুকুরের সহিত খেলা করিতে ২ জাহাজ কাইত হওয়াতে হটাৎ সমুদ্রের জলে পড়িল।

সকলে উপরে আইস ২ বলিয়া এক চীৎকার উঠিলে তৎক্ষণাৎ ঐ ববি শিকারি কুকুরের ন্যায় জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া জাহাজের অন্য পার্শ্বে সাঁতার দিয়া গেল।

তখন ঐ ক্ষুদ্র বালকের উন্মত্তপ্রায় পিতা ও অন্য২ লোক লাফ

দিয়া জালি বোট নামে ছোট নৌকায় নামিল। কিন্তু তখন অধিক অন্ধকার প্রযুক্ত অনেক দূর দেখা যায় না, তাহাতে সকলেই বলিল যে বালক গিয়াছে।

শেষে তাহারা জাহাজের বাম পার্শ্বে একটা শব্দ শুনিয়া বালকের পিতা শীঘ্র টান বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, তাহাতে মাঝি নৌকা ফিরাইলে দাঁড়িরা দ্বিগুণ বল দিয়া টানিল। ক্ষণেক কালের মধ্যে সাহসিক ববি বালককে মুখে করিয়া নৌকার পার্শ্বে ভাসিয়া আইলে তাহারা বালককে নৌকায় উঠাইয়া লইল।

পরে নৌকা বাহিয়া জাহাজে আইলে মৃতপ্রায় বালক সুস্থ হইল, এবং তাহার পিতামাতা আনন্দিত হইল, আর সকলেই ববির গায় হাত বুলাইতে লাগিল।

তখন ছোট বালক তাহার উদ্ধারকের গলা বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিল, এবং পিতা যেমন পুত্রকে ভাল বাসে তদ্রূপ জাহাজস্থ সকলে সেই কুকুরকে ভাল বাসিতে লাগিল।

তৎপরে ঐ জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপে পৌঁছিলে চড়ন্দারদের ডাঙ্গায় নামিবার সময় ঐ সেনাপতি সাহেব স্ত্রী ও পুত্র লইয়া নৌকায় উঠিয়া জাহাজস্থ দাঁড়িদিগকে বলিলেন,যে পর্য্যন্ত জাহাজহইতে নৌকা দূরে না যায়, তাবৎ ঐ ন্যূফৌণ্ডলণ্ড কুকুরকে শক্ত করিয়া গলাচি ধরিয়া রাখ, পরে সে কেমন সাঁতারু তাহা দেখিতে পাইবা, তাহাতে ববি হাত ছাড়াইয়া যাইবার কারণ টানাটানি করিল, কিন্তু খুলিয়া যাইতে পারিল না, বরং তাহারা নৌকা তীরের নিকট যাওন পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখিল। যখন ঐ সেনাপতি রুমাল হাতে তুলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে সঙ্কেত করিলেন, তখন কুকুর ঝাঁপ দিয়া সমুদ্রে পড়িয়া অতি সাহসিকরূপে ঢেউ সকলের উপরে থাবা মারিয়া সাঁতরাইতে লাগিল।

তাহার পর ঐ ববি হঠাৎ চীৎকার করিয়া জলের উপর লাফাইয়া উঠিলে প্রথমতঃ তাহার বাত রোগ জন্মিয়াছে, এমত বোধ হইল, পরে একটা ঘৃণার্হ হাঙ্গর তাহার পশ্চাৎ ভাগে দেখিয়া নৌকার ও জাহাজের লোকেরা বড় হাঙ্গর! বড় হাঙ্গর! বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। তাহাতে ববি ডাইনে বামে সাঁতার দিয়া ডুব পাড়িয়া চতুরতা পূর্ব্বক দাঁত খিচাইলে হাঙ্গর কোন প্রকারে

তাহার পিটের উপর আসিতে সময় পাইল না, ইহাতে ঐ রাক্ষস-স্বরূপ তাহাকে কামড়াইতে পারিল না।

তখন ববিকে রক্ষা করিতে নৌকা শীঘ্র পশ্চাদ্দিগে বাহিয়া গেলে হাঙ্গর ভযানক রূপ ধরিল, ববি ফাঁকি দিয়া সাঁত-রাইয়া পলাইতে লাগিল, ইতোমধ্যে নৌকা তাহার নিকটে গেলে হাঙ্গর চিত হইযা ভয়ঙ্কর রূপে হাঁ করিল, তাহাতে ববি প্রায যেন তাহার মুখের মধ্যে পড়িল, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রভু হাঙ্গরকে বন্দুকের গুলি মারিয়া তাহার ভযানক চোয়ালের হাড় ভাঙ্গিয়া খণ্ড বিখণ্ড করাতে রক্তেতে তথাকার জল রক্তবর্ণ হইল। পরে সেনাপতি কুকুরকে নৌকার উপর টানিয়া তুলিয়া লইল, এবং তখনই ঐ বালক বাহু দিয়া কুকুরের গলা জড়াইয়া ধরিল। সেই কালে নৌকার লোকেরা ও জাহাজের খালাসিরা আনন্দেতে হোরা! হোরা! জয়! জয়! শব্দ করিযা বলিল, ববি রক্ষা পাইল, হাঙ্গর মারা গেল! হোরা! হোরা!

শ্রীরামপুর জানুয়ারি ১৮৪৯। লং ড়ং

মনুষ্যের সৃজন ও পতন।

(প্রথম খণ্ড)

পরম ঈশ্বর প্রথমেতে মনুষ্যেরে।
সৃজিবার অভিপ্রায করেন অন্তরে ॥
কিন্তু তারে নাহি করে প্রথমে সৃজন।
তাহার নিমিত্তে বাস করেন স্থাপন ॥
করিলেন সেই স্থানে যথা পূর্ব্বকালে।
ছিল এক মহাসাগর পূর্ণিত সলিলে ॥
যে সাগরের উপরে ঈশ্বর আপনি।
আত্মারূপে ব্যাপ্ত হযে ছিলেন তখনি ॥
কিন্তু পরমেশ্বর কি সাকার প্রাণিরে।
রাখিবেন সমুদ্রের জীবন ভিতরে ॥
তাহা না করিয়া তিনি মহান সাগরে।
এ প্রকার অনুমতি করিবার পরে ॥
প্রকাশিত হও শুষ্ক ভূমি জল হতে।
তৎক্ষণাৎ প্রকাশিল তাঁহার বাক্যেতে ॥

পরে কহিলেন তিনি বৃক্ষ আদি সব।
তৎকালে পৃথিবী তাহা করিল প্রসব॥
তৃণ সবীজ ঔষধি সকল প্রকার।
ফলবান বৃক্ষ আদি হইল প্রচার॥
আর পৃথিবীতে নদ নদী আদি সবে।
প্রকাশ হইল সব তাঁর মহারবে॥
গ্রাম্য বন্য পশু পক্ষি আদি মীনগণে।
সৃজন করিয়া রাখিলেন স্ব ২ স্থানে॥
গ্রাম্য বন্য পশু সব ভূমির উপরে।
পক্ষিরা বায়ুতে মীন বারির ভিতরে॥
তাদিগকে ভাল স্থানে করিয়া স্থাপন।
পুন কহিলেন তিনি এ রূপ বচন॥
পৃথিবীর মধ্যে দিবা রাত্রির জন্যেতে।
প্রকাশ হউক দীপ্তি এই আকাশেতে॥
এই রূপ কহিবার পরে আসমানে।
প্রকাশ হইল সব মহা জ্যোতির্গণে॥
তাহাদের মধ্যে দুটা বড় অতিশয়।
তপন দিবার যিনি কর্ত্তৃত্ব করয়॥
দ্বিতীয় দীপ্তির নাম হয় হিমকর।
কর্ত্তৃত্ব করেন যিনি যামিনী উপর॥
দিবাকর হৈতে হিমকরের কিরণ।
হয় অতি ক্ষুদ্রতর দেখায় যেমন॥
আর সব নক্ষত্রাদি যত গ্রহগণ।
নিশিতে করয়ে দীপ্তি হয় অগণন॥
এমতে ক্ষৌণীর সব পঞ্চম দিবসে।
ক্রমেতে করিয়া পুন তবে অবশেষে॥
তাঁর মনোনীত প্রাণির জন্যে বস্তু যত।
সকল উত্তম রূপে করিয়া নির্ম্মিত॥
শেষে সৃজিলেন তিনি আপন মূর্ত্তিতে।
এক নর আর নারী মৃত্তিকাহইতে॥

মৃত্তিকায় হলো তার শরীর গঠন।
যাহা পুন মৃত্তিকায় হইবে পতন॥
কিন্তু তার নাশারন্ধ্রে অপরেতে তিনি।
প্রাণবায়ু দিয়া করিলেন সজীব প্রাণী॥
তাহাতে হইল ঈশ্বরের বাক্য মত।
অমর্ত্ত্য জীবন তার মর্ত্ত্য দেহে স্থিত॥
এতে পূর্ণ হলো ধর্ম্ম গ্রন্থের বচন।
যেমত তন্মধ্যে আছে এ রূপ লিখন।
বহুতর অগ্র লোক পড়িবে পশ্চাতে।
পশ্চাতের বহু লোক পড়িবে অগ্রেতে॥
তাহার প্রথম বাঞ্ছা সকলের পরে।
সম্পন্ন হইল এই সৃষ্টি করিবারে॥
তাহার প্রথম সংখ্যা এ রূপ অন্তরে।
যে তিনি সৃজন করিবেন মনুষ্যেরে॥
কিন্তু তাহা নাহি হয় সকল পশ্চাতে।
মনুষ্যের সৃষ্টি হলো ঈশ্বর দ্বারাতে॥
আপন মূর্ত্তিতে এ বাক্য ধর্ম্মপুস্তকে।
সকল মনুষ্য এবে পাঠ করে থাকে॥
কিন্তু কেহ মূর্ত্তিবাক্য দেহরূপ ধরে।
ঈশ্বরের দেহ আছে এ সিদ্ধান্ত করে॥
কিন্তু সে মূর্ত্তির সার দেহ রূপ নয়।
ঈশ্বরের আত্মা সেই মূর্ত্তির সার হয়॥
এই রূপে দিয়া আত্মা ঈশ্বর আপন।
করিলেন নর আর নারীর সৃজন॥
পুরুষের নাম তিনি রাখেন আদম।
কারণ তাহার হয় মাটীতে জনম॥
আর স্ত্রীর নাম হবা করেন ঈশ্বর।
নির্ম্মিলেন তারে লয়ে আদম পঞ্জর॥

উপদেশক।

এপ্রিল ১৮৪৯ (২৮) মূল্য ২ আনা।

বঙ্গদেশীয় অবগাহিত মণ্ডলীবর্গের বার্ষিক সভার সাধারণ পত্র।

হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ,

যে সকল মণ্ডলীতে তোমরা ভুক্ত হইয়াছ আমরা এই বার্ষিক পত্রেতে সেই মণ্ডলীগণের বিষয়ে মন নিবেশ করিতে তোমাদের প্রবৃত্তি জন্মাইতে স্থির করিলাম।

প্রথমে মণ্ডলীগণের উৎপত্তি ও স্থাপন বিবেচনা করিতে হইবে। অল্প বৎসর হইল, এ দেশ অন্ধকারময় ছিল, শয়তান বিজয়ি রূপে রাজত্ব করিত ও সহস্র২ মনুষ্য তাহার ও দেবপূজার ও পাপের বন্দী ছিল। এই সকল মণ্ডলী বিশ্বাসদ্বারা ও ঈশ্বরের প্রেমে স্থাপিত হইল। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই আজ্ঞা দিয়াছেন যে তোমরা সমুদয় জগতে গিয়া সমস্ত লোকের নিকট সুসমাচার প্রচার কর। এই দেশীয় মণ্ডলীগণের স্থাপনকর্ত্তারা সেই আজ্ঞা বিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া পালন করিল। মানুষের কোন কৌশলেতে তাহাদের কার্য্য সফল হইল না, কিন্তু পবিত্র আত্মার প্রমাণ ও শক্তিদ্বারা সফল হইল, ইহা আমরা নিশ্চয় বোধ করি; কেননা এই দেশীয় শাসনকর্ত্তারা তাহাদের বিপক্ষ ছিল, আর পণ্ডিত ও বিজ্ঞ ও অন্য২ লোক তাহাদিগকে বিদ্রূপ ও পরিহাস ও তুচ্ছ জ্ঞান করিত। যাহা হউক, অনেক হিন্দু ও অন্য২ লোক খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিল, ও নানা স্থানে মণ্ডলী স্থাপিত হইল। সেই মণ্ডলীগণের প্রেরিত লোক আমরা অদ্য একত্র

হইয়া ইহার সাক্ষিস্বরূপ আছি যে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের বাক্য ও খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম সত্য, এবং দেবপূজার লোপ হইবে, এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট জয়ী হইয়া জগতের সীমা পর্য্যন্ত রাজত্ব করিবেন। হে ভ্রাতৃগণ, এ দেশে প্রথমে আসিয়া যাহারা মণ্ডলী স্থাপন করিয়াছিল তাহারা অনেক ক্লেশ ও তাড়না সহ্য করিল। আমরা তাহাদের বিশ্বাস ও ভরসা ও ধৈর্য্য ও শ্রম স্মরণ করিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলাম। অতএব হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, তোমাদের যে উপদেশকেরা তোমাদের নিকটে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করিযাছে, তাহাদিগকে স্মরণ করিযা তাহাদের আচরণের অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহাদের প্রত্যযের অনুগামী হও।

দ্বিতীয়তঃ। তোমাদের মণ্ডলী এ দেশে স্থাপিত হওয়াতে খ্রীষ্টীয়ান দেশের মণ্ডলীগণহইতে তোমাদের কর্ম্ম গুরুতর। যেমন কোন রাজা অন্য দেশ আক্রমণ করিয়া সেই দেশে ভিন্ন২ স্থানে গড় নির্ম্মাণ করিযা কখন২ সেই গড়হইতে বাহির হইয়া সংগ্রাম করিলে ক্রমে২ সেই দেশ পরাজিত হয, তেমন এই দেশে শয়তানের রাজ্যের মধ্যে তোমাদের স্থিতি হইয়াছে। খ্রীষ্টীয়ান দেশে অনেক ধার্ম্মিক লোক খ্রীষ্টের রাজ্য স্থাপিত হইবার নিমিত্তে নিরন্তর প্রার্থনা করিয়া থাকে, ও আমাদিগের অনেক উপকার করে, কিন্তু তাহারা এই সংগ্রাম আপনারা করিতে পারে না, তোমরা করিতে পার, এবং জয়কর্ত্তার পুরস্কার ও প্রশংসা তোমাদের হইবে। তোমরা জ্ঞান ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছ, এই কারণ খ্রীষ্টের রাজ্য স্থাপন ও বৃদ্ধি বিষয়ক অনেক কর্ম্মের ভার তোমাদিগকে দেওয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টীয়ান দেশীয লোকেরা প্রতিমা পূজারূপ ঘৃণ্য ও ধ্বংসক পাপ কেবল জনরবদ্বারা জ্ঞাত হইয়াছে, কিন্তু প্রতিমার পূজাদ্বারা ঈশ্বর অপমানিত হন এবং পরিত্রাণের ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিষয়ে মনুষ্যদের বুদ্ধি হত হইযা যায, ইহা তোমরা প্রত্যহ দেখিতে পাইতেছ। হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, তোমাদের মধ্যে কেহ২ পূর্ব্বকালে দেবপূজা করিত, কিন্তু তাহাহইতে তোমরা মুক্তি পাইয়াছ, এবং পরমেশ্বর তোমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করাতে তোমরা মনের শান্তি পাইয়াছ। তাহাতে তোমরা আস্বাদ পূর্ব্বক

জ্ঞাত হইয়াছ যে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম অতি উত্তম, অতএব সাহস পূর্ব্বক ও ব্যগ্ররূপে তাহা ব্যাপ্ত করা তোমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

দেবপূজক লোকদের মধ্যে তোমাদের অবস্থিতি হওয়াতে সম্পূর্ণরূপে সদাচরণ করা তোমাদের অতি আবশ্যক। যদ্যপি চতুর্দ্দিগস্থ দেবপূজক লোক অপেক্ষা তোমাদের জ্ঞান অধিক, এবং সত্য ধর্ম্ম ব্যাপ্ত করিতে তোমাদের অনেক সুযোগ আছে, কিন্তু যদি তোমরা অসঙ্গত কার্য্যকারী হও, তবে খ্রীষ্টের রাজ্য স্থাপন করিতে তোমাদের যত্ন সকল বিফল হইবে। তোমাদের সদাচরণ যেন সকলের নিকট প্রত্যক্ষ হয়, তন্নিমিত্তে পরিশ্রম পূর্ব্বক ধর্ম্মবিষযের অনুবর্ত্তী হওয়া তোমাদের অতি আবশ্যক, কেননা তোমরা স্বীকার করিয়া থাক যে ইহকালের বিষয় লঘু, কিন্তু পরকালের বিষয় গুরুতর। যদি তোমরা সাংসারিক চিন্তায় ও ধনভ্রান্তিতে মগ্ন হইয়া ধর্ম্ম বিষয় ভুলিয়া থাক, তবে তোমাদের অসঙ্গততা সকলের নিকট দৃশ্য হইবে ও খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম অপমানিত হইবে। তোমাদের ধর্ম্ম সত্য ও ফলদায়ক ইহা যেন সকলে দেখিতে পায়, এই অভিপ্রায়ে যাহাতে তোমাদের ভক্তিভাব বৃদ্ধি পায়, তাহাতে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত হইয়া থাক। খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম অন্য২ ধর্ম্মহইতে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, কেননা অন্য ধর্ম্মমতাবলম্বি লোকেরা বিশেষ২ সময়ে বিশেষ২ কর্ম্মদ্বারা পুণ্যবান হইতে যত্ন করে, কিন্তু সচরাচররূপে তাহাদের ব্যবহার অতিশয় মন্দ। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশ্রিত লোকেরা ঈশ্বরের পবিত্রতা জানিয়া ও খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত দেখিয়া থাকে, এবং ঈশ্বরের আত্মা তাহাদের অন্তরে বাস করেন, তাহাতে তাহারা সর্ব্বগুণে প্রশংসিত হয়।

খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের সত্যতার প্রমাণ দিবার নিমিত্তে বহু পুস্তক রচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই পুস্তক অনায়াসে সকলের প্রাপ্য নহে, ও অজ্ঞান লোকের নিকট ফলদায়ক নহে। আর আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে আমাদিগের কোন ক্ষমতা নাই, কিন্তু যে মনোরঞ্জক ব্যবহার খ্রীষ্টীয়ান লোক ব্যতিরেক আর অন্য কোন লোকের নিকট পাওয়া যায় না, সেই সদ্ব্যবহার সকলের নিকট প্রকাশ করিতে আমাদের ক্ষমতা আছে। যেমন দিবাকর মধ্যাহ্ন সময়ে

তেজোময় ও প্রত্যক্ষ থাকে, তেমন উত্তম আচার ব্যবহার করা প্রসিদ্ধ ও ফলদায়ক। অতএব মনুষ্যদের সাক্ষাতে তোমাদের দীপ্তিও প্রকাশ হউক, তাহাতে তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার ধন্যবাদ করিবে।

তৃতীয়তঃ। যে সকল ত্রুটি আমাদের মণ্ডলীগণেতে প্রকাশ পায়, সেই সকল ত্রুটির বিষয়ে সাবধান হওয়া আমাদের অতি আবশ্যক।

পৌল প্রেরিতের পত্রেতে আমরা জ্ঞাত আছি যে তাঁহার বর্ত্তমান সময়ে কোন২ মণ্ডলীতে মন্দ রীতি উপস্থিত হইয়াছিল, যথা গলাতীয় মণ্ডলীগণ যিহূদীয় শিক্ষকগণের উপদেশেতে ভ্রষ্ট হইল, এবং ক্রীতীনিবাসি লোকেরা মিথ্যাবাদী ও হিংসুক ও উদরভারে অলস, এবং ইব্রীয় লোক মূসার ব্যবস্থায় অতি আসক্ত ছিল, এই নিমিত্তে পৌল তাহাদিগকে উপযুক্ত অনুযোগ ও সুপরামর্শ দিয়াছিলেন। তেমন আমাদের মণ্ডলীগণের মধ্যে কোন২ ত্রুটি ও দোষ প্রকাশ পায়।

আমাদের প্রায সকল মণ্ডলী পরাধীন, কননা বিদেশি লোক কর্ত্তৃক স্থাপিত হওয়াতে বিদেশি লোকের সাহায্যেতে তাহাদের স্থিতি অদ্য পর্য্যন্ত হইতেছে। যখন আমরা মনে করি যে তাহারা বহুদিন স্থাপিত হইযাছে ও তাহাদের নানা প্রকার উপকার হইয়াছে, তখন আমরা জিজ্ঞাসা করি যে স্বাধীন হওযা কি তাহাদের অসাধ্য? আমাদের মণ্ডলীভুক্ত লোক অতি অল্প ও দরিদ্র, এবং বার২ স্থানান্তরে যায, এই কারণ তাহারা শীঘ্র স্বাধীন হইতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেক মণ্ডলীর মধ্যে আপন২ স্বাধীনতার বীজ গুপ্ত আছে, সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃদ্ধি পাইলে মণ্ডলী বলবান্ ও স্বাধীন হয়, কিন্তু ইহাতে মণ্ডলীগণ বড় প্রশংসিত হইতে পারে না। পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া প্রকাশ করিলেন যেন অন্য২ স্থানে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারিত হয়, অতএব তোমাদের প্রত্যেক জনের একমনে সহায়তা করা অতি আবশ্যক, কেননা পরমেশ্বর নিজ আশ্রিত লোকদিগকে ক্ষমতা দিয়াছেন। সকলকে সমান ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহা নহে, কিন্তু যাহাকে যে পরিমাণে ক্ষমতা দিয়াছেন তাহার তদনু-

সারে সাহায্য করা উচিত, এবং পরমেশ্বর তদনুসারে তাহার বিচার করিবেন।

এদেশীয় মণ্ডলীস্থিত লোক উত্তমরূপে আচার ব্যবহার করিতে অনেক বাধা পায়। যদি এই দেশীয় মণ্ডলীস্থিত লোকের সহিত খ্রীষ্টীয়ান দেশীয় মণ্ডলীস্থিত লোকের তুলনা করা যায়, তবে ঐ প্রস্তাব স্পষ্ট হইবে। খ্রীষ্টীয়ান দেশে সত্য ধর্ম্ম দীর্ঘকালাবধি স্থাপিত হওয়াতে সাধারণ রূপে মান্য হইয়াছে, আর সেই দেশের মণ্ডলীস্থিত লোক বাল্যকালাবধি ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষিত আছে, তাহাতে মণ্ডলীগণের মধ্যে অনেক জ্ঞানী ও পবিত্র লোক সর্ব্বদা থাকে, ও তাহাদের দ্বারা ধর্ম্ম সূর্য্যতেজের ন্যায় ব্যাপ্ত হইতেছে। এই দেশের অবস্থা তদ্রূপ নহে। মণ্ডলীগণের চতুষ্পার্শ্বে কেবল কুক্রিয়া ও ধনলোভ ও হিংসা এই সকল চলিত হইয়া আসিতেছে, ও যাহারা মণ্ডলীতে গৃহীত হয় তাহারা বাল্যকালাবধি ভাল মন্দ বিষয়ে প্রায় অজ্ঞাত ছিল, আর সকল ঘৃণিত ও কুৎসিত পাপে প্রবৃত্ত ছিল, এই নিমিত্তে ধর্ম্মশিক্ষা ও সদাচরণ তাহাদের দুষ্প্রাপ্য বোধ হয়। যখন এ দেশীয় কোন ভ্রাতা কোন পদে নিযুক্ত হন, তখন সেই পদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে বিঘ্ন পান, কেননা যদি সদাচরণ করেন, তবে হিংসুক ও ধনলোভি লোক তাহার নিন্দা করে। এ বড় খেদের বিষয়।

তদ্ভিন্ন আর এক বাধা আছে। আমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে কেহ২ কর্ম্ম প্রযুক্ত স্থানান্তরে গিয়া থাকেন, তাহাতে ঈশ্বরের ঘর ও ভ্রাত্রীয় সম্ভাষণাহইতে পৃথক হইয়া দেবপূজকদের মধ্যে বসতি করেন। পবিত্র লোকদিগকে সুস্থির করিতে ও আপন মণ্ডলীর নিষ্ঠা করিতে আমাদের প্রভু কএক জন পালক ও উপদেশককে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু যখন আমাদের ঐ ভ্রাতৃগণ নানা প্রকার সাংসারিক চিন্তাতে পরীক্ষিত হয়, তখন উক্ত উপকার সকল অপহারিত হওয়াতে তাঁহাদের অনেক পরীক্ষা ও ক্ষতি জন্মে, কেবল নিজের ক্ষতি জন্মে তাহা নয়, কিন্তু মণ্ডলীরও অনেক ক্ষতি জন্মে, কেননা দূরস্থ থাকন প্রযুক্ত তাহারা মণ্ডলীর সাহায্য করিতে পারে না। এই প্রকার ছিন্নভিন্ন ভ্রাতৃগণ যেন

সর্ব্বদা সাবধান থাকিয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করে ও ধর্ম্ম-পুস্তক ধ্যান করে, এই নিমিত্তে আমরা ঐ সকল বিষয় তাহাদি-গকে স্মরণ করাইলাম। যদ্যপি তোমাদের অনেক ক্ষতি জন্মে, তত্রাপি পৌল প্রেরিতের এই কথা মনে করা তোমাদের উচিত, আমি পশ্চাৎস্থিত বিষয় না মানিয়া অগ্রস্থিত বিষয়ের চেষ্টাতে প্রাণপণ করিয়া খ্রীষ্ট যীশুর দ্বারা ঊর্দ্ধহইতে আহ্বানকারি ঈশ্বরের দেয় পণ লক্ষ্য করিয়া দৌড়িতেছি।

প্রতি বৎসর মণ্ডলীহইতে অনেক লোক বহিষ্কৃত হয়, তা-হাতে আমরা প্রমাণ পাই যে মণ্ডলীগণের মধ্যে নানা কুৎসিত ঘৃণ্য পাপ চলিত আছে, যথা, অশুচি ক্রিয়া ও মিথ্যাকথা ও আলস্য ও প্রবঞ্চনা। আর কোন২ মণ্ডলীতে নির্দোষ ধা-র্ম্মিক লোকের অমঙ্গল জন্মাইতে ও দোষি লোককে নির্দ্দোষ করিতে এমন কুমন্ত্রণা করা যায়, এই নিমিত্তে খ্রীষ্টের সুসমাচার নিন্দিত হয় ও মণ্ডলী বৃদ্ধি পায় না ও দোষি লোকদিগকে দণ্ড দেওয়া বড় দুষ্কর। আর ঐ সকল বিষয়ে মণ্ডলীগণের পালকেরা অনেক দুঃখ ও ক্লেশ পান। হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহেতে ও প্রভুর ঘোর প্রতাপেতে ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পুনরা-গমনদ্বারাতে আমরা তোমাদিগকে বিনয় করিতেছি, যে তোমরা উক্ত সকল পাপহইতে আপনাদিগকে রক্ষা কর ও অবিহিতাচারি লোকদিগকে অনুযোগ কর ও দোষি লোকদিগের উপযুক্ত শা-সন করিতে সর্ব্বদা উদ্যত হও। যে মণ্ডলী পাপ করিতে অনুমতি দেয় ও দোষি লোককে দণ্ড না দেয়, পবিত্র আত্মা সেই মণ্ডলীকে ঘৃণা করেন ও ত্যাগ করেন। যেমন শব পচিলে দুর্গন্ধি জন্মে, তাহাতে মহামারী উপস্থিত হইয়া অনেক লোককে লোপ করে, তেমন অপবিত্র মণ্ডলী বাহুল্যরূপে মনুষ্যদিগের পরিত্রাণের বাধা জন্মায়।

শেষে সাধারণরূপে আমরা তোমাদিগকে দুই তিন বিষয়ের কথা স্মরণ করিতে বিনয় করি।

ঈশ্বরের বাক্যের প্রথম সূত্রস্বরূপ যে শিক্ষা তোমরা পাই-য়াছ তাহা বিস্মৃত হইও না। যেমন মনুষ্যের শরীর অস্থি ও শিরাদ্বারা শক্ত থাকে, তেমন তোমরা মূলসূত্রস্বরূপ উপদেশের

দ্বারাতে ধর্ম্মরীতিতে ও ব্যবহারেতে ও গুণেতে দৃঢ় ও সুস্থির থাকিবা। তোমাদের মণ্ডলীগণ কোন মনুষ্যের কর্তৃত্ব বা ক্ষমতাতে স্থাপিত হয় নাই, কিন্তু প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আজ্ঞাতে ও তাঁহার দত্ত বিশ্বাসেতে স্থাপিত হইয়াছে ইহা দৃঢ় মনে কর। তোমাদের নিকটে নাস্তিকতা ও বিধর্ম্ম চলিত হইয়াছে, অতএব তোমরা যেন সত্যধর্ম্ম রক্ষা করিতে পার, আর তোমাদের সন্দেহ যেন না জন্মে, এই নিমিত্তে সমুদয় পারমার্থিক জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে ঈশ্বরের অভিমতে সম্পূর্ণ জ্ঞানবান হও।

অন্য মতাবলম্বিদের সহিত তোমরা অনেক বিষয়ে মিলিত হইয়াছ, কিন্তু তোমাদের অবলম্বিত মতের কোন২ বিশেষ লক্ষণ আছে, অর্থাৎ অবগাহন, ও অবগাহনের মূলস্বরূপ বিশ্বাস, এবং প্রত্যেক মণ্ডলীর স্বাধীনতা। এই ২ লক্ষণ প্রযুক্ত ভিন্ন ২ দেশে আমাদের ভ্রাতৃগণ পূর্ব্বকালে তাড়না পাইয়াছে এবং বর্ত্তমান সময়েও পাইতেছে। তাহাদের মধ্যে কাহার ধন অপহারিত হইল, আর কেহ২ অগ্নিতে দগ্ধ হইল, এবং অনেকে কারাগারে বদ্ধ হইয়া বহুক্লেশ ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। যদি ঐ উক্ত রীতি ধর্ম্মপুস্তকানুযায়ী হয়, আর যদি তাহা খ্রীষ্টরাজ্যের সারল্য রক্ষণার্থে আবশ্যক হয, তবে তোমরা ঐ যে ধর্ম্মরীতি গ্রাহ্য কর, তাহা রক্ষা করা ও সকলের নিকটে স্বীকার করা ও সাধারণরূপে ব্যাপ্ত করা তোমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

সুসমাচার প্রচার করিতে ও খ্রীষ্টের মণ্ডলীর নিষ্ঠা করিতে মণ্ডলীর প্রধান কর্ত্তা যাহাদিগকে নিযুক্ত করেন তাহারাই প্রকৃতরূপে নিরূপিত। এবং তিনি মণ্ডলীদ্বারা এই কার্য্য সাধন করেন, অতএব আমরা বোধ করি যে এই বিষয়ের ভার প্রত্যেক মণ্ডলীর উপরে অর্পিত হইয়াছে, বিশেষতঃ অনুপযুক্ত লোককে অগ্রাহ্য করা এবং উপযুক্ত লোককে সাহস দেওয়া, আর যেন প্রচারকের পদে অনেকে যোগ্যপাত্র নিরূপিত হয় এই নিমিত্তে প্রধান পালকের নিকট অনবরত প্রার্থনা করা অতি আবশ্যক।

পরমার্থতত্ত্বসার।

৪ প্রস্তাব।

ধর্ম্মগ্রন্থের আদিভাগ রচনার বিষয় যাহাদের নাম লিখিত আছে, তাহাদিগেরই দ্বারা ঐ সমস্ত গ্রন্থাদি লিখিত হইয়াছে, এবং তম্মধ্যে মূসার শিক্ষা ও নানা সময় ঘটিত বিবরণ ও ঐশ্বরিক ও নীতি বিষয়ক আজ্ঞা এবং ভবিষ্যদ্বচনাদি যে সমস্ত বিষয় লিখিত আছে, তাহা যথার্থ ও গ্রহণীয়।

ধর্ম্মগ্রন্থের যে অংশকে আদিভাগ কহা যায় তাহা গদ্য ও পদ্যেতে ভিন্ন২ লোকদিগের দ্বারা ভিন্ন২ সময়ে লিখিত হইয়া পূর্ব্বকার যিহূদীয় লোকদ্বারা একত্রীকৃত করা গিয়াছিল, তাহাতে নানা সময় ঘটিত বিবরণ ও ঈশ্বরাজ্ঞাদি বিষয়ক শিক্ষা ও ভবিষ্যদ্বচনাদি লিখিত আছে। আর ঐ সমস্ত পুস্তকরচনার বিষয় যাহাদের নাম লিখিত আছে, তাহাদিগের দ্বারা ঐ সমস্ত পুস্তকাদি যে লিখিত হইয়াছে, ইহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। কেননা যিহূদিগণ অতি পূর্ব্বকালাবধি জ্ঞানালো প্রাপ্ত হইয়াও তাহাতে উল্লেখিত রচকদিগের রচনার বিষয় অন্যথা করে নাই, কেননা তাহাদিগের প্রাচীনত্বহেতুক তাহার যথার্থতা জাননের সম্ভাবনা তাহাদিগেরই ছিল। আর তৎকালাবধি এই কাল পর্য্যন্ত তদ্বিরুদ্ধে প্রমাণদায়ি কোন বিপক্ষ কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ দিতে পারে নাই। আর যে প্রকারে ঐ সমস্ত পুস্তক লেখা গিয়াছিল তাহার পরিবর্ত্ত না হইয়া যদ্রূপ লেখা গিয়াছিল, তদ্রূপই অদ্য পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। কেননা তাহার প্রথম লিপি বহুকালাবধি যিহূদি লোকদের দ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছিল। আর ঈশ্বরদত্ত ব্যবস্থা নিয়ম সিন্দুকের মধ্যে সংরক্ষিত ছিল, এবং সপ্ত বৎসরান্তর ঐ লোকদের পর্ব্ব সমারোহে ও নিজ২ বাটীতে পাঠ করণের অনুমতি ছিল। আর যিহূদিগণের অতি বিপক্ষ যে শোমিরোণীয় লোক, তাহাদের নিকটে মুসা লিখিত পঞ্চ পুস্তক অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে, এবং তাহা সর্ব্ব মূলবিষয়ে যিহূদিদিগের পুস্তকের সহিত মিলে।

আর প্রায় খ্রীষ্টের জন্মের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ আদিভাগ গ্রীক ভাষায় অনুবাদিত হইলেও তাহা পূর্ব্বকার পুস্তকের সহিত অর্থাৎ যিহূদিদিগের পুস্তকের সহিত সকল মূলবিষয়েতে মিলে। আর ঐ গ্রন্থ নানা দেশেতে ব্যাপ্ত হইলেও যিহূদিগণ তত্তৎস্থানেতে বর্ত্তমান থাকন হেতুক ঐ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন অথবা তাহাতে সংযোগ করা কাহারো ক্ষমতা ছিল না।

আপনাদের ধর্ম্মগ্রন্থাদি অতিবিশিষ্ট মতে রক্ষার্থে যিহূদীয়গণ অতি প্রসিদ্ধ। তাহারা ঐ গ্রন্থ পুনঃ২ প্রতিলিপি করিত এবং অতিশয় সাবধানতা পূর্ব্বক আদিগ্রন্থের সহিত মিলাইয়া দেখিত, এবং তাহা এমন সূক্ষ্মরূপে করিত যে তাহার প্রত্যেক কথা ও অক্ষর গণনা করিয়া মিলাইয়া লইত।

আর যদ্রূপ এই গ্রন্থের প্রতি তাহাদের মনোযোগ প্রকাশ পাইত, তদ্রূপ ভবিষ্যদ্বচনাদি গ্রন্থেতেও ছিল, সুতরাং খ্রীষ্ট বিষয় প্রমাণদায়ি যে সমস্ত ভাবিগ্রন্থাদি তাহাদের দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল, সে সমস্ত যে ধর্ম্ম-গ্রন্থ এমত দৃঢ় বিশ্বাস যদি না হইত, তবে খ্রীষ্টীয়ানদিগের প্রতি মহদ্ ঘৃণা প্রযুক্ত খ্রীষ্টবিষয় প্রমাণদায়ি সমস্ত ভাবিবচন আপনাদের গ্রন্থ-হইতে লোপ করিত, কিন্তু তাহা না হইয়া পূর্ব্বে যেমন ছিল, তদ্রূপ এই কাল পর্য্যন্ত থাকনেতে ঐ গ্রন্থের মহত্ত্ব ও যথার্থতা প্রকাশ পাই-তেছে। আর তদ্ভিন্ন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ঐ যিহূদিদিগের কদাচার হেতুক তাহাদিগের দোষ ও দণ্ড বিষয় নানা সময়ে প্রকাশরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের কৃত্রিমতার বিষয়ে কখন এক কথামাত্রও কহিলেন না, তাহাতেও অতি দৃঢ়রূপে প্রমাণ হইতেছে যে তাহাদিগের দ্বারা সংরক্ষিত যে ধর্ম্মগ্রন্থের আদিভাগ, তাহা শুদ্ধ এবং অদ্যাবধি শুদ্ধাবস্থাতে আছে। আরও ইহা সত্য যে ঐ গ্রন্থেতে লিখিত নানা ঘটনা ও বিবরণের বিষয় অতি প্রাচীন কালের দেবোপাসক গ্রন্থকা-রকদিগের দ্বারা বিশিষ্টমতে সপ্রমাণ হইয়াছে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমাবস্থা ও জগদুৎপত্তি ও চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদির সৃষ্টি, তৎপরে মনুষ্যসৃষ্টি এবং সর্ব্ব জীবোপরি মনুষ্যের প্রভুত্ব ও ছয় দিনে সৃষ্টির সমাপ্তি ও মহাপ্লাবনেতে সমুহ পৃথিবীর ধ্বংস ও কএক প্রাণির তৎকালে বৃহন্নৌকারোহণে রক্ষা হওন ও কোপানলে সিদোম নগর দগ্ধ হওন ও প্রাচীন কালে ত্বকচ্ছেদাদি ব্যবহার ও মূসার বিবরণ ও ব্যবস্থা-দান ও যিহূদিগণের ধর্ম্মসংহিতা ও দায়ূদ ও সুলেমানের নাম ও তা-হাদিগের অন্যদেশীয়দিগের সহিত মিত্রতা এই সমস্ত ও আর২ নানা বিষয় ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন দেবোপাসক গ্রন্থরচকদের গ্রন্থের সহিত ঐক্য হয়। আরও যিহূদীয় ও খ্রীষ্টীয়ান উভয় লোকদিগের মহাবিপক্ষ জুলিয়ান নামক মহারাজ অতি দৃঢ়তর প্রমাণ পাইয়া স্বীকার করি-লেন যে যিহূদীয় লোকদের মধ্যে অনেকানেক ঈশ্বরাবির্ভূত লোক ছিলেন ও মূসার ও এলিয়ের নৈবেদ্যোপরি স্বর্গহইতে অগ্নি নামিল। তদ্ভিন্ন আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ও প্রেরিতগণ ঐ ধর্ম্মগ্রন্থের আদিভাগের কথা পুনঃ২ উল্লেখ করণেতে তাহার যথার্থতার অতি সূক্ষ্ম প্রমাণ হইতেছে।

ইহা সত্য যে ঐ গ্রন্থের ইতিহাস সম্বন্ধীয় পুস্তকেতে কএক লোকের কদাচার ও নিষ্ঠুরাচরণের বিষয় লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা কেবল ঘটনার যথার্থ বিবরণ মাত্র, তাহা যে অন্য লোকদের কুশিক্ষার্থে ও তদনুরূপ করণার্থে লিখিত হইয়াছে তাহা কোন প্রকারে নহে। তদ্ভিন্ন আর২ গ্রন্থাদি অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবরণ ও দায়ূদের গীত ও হিতোপদেশ ও ধর্ম্মোপদেশ ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থ এই২ সমস্ত গ্রন্থেতে ঈশ্বরের অসীম গুণ ও ক্ষমতা ও জীবনরক্ষার্থে মহোত্তম বিধি ও সম্পূর্ণ ধর্ম্ম যাহাতে মনু-ষ্যদিগকে সুশোভিত করিতে পারে, সেই সমস্ত বিষয়ে অতি চমৎকার২ সুশিক্ষার উপমা আছে। আর যে কালেতে পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানি পণ্ডিত

লোকেরা ও অতি প্রসিদ্ধ জাতিরা ঈশ্বর ও তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ে অজ্ঞানতা-রূপ তিমিরমধ্যে মগ্ন হইয়া প্রতিমা ও বিবেকরহিত পশুদের মূর্ত্তি পূজা করত অতি ঘোরতর ঘৃণার্হ পাপেতে রত ছিল, সেই সময়ে এই সমস্ত বিষয় লিখিত হইল। আর ইহা অতি আশ্চর্য্য যে এই অতি প্রাচীন জাতি যাহারা অন্যান্য দেবোপাসক জাতিদের হইতে গুণ ও বুদ্ধি ও বিদ্যা ও বাক্‌পটুতাহীন ছিল তাহারা ঈশ্বরের সত্ত্ব ও তাঁহার অসীম গুণাদি ও ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানেতে জ্ঞানী ছিল। অতএব ইহাতে এই বুঝা যায় যে তাহারা ঈশ্বরদ্বারা অথবা তাঁহাকর্তৃক নিযোজিত লোকদের দ্বারা শিক্ষিত হইয়াছিল। অর্থাৎ যে গ্রন্থ তাহাদিগের নিকটে ছিল তাহা ঈশ্বরাবির্ভাবদ্বারা লিখিত হইয়া তাহাদিগের সদ্‌জ্ঞানের মূলকারণ হইয়াছে, আর তাহাদিগের গ্রন্থেতে যে সমস্ত ভাবিবচন লিখিত ছিল তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে, যেমন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয় ও বাবিল দেশের বিষয় ও মিসরদেশের বিষয় ও সোর সীদোনের বিষয়। কিন্তু তদ্ভিন্ন যিহূদিদিগের ছিন্নভিন্ন হওনের বিষয় যাহা লিখিত হইয়াছিল* তাহা বর্ত্তমান কালেতেও চাক্ষুষ দেখিতে পাইতেছি। তাহারা সেই ভাবি বচনানুসারে স্বদেশত্যাগী হইয়া নানা দেশে ছিন্নভিন্ন হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে আশ্চর্য্য এই দেখা যাইতেছে যে এই যিহূদীয় লোকেরা শত্রু কর্তৃক পরাজিত ও তাহাদিগের দ্বারা দাসত্বাবস্থাতে নীত এবং ঘৃণিত ও নিন্দিত ও তাড়িত ও নিষ্পীড়িত হইয়াও এক বিশেষ জাতিরূপে আপনাদিগকে পৃথক রাখে, আর পূর্ব্বোক্ত ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের দ্বারা এবং প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে মূসার দ্বারা এই লোকদের বিষয়ে যাহা২ কথিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের প্রতি ঘটিয়াছে।

---

* পরমেশ্বর নিজ দাস মূসার দ্বারা ঐ ইস্রায়েলিদিগকে এ রূপ আদেশ করিয়াছিলেন, যথা, "যদি প্রভু পরমেশ্বরের বাক্যেতে মনোযোগ না কর, তবে এই সমস্ত অভিশাপ তোমাদের প্রতি বর্ত্তিবে ও তোমাদিগেতে আশ্রয় করিবে। তোমরা নগরে শাপগ্রস্ত ও ক্ষেত্রে শাপগ্রস্ত হইবা। পরমেশ্বর তোমাদিগের শত্রুদের সম্মুখে তোমাদিগকে প্রহার করাইবেন; তোমরা শত্রুদের প্রতিকূলে এক পথ দিয়া আসিবা, কিন্তু তাহাদিগের সম্মুখহইতে সাত পথ দিয়া পলায়ন করিবা, এবং পৃথিবীর তাবৎ রাজ্যস্থ লোকদের সম্মুখে নিন্দাস্পদ হইবা।" দ্বিতীয় বিবরণ ২৮; ১৫-৬৮। ইহা ভিন্ন আর অনেকানেক বিষয় আছে, কিন্তু সেই সমস্ত লিখিতে অধিক সময়াবশ্যক করে, তন্নিমিত্তে কেবল কএকটি পদমাত্র উল্লেখ করিতেছি।

লেব ২৬, ৩৩। দ্বি ৪, ২৭। লেব ২৬, ৩৬। আর ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারাও একপ উক্ত হইয়াছিল, যিহিস্কেল ২০; ১৩। এবং ১১; ১৫। আমোস ৯, ৯। যিরিমিয় ২৪; ৯। ঐ ২৯, ১৮। হোশেয় ৩; ৪।

নানা যন্ত্রাদির প্রথম প্রকাশ।

	খ্রীঃ পূঃ
পিরামিদ প্রথমারম্ভ	২০৯৫
ইষ্টক নির্ম্মাণ প্রথমারম্ভ	২০০০
টাকার প্রথম ব্যবহার যাহা আদিপুস্তকের ২৩ অধ্যায়ে লেখে	১৮৬৫
মেম্ননামক মিস্রীয় লোক কর্ত্তৃক প্রথমতঃ অক্ষর সৃজন	১৮২২
ইউরোপের মধ্যে অক্ষরেতে প্রথম লিখনারম্ভ	১৪৯৩
মিসর দেশহইতে গ্রীসদেশের রোড্স স্থানে জাহাজ যাওয়াতে তথাকার লোকদের তাহা প্রথম দর্শন	১৪৮৫
ক্রীতী দেশের ইদা পর্ব্বত দগ্ধ হইলে প্রথম লৌহ দর্শন	১৩৫০
মাপ ও ওজন প্রথম প্রকাশ	৮৬৯
মূর্ত্তি নির্ম্মাণার্থক সংমরমর পাতর প্রথম প্রকাশ	৭৭২
শতরঞ্চ খেলা প্রথম প্রকাশ	৬০৮
ইউরোপেতে প্রথম বীর মদিরা ব্যবহার	৪৫০
পারস দেশহইতে গ্রীস দেশে প্রথম রেসম আগমন	৩১৫
রোম দেশে রৌপ্য মুদ্রা প্রথম নির্ম্মাণ	২৬৯
ঐ দেশে জলঘড়ী প্রথম প্রকাশ	১৫৮
রোমীয়দের নিকটে প্রথম পরকলা আনয়ন	৬০

	খ্রীঃ পর
আইর্লণ্ড দেশে শস্য পেষণার্থক যাঁতা প্রথম প্রকাশ	২১৪
আলেক্সান্দ্রিয়াতে বালিঘড়ী প্রথম নির্ম্মাণ	২০৪
জীন প্রথম ব্যবহারারম্ভ	৪০০
কাম্পানিয়ার নোলার ধর্ম্মাধ্যক্ষ পানিনসদ্বারা প্রথম ঘন্টা নির্ম্মাণ	৪০০
জানালার পরকলা প্রথম ব্যবহার	৪৫০
ঘোড়ার নালবন্দি আরম্ভ	৪৮১
প্রথম রেকাব ব্যবহার	৫৫০
বেলি সেরিস্দ্বারা শস্য পেষণার্থ প্রথম জলযাতা নির্ম্মাণ	৫১৫
কুইল অর্থাৎ হাঁসের পাখনার কলম প্রথম ব্যবহার	৬৩৫
পাতরের ঘর ইংলণ্ডে প্রথম নির্ম্মাণ	৬৭০
আলফ্রেড রাজার দ্বারা প্রথম লাণ্টন নির্ম্মাণ	৮৯০
আরবহইতে ইউরোপে প্রথম অঙ্ক আনীত হয়	৯৯১
ইংলণ্ডে প্রথম প্রস্তরময় সাঁকো নির্ম্মাণ	১০৮৭
তুলার কাগজ প্রথম নির্ম্মাণ	১১০০
পারিস নগরে প্রথম কালেজ স্থাপন	১২১৫
ইংলণ্ডে প্রথম লিনু কাপড় প্রকাশ	১২৫৩
রজর বেকনদ্বারা বৃহদ্দর্শক আয়না প্রথম নির্ম্মাণ	১২৬০
শস্য পেষণার্থক বায়ুযন্ত্র নির্ম্মাণ	১২৯৯

সপাইনা নামক পাদ্রিদ্বারা প্রথম চস্‌মা নির্ম্মাণ	১২৯৯
বেনিস দেশে আর্শীর পরকলা প্রথম নির্ম্মাণ	১৩০০
সুবার্টস নামক পাদ্রিদ্বারা বারুদ প্রথম প্রকাশ	১৩৪০
কামান্ প্রথম প্রকাশ	১৩৪৬
জান্ বান্‌ঐকদ্বারা চিত্র করিবার তেলা রং প্রস্তুত হওন	১৩৫২
অশ্বতাড়নার্থক জুতার কাঁটা নির্ম্মাণ	১৪০০
পারিস নগরে প্রথম বিবর পশুর লোমেতে টুপি নির্ম্মাণ	১৪০৪
ফ্রান্সদেশে প্রথম বন্দুক ব্যবহার	১৪১৪
লিনুর নেকড়ায় প্রথম কাগজ নির্ম্মাণ	১৪১৭
দমকল প্রথম প্রকাশ	১৪১৫
কাগজ ছাপা করিবার খোদাই প্রথম জানা যায়	১৪২৮
যোহন ফৌষ্ট সাহেবদ্বারা অক্ষর ছাপা প্রথমারম্ভ	১৪৪১
লাটিন বাইবেল ছাপার অক্ষরে প্রথম মুদ্রিত হওন	১৪৫০
বিদ্যুতীয় বস্তুর গুণ প্রথম প্রকাশ	১৪৬৭
জর্ম্মানি দেশে প্রথম পঞ্জিকা প্রকাশ	১৪৭০
বায়লিন বাদ্যযন্ত্র ও ক্ষুদ্র ঘড়ী প্রথম প্রস্তুত হওন	১৪০৭
সেণ্ট দমিঙ্গ স্থানে প্রথম তামাকু প্রকাশ	১৪৯৬
ইংলণ্ড দেশে সুতাকাটা প্রথমারম্ভ	১৫০৫
বুন্‌স্বিক স্থানে প্রথম চরকা নির্ম্মাণ	১৫৩০
ভারতবর্ষীয় লোকদ্বারা ইংলণ্ড দেশে প্রথম সূচি প্রকাশ	১৫৪৫
রেসমী মোজা ফ্রান্স দেশের দ্বিতীয় হেনরি রাজার প্রথম পরিধান	১৫৪৭
সপানিয়া দেশে মোজা বুনিতে প্রথমারম্ভ	১৫৫০
ইংলণ্ড দেশে রক্তের গতির প্রথম জ্ঞান	১৫৫৩
ইংলণ্ডদেশে প্রথম পাখা ব্যবহার	১৫৭২
ইংলণ্ডদেশে ঘোড়গাড়ী প্রথম নির্ম্মাণ	১৫৮০
বেনলো দেশে বোমের গোলা প্রথম প্রস্তুত হওন	১৫৮৮
জর্ম্মানি দেশে প্রথম দূরবীণ প্রকাশ	১৫৯০
চীন দেশহইতে ইংলণ্ডে প্রথম চা আগমন	১৫৯১
সেবরি সাহেবদ্বারা প্রথম বাষ্পীয় কল নির্ম্মাণ	১৬১৮
ড্রেবেল সাহেবদ্বারা গ্রীষ্মপরিমাপক যন্ত্র প্রথম নির্ম্মাণ	১৬১০
লঘু দূরবীণ প্রথম নির্ম্মিত হওন	১৬২১
তুরুকহইতে ইংলণ্ড দেশে কাওয়ার প্রথম আগমন	১৬১৪
বাতাসীয় বন্দুক প্রথম নির্ম্মাণ	১৬৪৬
নিউকাস্তল প্রদেশে রেলরোড অর্থাৎ লৌহময় পথ প্রথম নির্ম্মাণ	১৬৫০
বৃহৎ ঘড়ী প্রথম নির্ম্মাণ	১৬৫৬
আদ্‌মিরল ডি উইটদ্বারা শৃঙ্খলময় গোলা প্রথম নির্ম্মাণ	১৬৬০
ইংলণ্ড দেশে প্রথম ছুরি কাঁটা প্রকাশারম্ভ	১৬৬৩
অগ্নি নির্ব্বাণার্থক দমকল প্রথম নির্ম্মাণ	১৬৬৩

বায়ুর গুরুতাপরিমাপক যন্ত্র প্রথম প্রকাশ ১৬৭০
টেলিগ্রাফ প্রথম প্রস্তুত হওন ১৬৮৭
ইংলণ্ড দেশে তাম্রমুদ্রা প্রথম নির্ম্মাণ ১৬৮৯
ববলিন নগরেতে প্রুষিয়া নীলরঙ্গ প্রকাশ ১৭০৪
আমেরিকার বষ্টন নগরে সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশ ১৭০৪
ফ্রান্স দেশে বালুন নির্ম্মাণারম্ভ ১৭৮২
রবিবাসরীয় পাঠশালা প্রথমারম্ভ ১৭৮৪
সেনেফেল্ডর নামক এক জন জর্ম্মাণ লোকদ্বারা লিথোগ্রাফিক্ ..
খোদাই ছাপারম্ভ ১৭৯৬
বাষ্পীয় নৌকার আদিনির্ম্মাণ ১৮০৭
প্রথম লিথোগ্রাফিক্ ছাপারম্ভ ১৮১২
রেলরোডের উপরে বাষ্পীয় গাড়ির প্রথম গতি ১৮৩১
ডাগেরতাইপ কিম্বা ফোতজনিক অর্থাৎ সূর্য্যদ্বারা প্রতিমূর্ত্তি চিত্রারম্ভ ১৮৩৯
ইংলণ্ডে ডাকের মাসুল এক পেনি হওন অর্থাৎ সকল পত্র সর্ব্বস্থানে
গমনার্থে ঐ মাসুল ১৮৪০

পাপিদিগের জন্যে মৃত যীশু খ্রীষ্টের বিষয়।

স্বর্গবাসী মহাসুখী প্রভু যীশু যিনি।
ধরাতলে অবতীর্ণ মরিতে আপনি॥
মোরা এবে ধর্ম্মগ্রন্থে পাই দেখিবারে।
আছিলেন তিনি কত ভদ্র ব্যবহারে॥

যথা তথা ভ্রমিলেন কি বা দয়াবান।
করিলেন দুঃখি অন্ধে নয়ন প্রদান॥
রোগী খঞ্জ কত শত করিলেন সুস্থ।
তেমনি পাইল দয়া ঐ সব দুঃস্থ॥

ইহা ভিন্ন আরো তিনি দিলেন উপদেশ।
সমস্ত বিষয় যাহা ঈশ্বর আদেশ॥
তৎকালে ছিলেন তিনি কি বা শিষ্ট শান্ত।
শুনিলেন বাক্য যীশু শিশুর পর্য্যন্ত॥

হইলেন হত কত নিষ্ঠুরাচরণে।
ঝুলিলেন ক্রুশোপরে তিনি অকারণে॥
কি বা শঠকর্ম্ম তারা করিল হস্তেতে।
পেরেক বিন্ধিল তাঁকে কাষ্ঠের ক্রুশেতে॥

হেন রূপে কেন তাঁর হইল মরণ।
মরিবারে নরদেহ কেন বা ধারণ॥
ধর্ম্মগ্রন্থ বলে শুন তাহার কারণ।
যেন মোরা পাইতে পারি পাপেতে মোচন॥

জানিলেন তিনি নর হয়েছে পাপিষ্ঠ।
ঈশ্বর দিবেন শাস্তি হইয়া অতিরুষ্ট॥
এই স্নেহবশে যীশু খ্রীষ্ট সেই কালে।
ভুগিলেন নিজে শাস্তি তাদের বদলে॥

ঈশ্বর করেন ক্ষমা বিশ্বাস যে করে।
পাপেতে উদ্ধার পায় অবশ্য সে নরে॥
যদি কোন দুষ্ট মন নাহি দেয় ইথে।
তবে তার পাপ যীশু নারেন বহিতে॥

হিংসা ও ক্রোধ বিষয়ক গীত।

কাহার অন্তরে যীশু জন্মান আনন্দ।
কে বা স্বর্গে তাঁর সঙ্গে থাকিবে স্বচ্ছন্দ॥
হুড়াহুড়ি ভাল বাসে যেই ক্রোধী শিশু।
না করিবেন্ কভু প্রেম তাকে প্রভু যীশু॥

চেঁচায়ে বিতণ্ডা করে করিবারে জয়।
হিংসা দিব্য গালি মিথ্যা যদি মনে রয়॥
তবেত ইহাতে দেখ তাঁহার গোচরে।
অবশ্য ঘৃণিত মোকে করিবারে পারে॥

কাহাকে মারিলে তিনি করেন দর্শন।
কহিলে ক্রোধের কথা করেন শ্রবণ॥
প্রত্যেক দুশ্চিন্তা যাহা ভাবি মনে মনে।
তাঁর চক্ষু দেখে সব আর কর্ণ শুনে॥

প্রভো তুমি শিষ্ট শান্ত কি বা চমৎকার।
ও হে পরিত্রাতা শুন আমার চীৎকার॥
পাপি শিশুর প্রতি কর দয়া বিতরণ।
আমাতে উৎপন্ন ক্রোধ না কর্য়ো গ্রহণ॥

তোমা বিনা পাপে রত হৈব পুনর্ব্বার।
বিপথে গমন হবে তোমা বিনা আর॥
ব্যর্থ হবে বিবেচনা আমার সকল।
পূর্ব্বেতে যে রূপ সব হইল বিফল॥

স্বর্গ হৈতে তব আত্মা করিয়া প্রেরণ।
আশ্রয় দিও হে মোকে হৈলে প্রয়োজন॥
মম চিন্তা আর বাক্য আর কর্ম্মগণ।
তব প্রেম যোগ্য হয় এই নিবেদন॥

জিজ্ঞাসা। পরমেশ্বর তোমার জন্যে কি করেন?
উত্তর। তিনি আমাকে দিবারাত্রি আপদহইতে রক্ষা করেন, এবং সর্ব্বদা আমার মঙ্গল করেন।

দিবারাত্রি নিরাপদে রাখেন ঈশ্বর।
সর্ব্বদা হয়েন তিনি মম শুভকর॥
তাঁর কাছে যদি হইত ভদ্র আচরণ।
অবশ্য দিতেন মোকে বহুতর ধন॥

যদ্যপি দরিদ্র তিনি করিলেন মোকে।
তবু কত দ্রব্য দেখ পাইতেছি সুখে॥
ক্ষুদ্র বস্তু প্রাপণের যোগ্য আমি নয়।
তবু তিনি তাহা দেন হইয়া সদয়॥

দেখ তাঁর দয়া বিনা আমি কোন মতে।
নাহি পারিতাম কোন আহার পাইতে॥
না পাইতাম অগ্নিতাপ কিম্বা শয্যা আদি।
অথবা বসন যাহা পরি নিরবধি॥

দেখ অন্য২ লোক মরে যেই কালে।
তদা তিনি মোরে রক্ষা করেন সবলে॥
মম তুল্য শিশু যদি তাহারাও হয়।
দুষ্ট হলে নরকেতে যাইবে নিশ্চয়॥

যে বস্তু অভাব আর আছে প্রয়োজন।
মনে করি তাহা মোরে করেন প্রেরণ॥

ঈশ্বর দিলেন দেখ মোরে মিত্রগণ।
লিখিতে পড়িতে আরো আমারে শিখান ॥
স্বর্গহৈতে পাঠাইলেন্ নীচে পরিত্রাতা।
সকল বিশ্রামাপেক্ষা যিনি সুখদাতা ॥
করিলে তাঁহাকে প্রেম আর অনুতাপ।
অনায়াসে ক্ষমা হয় আমাদের পাপ ॥

জুবিলি সময়ে চর্চ্চ মিশন সোসাইটির সাধারণ পত্র।

দেবপূজক এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মানুগত ব্যক্তিদিগের মধ্যহইতে সং-গৃহীত আফ্রিকা ও উত্তরপশ্চিম আমেরিকা ও ব্রিটিষ গ্বিয়ানা ও উএস্ট ইণ্ডিস ও নিউ জিলণ্ড ও চীন ও ভারতবর্ষ ও সিংহলদ্বীপ (লঙ্কা) ও মিসর এবং ভূমধ্যস্থ সাগরস্থিত উপদ্বীপস্থ খ্রীষ্টধর্ম্মাশ্রিত প্রিয়তম ভ্রাতৃগণের প্রতি চর্চ্চ মিশনরি সোসাইটি প্রভুর নামে শান্তি প্রেরণ করিতেছেন।

প্রিয় ভ্রাতৃগণ, পরমেশ্বর আপন অসীম করুণা বশতঃ আমাদিগের দ্বারা তোমাদিগকে অন্ধকারহইতে দীপ্তিতে আনয়ন করিয়াছেন, এবং শয়তানের দাসত্বহইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার প্রিয় পুত্রের মেষালয়ভুক্ত করিয়াছেন, এতদর্থে আমরা আমাদিগের স্বর্গীয় পিতার ধন্যবাদ ও আরাধনা করি। সমস্ত গৌরব কেবল তাঁহার হউক, যেহেতুক তিনিই তাহার যোগ্য। তোমাদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষের ন্যায় আমাদের পিতৃপুরুষেরা ঈশ্বরবিহীন ও খ্রীষ্ট ব্যতিরেক ভরসারহিত হইয়া অবাক্ প্রতিমার সেবা করিতেন, কিন্তু বহুকাল হইল ঈশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষগণকে মঙ্গলসমাচারের জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, এবং তাহাদের বংশোদ্ভব যে আমরা আমাদিগকে তাহারা সেই প্রসঙ্গের কথা জ্ঞাত করাইয়াছেন, এবম্প্রকারে আমরা খ্রীষ্টপ্রেমের বিষয় অবগত হইয়া এই পৃথিবীর সর্ব্বত্রে তাঁহার নাম ও মুক্তির কথা প্রচার করিবার বাসনা করিযাছি। পরমেশ্বর আমাদিগের এই বাসনা কিয়ৎ পরিমাণে সম্পূর্ণ করিয়াছেন। প্রেমিক ও দয়ার্দ্র-চিত্ত মিশনরিরা এই সভাদ্বারা নিয়োজিত হইয়া অতি দূরদেশে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদিগের জীবনকেও অপ্রিয় বোধে প্রভুর কার্য্যে আত্মমনঃসংযোগ করিয়া যাহাতে আপনা-

দিগের অমূল্য ত্রাণকর্ত্তার গৌরব বৃদ্ধি হয়, এবং যাহারা তাঁহার ধর্ম্মানুগত হয়, এমত মনুষ্যেরা যাহাতে চিরকালের নিমিত্তে তাঁহার অধিকার ও আনন্দের কারণস্বরূপ হইয়া থাকিবে, এমত যত্ন পাইতেছেন।

ঈশ্বরের পবিত্র নাম ধন্য হউক, যেহেতুক তাঁহার সেবকদিগের পরিশ্রম ও দুঃখভোগ ও প্রার্থনা নিষ্ফল হয় নাই। পূর্ব্বে যে সকল মনুষ্য পাপ ও অধর্ম্ম প্রযুক্ত মৃতবৎ ছিল তাহাদিগের অনেকে এইক্ষণে খ্রীষ্টের সহিত সহবাস প্রযুক্ত পরিশুদ্ধ হইয়াছে। তাহারা ধর্ম্ম আত্মা জাত আনন্দ পূর্ব্বক মিশনরিদিগের মুখে ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া গ্রহণ করিয়াছে, এবং ঐ আত্মার অব্যর্থ প্রভাবদ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়াছে। হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, তোমরাই ধৈর্য্য কর, ত্রাণকর্ত্তার বাক্য নিষ্ঠার সাক্ষিস্বরূপ বিদ্যমান আছে। তিনি যখন আপন শিষ্যদিগকে সর্ব্বত্র গমনপূর্ব্বক সমস্ত জীবের নিকট মঙ্গলসমাচার প্রচার করিতে অনুমতি দিলেন, তখন তিনি নিশ্চয় করিয়া এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, আমি জগতের শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বদা তোমাদিগের সহিত থাকিব। পরমেশ্বরই তোমাদিগকে সদাত্মার দ্বারা পবিত্র ও সত্যতাতে বিশ্বাসী করিয়া মুক্তির কারণ মনোনীত করিয়াছেন, তোমরা পরমেশ্বরের ক্ষেত্র এবং গাঁথনিস্বরূপ। আর আমাদিগের মেষরক্ষক যে সকল মেষদিগকে একত্র আনয়ন করিবার কথা কহিয়াছিলেন, তোমরা এবং আমরা সেই মেষস্বরূপ; পিতা আমাদিগকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, তিনি আমাদিগের নিমিত্তে আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছেন, ও আপন শরীরের রক্তদ্বারা আমাদিগকে ক্রয় করিয়াছেন, এবং আমাদিগকে অনন্ত জীবন দান করেন।

আঃ পরমেশ্বরের কার্য্য কি গৌরবান্বিত এবং আশ্চর্য্য। দেখ আমাদিগের পরস্পরের কখন সাক্ষাৎ হয় নাই। আমাদিগের মধ্যে অনেকে শেম হাম যাফতের পুত্ররূপে কেহ২ অতি দূরবর্ত্তি উত্তর ও দক্ষিণ দেশে বসতি করিতেছেন, এবং কেহ বা পূর্ব্ব পশ্চিম দেশে অবস্থিত আছেন। আমাদিগের ভাষা বাসস্থান জল বায়ু এবং বর্ণ ও ব্যবহার ভিন্ন২ হইলেও আমরা

সকলে এক শরীরের অঙ্গস্বরূপ হইয়াছি। আমরা সকলে এক আত্মাদ্বারা সজীব এবং এক প্রকার ভরসাদ্বারা আমাদিগের কার্য্যে আহূত হইযাছি। আমাদিগের এক প্রভু ও এক বিশ্বাস ও এক বাপ্‌টিস্ম এবং এক ঈশ্বর, যিনি সকলের পিতা, সর্ব্বোপরিস্থ ও সর্ব্বত্র ব্যাপী ও সর্ব্বান্তর্যামী। এই পৃথিবীতে আমাদিগের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে আমরা সকলেই কেবল এক বৃত্তান্ত কহিব, এই রূপে আপনাদিগের পাপ স্বীকার পূর্ব্বক এই কথা বলিব, যথা আমাদিগের দেহের মধ্যে কোন সদ্বস্তু নাই। কি প্রকারে যীশু খ্রীষ্টকে সর্ব্ব উপযোগিরূপে এবং ধর্ম্মাত্মাকে পবিত্রকারিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, এই বিসয়ে আমাদিগের মনে এই প্রকার বোধ হইতেছে যে ঈশ্বরের অনুগ্রহদ্বারা আমরা পরস্পর এই পশ্চাৎ উক্ত বাক্যের সাক্ষিস্বরূপ হইব, যে যাহারা পরমেশ্বরকে ভয় করে তাহাদিগের হস্তে তাঁহার নিগূঢ় বিষয় আছে, এবং তিনি তাহাদিগের নিকটে আপনার নিয়ম প্রকাশ করিবেন।

আমরা এই জুবিলির সময়ে জ্যেষ্ঠস্বরূপ হইয়া আমাদের কনিষ্ঠদিগকে এই নিবেদন করিতেছি, যেন আমাদিগের পরস্পরের বিশ্বাস আলোচনা করিয়া আমরা সন্তোষানুভব করিতে পারি, এবং আমাদিগের ত্রাতা পরমেশ্বরের অনুগ্রহের প্রমাণ দিতে সমর্থ হই। আমরা ভরসা করি যে এই পাপময় কালের মধ্যে ও পৃথিবীব্যাপ্ত এই মহাগোলযোগের সময়ে গত দিবস যখন সূর্য্য ক্রমশঃ আমাদিগের উপর এবং আমাদিগের ভিন্ন ২ মিশনের উপর উদিত হইতেছিল, তখন প্রার্থনা ও ধন্যবাদ ও প্রশংসার অবিরত ধ্বনি পরমেশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসনের প্রতি উত্থিত হইযাছিল। এই বিষম নাশের সময়ে পৃথিবী জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবর্গের জুবিলি ঘটিত ঈশ্বরারাধনারূপ শোভন মুকুটে ভূষিত হইযাছিল, এবং তাঁহার প্রিয় পুত্রের অনুরোধে পরমেশ্বর করুণা করিয়া আমাদিগের এই প্রার্থনারূপ বলি গ্রহণ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য আমাদিগকে তাঁহার নিজ আশীর্ব্বাদ প্রদান করিবেন।

হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা পৃথিবীর নানা দেশস্থিত হইলেও এই

ক্ষণে এই সমাজ তোমাদিগকে বলিতেছে, এবং তোমরা ইহা নিশ্চয় জানিবা, যে আমরা তোমাদিগকে ভ্রাতৃবৎ প্রেম ও স্নেহ করিয়া থাকি, এবং তোমাদিগের বিষয় স্মরণ করিয়া প্রভুতে আনন্দিতচিত্ত হই, এবং ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যেন আমরা তোমাদিগের মনে প্রেমের ও সৎকর্ম্মের উৎসাহ প্রজ্বলিত করিয়া দিতে পারি। আমরা তোমাদিগের সহিত পরমেশ্বরের করুণা বিতরিত প্রসাদের অংশী হইলেও তোমাদিগকে বিনয় পুরঃসর এই বিষয় স্মরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা যেন আপনাদের দেবপূজক ও মহম্মদের ধর্ম্মাশ্রিত স্বদেশস্থ ব্যক্তিদের নিকটে সদালাপদ্বারা পরমেশ্বরের গৌরব প্রকাশ কর, এবং তাহারা তোমাদিগকে কুকর্ম্মকারী বলিয়া নিন্দা করিলেও যেন তোমাদিগের সদাচরণ দেখিয়া সেই পরমেশ্বরের গৌরব কীর্ত্তন করে, এই অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর তোমাদিগকে অন্ধকারহইতে তাঁহার আশ্চর্য্য আলোক মধ্যে আহূত করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা এই যে তোমরা সৎকর্ম্মদ্বারা নির্ব্বোধ মনুষ্যদের অজ্ঞানতাকে জড় করিয়া রাখ, আর তাড়নার সময়ে তোমরা প্রেরিতদিগের এই বাক্য স্মরণ করিবা, যদ্যপি সৎকর্ম্ম করিয়াও তোমাদিগকে দুঃখভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে ধৈর্য্যের সহিত সহ্য কর, কারণ এই প্রকার আচরণই ঈশ্বরের সন্তোষজনক। এই নিমিত্তেই তোমরা আহূত হইয়াছ, আর যীশু খ্রীষ্ট আমাদিগের নিমিত্তে দুঃখভোগ করিয়া এই প্রকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাইয়াছেন যেন আমরা তাঁহার সেই দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হই।

এতদ্ভিন্ন আমরা আর এক বিষয় তোমাদিগের মনে মুদ্রিত করিয়া দিতে চাহি, যে মনুষ্যদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মে আনিবার ভার আমাদিগের প্রত্যেকের প্রতি অর্পিত আছে; অতএব আমরা ভরসা করি যে তোমাদের পরিবারের মধ্যে ও গ্রামে ও নিকটে যে সকল ব্যক্তি অদ্যাপি পরমেশ্বরহইতে অধিক অন্তরে আছে, তাহাদিগের ভাবনা তোমরা ভাবিয়া থাকিবা, তাহাদিগের নিকটে ধর্ম্মের প্রসঙ্গ করিবা এবং তাহাদিগের নিমিত্তে প্রার্থনা করিবা। তোমরা তাহাদিগের আন্তরিক দুরবস্থা দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইও না, কিন্তু যে পরমেশ্বর আপনার গৌরব অন্যকে এবং স্বীয়

প্রশংসা খোদিত প্রতিমূর্ত্তিকে দিতে ইচ্ছুক নহেন, সেই পরমেশ্বরের প্রতি পবিত্র ঈর্ষ্যাবশতঃ এবং যে প্রেম আত্মচেষ্টা না করিয়া অধর্ম্মে দুঃখিত এবং সত্যেতে আনন্দিত হয়, ও যে স্নেহ পরমেশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘনকারি লোকের দর্শনে ব্যথিত হয়, তৎসহকারে তোমরা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবার প্রবৃত্তি প্রদান কর, আর এই কার্য্য সম্পাদন কালে যাকূব প্রেরিত যাহা কহেন তাহা স্মরণ কর, যথা, যে ব্যক্তি এক জন পাপিকে পাপের পথহইতে ফিরায়, সে এক আত্মাকে অনন্ত মৃত্যুহইতে রক্ষা করিবে, এবং পাপপুঞ্জ গোপন করিবে, এই বিষয়ে দানিয়েল ভবিষ্যদ্বক্তারও এই উক্তি আছে যে যাহারা জ্ঞানবান তাহারা আকাশ মণ্ডলের ন্যায় জ্যোতি ধারণ করিবে, ও যাহারা অনেক ব্যক্তিকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করে তাহারা অনন্তকাল পর্য্যন্ত নক্ষত্রের ন্যায় দীপ্তিমান হইবে।

এইক্ষণে হে ভ্রাতৃবর্গ, আমাদিগের ইহা স্মরণ করা উচিত যে কাল অতি সংক্ষেপ এবং প্রভু সন্নিকট। অঙ্গীকারের নিশ্চয় বচন এই যে যাহারা যীশু খ্রীষ্টেতে নিদ্রিত আছে, পরমেশ্বর তাহাদিগকে খ্রীষ্টের সহিত আনয়ন করিবেন, এবং যাহারা জীবদ্দশায় আছে ও তাঁহার আগমন দিবস পর্য্যন্ত থাকিবে, তাহারাও প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্তে মেঘারূঢ় হইবে। অতএব আমরা আপনাদের কটিদেশ সজ্জিত এবং প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া প্রভুর আগমন প্রতীক্ষায় থাকি, যেন তিনি আসিয়া দ্বারে আঘাত করিবামাত্র তাঁহাকে দ্বার খুলিয়া দিতে পারি। ধন্য সেই শুভক্ষণ যখন যীশুর পুনরাগমন হইবে, যৎকালে আমরা ইহলোকে বিশ্বাসে অটল ও স্থির হইয়া থাকিলে তিনি আমাদিগকে পবিত্র ও নির্দ্দোষ ও আনন্দিত রূপে নিজ গোচরে উপস্থিত করিবেন। আর তোমরা যে সকল অধ্যক্ষদের প্রতি আনন্দের কারণ হইয়াছ তাহারা এবং আমরা ও প্রভুর প্রায়শ্চিত্তদ্বারা উদ্ধারিত সমস্ত ব্যক্তিরা মেষশাবকের সিংহাসনের চতুর্দ্দিগে উপস্থিত হইয়া চিরকাল প্রভুর সহিত সহবাস করিব।

হে প্রভুতে আশ্রিত ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগের প্রতি আমাদিগের শেষবাক্য এই। তোমাদের নিমিত্তে আমরা প্রভুর নিকট এই

প্রার্থনা করি যে যাদৃশ আমরা তোমাদিগকে প্রেম করি তেমনি প্রভু তোমাদিগকে পরস্পরের ও তাবৎ মনুষ্যের প্রতি অতিশয় প্রেম করিতে প্রবৃত্তি দিউন। আর অন্তে যখন খ্রীষ্ট আপনার সাধুগণ সমভিব্যাহারে আগমন করিবেন, তখন তিনি আমাদিগের পিতা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে তোমাদিগের অন্তঃকরণ নির্ম্মল পবিত্রতাতে স্থাপন করেন।

প্রভুতে আশ্রিত তোমাদিগের প্রিয় ভ্রাতৃগণের এই নিবেদন।

[কৃষ্ণনগর [ইংরেজি হোম রিকার্ড পত্রিকাহইতে ভাবান্তরীকৃত হইল।

মনুষ্যের সৃজন ও পতন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

এমতে মনুষ্যসৃষ্টি পূর্ণ হলে পরে।
তাহাদিগের কারণ মেদিনী উপরে॥
করিয়া এদন নামে উদ্যান স্থাপন।
রাখিলেন তাদিগকে দিয়া এ বচন॥
যে তোমরা এ উদ্যানে সুখে বাস করো।
কর্ত্তৃত্ব কর তৎকৃত সকল উপরে॥
আর বশীভূত কর এই ভূমণ্ডলে।
বহুবংশ হয়ে তোমরা থাকহ কৌশলে॥
আর এই আজ্ঞা মোর হইবে পালিতে।
সকল তরুর ফল পাইবে খাইতে॥
কিন্তু যে তরুতে দেয় সদসৎ জ্ঞান।
কোন রূপে তার ফল না কর ভক্ষণ॥
যে দিনে খাইবা তুমি সেই দিনে তবে।
সত্য রূপ জ্ঞাত হও তব মৃত্যু হবে॥
এবে দিলাম্ তব হস্তে তোমার জীবন।
ইহা বুঝি কর্ম্ম কর আপনি এখন॥
এই রূপ আজ্ঞা দিয়া মনুষ্যের প্রতি।
স্বর্গ সিংহাসনে বসে থাকেন্ স্বর্গপতি॥

প্রতি দিন অবসানে আসিয়া উদ্যানে।
মিষ্ট ভাষে কথা কন দুজনার সনে॥
ঈশ্বরের কাছে তারা লজ্জাহীন হয়ে।
সদালাপে কিছু কাল ক্ষেপণ করয়ে॥
মনুষ্যের সুখ অতিশয় এই মত।
দেখি ঈশ্বরের শত্রু স্বর্গ বহির্গত॥
চেষ্টান্বিত হয়ে তাদের্ পতন কারণ।
বন সর্প দেহ মধ্যে রহিল গোপন॥
নর নারী দুই জনে থাকে একত্তর।
হঠাৎ দিবস এক হলো স্থানান্তর॥
লইতে নারীর মন পারি অনায়াসে।
তার পরে নারী লওযাইবে স্বপুরুষে॥
এই মত ভাবি সর্প দেহেতে শয়তান।
নারীর গমন দিকে করিল প্রস্থান॥
নিকটে জিজ্ঞাসে সর্প তাহে ওহে নারী।
আমিহ তোমার প্রতি এক প্রশ্ন করি॥
এই মহীরুহ ফল ঈশ কি তোমারে।
নিষেধ করিয়া দেন ভক্ষণ্ করিবারে॥
তবে উরগের প্রতি নারী জিজ্ঞাসিলা।
মনুষ্যের বাক্য তুমি কেমনে পাইলা॥
কহিল ভুজঙ্গ করি এ ফল ভক্ষণ।
প্রাপ্ত হইযাছি আমি মনুষ্য বচন॥
তাহে কহিলেক নারী তুমি সর্প হয়ে।
মনুষ্যের বাক্য পাইলা এ ফল খাইয়ে॥
কিন্তু যদি আমি ফল করিব ভক্ষণ।
কি ফল হইবে আমার করাহ্ শ্রবণ॥
কহিলেক সর্প আমি সর্প জাতি হয়ে।
পাইলাম তব বোল এ ফল খাইয়ে॥
কিন্তু যদি তুমি ফল করহ ভক্ষণ।
তুমি তবে হবে যেন স্বর্গ দূতগণ॥
ক্ষণ কাল চিন্তা করি কহিলেক নারী।

উদ্যানের সব ফল খাইবারে পারি ॥
কিন্তু যে তরুতে দেয় সদসৎ জ্ঞান।
ঈশ্বর খাইতে তাহা করেন বারণ ॥
মোরা এ বৃক্ষের ফল খাইব যখন।
তখনি মোদের হবে নিশ্চয় মরণ ॥
হেন অনুমতি করিযাছেন ঈশ্বর।
খাইবারে না পারিব শুন অজগর ॥
কহিল উরগ তবে করিলে ভক্ষণ।
কখন তোদের নাহি হইবে মরণ ॥
কিন্তু যে দিবসে খাবে সে দিবসে তবে।
তোমাদিগের নযন উন্মীলন হবে ॥
ভক্ষণ করিলে ফল তাঁর ন্যায জ্ঞান।
ভাল মন্দ বুঝিবারে হবে প্রাপ্তবান ॥
যেমন হইযা আমি সর্পদেহে জাত।
মনুষ্যের জ্ঞান দেহে করিয়াছি জিত ॥
তেমতি মনুষ্য দেহে পাযে দেবজ্ঞান।
ভবিষ্যতে হবে তুমি দেবের সমান ॥
সকল বিষয় এই জানেন ঈশ্বর।
খাইবারে ইহা তুমি নাহি কর ডর ॥
স্বীকৃতা হইয়া নারী তাহার বচনে।
অপর সুদৃশ্য দ্রুম দেখিয়া লোচনে ॥
মোহিতা হইয়া পরে বাড়াইযা কর।
পাড়িয়া খাইয়া পূর্ণ করিল উদর ॥
আপন স্বামিরে পরে করিলে অর্পণ।
তৎক্ষণে নির্ভয়ে সেহ করিল ভোজন ॥
ভক্ষণ করিলে এই মতে দুই জন।
আপনাদের উলঙ্গতা করিল দর্শন ॥
সিঙ্গাইয়া বটপত্র করিয়া বসন।
আপনাদের উলঙ্গতা কৈল আচ্ছাদন ॥

পাপ ও পুণ্য।

ছলক্রমে পাপে ফেলে দুষ্ট শয়তান।
করেন পরিত্রাণ, ঈশ্বরের সন্তান, যীশু খ্রীষ্ট সর্ব্বশক্তিমান।
তাঁহাতে রাখ ভক্তি, তবে পাইবে মুক্তি, এই কহে তাঁহার বিধান।

যখন পরমেশ্বর, সৃজিলেন আদি নর, করিলেন তারে শুদ্ধ সত্ত্ব।
পরে তারে এক নারী, অর্পিলেন্ সৃজন করি, উদ্যানে দর্শন দেন নিত্য॥
নর নারী প্রথমেতে, রাখি মন ঈশ্বরেতে, সুখময় উপবনে ছিল।
উরগের ছলদ্বারা, কৌশলে ভুলিয়া তারা, লঙ্ঘি আজ্ঞা অপরাধী হৈল॥
পরেতে পরমেশ্বর, করি তাদের্ শাপান্তর, বহিরে কৈল উদ্যানহতে।
সে অবধি এ অবনী, হইল পাপ তরণী, রাগ ক্রোধ উপজিল তাতে॥
তাহাতে মনুষ্য সব, করি উচ্চৈঃস্বরে রব, হিংসা করে অন্য লোক প্রতি।
সর্ব্বদা ভাবয়ে মনে, আছি মোরা সুখস্থানে, ভাবে নাহি ভবিষ্যদগতি॥
তাদিগেরে দয়াবান, করিলেন পরিত্রাণ, এই মনে সদা তাদের আশ।
এমত হইলে কদা, থাকিবে দুঃখেতে সদা, শেষে আশ হইবে নৈরাশ॥
যেই পাপী খিদ্যমান, করয়ে তাঁরে আহ্বান, তারে তিনি ভাবিয়া আপন।
ডাকি তারে উচ্চৈঃস্বরে, আর নিমন্ত্রণ করে, লয়ে যান নিজ নিকেতন॥
যেমত কোকিল সব, কুহুস্বরে করে রব, মহানন্দে মগ্ন করি মন।
তেমতি তাদের স্বরে, অসদ্বাণী নাহি সরে, মধুবাক্য সদা বরিষণ॥
পাইবেক পরিত্রাণ, ভাবি করে তাঁর গান, ঈশ্বরেতে রাখে মহানন্দ।
এই মত করে যারা, পরিত্রাণ পাবে তারা, এ বিষয়ে নাহি কিছু সন্দ॥
অতএব বলি শুন, ও পাপী মানবগণ, পাপমধ্যে তোমরা এখন।
আছ হে হইয়া মগ্ন, অতএব করি লগ্ন, চেষ্টা কর পাপের মোচন॥
দিয়া সত্য আত্মমন, খ্রীষ্টে কর মনার্পণ, ধর তাঁর পদে দৃঢ় করি।
বল ওহে শক্তিমান, কর মোরে পরিত্রাণ, পাপহতে লইয়া উত্তরি॥
পাপেতে জীবন আমার, ক্রমে হতেছে আঁধার, কর মোরে তাহতে মোচন।
ওহে তুমি মম শক্তি, তোমা বিনা নাহি মুক্তি, কর ওহে কৃপাবলোকন॥
পূর্ব্বেতে তিনি যেমত, নরদেহে হয়ে স্থিত, আসিছিলেন পাপের কারণ।
তদ্রূপ আপনি পরে, আসি তিনি সশরীরে, লয়ে যাবেন তাঁর নিজস্থান॥
তিনি তোমারে তথায়, তোমার জীবনোপায়, করিলেন অরায় প্রদান।
তাহাতে তুমি সে স্থলে, অদ্বিতীয় খ্রীষ্ট বলে, পাইবে স্বচ্ছন্দে পরিত্রাণ॥
মহানন্দে অবিরত, খ্রীষ্টে করে মনার্পিত, করিবে তাঁহার সদা গান।
সেই মতে সুখাধার, কোথায় না পাবে আর, অতএব কর তাঁর গান॥

শ্রীবিশ্বম্ভর দত্ত।

উপদেশক।

মে ১৮৪৯ (২৯) মূল্য ২ আনা।

পরমার্থতত্ত্বসার।

৫ প্রস্তাব।

ধর্ম্মগ্রন্থে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের স্বাভাবিক গুণের বিষয় যাহা২ লিখিত আছে, তদ্দ্বারা তাঁহার ঈশ্বরত্বের দৃঢ় প্রমাণ হইতেছে।

যে সমস্ত লোকেরা উক্ত গ্রন্থেতে লিখিত খ্রীষ্টের স্বাভাবিক গুণের বিষয় অতি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করে, তাহারা অতি শীঘ্রই জানিতে পারে যে এমত সদাচারী কেহ ভূমণ্ডলে কখনই দেখা যায় নাই। আর তাঁহার শিষ্যদের দ্বারা যে২ সমস্ত বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহা কল্পিত বিবরণ নহে, এবং তাহাতে মিথ্যা স্তবও নাই, কিন্তু যাহা যথার্থ সেই সমস্ত আছে। এবং পীলাত* যাহা কহিল তাহাইমাত্র যদি আমরা কহি, তবে তাহাতেই তাঁহার সুস্বভাব ও নির্দ্দোষতার দৃঢ়তর প্রমাণ হয়, কেননা তিনি কহিয়াছিলেন, যে আমি তাঁহাতে কোন দোষ পাই না। এবং তদ্ভিন্ন তাঁহার সদ্গুণাদির বিষয় যাহা২ লিখিত হইয়াছে সে সমস্ত তাঁহার বিপক্ষদের মধ্যে এক জনও অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু ইহা তাঁহার স্বাভাবিক গুণের কেবল অত্যল্পমাত্র। তিনি যে কেবল অধর্ম্ম হইতে পৃথক ছিলেন ইহামাত্র নয়, কিন্তু তাঁহার মধ্যে সম্পূর্ণ ধর্ম্ম বাস করিল। তিনি আপন স্বর্গস্থ পিতার প্রতি অসীম প্রেম প্রকাশ করিলেন, এবং আপন ইচ্ছানুসারে কোন কর্ম্ম না করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছা সাধনার্থে সর্ব্ব প্রকারে বশীভূত হইলেন। আর তাঁহার আচার ব্যবহারাদির বিষয় কি কহিব? তিনি অতি নম্র ও সুশীল ও অমূল্য

---

* পীলাত যিহূদা দেশের রোমানাধীন শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার ব্যবহার অতিশয় মন্দ ছিল। তাঁহার নিষ্ঠুরতা ও প্রচণ্ড কোপ ও লোভ ও রক্তপাত ও নির্দ্দোষির অবিচারে শাস্তিদান ইত্যাদি অনেক২ কুস্বভাব ছিল, তাঁহার বিবরণ পাঠ করিলে সে সকল বিলক্ষণ রূপে অবগত হইতে পারিবা।

প্রেমী ও দয়ালু ছিলেন, এবং মনুষ্যদের প্রতি আপন প্রেম ও দয়া অসীমরূপে প্রকাশ করিলেন। মনুষ্যদের শরীরের ও আত্মার মঙ্গল করিতে তিনি সর্ব্বদাই প্রবর্ত্ত ছিলেন, এবং কেবল ঐ চিন্তা ও কার্য্য করণেতে প্রায় আপন সমস্ত সময় ব্যয় করিতেন। আর তিনি ভ্রমণ করত ত্রাণদায়ক সুসমাচার চতুর্দ্দিগে প্রচার করিতেন, তদ্ভিন্ন নানা প্রকার রোগি ও পীড়িতদিগকে সুস্থ করিতেন, এবং নানা প্রকার ভ্রম দূর করত ন্যায় ও যথার্থতা ও প্রেম ও দয়া ও শান্তি ও মনুষ্যদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনার্থে বিবিধ প্রকার উপদেশদ্বারা বহু পরিশ্রম করিতেন। এবং তাঁহার আয়ুর পরিমাণ অত্যল্প হইলেও তিনি এমত অনির্ব্বচনীয় প্রেম ও দয়া প্রকাশ করিলেন যাহা পৃথিবীতে বহুকালজীবী কোন ধনী ও দাতা কখন করিতে পারেন নাই। আপন মানসিক স্বভাবের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব ছিল। যদিও তিনি বারম্বার অতি কঠোর পরীক্ষাতে পরীক্ষিত হইলেন, তথাচ বাক্যেতে কিম্বা কার্য্যেতে কখন কাহার কিছুমাত্র অন্যায় করিলেন না, আর কখন কোন দুর্ব্বাক্য কিম্বা অনুপযুক্ত বাক্য তাঁহার ওষ্ঠহইতে নির্গত হইল না। আর তিনি আপন শত্রুগণদ্বারা অতি নিষ্ঠুর-রূপে নিষ্পীড়িত ও অপমানিত হইয়াও অতিশয় নম্র ও ধৈর্য্যশীল হইয়া ভোগ করিলেন। আর তদ্ভিন্ন অতি আশ্চর্য্য ধৈর্য্য পূর্ব্বক অত্যন্ত বেদনা ও মহা অপমানজনক মৃত্যু ভোগ করিলেন। এবং ক্রুশেতে বিদ্ধ হইয়া আপন মহাযন্ত্রণার মধ্যেতেই আপন হত্যাকারিদের নিমিত্তে এই মত প্রার্থনা করিলেন, "হে পিতঃ তাহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা তাহারা যাহা করি-তেছে তাহা জানে না।" আর যেমন তিনি সম্পূর্ণ ধার্ম্মিক ছিলেন তেমন মহাজ্ঞানীও ছিলেন, এবং যে২ উপদেশ তিনি শিক্ষা দিলেন তাহা অতি মহৎ ও চমৎকার, এবং তদ্রূপ উপযুক্ত শিক্ষা আর কেহ কখন দিতে পারে নাই, এবং যাঁহার নিকটহইতে তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন, এবং যাঁহার পুত্র নামে আপনাকে প্রকাশ বা বিখ্যাত করিলেন তাঁহার উপযুক্ত শিক্ষা ছিল। আর তাঁহার আজ্ঞা অতি নির্ম্মল ও ভদ্রাভদ্র বিষয় শিক্ষাজনক ছিল, ও তাঁহার কথোপকথন মহত্ত্বতাতে ও জ্ঞানেতে পূর্ণ ছিল, তথাচ অতি সহজে বোধগম্য ও মনোরঞ্জক ছিল। তিনি দৃষ্টান্ত ও উপমাদ্বারা আপন কথনীয় বিষয় অতি সুগম ও পরিষ্কার করিয়া দিতেন, ও আপন অভিপ্রায়ের অনুরূপ মনোমধ্যে স্থাপন করিয়া দিতেন। আর নানা সময়ে বিপক্ষদিগের কঠিন২ ও কুটিল প্রশ্নের উত্তর সেই দণ্ডে দেওনেতে তাঁহার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা প্রকাশ পাইয়াছে। এবং ঐ উত্তর দ্বারা তিনি বিপক্ষদিগের সমস্ত শঠতা ও দ্বেষ ব্যর্থ করিয়া দিলেন, এবং ঐ উপযুক্ত জ্ঞানদ্বারা শত্রুপাতিত ফাঁদহইতে রক্ষা পাইলেন। অতএব প্রভু যীশু খ্রীষ্টের গুণ ও ক্ষমতার বিষয় যে অত্যল্প ও অসম্পূর্ণরূপে লিখিত হইল, তাহারও তুলনা অন্য কাহারও সহিত দেওয়া যাইতে পারে না; ও জগদ্ভিন্ন কোন মহাজ্ঞানী কিম্বা ধার্ম্মিকের তুলনা তাঁহার সহিত দেওয়া অসাধ্য, এবং তাঁহার মহাবিপক্ষগণও তাঁহার মহত্ত্বের

বিষয় অস্বীকার করিতে পারে না। অতএব যদি তিনি এমত মহান্ ছিলেন ও ন্যায়েতে ও যথার্থতাতে ও ধর্ম্মে পূর্ণ ছিলেন, তবে তিনি আপনার বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিলেন তাহা অতি যথার্থ; কেননা নরলোকের মধ্যে এমন গুণ হওয়া অতি অসম্ভব। তিনি আপনার বিষয়ে এই প্রমাণ দিলেন যে আমি স্বর্গহইতে আগত ঈশ্বরের পুত্র, এবং যে ধর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি তাহাও স্বর্গহইতে আনিলাম। যদি কহা যায় যে এই ২ সমস্ত গুণ তাঁহাতে ছিল না, তবে তাঁহার বিষয়ে সকলই মিথ্যা কহিতে হয়। কিন্তু যদি ধর্ম্মগ্রন্থদ্বারা তাঁহার অতুল্য গুণাদি অতিশয় মহদ্রূপে হইল, তবে তাহা কিরূপে মিথ্যা কহিতে পারি? আর তাঁহার বিষয়ে যাহা ২ লিখিত আছে, সে সমস্ত কি মনুষ্যদের মধ্যে হইতে পারে? কোন প্রকারেই নহে, অতি অসম্ভব বটে। আর পৃথিবীর সমস্ত দেশীয় লোকদের বিবরণ পাঠ করিয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ন্যায় গুণেতে ও মহত্ত্বে পূর্ণ কোন লোকের বিষয় কখন কি জ্ঞাত হইয়াছ? আরও সেই নিষ্পাপ ধর্ম্মময় নম্র দয়াময় ও প্রেমময় যীশু যদি ঈশ্বরহইতে ক্ষমতা না পাইতেন, তবে কেমন করিয়া অসংখ্য ২ পবিত্র লোকদিগকে আপন ধর্ম্মমধ্যে আনয়ন করাইয়া তাহাদিগের এমত স্থিরতা ও দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারিতেন, যে তাহারা মৃত্যুভয়ও ত্যাগ করিয়া তপ্ত তৈলে ও লৌহশলাকায় ও তলওয়ারে ও অগ্নিতে সেই তারক প্রভুর সাক্ষির নিমিত্তে আপনাদিগকে সমর্পণ করিবে? তাহা কোন মতেই সম্ভব হইত না। অতি সাধারণ জ্ঞানদ্বারাও তাঁহার অসাধারণ গুণ ও ক্ষমতা প্রযুক্ত তাঁহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু হায় ২ জ্ঞানপ্রাপ্ত মনুষ্য হইয়াও তাহা না পাওনের মত জ্ঞানশূন্য হইয়া সমস্ত যথার্থ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অশেষ ভ্রমসাগরে নিমগ্ন হইতেছে। যাহা হউক, যথার্থ বিচারদ্বারা এই স্থির হইতেছে, যে উপরোক্ত সমস্ত মহদ্‌গুণাদি ও ঈশ্বরোপযুক্ত ক্ষমতা হেতুক অতিস্পষ্টই জানা যায় যে তিনি ঈশ্বর বটেন।

আকাশে উঠিবার কথা।

১ থিষলনীকীয় ৪। ১৭। পরে অবশিষ্ট জীবিত লোকেরা তাহাদের সহিত মেঘারূঢ় হইয়া আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে নীত হইবে, তাহাতে সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে একত্র থাকিবে, এই কথাদ্বারা পরস্পর আপনাদিগকে সান্ত্বনা কর।

হে প্রিয় বন্ধুগণ, ইহা তোমাদের কি আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে? যেহেতুক আমরা ভূমিহইতে চুলমাত্র ঊর্দ্ধে উঠিতে পারি না, তবে আকাশে কি প্রকারে উঠিব? হে বন্ধুগণ, আশ্চর্য্য জ্ঞান

করিও না। ১ করন্থীয় ১৫ অ ৫১ পদে লেখা আছে, দেখ আমি তোমাদের নিকটে এক নিগূঢ় কথা প্রকাশ করি। আমরা তাবৎ মনুষ্য মহানিদ্রাগ্রস্ত হইব না, কিন্তু শেষদিনে যে সময়ে তূরী-বাদ্যের শব্দ হইবে, তৎকালে এক বিপল বরং এক নিমিষের মধ্যে রূপান্তর হইব।

আর ফিলিপীয় ৩; ২০ পদে লেখে, ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যে মহাশক্তিদ্বারা তাবৎকে আপনার বশীভূত করিতে পারেন, সেই শক্তিদ্বারা আমাদের অধম শরীরকে আপনার তেজোময় শরীরের সদৃশ করিবেন।

হে বন্ধুরা, অসম্ভব জ্ঞান করিও না যে আমরা কি প্রকারে ঊর্দ্ধস্থিত আকাশে উঠিতে পারিব? দেখ আমি তোমাদের কাছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছি। যে প্রজাপতি প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ কীটাবস্থায় উড়িতে পারে না, সে অল্পকালের মধ্যে রূপান্তর হইয়া পতঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াতে ঊর্দ্ধে উড্ডীয়মান হয়। ভাল, যদি প্রভু আমাদিগকে আপন তেজোময় শরীরের সদৃশ তেজস্বী করিবেন, তবে যেমন প্রভু আকাশে উঠিলেন, আমরাও তদ্রূপ উঠিব। ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

এখন আমি তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তোমরাও কি সেই দিনের প্রত্যাশী আছ? যেমন প্রকাশিতের ২২, ২০ পদে আছে, যে আজ্ঞা, প্রভো যীশু আইস।

আর তোমাদের মনের কি এই কথা যেমন যিশয়িয় ২৫; ৯ পদে লেখা আছে, যথা, সে সময়ে তাহারা বলিবে, দেখ, এই আমাদের ঈশ্বর, আমরা ইহাঁর অপেক্ষা করিয়াছি, ইনি আমাদিগকে ত্রাণ করিয়াছেন, ইনিই পরমেশ্বর। আমরা ইহাঁর অপেক্ষা করিয়াছি, আমরা ইহাঁর কৃত পরিত্রাণেতে আনন্দ ও জয়ধ্বনি করিব।

হে প্রিয় বন্ধুগণ, কতক দিন হইল এক জন সাহেব সমাচার দিয়াছিল যে বেলুন দ্বারা আকাশে উঠিব। তাহাতে দুই তিন লক্ষ মনুষ্য সেই দিনের এমন প্রয়াসী ছিল যে সেই দিন উপস্থিত হইলে এই মহানগরের মধ্যে প্রায় সমস্ত কর্ম্মই বন্ধ হইল, এবং সেই সাহেবকে আকাশে উঠিতে দেখিবার আশাতে

কতক লোক পদব্রজে কতক বা গাড়ি ও নৌকা আরোহণ করিযা নিরূপিত স্থানে উপস্থিত হইল। কিন্তু উপস্থিত লোক-দের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হওয়াতে দুঃখিত হইযা ফিরিয়া আইল, যেহেতুক ঐ সাহেব কোন কারণে উঠিতে পারিল না। পরে ঐ সাহেব আর এক দিন স্থির করিল, তাহাতে লোকেরা সেই দিনের এমন প্রত্যাশী ছিল যে সেই দিন উপস্থিত হইবামাত্র সমস্ত লোক পুনরায় মিলিত হইল, কিন্তু সেই দিনেও কোন কারণ প্রযুক্ত উঠিতে পারিল না। কিছু দিন পরে সাহেব আর এক দিন স্থির করিল। আর সেই দিনে কিয়ৎ দূর পৃথিবীহইতে আকাশে উঠিল, আর কত লোক তাহা দেখিল। কি খেদের বিষয়? এক মনুষ্য পৃথিবীহইতে কিছু দূর আকাশে উঠিবে ও নামিবে, ইহা দেখিতে অনেকেই চেষ্টা করিয়াছিল, আর ছোট ও বড় লোক সকলেই প্রায় কেমন উৎযোগী ছিল। কিন্তু প্রভু-দের প্রভু মেঘারূঢ় হইযা আসিতেছেন, তাঁহাকে দেখিতে কে উদযোগী আছে? এবং নিজে আকাশে প্রভুর সঙ্গে আলাপ করিবে, ইহাতেই বা কে আনন্দিত আছে? যদি শুনা যায় যে এক দরিদ্র ব্যক্তি রাজা বা ধনবান হইয়াছে, তবে তাহাকে দেখিতে অনেকে আনন্দিত হইবে। কিন্তু নিজে রাজা ও ধনবান হইতে পারে এমন উপায থাকিলেও কেহই তদ্বিষয়ে আনন্দ ও চেষ্টা করে না। মনুষ্যের কেমন অজ্ঞানতা। এক ব্যক্তি বেলুনদ্বারা আকাশে উঠিবে, তাহা দেখিতে মানুষের কেমন চেষ্টা ও আনন্দ, কিন্তু নিজে তোমরা প্রভুর সঙ্গে আকাশে সাক্ষাৎ করিবা, ইহার নিমিত্তে যে আনন্দ ও চেষ্টা তাহা প্রায় কাহারো নাই, বরং ঈশ্ব-রের সেবার নিমিত্তে মানুষ কত প্রকার ছল ও বাধা জন্মাইতে চেষ্টা পায়। এ কি আশ্চর্য্য বিষয়। বেলুনদ্বারা উপরে উঠিবে ইহা দেখিতে কত ব্যয় ও ব্যামোহ সহে, এবং ঐ বাধা সকল না মানিয়া সেই নিরূপিত স্থানে উপস্থিত হয়। এই কেমন খেদের বিষয়। হে বন্ধুগণ, তোমরা দেখিলা যে ঐ উক্ত সাহেব দুইবার বাধা পাইল, যাহাতে ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিল না; কিন্তু তৃতীয় বারে কিঞ্চিৎ উপরে উঠিয়াছিল বটে, তথাপি সম্পূর্ণ রূপে পারে নাই। কিন্তু যে দিন প্রভু স্থির করিয়াছেন যাহাতে তিনি মেঘারূঢ়

হইয়া আসিবেন, আর তোমরা আকাশে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে উঠিবা, সেই দিনে কে বাধা দিতে পারে? কি ঝড় কি মেঘ ইত্যাদি? কেহই পারিবে না। আরও বলি, দেখ দুই বার তোমাদের পরিশ্রম বৃথা হইল, তৃতীয় বারে তোমরা দেখিলা যে ঐ সাহেব কিছু দূর উপরে উঠিল। ভাল, ইহাতে তোমাদের কি লাভ হইল? কিন্তু তোমরা যে মেঘারূঢ় হইয়া আকাশে উঠিয়া প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবা, ইহার নিমিত্তে যদি যত্ন ও চেষ্টান্বিত হও, তবে তাহাতে অনেক লাভ পাইবা। যেমন প্রকাশিত পুস্তকে লিখিত আছে, যথা, ২২; ১২, দেখ, আমি যীশু ত্বরায় আসিতেছি, প্রত্যেক মনুষ্যকে আপন২ কর্ম্মানুসারে ফল দিতে আমার নিকটে পুরস্কার আছে। এখন হে প্রিয় বন্ধুগণ, তোমরা মনে করিও না যে ঐ উক্ত বিষয়ে আমি তোমাদিগকে দোষী করিতেছি। তাহা নহে, বরঞ্চ আমার ইচ্ছা এই যে তোমাদের মনের গতি কোন্ দিগে আছে তাহা তোমরা আপনারা দেখ, এবং প্রভুর আগমনে ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করণে যে আনন্দ জন্মে, তাহা মনে ধারণ কর। যদি তোমরা প্রস্তুত নহ, তবে প্রস্তুত হইতে অবিলম্বে চেষ্টা কর। কিন্তু যদি প্রস্তুত আছ, তবে তোমরা ধন্য, তবে আনন্দচিত্তে বল, যে হে প্রভু যীশু আইস।

তোমার বন্ধু সুজাত আলি।

অভিষিক্ত ত্রাতার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য নাসরতীয় যীশুতে পূর্ণ হয় ইহার প্রমাণ।

১ ভাগ।

অভিষিক্ত ত্রাতার কাল ও জন্মের বিষয়।

"যদবধি শীলোর সান্ত্বনাকারির আগমন না হয়, তাবৎ যিহূদাহইতে রাজদণ্ড ও তাহার বংশহইতে বিচারাধ্যক্ষতা যাইবে না; এবং তাঁহার নিকটে লোকদের সংগ্রহ হইবে।" আ ৪৯; ১০।

"তাহাতে পীলাত বলিল, তোমরা ইহাকে লইয়া আপনাদের ব্যবস্থামতে বিচার কর। তখন যিহূদীয়েরা উত্তর করিল, কোন মনুষ্যের প্রাণদণ্ড করিতে আমাদের অধিকার নাই।" যো ১৮; ৩১।

নাসরতীয় যীশুর জন্মকালে যিহূদা বংশীয় রাজত্বের শেষ হওনাবধি ইস্রায়েল লোক রাজহীন ও অধ্যক্ষহীন ও যজ্ঞহীন ও প্রতিমাহীন ও এফোদহীন ও ঠাকুরহীন হইয়া রহিয়াছে, ইহাহইতে এই প্রমাণ হয় যথা যিশয়িয় ভবিষ্যদ্বক্তার বাক্যানুসারে অভিষিক্ত ত্রাতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যি ৫৩, ৩।

"পরমেশ্বরের ভয়ঙ্কর মহাদিনের পূর্ব্বে আমি তোমাদের নিকটে এলিয় ভবিষ্যদ্বক্তাকে প্রেরণ করিব। আমি আসিয়া যেন দেশকে শাপগ্রস্ত না করি, এই নিমিত্তে সে সন্তানদের প্রতি পিতৃগণের মন ও পিতৃগণের প্রতি সন্তানদের মন ফিরাইবে।" মলাখি ৪; ৫, ৬।

"দেখ, আমি আপন দূতকে প্রেরণ করিলে সে তোমার অগ্রে যাইয়া পথ প্রস্তুত করিবে; এবং তোমরা যে প্রভুকে অন্বেষণ কর তিনি হঠাৎ আপন মন্দিরে আসিবেন। সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, দেখ যাঁহাতে তোমাদের সন্তোষ আছে সে নিয়মের দূত আসিবেন।" মলাখি ৩; ১।

"প্রান্তরে এক বাক্যবাদি রব আছে, পরমেশ্বরের পথ প্রস্তুত কর ও প্রান্তরের মধ্যে আমাদের ঈশ্বরের রাজপথ সমান কর। প্রত্যেক নিম্ন ভূমি উচ্চ হইবে, এবং পর্ব্বত ও উপপর্ব্বত সকল নিম্ন হইবে, এবং বক্র পথ সরল হইবে, ও উচ্চনীচ ভূমি সমান হইবে। এবং পরমেশ্বরের প্রতাপ প্রকাশ পাইবে, ও তাবৎ প্রাণী একত্র তাহা দেখিবে, এ কথা পরমেশ্বরের মুখেতে কথিত হইয়াছে।" যিশ ৪০; ৩-৫।

"সে সময় যোহন নামক অবগাহক যিহূদা দেশের প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া প্রচার করিয়া কহিল, মন ফিরাও, স্বর্গের রাজত্ব সন্নিকট হইল। প্রান্তরে এ বাক্যবাদি এক জনের রব আছে, পরমেশ্বরের পথ প্রস্তুত কর, ও তাঁহার রাজপথ সমান কর, এই কথা যিশয়িয় ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা ঐ যোহনের বিষয় কথিত ছিল।" মথি ৩; ১।

"আর যোহনের ঐ সাক্ষ্য দেওনের বিবরণ এই; তুমি কে? এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে যে সময়ে যিহূদীয় লোকেরা যাজকদিগকে ও লেবিদিগকে যিরূশালমহইতে তাহার কাছে পাঠাইয়া দিল, তৎকালে সে অস্বীকার না করিয়া, আমি অভিষিক্ত ত্রাতা নহি, ইহা স্বীকার করিল। তখন তাহারা জিজ্ঞাসিল, তবে তুমি কে? কি এলিয়? সে কহিল, না। তাহাতে তাহারা জিজ্ঞাসিল, তবে তুমি কি সেই ভবিষ্যদ্বক্তা? সে কহিল, আমি সে নহি। তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তবে তুমি কে? আমরা গিয়া প্রেরণকর্ত্তাদিগকে তোমার বিষয়ে কি বলিব? আপনার বিষয়ে কি বল?" যো ১; ১৯-২৩।

যোহন এই স্থানে স্পষ্ট কহেন যে যিহূদীয়েরা এলিয়ের স অবতারের অপেক্ষা করিতেছিল তিনি সে নহেন। তথাপি আমরা অন্যান্য স্থানে পাঠ করি যথা সে এলিয়ের বিষয় মলাখি লেখেন সে এলিয় তিনি।

"তখন সে দূত তাহাকে কহিল, হে সিখরিয়, ভয় করিও না, তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে, তাহাতে তোমার স্ত্রী ইলিশেবা পুত্র প্রসব করিবে, ও তাহার নাম যোহন রাখিবা; আর সে তোমার আনন্দ ও হর্ষজনক হইবে; তাহার জন্মেতে অনেকেই আনন্দিত হইবে। যেহেতুক পরমেশ্বরের গোচরে সে মহান্ হইবে এবং দ্রাক্ষারস কি সুরা কিছুই পান করিবে না। আর জন্মাবধি ধর্ম্মাত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া ইস্রায়েল বংশের অনেককে প্রভু পরমেশ্বরের পথে আনিবে। এবং সন্তানদের প্রতি পিতৃগণের মন ফিরাইতে ও অনাজ্ঞাবহদিগকে ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করিয়া প্রভু পরমেশ্বরের সেবার নিমিত্তে এক জাতি প্রস্তুত করিতে সে এলিয়ের ন্যায় আত্মা ও শক্তিবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার অগ্রে গমন করিবে।" লূক ১; ১৩-১৭।

"অনন্তর তাহারা প্রস্থান করিলে পর যীশু যোহনের বিষয়ে লোক সমূহকে কহিলেন, তোমরা প্রান্তরের মধ্যে কি দেখিতে বাহিরে গিয়াছিলা? কি বায়ুকম্পিত নল? তোমরা কি দেখিতে বাহিরে গিয়াছিলা? কি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিহিত কোন মনুষ্যকে? দেখ, যাহারা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করে তাহারা রাজধানীতে থাকে। তবে তোমরা কি দেখিতে বাহিরে গিয়াছিলা? কি এক

জন ভবিষ্যদ্বক্তাকে? তাহাই বটে। বরঞ্চ সে ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বক্তা-হইতেও শ্রেষ্ঠ, ইহা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি। কেননা দেখ আমি আপন দূতকে তোমার অগ্রে প্রেরণ করিলে সে তোমার অগ্রে যাইয়া তোমার পথ প্রস্তুত করিবে. যাহার বিষয়ে এ কথা লিখিত আছে সে এই যোহন। আর আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, স্ত্রীলোকের গর্ব্ভজাত সকলের মধ্যে যোহন অবগাহকহইতে শ্রেষ্ঠ কেহই নহে; তথাপি স্বর্গরাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র যে ব্যক্তি সে তাহাহইতেও শ্রেষ্ঠ হয়। এবং যোহনের কালাবধি এখন পর্য্যন্ত স্বর্গরাজ্য বলাক্রান্ত হইয়া আসিতেছে, ও আক্রমি লোকেরা বলেতে তাহা অধিকার করিয়া আসিতেছে। যেহেতুক যোহন পর্য্যন্ত তাবৎ ভবিষ্যদ্বক্তা ও ব্যবস্থাদ্বারা উপদেশ প্রকাশিত হইল। আর তোমরা যদি এ কথা গ্রাহ্য করিতে পার, তবে ভাল, যে এলিয়ের আগমনের কথা আছে, সে এই ব্যক্তি। যাহার শুনিতে কর্ণ থাকে সে শুনুক।' মথি ১১; ৭-১৫।

"তাহাতে যিশয়িয় কহিল, হে দায়ূদের বংশ, এখন মনোযোগ কর তোমরা মনুষ্যকে ব্যস্ত করণ অল্প জ্ঞান করিয়া কি আমার ঈশ্বরকেও ব্যস্ত করিবা? পরমেশ্বর আপনি তোমাদিগকে এক চিহ্ন দেন, দেখ, কন্যা গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে ও তাহার নাম ইম্মানুয়েল (আমাদের সহিত ঈশ্বর) রাখিবা।" যিশ ৭; ১৩,১৪!

"যীশু খ্রীষ্টের জন্মের বৃত্তান্ত। তাঁহার মাতা মরিয়ম নাম্নী কন্যা যূষফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হইলে তাহাদের সঙ্গ হওনের পূর্ব্বে ঐ কন্যা ধর্ম্মাত্মাদ্বারা গর্ব্ভবতী হইল। ইহাতে তাহার স্বামী যূষফ সজ্জন প্রযুক্ত তাহার কলঙ্ক প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাহাকে গোপনরূপে পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিল। সে এমত ভাবিতেছিল, ইতিমধ্যে পরমেশ্বরের দূত স্বপ্নযোগে তাহাকে দর্শন দিয়া কহিল, হে দায়ূদের সন্তান যূষফ, তুমি আপন স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না, কেননা ধর্ম্মাত্মাদ্বারা তাহার গর্ব্ভ হইল। সে পুত্র প্রসব করিবে, এবং তুমি তাহার

নাম যীশু রাখিবা। কারণ তিনি আপন লোকদিগকে তাহাদের পাপহইতে ত্রাণ করিবেন। এই রূপ হওয়াতে, দেখ এক কন্যা গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাহার নাম ইম্মানুয়েল্ হইবে, পূর্ব্বে ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা ঈশ্বর এই যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হইল। পরে যূষফ নিদ্রাহইতে উঠিয়া পরমেশ্বরের দূতের প্রত্যাদেশানুসারে আপন স্ত্রীকে গ্রহণ করিল; কিন্তু যে পর্য্যন্ত সে স্ত্রী আপন প্রথমজাত পুত্রকে প্রসব না করিল, তাবৎ যূষফ্ তাহাতে উপগত হইল না; পরে পুত্রের নাম যীশু রাখিল।" মথি ১; ১৮-২৫। (দেখ লূ ১; ২৬-৩৫)

"কিন্তু হে বৈৎলেহম ইফ্রাথা, যদ্যপি তুমি যিহূদাদেশের সকল রাজধানীর মধ্যে ক্ষুদ্র হও, তথাপি আমার ইস্রায়েল লোকদের প্রতিপালন করিবেন, এমত জগদাদি অনাদি মন্নিরূপিত রাজা তোমার মধ্যহইতে উৎপন্ন হইবেন।" মীখ ৫; ২১।

"অনন্তর হেরোদ নামক রাজার অধিকার সময়ে যিহূদাদেশের বৈৎলেহম নগরে যীশুর জন্ম হইলে পর কএক জ্যোতির্বেত্তা পূর্ব্বদিগহইতে যিরূশালম নগরে আসিয়া কহিল; যিহূদীয়দের যে রাজা জন্মিয়াছেন তিনি কোথায়? আমরা পূর্ব্বদিগে থাকিয়া তাঁহার তারা দেখিতে পাইলাম, অতএব তাঁহাকে প্রণাম করিতে আইলাম। এ কথা শুনিয়া হেরোদ রাজা যিরূশালম নগরস্থ সকল লোকের সহিত উদ্বিগ্ন হইয়া তাবৎ প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, খ্রীষ্ট কোথায় জন্মিবেন? তাহাতে তাহারা কহিল, যিহূদা দেশের বৈৎলেহম নগরেতে, কেননা ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা এই মত লিখিত আছে, হে যিহূদা দেশস্থ বৈৎলেহম, তুমি যিহূদাদেশের সকল রাজধানীর মধ্যে ক্ষুদ্র নও। যেহেতুক আমার ইস্রায়েল লোকদের প্রতিপালন করিবেন, এমন এক রাজা তোমার মধ্যহইতে উৎপন্ন হইবেন।" মথি ২; ১-৬।

"অপর সে কালে অগস্ত কৈসর্ রাজ্যের সমুদয় লোকের নাম লিখিয়া দিতে আজ্ঞা দিল। তদনুসারে কুরীণীয় নামে সুরিয়া দেশের শাসনকর্ত্তার পূর্ব্বে এই নাম লিখিয়া লইবার আরম্ভ হইল। অতএব নাম লিখিবার নিমিত্তে প্রত্যেকে আপন ২ নগরে

গমন করিল। তাহাতে যূষফ্‌ও বাগ্‌দত্তা আপন গর্ব্ভবতী স্ত্রী মরিয়মের সহিত নাম লিখিয়া দিবার জন্যে গালীল প্রদেশের বৈৎলেহম নামক দায়ূদের নগরে গেল। যেহেতুক সে দায়ূদ্‌ রাজের কুলজ ও বংশজাত ছিল। অপর তাহারা সে স্থানে থাকিতে ২ মরিয়মের প্রসব সময় সম্পূর্ণ হইলে সে ঐ প্রথম সন্তানকে প্রসব করিল। কিন্তু ঐ উত্তরণীয় গৃহে স্থানাভাব প্রযুক্ত বালককে বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া গোশালাতে রাখিল।" লূক ২ ; ১-৭

"যিশয়রূপ মূড়াহইতে এক পল্লব নির্গত হইবে ও তাহার মূলহইতে নির্গত পল্লব ফল্‌বান্‌ হইবে। এবং পরমেশ্বরের আত্মা অর্থাৎ জ্ঞান ও বুদ্ধিদায়ক আত্মা ও পরামর্শ ও পরাক্রমদায়ি আত্মা এবং পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞান ও ভয়জনক আত্মা তাঁহার উপরে আবির্ভূত হইবেন। তিনি পরমেশ্বরের বিষয়ক ভয়ে সুবিবেচক হইবেন, তাহাতে চক্ষুর দৃষ্টি অনুসারে বিচার করিবেন না, ও কর্ণের শ্রবণানুসারে বিচারনিষ্পত্তি করিবেন না, কিন্তু দীনহীনদের যথার্থ বিচার করিবেন, ও পৃথিবীস্থ নম্র লোকদের জন্যে যথার্থরূপ বিচার নিষ্পত্তি করিবেন, ও আপন মুখের দণ্ডাজ্ঞাদ্বারা পৃথিবীকে নষ্ট করিবেন ও ওষ্ঠাধরের প্রশ্বাসদ্বারা পাপিগণকে বধ করিবেন। এবং ধর্ম্ম তাঁহার পটুকা, ও বিশ্বস্ততা তাঁহার কটিবন্ধ হইবে।" যিশ ১১ ;১-৫।

"পরমেশ্বর কহেন, দেখ যে সময়ে আমি দায়ূদের বংশে পুণ্যময় এক শাখা উৎপন্ন করিব, এবং যে সময়ে এক রাজা ভাগ্যবান হইয়া রাজত্ব করিয়া পৃথিবীতে ধর্ম্ম ও ন্যায় পালন করিবেন, এমত সময় আসিতেছে। তাঁহার অধিকার সময়ে যিহূদা পরিত্রাণ পাইবে ও ইস্রায়েল নিরাপদে বাস করিবে, এবং 'পরমেশ্বরই আমাদের পুণ্য,' এই নামেতে তিনি বিখ্যাত হইবেন।" যির ২৩; ৫,৬।

"তাহাতে দূত কহিল, ও গো মরিয়ম, ভয় করিও না; তোমার প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ আছে। দেখ, তুমি গর্ব্ভিণী হইয়া এক পুত্র প্রসব করিবা ও তাঁহার নাম যীশু রাখিবা। তিনি মহান্‌ হইবেন এবং সর্ব্বোপরিস্থের পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবেন, আর

প্রভু পরমেশ্বর তাঁহার পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন।" লূক ১; ৩০-৩২।

"আর অগ্রপশ্চাৎগামি লোক সকল উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, জয় ২ দায়ূদের সন্তান। যিনি পরমেশ্বরের নামেতে আসিতেছেন তিনি ধন্য; সর্ব্বোপরিস্থ স্বর্গেতেও জয়ধ্বনি হউক।" মথি ২১: ৯। মথি ১; ১৭। লূক ২; ৪-১২।

"আমি নিয়ম প্রকাশ করিব, পরমেশ্বর আমাকে কহিয়াছেন, তুমি আমার পুত্র, আমি অদ্য তোমাকে জন্ম দিলাম।" গীত ২; ৭।

"তখন মরিয়ম ঐ দূতকে কহিল, আমি পুরুষের সঙ্গে ব্যবহার করি না, তবে কি প্রকারে ইহা সম্ভব হইবে? তাহাতে দূত কহিল, ধর্ম্মাত্মা তোমাতে আশ্রয় করিবেন এবং সর্ব্বোপরিস্থের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে; অতএব তোমার গর্ব্ভেতে যে পবিত্র বালক উৎপন্ন হইবেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র বিখ্যাত হইবেন।" লূক ১, ৩৪, ৩৫।

"পরে যীশু অবগাহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ জলমধ্যহইতে উঠিলেন; তাহাতে তাঁহার নিমিত্তে মেঘদ্বার মুক্ত হইলে তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় আপনার উপরে নামিয়া আসিতে দেখিলেন। আর এই আমার প্রিয় পুত্র; ইহাঁতেই আমার পরম সন্তোষ; এমন এক আকাশবাণী হইল।" মথি ৩; ১৬।

"আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন। এবং বাক্যই স্বয়ং ঈশ্বর।" যো ১; ১।

"ঐ বাক্য মনুষ্যাবতার হইয়া অনুগ্রহ ও সত্যতাতে পরিপূর্ণ হইয়া আমাদের সঙ্গে বাস করিলেন, তাহাতে পিতার অদ্বিতীয় পুত্রের যে মহিমা, তাঁহার সে মহিমা দেখিতে পাইলাম।" যো ১; ১৪।

"এই কথা কহিবার সময়ে এক উজ্জ্বল মেঘ তাহাদিগকে ছায়া করিল; এবং সে মেঘহইতে এই আকাশবাণী হইল, ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমার পরম সন্তোষ, ইহাঁর কথায় তোমরা মনোযোগ কর।" মথি ১৭, ৫।

"সম্প্রতি আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে; অতএব হে পিতঃ, এই সময়হইতে আমাকে রক্ষা কর, আমি কি ইহা কহিব? কিন্তু আমি এই সময়ের নিমিত্তে অবতীর্ণ হইয়াছি। হে পিতঃ, আপন নামের মহিমা প্রকাশ কর। তাহাতে আমি আপন নামের মহিমা প্রকাশ করিয়াছি, পুনর্ব্বারও প্রকাশ করিব, সে সময়ে এই রূপ আকাশবাণী হইল।" যো ১২; ২৭, ২৮।

শিশুগণের নিদর্শন।

আমার মেষশাবকগণকে পালন কর।

১ সূর্য্যের অস্ত হওন।

সূর্য্য অস্ত হইতেছে; আলো যাইতেছে। দেখ, তাহা অস্ত হইয়া আমাদের অদৃশ্য হইল। না না বাপু, সূর্য্য পুনরায় কল্য ধক্‌ধকিয়া মেঘের মধ্যখানে উদয় হইবে। এবং জ্যোতির্ম্ময় রথে আরোহণ করিয়া পরিষ্কৃত নীলবর্ণ আকাশপথ দিয়া গমন করিবে।

হে ছোট শিশু, দেখ, যেমন পর্ব্বতের আড়ালে সূর্য্য মগ্ন হইলে রাত্রি হওয়াতে পৃথিবীর এই ভাগের লোকেরা আর কিছু দেখিতে পায় না, সেই রূপ তুমিও অল্পকাল পরে কবরে গেলে এই জগতের দ্রব্যাদি আর কিছুই দেখিতে পাইবা না। কিন্তু যে কেহ আমাদের প্রভুকে প্রেম করে, সে অদৃশ্য না হইয়া কল্যকার সূর্য্য অপেক্ষা অধিক গৌরবান্বিত হইয়া কবরহইতে পুনরুত্থিত হইবে, "এবং চিরসমকিরণদায়ি তারাগণের ন্যায় স্বর্গীয় কিরণের দীপ্তি প্রদান করিতে থাকিবে।" দানি ১২; ৩।

প্রমাণবচন।

তন্নিমিত্তে আমার মন আনন্দিত ও আমার জিহ্বা আনন্দেতে গান করিবে, আমার শরীরও প্রত্যাশাতে শয়ন করিবে। যে হেতুক তুমি পরলোকে আমার আত্মাকে পরিত্যাগ করিবা না, ও নিজ পুণ্যবান্‌কে ক্ষয় পাইতে দিবা না। এবং আমাকে জীবনের পথ দর্শন করাইবা ও আপনার সম্মুখে যে আনন্দ

ও আপনার দক্ষিণে যে অনন্ত সুখ তাহাতে আমাকে পূর্ণ করিবা। গীত ১৬; ৯-১১।

তখন ধার্ম্মিক লোকেরা আপনাদের পিতার রাজ্যেতে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ হইবে। মথি ১৩. ৪৩।

দেখ, আমি তোমাদের নিকটে এক নিগূঢ় কথা প্রকাশ করি, তাবৎ মনুষ্য মহানিদ্রাগ্রস্ত হইবে না, কিন্তু শেষদিনে যে সময়ে তূরীবাদ্যের শব্দ হইবে, তৎকালে এক বিপল বরং এক নিমিষের মধ্যে সকলে রূপান্তর হইবে কেননা তূরী বাজিবে এবং কবরস্থ মৃত লোকেরা অক্ষয় হইয়া উঠিবে। আর সকলে রূপান্তর হইবে। ১ করিন্থীয় ১৫; ৫১-৫৩।

শ্রীরামপুর, মার্চ্চ ১৮৪৯। ল, ভ,

শিশুদের গীত।

ত্রাণকর্ত্তা যীশু শিশু জন্মিয়া জগতে।
কেমন সুধীর তিনি ছিলেন মনেতে॥
আমি যেন করি তাঁর ক্রিয়া অনুসারে।
অভিমানী কিম্বা ক্রোধী না হই সংসারে॥

যে কালে প্রভুর দেহে আছিল জীবন।
পিতৃমাতৃ বশে তিনি ছিলেন যেমন॥
সেইরূপ করি যেন যত আমি পারি।
প্রভুর নিকটে যেন হই আজ্ঞাকারী॥

আমাদের প্রতি দয়া করিয়া বিশেষ।
আপনি দিলেন প্রভু কিবা উপদেশ॥
মনের ফিরণ আর পাপের মোচন।
চাহিলে পাইব তাঁর লইয়া শরণ॥

স্বয়ং যিনি মহাক্রোধ ভুগিলেন ক্রুশে।
রক্তপাত হৈল কিবা তাঁর উরোদেশে॥
পাপিগণে নরকেতে করিতে নিস্তার।
সহিলেন দেহে তাহাদের পাপভার॥

কাঁটার মুকুট আর যথোচিত ক্লেশ।
ভুগিলেন যীশু ত্রাতা সেহেতু অশেষ॥
সহিলেন প্রভু সব আপন শরীরে।
মাত্র আমাদের দুঃখ খণ্ডিবার তরে॥
ক্রুশোপরে নিজ প্রাণ দিবার কারণ।
আহা মরি হৈল দেখ কোঁকানি কেমন॥
ঈশ্বরাজ্ঞা সত্য বটে সেই তো কারণ।
মৃত্যু নাহি তাঁর মাত্র মোদের মরণ॥

কেন বা আপনি খ্রীষ্ট দিলেন জীবন।
মৃত্যু বশে ভুগিলেন তাহায বন্ধন॥
কবরে তাঁহাকে পাপে কৈল আচ্ছাদন।
কুশলে আমার যেন হয় হে মরণ॥

কবরহইতে পুনঃ হইল উত্থান।
তাহাতে আমরা দেখ পাই কিবা জ্ঞান॥
আমি যেন থাকি প্রভু খ্রীষ্টের শরণে।
ধর্ম্মেতে উঠিব আমি তবে শেষ দিনে॥

ধন্য ধন্য প্রভু তুমি প্রেমেতে অপার।
দয়া করি ছোট ছেলে কর হে উদ্ধার॥
হও হে প্রসন্ন প্রভো আমাদের প্রতি।
তোমার শরণে যেন রয় মোর মতি॥

বাল্যাবস্থার পাপের বিষয়।

১ বাল্য কালে শিশুগণ, করে মন্দ আচরণ,
সত্য ধর্ম্মে নাহি মন, ভুল ভ্রান্তি অগণন।
২ কেহ প্রভুর নাম ধরে, বাল্যে কেহ তুচ্ছ করে,
যেই জিহ্বা হেন করে, নরকগামী সেই জন॥
৩ কেহ মাত্র করে খেলা, প্রভুর দিন করি হেলা,
নাহি যায় ধর্ম্মশালা, পাবে দণ্ড ঘোরতর

৪ কেহ দুষ্ট খল হয়, নাহি করে পিতৃভয়,
না দেখিবে প্রেমময়, প্রভু যীশু নরেশ্বর ॥
৫ কেহ ক্রমে শিখে ধর্ম্ম, ত্যাগ করে পাপ কর্ম্ম,
ঈশ্বর জানিয়া মর্ম্ম, করেন তাকে ভাল জ্ঞান।
৬ কেহ বা কুশিক্ষা পায়, কেহ মিথ্যা কথা কয়,
পাবে দণ্ড অতিশয়, যথা আছে শয়তান্ ॥
৭ কেহ আত্ম অহংকারে, গালি দেয় রাগ ভরে,
কয়িন্ যেই কদাচারে, বধিল ভাইযের প্রাণ।
৮ যেই শিশু বুঝে হিত, কার্য্য করে যথোচিত,
যে করে তদ্বিপরীত, হবে পাপী সে কারণ ॥
৯ আইস সব শিশুগণ, লই গে খ্রীষ্টে শরণ,
পাব খ্রীষ্ট শ্রীচরণ, হবে স্বর্গে আরোহণ ॥

ধর্ম্মশিক্ষার ফল।

১ ঈশ্বরীয় জ্ঞান পায় যত শিশুগণ।
কুশলে তাহারা কাল করয়ে যাপন ॥
প্রভুর কথায় যারা ছাড়িবেক পাপ।
স্বর্গে পাবে মহাসুখ না হবে সন্তাপ ॥
২ অলসেতে যদি কেহ মরিয়া যাইবে।
তবে তাহাদের আত্মা প্রভু না রাখিবে ॥
এবে যদি যীশু খ্রীষ্টে কারো প্রেম হয়।
তবে সে তাঁহার কাছে রহিবে নিশ্চয় ॥
৩ এখানে খ্রীষ্টেতে কেহ করিলে বিশ্বাস।
তবে স্বর্গপুরে সেই না হবে নৈরাশ ॥
তথায় ক্রন্দন আর দুঃখ নাহি হয়।
কেবল মঙ্গল দিন সর্ব্বদা উদয় ॥
৪ প্রভু প্রতি ভক্তি করে যদি দিয়া মন।
তাঁহার সহিত বাস করে সেই জন ॥
অটল জানিবা সেই ঈশ্বরবচন।
অনন্তায়ু পায় দেখ যত সাধুজন ॥

প্রার্থনা।

আইস প্রভো আইস প্রভো মোরা শিশুগণ।
তোমার পবিত্র স্থান কর এই ক্ষণ॥
তোমার স্বভাব তুল্য কর মম মন।
প্রেমে যেন সবে করি তোমার অর্চ্চন॥

লেখালেখি।

সম্পাদক মহাশয়,

কোন২ ব্যক্তি কহে যে স্বর্গীয় দূতগণ স্বর্গহইতে মনুষ্যগণকে লক্ষ্য করে কিম্বা দেখিয়া থাকে, এবং ধর্ম্মপুস্তকহইতে দুই এক প্রমাণও দেয়। কিন্তু তাহারা কোনক্রমে দেখিতে পায় না, ইহাও কেহ২ স্বীকার করে। অতএব আপনি এতদুভয়ের মধ্যে কাহার প্রামাণ্য করেন, তাহা প্রমাণ সম্বলিত বাক্যদ্বারা আপনকার উপদেশকপত্রিকাতে প্রকাশ করিয়া অনুগ্রহাভিষিক্ত করিবেন। [কস্যচিৎ জিজ্ঞাসা।

[ইহার উত্তর যদি এতদ্দেশীয় কোন ভ্রাতা লেখেন, তবে সম্পাদককে অতিশয় বাধিত করিবেন। ১৮৪৮ শালের ২২০ পৃষ্ঠ দেখিবেন।]

ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

১। কে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন?

ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

২। তিনি কি কেবল তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন?

না, সেই ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী ও তাহার মধ্যে যে কিছু আছে, সেই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন।

৩। ঈশ্বরকে জানা যায় কি প্রকারে?

ঈশ্বর ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা আপনাকে জানাইয়াছেন।

৪। ঈশ্বর যে সেই ধর্ম্মপুস্তক দিয়াছেন তাহার কোন প্রমাণ আছে?

হাঁ, অনেক প্রমাণ আছে, বিশেষতঃ এই যে ধর্ম্মপুস্তক মানিলে মনুষ্য সান্ত্বনা পায় এবং ভাল হইয়া উঠে।

৫। ঈশ্বরকে কি দেখা যায় না?

না, ঈশ্বর আত্মা, তাঁহার আকার নাই, এই কারণ তাঁহাকে দেখা যায় না।

৬। ঈশ্বরের কি বিশেষ স্বভাব আছে?

পূর্ব্বে ঈশ্বর বিনা আর কিছু ছিল না, পরে তাঁহার আজ্ঞামাত্রদ্বারা সমস্তই সৃষ্ট হইল, এবং তিনি সেই সকল বস্তু রক্ষা না করিলে তাহা একেবারে লুপ্ত হয়।

৭। ঈশ্বর একই কি অনেক?

ঈশ্বর একই বটেন, তথাপি সেই ঈশ্বরে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই তিন আছেন।

৮। ঈশ্বরের আদি অন্ত কি কেহ বলিতে পারে

না, কেননা তিনি সর্ব্বদা আছেন, তাঁহার আদি অন্ত নাই।

৯। ঈশ্বর থাকেন কোথায়?

স্বর্গই তাঁহার বিশেষ বাসস্থান, কিন্তু তিনি সর্ব্বত্র আছেন।

১০। ঈশ্বরের কি শক্তি আছে?

তিনি সর্ব্বশক্তিমান, অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন।

১১। ঈশ্বর কি জ্ঞানবান আছেন?

হাঁ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, অর্থাৎ প্রথমাবধি সম্পূর্ণরূপে সকলই জানেন।

১২। ঈশ্বর কি তোমার মন জানেন?

হাঁ, তিনি আমার মনও জানেন, এবং আমার কথাও শুনেন, এবং আমার আচরণও দেখেন।

১৩। ঈশ্বর ভাল কি মন্দ?

ঈশ্বর কেবল ভাল, যেহেতুক তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র অর্থাৎ নির্ম্মল। ঈশ্বরেতে পাপের লেশও নাই।

১৪। ঈশ্বর কি পাপকে ঘৃণা করেন?

অবশ্য তিনি পাপকে ঘৃণা করেন, এবং তাঁহার দণ্ড দেন।

১৫। ঈশ্বর কি মনুষ্যের ন্যায় মিথ্যাবাদী ও চঞ্চল?

না, ঈশ্বর সত্যবাদী, এবং তাঁহার চাঞ্চল্য নাই।

১৬। ঈশ্বরের স্বভাবের বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকে আর কি লেখা আছে?

ইহাও লেখা আছে যে ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ অর্থাৎ অতি দয়াবান্।

১৭। ঈশ্বর কেমন করিয়া জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন?

যাহা ছিল না তাহা হউক বলিয়া তিনি ছয় দিনের মধ্যে সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

১৮। সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কোন্ ২ বস্তু প্রধান?

সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে স্বর্গদূতগণ ও মনুষ্যগণ প্রধান, যেহেতুক তাহারা সজ্ঞান।

১৯। জগৎ কাহার আছে?

জগৎ ঈশ্বরের আছে, কেননা তিনি তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন।

২০। ঈশ্বর কি জগতের প্রতি মনোযোগ করেন?

হাঁ, তিনি জগৎকে রক্ষা করেন, বিশেষতঃ মনুষ্যদের খাদ্য দ্রব্যাদি যোগাইয়া দেন।

২১। এই জগতে যাহা ঘটে, তাহা ঈশ্বর জানেন কি না?

হাঁ, তিনি প্রথমাবধি সকলই জানেন, এবং কি ঘটিতে দিবেন, কি বা ঘটিতে না দিবেন, তাহা প্রথমাবধি স্থির করিয়াছেন।

২২। ঈশ্বর কি ছোট ঘটনাতেও মনোযোগ করেন?

হাঁ, লিখিত আছে, যে তাঁহার অনুমতি বিনা একটি চটকপক্ষীও ভূমিতে পড়ে না, এবং আমাদের মস্তকের কেশ সকলও গণিত আছে।

২৩। ঈশ্বর কি স্বর্গদূতগণের ও মনুষ্যগণের শাসন করেন?

হাঁ, তিনি তাহাদিগকে উত্তম আজ্ঞা দেন, এবং সেই আজ্ঞানুসারে তাহাদের বিচার করেন।

২৪। ঈশ্বর কি ন্যায়কারী আছেন?

হাঁ, তিনি ন্যায়কারী আছেন, কেননা যাহার যেরূপ শক্তি তাহাকে সেই রূপ আজ্ঞা দেন, এবং যাহার যেরূপ কর্ম্ম তাহাকে সেই রূপ ফল দেন।

২৫। স্বর্গদূতগণের মধ্যে কি সকলে ঈশ্বরের আজ্ঞা মানে?

স্বর্গদূতগণের মধ্যে অনেকে সর্ব্বদা ঈশ্বরের আজ্ঞা মানিয়া আসিতেছে, কিন্তু শয়তান ও তাহার দল ঈশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করিয়াছে, সেই কারণ ভারি দণ্ড পাইতেছে।

২৬। শয়তান ও তাহার দলভুক্ত দূতগণ সেই দণ্ডহইতে কি কখনো রক্ষা পাইবে?

না, শয়তানাদি পতিত দূতগণ সর্ব্বদা দণ্ড ভোগ করিবে, কখনো রক্ষা পাইবে না।

২৭। মনুষ্য সকলে কি ঈশ্বরের আজ্ঞা মানে?

না, মনুষ্যমাত্র পাপেতে পতিত হইয়াছে, অর্থাৎ ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, এবং দণ্ডের যোগ্য পাত্র আছে।

২৮। মনুষ্য কি সেই দণ্ডহইতে রক্ষা পাইতে পারে?

হাঁ, ঈশ্বর আপনি মনুষ্যের পরিত্রাণের উপায় করিয়াছেন।

২৯। সেই পরিত্রাণের উপায় কি?

পিতা ঈশ্বর পাপি মনুষ্যদের পরিত্রাণার্থে আপন পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে দিয়াছেন, এবং পবিত্র আত্মা কোন২ পাপি মনুষ্যকে সেই পরিত্রাণ গ্রাহ্য করান।

৩০। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কি স্বয়ং ঈশ্বর?

হাঁ, লিখিত আছে, সর্ব্বাধ্যক্ষ সদাকাল সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর যে খ্রীষ্ট তিনি যিহূদীয়দের বংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

৩১। যে কর্ম্ম কেবল ঈশ্বর করিতে পারেন, এমত কোন কর্ম্ম কি প্রভু যীশু খ্রীষ্ট করিয়াছেন কিম্বা করিতেছেন?

হাঁ, খ্রীষ্টদ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং তিনি আপন শক্তি-রূপ বাক্যেতে সকলি ধারণ করিতেছেন, এবং শেষে তিনি সকলের বিচার করিবেন। খ্রীষ্ট যদি ঈশ্বর না হইতেন, তবে এই সমস্ত কর্ম্ম করিতে পারিতেন না।

৩২। পবিত্র আত্মা কি স্বয়ং ঈশ্বর?

হাঁ, কেননা তাঁহার বিরুদ্ধে যে পাপ হয়, তাহা সকল পা-পের মধ্যে বড় পাপ, এবং সেই পাপের মার্জ্জনা কখনো হইবে না।

৩৩। পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই তিন যে একই ঈশ্বর, ইহা কি আমাদের বোধগম্য হইতে পারে?

না, কিন্তু ঈশ্বর একই আছেন, তথাপি সেই এক ঈশ্বরেতে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই তিন আছেন, ইহা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে; এবং যে কেহ পরিত্রাণ গ্রাহ্য করে সে পরীক্ষাদ্বারা তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পায়, এই কারণ তাহা সত্য জ্ঞান করিতে হয়।

৩৪। শয়তান কি সৃষ্টিকালাবধি পাপিষ্ঠ ছিল?

না, কেননা শয়তান ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু, এই কারণ প্রথমে পবিত্র ছিল।

৩৫। মনুষ্য কি সৃষ্টিকালাবধি পাপিষ্ঠ ছিল?

না, কেননা লেখা আছে যে ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্ত্তিতে মনু-ষ্যের সৃষ্টি করিলেন।

৩৬। মনুষ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্ট হইল এই কথার ভাব কি?

মনুষ্যের সার তাহার শরীরস্থ আত্মা, এবং সৃষ্টিকালে মনুষ্যের পবিত্র স্বভাব ছিল, এবং ঈশ্বর তাহাকে পৃথিবীর কর্ত্তৃত্ব দিয়াছিলেন, এই সকল বিষয়ে মনুষ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি ছিল, কেননা ঈশ্বর আত্মা এবং সম্পূর্ণরূপে পবিত্র এবং সকলের কর্ত্তা।

৩৭। মনুষ্যের আত্মা কি ঈশ্বরের এক অংশ?

না, মনুষ্যের আত্মা ঈশ্বরের অংশ নহে, কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট বস্তু।

৩৮। মনুষ্যের শরীর কি ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি?

যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর, তিনি মনুষ্যের শরীর গ্রহণ করিলেন, এবং এখনও তাঁহার সেই শরীর আছে; নতুবা মনুষ্যের শরীর ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি নহে।

৩৯। প্রথম মনুষ্যের নাম কি বলিতে পার?

প্রথম পুরুষের নাম আদম ও প্রথম স্ত্রীর নাম হবা; এই দুই জন তাবৎ মনুষ্যের আদি পিতামাতা।

৪০। আদমের ও হবার প্রথমে কি রূপ দশা ছিল?

প্রথমে তাহারা এদন দেশের বাগানে পরম সুখেতে বাস করিত, এবং নিষ্পাপ হওয়াতে ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র ছিল, এবং ঈশ্বর বার২ তাহাদের সহিত আলাপ করিতেন।

৪১। সেই সময়ে ঈশ্বর তাহাদিগকে কি বিশেষ আজ্ঞা দিয়াছিলেন?

ঈশ্বর তাহাদিগকে কহিয়াছিলেন, এই বাগানের মধ্যস্থানে ঐ যে গাছ আছে, তাহার ফল কোন মতে খাইও না, খাইলে মরিবা।

৪২। সেই গাছের নাম কি?

সেই গাছের নাম সদসৎ অর্থাৎ ভাল মন্দ জ্ঞানদায়ি বৃক্ষ, কারণ মন্দ কি তাহা সেই গাছের ফল না খাইলে মানুষ জানিতে পাইত না।

৪৩। সেই আজ্ঞা কি কঠিন ছিল না?

না, কঠিন ছিল না, কিন্তু ঈশ্বর যে মানুষের কর্ত্তা ইহার প্রমাণ ছিল।

৪৪। আদম ও হবা কি সেই আজ্ঞা মানিল?

কিছু কাল পর্য্যন্ত মানিল এমন বোধ হয়, কিন্তু শেষে তাহা লঙ্ঘন করিল।

৪৫। তাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল, ইহা কেমন ঘটিল?

দুষ্ট শয়তান সর্পের দেহে প্রবেশ করিয়া হবাকে বলিল, ঐ গাছের ফল খাইলে তোমরা মরিবা এই কথা মিথ্যা, বরং তাহা খাইলে তোমরা ঈশ্বরের সমান হইবা।

৪৬। ইহা শুনিযা হবা কি করিল?

হবা গাছের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মনে ২ কহিল, এ কেমন সুন্দর গাছ, বোধ হয তাহার ফল অতি মিষ্ট। ইহা ভাবিয়া ফল পাড়িয়া খাইল, পরে আদমকে দিলে সেও খাইল।

৪৭। সেই ফল খাইলে তাহারা কি একেবারে মরিল?

না, বিষ খাইলে মানুষ যেমন একেবারে মরে না, কিন্তু বিষের জ্বালাতে ক্লেশ পাইয়া নষ্ট হয়, তদ্রূপ তাহারাও একেবারে নষ্ট হইল না, কিন্তু সেই সমযাবধি পাপবিষের জ্বালাতে ক্লেশ পাইল, এবং মৃত্যুর অধীন হইল।

মনুষ্যের সৃজন ও পতন।

তৃতীয খণ্ড।

স্বর্গ সিংহাসনে থাকি পরম ঈশ্বর।
সকল বিষয় এই জানিয়া তৎপর॥
উদ্যানেতে আসি দিবা অবসান পরে।
ডাকেন নারীরে আর নরে উচ্চৈঃস্বরে॥
তাহারা তাঁহার রব করিয়া শ্রবণ।
সমুখহইতে তাঁর রহিল গোপন॥
তুমি কোন স্থানে প্রশ্ন করেন ঈশ্বর।
কহেন আদম তবে পাইয়ে তব স্বর॥
নিজ উলঙ্গতা দেখি পড়ি আমি ত্রাসে।
আপন সমুখহতে ছিলাম্ এক পাশে॥
তবে কহিলেন তিনি তোরে কোন জন।
উলঙ্গতার বিষয় কৈল প্রকীর্ত্তন॥

যে তরুর ফল আমি তোমাদোঁহাকারে।
নিষেধ করেছিলাম ভক্ষণের তরে॥
বুঝি খাইয়াছ সেই মহীরুহ ফল।
তোমরা আমার আজ্ঞা করেছ বিফল॥
কহিল আদম তবে তুমি যে নারীরে।
দিয়াছিলা এ জনার সঙ্গী হইবারে॥
প্রথমেতে সেই নারী মৃদু ২ হাঁসি।
সে বৃক্ষের ফল নিজ করে লযে আসি॥
বলিল আমারে তুমি ভক্ষণ করহ।
তাহাতে আমার মনে জন্মিল সন্দেহ॥
বুঝি এই ফল তুমি করেছ ভক্ষণ।
আমি তার প্রতি জিজ্ঞাসিলাম তৎক্ষণ॥
তবে কহিলেক নারী সর্পের ছলেতে।
বঞ্চিত হইয়া খাইযাছি নিজ মতে॥
আপনি খাইয়া আমি তোমার কারণ।
আনিয়াছি অতএব করহ গ্রহণ॥
তাহার বাক্যেতে আমি হইয়া বাধিত।
খাইয়াছি আপনার ফল নিবারিত॥
করিলেন প্রশ্ন তবে তিনি নারী প্রতি।
কি কর্ম্ম করেছ তুমি আর তব পতি॥
তাহাতে কহিল নারী উরগ আমারে।
আপনার ছলদ্বারা দিল খাইবারে॥
তবে কহিলেন ঈশ উরগের প্রতি।
তোমারে করিনু আমি জাতি নীচ অতি॥
গ্রাম্য বন্য পশু মধ্যে শাপগ্রস্ত হয়ে।
বক্ষস্থল দিয়া তুমি যাইবে চলিয়ে॥
আর পৃথিবীতে তুমি যাবজ্জীবন।
জীবৎ থাকিবে ধূলি করিয়া ভোজন॥
দেখ আমি তব আর নারীর বংশেতে।
বৈরিভাব জন্মাইব কাল ভবিষ্যতে॥
তব শিরোমূলে সে করিবে পাদার্পণ।

তুমি তার পাদমূলে করিবে দংশন॥
অতঃপর নারী প্রতি কহেন্ সত্যময়।
প্রসব বেদনা তব বাড়াব নিশ্চয়॥
প্রসবকালেতে তুমি অতি ক্লেশ পায়ে
ক্রোড়েতে হইবে প্রাপ্ত আপন তনয়ে॥
পরেতে হইবে তুমি স্বামিবশীভূত।
তোমার উপরে স্বামী করিবে কর্ত্তৃত্ব॥
অপরেতে সর্ব্বেশ্বর ডাকি আদমেরে।
অভিশাপ বাক্য কন এমত প্রকারে॥
নিষেধ করিনু যাহা করিতে ভক্ষণ।
ভক্ষণ করেছ করি স্ত্রীবাক্য শ্রবণ॥
এই জন্যে অভিশপ্ত হৈল এই ভূমি।
চিরকাল ক্লেশদ্বারা খাদ্য পাবে তুমি॥
জন্মিবে শৃগাল কণ্টক অনেক প্রকার।
আর ক্ষেত্রোষধি যাহা হবে তবাহার॥
ক্ষিতিতে হয়েছে তব শরীর গঠন।
যাবৎ তাহাতে তব না হয় পতন॥
তাবৎ ঘর্ম্মাক্ত মুখে করিবে আহার।
মৃত্তিকায় যাবে কারণ তুমি মৃত্তিকার॥
তাদের কারণ তবে সর্ব্বশক্তিমান।
দিলেন প্রস্তুত করি চর্ম্ম পরিধান॥
পরে করিলেন তিনি অন্তরে বিচার।
এরা যেন নিজ কর করিয়া বিস্তার॥
অমৃত বৃক্ষের ফল করিয়া ভোজন।
অমর জীবন আর না করে গ্রহণ॥
এই প্রকার বিচার করে তাদিগেরে।
এদন উদ্যান হতে বহির্গত করে॥
আদমের উৎপাদক মৃত্তিকা উপরে।
দিলেন এক খণ্ড জমি আহারের তরে
কৃষাণ হইয়া সেথা আপন জীবন।
নিজ ক্লেশদ্বারা তারা করিল ক্ষেপণ॥

উপদেশক।

জুন ১৮৪৯ (৩০) মূল্য ২ আনা।

পরমার্থতত্ত্বসার।

৬ প্রস্তাব।

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষার অত্যুৎকৃষ্টতা ও তাঁহার নীতি বিষয়ক আজ্ঞার নির্ম্মল ভাবদ্বারা তিনি যে ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন তাহা সপ্রমাণ হয়।

ঈশ্বর ও তাঁহার ধর্ম্মের বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগের মধ্যে যদ্রূপ মহৎ জ্ঞান ও সুশিক্ষা পাওয়া যায়, তদ্রূপ আর কোন স্থানে কোন উপায়ে কখনো পাওয়া যাইতে পারে না। প্রথমতঃ তাহাতে এই শিক্ষা পাই যে স্বর্গ ও ভূমণ্ডল ও তন্মধ্যে তাবতের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং অসীম শক্তি ও জ্ঞান ও ন্যায় ও ভদ্রতা এই সমস্ত গুণবিশিষ্ট এক সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আছেন; আর তিনি নিজ নির্ম্মিত এ জগতের কর্ত্তা ও প্রতিপালকও বটেন, আর তিনি আপন ঐশ্বরিক শক্তির দ্বারা তাবতের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন, আর মনুষ্যগণকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠরূপে সৃষ্টি করণেতে তাহাদের কর্ম্ম ব্যবহারাদিতে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ আছে। আরও ঐ গ্রন্থহইতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে সেই মহোত্তম পরমেশ্বরকে আত্মাতে ও সত্যতাতে ভজনা করিতে হয়, আর তাঁহার যে প্রেম তাহা সকল ধর্ম্মের মূল ও উৎপাদক, এবং তাহাই প্রথম মহা আজ্ঞা। আরও ঐ স্বয়ং সচ্চিদানন্দ বিভুর নিকটে কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয় তাহাও ঐ গ্রন্থেতে জানা যায়, এবং ঐ প্রার্থনা উপযুক্তমতে শিক্ষার্থে প্রভুর প্রার্থনা নামে খ্যাত এক প্রার্থনা আছে, এবং তাহার হ্রস্বতা ও পরিষ্কৃতত্তা ও সর্ব্ব বিষয়েতে উপযুক্ততা ও গাম্ভীর্য্য ও গুরুত্ব ইত্যাদি সমস্ত গুণ হেতুক তাহা প্রার্থনার যথার্থ অনুরূপরূপে গ্রহণীয় বটে। আর আমরা বিবেকশক্তির দ্বারা যাহা যথার্থ অনুভব করি অর্থাৎ আমাদের অন্তঃকরণ অতি দুষ্ট ও দুর্ব্বল এতদ্বিষয়ে, ও মনুষ্যের প্রাথমিক নিষ্পাপাবস্থাহইতে পাপে পতন বিষয়েতেও শিক্ষা দেয়; এবং যিনি পাপনাশক ও সত্যতা ও জীবন এমন যে খ্রীষ্ট, তাঁহার মৃত্যু ও মধ্যস্থতা ও

প্রায়শ্চিত্তদ্বারা সুখ ভোগ করণের ক্ষমতা ও ঈশ্বরানুগ্রহ পুনঃ প্রাপণ বিষয়ে শিক্ষাও পাওয়া যায়। মানুষ অনুপযুক্ত হইয়াও যথার্থ ভক্তি পূর্ব্বক ঈশ্বরানুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইলে ধর্ম্ম আত্মার প্রভাবদ্বারা তাঁহাহইতে অনুগ্রহ ও উপকার প্রাপ্ত হইতে পায় এতদ্বিষয়েতেও শিক্ষা দেয়। আরও শরীরের সহিত আত্মা না মরিয়া মরণান্তে আত্মা অন্য জগতে গমন করিবে, এবং মনুষ্যগণ কবরহইতে উঠিয়া খ্রীষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে, পরেতে তিনি দুষ্টদিগকে অশেষ কাল শাস্তি ভোগ করণার্থে নরকানলে বদ্ধ করিবেন, তদ্রূপ ধার্ম্মিকগণকে অশেষকাল ব্যাপিয়া অশেষ সুখ প্রদানার্থে নিজ স্থানে স্থান দান পূর্ব্বক পরমকৃতার্থ যে করিবেন তাহাও ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে। মনুষ্যদিগের পরমলাভজনক ও অতি গুরুতর বিষয়াদি সমস্ত হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বে প্রায় অপ্রকাশিত ছিল তাহার সন্দেহ মাত্র নাই। এবং ঐ ধর্ম্মাক্রান্ত কোন অতি ক্ষুদ্র লোকের ঈশ্বর ও তাঁহার মহত্ত্ব ও তাঁহার সহিত সম্বন্ধ বিষয় যে জ্ঞান আছে, তাহা প্রাচীনকালীন মহামহোপাধ্যায়দিগের ছিল না, আর ঐ সুসমাচারমধ্যে সদাচরণ ও সুনীতি বিষয় শিক্ষার্থে লিখিত আজ্ঞা বা ব্যবস্থাদি যেমন অতি উত্তম, তদ্রূপ মনুষ্যদিগের জীবনরক্ষার্থে ব্যবস্থাদিও উত্তম।

মনুষ্যদিগের সদাচরণের নিমিত্তে আমাদিগের মহাগুরু অর্থাৎ খ্রীষ্ট প্রধান দুই বিধি স্থাপন করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রথম ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, ও দ্বিতীয় মনুষ্যদিগের প্রতি প্রেম, এবং তৎপরে ভিন্ন২ কারণ ও প্রয়োজনানুসারে ঈশ্বর ও প্রতিবাসি ও আপনাদের প্রতি কর্ত্তব্য প্রধান ব্যবহারের বিষয়ক বিধি স্থাপন করিয়াছেন।

ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভয় ও সমাদর করণের আজ্ঞা আমাদিগকে দেওয়া গিয়াছে; আর তাঁহাকে সতত সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার গৌরবার্থে সকল কার্য্য সাধন করত তাঁহার ধর্ম্ম ও রাজ্য অন্বেষণ করিতে, এবং আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছাধীন করিতে, ও তিনি যাহা আমাদের প্রতি উপযুক্ত বুঝেন তাহা আমাদিগের প্রতি সম্পাদনার্থে অতি আনন্দ ও ধৈর্য্যাবলম্বন করত সেই সকল বিষয়ে সম্মত হইতে আজ্ঞা দিয়াছেন। আর প্রতিবাসির প্রতিও প্রেম ও ন্যায় ও যথার্থতা ও সত্যতা ব্যবহার করিতে আমরা আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং অন্য লোকদের হইতে যে২ ক্রিয়া আমরা প্রাপ্ত হইতে বাসনা করি, তদ্রূপ যেন তাহাদিগের প্রতি প্রথমে করি, তন্নিমিত্তেও আমরা আজ্ঞাপিত আছি। এই সমস্ত অনুপম ব্যবস্থাদি সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলার্থে সমূহ ধর্ম্মব্যবস্থার মূলস্বরূপ, অতএব তাহাতে কোন লোকের ভ্রম জন্মান অসাধ্য। এবং আপনাদের প্রতি কর্ত্তব্য ক্রিয়ার নিমিত্তে জগৎহইতে আপনাকে নিষ্কলঙ্করূপে রাখা এবং সকল বিষয়েতে ধীর ও শান্ত হওয়া, এবং যে সমস্ত কার্য্য করণেতে আমাদিগের আত্মার ও শরীরের অমঙ্গল জন্মে, সেই সমস্ত বিষয়ের প্রতি নিত্য নিরীক্ষণ করত তাহা কর্ত্তৃত্বাধীন করিয়া ন্যায় ও যথার্থ ও ধর্ম্মাচরণে কাল কাটাইতে আমরা আজ্ঞাপিত আছি।

এই সমস্ত ব্যবস্থাদি আমাদিগের জীবৎ দশায় আচার ব্যবহারাদির নিমিত্তে বিধিস্বরূপ। তদ্ভিন্ন ঐ ধর্ম্মগ্রন্থের আর২ নানা স্থলে অনেকানেক আজ্ঞা আছে, বিশেষতঃ পর্ব্বতোপরি যে মহোত্তম উপদেশ দেন তাহাতে আমাদিগের প্রাণ রক্ষার্থে অতি সংক্ষিপ্তরূপে নানা জ্ঞানদায়ক অতি গুরুতর উপদেশ আছে। কিন্তু যাহা সর্ব্বপ্রধান অর্থাৎ সুসমাচারের মহত্ত্ব-স্বরূপ যে সুশিক্ষা এবং অন্যান্য তাবৎ শিক্ষাহইতে যে অতি শ্রেষ্ঠ তাহা এই, নম্রতা সুফলোৎপাদকতা আজ্ঞাপালকতা ক্ষমা শীলতা ধৈর্য্য ও আর২ নানা বিষয় সুশিক্ষাতে তাহা পরিপূর্ণ। এবং এই জগতে অনায়াসে সাধ্য যে সকল অধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্য তাহারও নিষেধ আছে, আর ঐ সমস্ত ব্যবস্থাদি যে কেবল আমাদের কুক্রিয়ার পরিবর্ত্তন করে তাহা মাত্র নয়, কিন্তু আমাদিগের কুবাসনা ও মন্দাভিপ্রায়েরও প্রতীকার করে, এবং অন্তঃকরণস্থ সমস্ত মন্দ অভিলাষের নিবারণ করায়। আর আমাদিগের সৎক্রিয়া হেতুক মনুষ্যকর্ত্তৃক মিথ্যা স্তব গ্রহণার্থে নিষেধ করেন। আর আমাদের সাংসারিক বিষয়েতে অতি গুরুতর ব্যবস্থাদিও তাহাতে আছে, অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের ও পিতামাতা সান্তানদিগের ও মনিব ও চাকরদের ও খ্রীষ্টীয়ান শিক্ষক ও শিষ্যদের ও শাসনকর্ত্তাদের ও প্রজাদের উপযুক্ত কর্ম্ম ও ব্যবহারাদির বিষয়েতেও লিখিত আছে। আর তদ্ভিন্ন আমরা যেন সকল সৎক্রিয়ার আদর্শস্বরূপ হই, এতদভিপ্রায়ে আমাদিগকে জগতে স্থাপিত আলোস্বরূপ হইতে কহিয়াছেন। আরও অপকারের পরিবর্ত্তে অপকার না করিতে বরং তাহা অতি নম্রতা পূর্ব্বক সহ্য করিতে, ও হিংসার প্রতিঘাত না করিয়া তাহার মঙ্গল চেষ্টা করিতে ও শত্রুদিগকে প্রেম করিতে, এবং আমরা যেমন ক্ষমা প্রা-পণেচ্ছুক তদ্রূপ অন্যদিগকে ক্ষমা করিতে, ও আমাদিগের চিন্তা ও প্রতীক্ষা এই জগৎহইতে উঠাইয়া আগামি জগতে স্থির করিতেও আমরা আ-জ্ঞাপিত আছি।

এতদতিরিক্ত আমাদিগের প্রভু যে প্রকারে আপন সমস্ত শিক্ষা ও আ-জ্ঞাদি প্রদান করিলেন, তাহাতেও তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার দৃষ্টান্ত বা রূপক বাক্যাদি অতি সংক্ষিপ্ত ও অর্থেতে অতি পরি-ষ্কার, এবং তাহা বুঝাওনের অভিপ্রায়ে তাহা বাক্যদ্বারা মনোমধ্যে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া দিলেন, এবং ঐ প্রকারে অন্যান্য শিক্ষাদি সকলের মনোরম্য তাহা কেবল নয়, কিন্তু জ্ঞানদায়ক ও ত্রাণদায়কও ছিল। এতন্নি-মিত্তে অন্যান্য যাবদীয় গ্রন্থ আমরা দেখিতে পাই সে সকলহইতে তাহার বিশেষ গুণ ও ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং যিনি ঐ গ্রন্থ দিয়াছেন, তিনি কি পর্য্যন্ত মহৎ ও ধর্ম্মময় না হইবেন।

এক্ষণে যদিস্যাৎ আমরা জিজ্ঞাসা করি যে কেটা এমত মহোত্তম গ্রন্থ-কারক? তাহার উত্তর এই যে বাহ্য দৃষ্ট্যানুসারে যিনি যূষফ সূত্রধরের পুত্র ও যিনি আপন গৌরবের কিঞ্চিৎমাত্র প্রকাশ করত অতি হীনভাবে কাল-যাপন করিলেন তিনিই। তবে কোথাহইতে বা কি প্রকারে এপ্রকার চমৎকার

জ্ঞান ও ক্ষমতা হইল? তিনি কখনো বিদ্যাভ্যাস বা বিদ্যোপার্জন করিলেন না, কেননা তাঁহার এমত কোন উপায় ছিল না, কেননা তিনি দিন দরিদ্রের ন্যায় অতি দুঃখির বাটীতে জন্ম গ্রহণ করিলেন, সুতরাং বিদ্যা শিক্ষা করণোপায় বঞ্চিত ছিলেন। তিনি যে২ শিক্ষা দিলেন, তাহার দুই একটি কখন২ প্রাচীন গ্রীক * ও রোমান গ্রন্থলেখকদিগের সহিত মিলে, কিন্তু যে সমস্ত গ্রন্থাদি তিনি কখন পাঠ করিলেন না। তিনি আথেন্স † কিম্বা রুম নগরে কখনই বিদ্যাভ্যাস করিলেন না ও সংস্কৃতাদি পাণ্ডিত্য কখন অভ্যাস করিলেন না। আর তিনি নিজ ভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষা জানিলেন না, ও যে অজ্ঞান সমাজে তাঁহার জন্ম সে সমস্ত লোক ভিন্ন সদ্গুণ ও ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করিতে আর কেহ ছিল না। আর তাঁহার শিষ্যগণও তিবিরিয়া সরোবর নামক মহাসরোবরে মৎস্যধারী অজ্ঞান মাছুয়া ছিল। তাহারা যে মৎস্যধারী হইয়া মহাবিজ্ঞ পণ্ডিত হইবে ইহাও অতি অসম্ভব, কেননা তাহারা অজ্ঞান বিদ্যারহিত লোক ছিল। অতএব এক্ষণে কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি যে এমত লোক সকল অন্য কাহারো সাহায্য ব্যতিরেকে অতুল্য মহাজ্ঞানাকর যে সুসমাচার, তাহার রচনা কি করিতে পারিত? এবং তাহা করা কি তাহাদিগের সুসাধ্য ছিল? অতি অসম্ভব বটে। অতএব তাহারা যাহা বারম্বার প্রকাশ করিল অর্থাৎ তাহাদিগের উপদেশ ও শিক্ষা যে ঈশ্বরদত্ত তাহাই বটে, কেননা তদ্ভিন্ন ঐ প্রকার চমৎকার জ্ঞান আর অন্য কোন প্রকারেই হইতে পারে না। পৃথিবীস্থ তাবৎ জ্ঞানি লোকদিগের গ্রন্থ একত্র করিলেও ধর্ম্মগ্রন্থের কেবল একটি কথার সহিতও উপমা হইতে পারে না। কিন্তু ঐ গ্রন্থলেখকদিগের কোন জ্ঞান ছিল না, সুতরাং সে সমস্ত জ্ঞানের আকর ঈশ্বরই বটেন, তাহার সন্দেহমাত্র নাই। আর যাঁহার মুখহইতে ঐ পুস্তকে লিখিত শিক্ষাদি নির্গত হইল, ও যাঁহার জ্ঞানদ্বারা ঐ অজ্ঞানিগণ জ্ঞানী হইল, তিনি যে কেবল মনুষ্য তাহাও কোন মতেই সম্ভবে না।

ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

৪৮। সেই ফল খাইলে কি হইল, তাহা কি আরও স্পষ্টরূপে বলিতে পার না?

হাঁ, পারি। সেই ফল খাইলে পর তাহাদের স্বভাব দুষ্ট হইয়া উঠিল, এবং তাহারা মৃত্যুর অধীন হইল, এবং ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে নানা প্রকার দণ্ড দিলেন।

---

* গ্রীক ও রুম দেশ ইউরোপ মহাখণ্ডের দক্ষিণদিকস্থ দেশ।

† আথেন্স গ্রীক দেশের এক প্রধান নগর, তত্রস্থ লোকদিগের বিদ্যার নৈপুণ্যতা হেতুক তাহা প্রসিদ্ধ আছে।

৪৯। ঈশ্বর তাহাদিগকে কি২ দণ্ড দিলেন?

তিনি তাহাদিগকে এদনের বাগানহইতে দূর করিলেন, এবং তাহাদের পাপ প্রযুক্ত পৃথিবীকে অভিশাপ দিলেন, এবং স্ত্রীলোকদের বিশেষ ক্লেশ হইবে ইহাও কহিলেন।

৫০। ঈশ্বর তাহাদের প্রতি কি আর দয়া করিলেন না?

হাঁ, তখনও নানা প্রকার দয়া করিলেন, বিশেষতঃ যিনি শয়তানকে পরাজয় করিয়া তাহার কর্ম্ম বিফল করিবেন, এমন ভাবি ত্রাণকর্ত্তা স্ত্রীর বংশেতে জন্মিবেন, এই আশা তাহাদিগকে দিলেন।

৫১। আদমের ঐ পাপের ফল কি আমরাও ভোগ করিতেছি?

হাঁ, আদমের পাপ প্রযুক্ত মনুষ্যমাত্রের স্বভাব জন্মকালাবধি মন্দ, এবং ঈশ্বর তাবৎ মনুষ্যেতে অসন্তুষ্ট আছেন।

৫২। ইহার প্রমাণ কি?

ইহার অনেক প্রমাণ আছে, তাহার দুই একটা বলি। ছোট শিশুরাও মরে, এবং বালকেরা অতি অনায়াসে দুষ্টতা শিখে, এবং পাপ ত্যাগ করা অতি কঠিন কর্ম্ম, ইহা ধার্ম্মিক লোক সকল স্বীকার করে।

৫৩। মনুষ্যের মন্দ স্বভাব কি প্রকার?

মনুষ্যের এই মন্দ স্বভাব আছে যে ঈশ্বরকে না মানিয়া কেবল আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চাহে।

৫৪। মনুষ্যের স্বভাব কি বড় মন্দ আছে?

হাঁ, কেননা লেখা আছে, যে বাল্যকালাবধি মনুষ্যের মনের কল্পনা দুষ্ট, এবং অন্তঃকরণ সর্ব্বাপেক্ষা কপটময় ও অপ্রতিকার্য্য।

৫৫। মনুষ্যের পাপস্বভাবহইতে কি প্রকার ফল জন্মে?

যেমন মন্দ গাছেতে মন্দ ফল হয়, তদ্রূপ মানুষের মন্দ স্বভাবহইতে সর্ব্বপ্রকার পাপকর্ম্ম জন্মে।

৫৬। মনুষ্য কি নিজ পাপের টের পায়?

মনুষ্য আপনাকে পাপী জানিতে চাহে না, কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞাদ্বারা তাহার পাপজ্ঞান জন্মিতে পারে।

৫৭। ঈশ্বরের আজ্ঞাদ্বারা পাপজ্ঞান জন্মে কি প্রকার?

ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন যে সেই পাপ, অতএব ঈশ্বরের আজ্ঞা বুঝিলে মনুষ্য যে তাহা লঙ্ঘন করিয়াছে ইহা জানিতে পারে।

৫৮। ঈশ্বরের আজ্ঞার সার কি?

তাহার সার এই যে তুমি ষোলো আনা মন দিয়া ঈশ্বরকে প্রেম করিও, এবং আপন প্রতিবাসিকে অর্থাৎ পরকে আপনার সমান প্রেম করিও।

৫৯। ঈশ্বর যে দশ আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রথম আজ্ঞা কি, তাহা সংক্ষেপে বলিতে পার?

প্রথম আজ্ঞা এই যে আমা বিনা আর কাহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিও না।

৬০। এই প্রথম আজ্ঞা কাহাকে দোষী করে?

যাহারা সত্য ঈশ্বর বিনা অন্য কোন ঈশ্বরকে মানে, তাহাদিগকে প্রথম আজ্ঞা দোষী করে।

৬১। দ্বিতীয় আজ্ঞা কি?

দ্বিতীয় আজ্ঞা এই যে কোন প্রতিমার ও কোন সৃষ্ট বস্তুর পূজা করিও না।

৬২। এই আজ্ঞা কাহাকে দোষী করে?

যাহারা কেবল ঈশ্বরের আরাধনা না করিয়া কোন দেবতার কিম্বা প্রতিমার পূজা করে, এবং যাহারা মরা মানুষের কিম্বা অন্য কোন সৃষ্ট বস্তুর আরাধনা করে, তাহাদিগকে দ্বিতীয় আজ্ঞা দোষী করে।

৬৩। তৃতীয় আজ্ঞা কি?

তৃতীয় আজ্ঞা এই যে তুমি ঈশ্বরের নাম নিরর্থক লইও না।

৬৪। কে২ ঈশ্বরের নাম নিরর্থক লয়?

যাহারা ঈশ্বরকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাঁহার সেবা না করে, ও যাহারা হাল্‌কা মনেতে তাঁহার নাম উচ্চারণ করে, ও যাহারা আপনাদিগকে ঈশ্বরের লোক বলিয়া মন্দ আচরণদ্বারা ঈশ্বরের নিন্দা করে, তাহারা ঈশ্বরের নাম নিরর্থক লয়।

৬৫। চতুর্থ আজ্ঞা কি?

চতুর্থ আজ্ঞা এই যে তুমি বিশ্রামবারকে পবিত্র দিন জানিও।

৬৬। বিশ্রামবার কোন্ দিন?

পূর্ব্বে শনিবার বিশ্রামদিন ছিল, কিন্তু এখন রবিবার বিশ্রাম-

দিন, কেননা সেই দিনে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কবরহইতে উঠিয়াছিলেন, এবং তদবধি রবিবার প্রভুর দিন হইয়া উঠিল।

৬৭। এই আজ্ঞা কাহাকে দোষী করে?

যাহারা রবিবারে ঈশ্বরের সেবা না করে, এবং যাহারা সেই দিনে বিষয়কর্ম্ম করে, তাহাদিগকে চতুর্থ আজ্ঞা দোষী করে।

৬৮। পঞ্চম আজ্ঞা কি?

পঞ্চম আজ্ঞা এই যে তোমার পিতা মাতাকে সমাদর করিও।

৬৯। এই আজ্ঞা কাহাকে দোষী করে?

যাহারা বাল্যকালে আপন পিতা মাতার আজ্ঞা না মানে, এবং যৌবনকালে তাহাদিগকে তুচ্ছজ্ঞান করে কিম্বা তাহাদের সেবা না করে, তাহাদিগকে পঞ্চম আজ্ঞা দোষী করে।

৭০। ষষ্ঠ আজ্ঞা কি?

ষষ্ঠ আজ্ঞা এই যে তুমি মনুষ্যকে বধ করিও না।

৭১। এই আজ্ঞা কাহাকে দোষী করে?

যাহারা রাগ কিম্বা হিংসা প্রযুক্ত কোন প্রকারে পরের প্রাণ নষ্ট করে কিম্বা করিতে চাহে, তাহাদিগকে ষষ্ঠ আজ্ঞা দোষী করে।

৭২। সপ্তম আজ্ঞা কি?

সপ্তম আজ্ঞা এই যে তুমি পরদার করিও না।

৭৩। এই আজ্ঞা কাহাকে দোষী করে?

যাহারা কামেচ্ছা প্রযুক্ত কোন প্রকার কুকর্ম্ম করে কিম্বা করিতে চাহে, তাহাদিগকে সপ্তম আজ্ঞা দোষী করে।

৭৪। অষ্টম আজ্ঞা কি?

অষ্টম আজ্ঞা এই যে তুমি চুরি করিও না।

৭৫। ঈশ্বর কাহাকে চোর বলেন?

বলেতে হউক কিম্বা ছলেতে হউক, যাহারা পরের কোন দ্রব্য লয় কিম্বা লইতে চাহে, তাহাদিগকে ঈশ্বর চোর বলেন।

৭৬। নবম আজ্ঞা কি?

নবম আজ্ঞা এই যে তোমার প্রতিবাসির বিপরীতে মিথ্যাসাক্ষ্য দিও না।

৭৭। এই আজ্ঞা কাহাকে দোষী করে?

যাহারা মিথ্যাকথা কহে, এবং যাহারা পরের দুর্নাম করিতে

ভয় না করে, বিশেষতঃ যাহারা বিচারস্থানে মিথ্যাসাক্ষ্য দেয়, তাহাদিগকে নবম আজ্ঞা দোষী করে।

৭৮। দশম আজ্ঞা কি?

দশম আজ্ঞা এই যে তোমার প্রতিবাসির বিষয়ে লোভ করিও না।

৭৯। এই আজ্ঞা কাহাকে দোষী করে?

পরের সুখ দেখিয়া যাহারা মনে দুঃখ পায়, তাহাদিগকে দশম আজ্ঞা দোষী করে।

৮০। ঈশ্বর কি পাপের দণ্ড দেন?

হাঁ, ঈশ্বর পাপকে ঘৃণা করেন এবং তাহার দণ্ড দেন, কেননা তিনি পবিত্র, এবং আপন মানের রক্ষক, এবং জগতের শাসনকর্ত্তা।

৮১। পাপের দণ্ড কি প্রকার?

পাপের দণ্ড দুই প্রকার, অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক; এবং মৃত্যুও পাপের ফল।

৮২। মৃত্যুর পূর্ব্বে পাপের কি দণ্ড দেওয়া যায়?

শারীরিক রোগ ও ক্লেশ, এবং মনের শোক ও ভয় ও কাঠিন্য, পাপের এই ২ প্রকার দণ্ড ইহকালে দেওয়া যায়।

৮৩। মৃত্যুর পরে পাপের কি দণ্ড দেওয়া যায়?

অনন্তকালীয় নরকযন্ত্রণা পাপের এই দণ্ড মৃত্যুর পরে দেওয়া যায়।

৮৪। অনন্তকালীয় নরকযন্ত্রণা কি প্রকার?

শয়তানকে এবং পতিত দূতগণকে দণ্ড দিবার জন্যে ঈশ্বর নরক নামে এক স্থান সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই স্থান অগ্নিতে পরিপূর্ণ, এবং পাপি মনুষ্যেরাও মৃত্যুর পরে সেই স্থানে গিয়া কখনো রক্ষা পাইতে পারে না, কেননা লেখা আছে, যে তাহাদের অগ্নি কখনো নিবিয়া যাইবে না, এবং তাহাদের কীট কখনো মরিবে না।

৮৫। তুমিও কি নরকের যোগ্য পাত্র আছ?

হাঁ, আমিও নরকের যোগ্য, পাত্র আছি, কারণ আমারও স্বভাব দুষ্ট এবং আমিও কায়মনোবাক্যেতে ঈশ্বরের আজ্ঞা লংঘন করিয়াছি।

৮৬। নরকহইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় আছে কি না?

হাঁ, আছে, ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশ্রয় লইলে নরক-হইতে রক্ষা হয়।

৮৭। তুমি আপনি কি নরকহইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পার না?

না, নরকহইতে আপনাকে রক্ষা করা আমার সাধ্য নহে, কারণ আমার মন এমন মন্দ যে ঈশ্বরের গ্রাহ্য কোন কর্ম্ম করিতে পারি না, এবং প্রতিদিন আমার পাপ বাড়ে।

৮৮। তোমার কোন কর্ম্ম ঈশ্বরের নিকট গ্রাহ্য হইতে পারে না, ইহার কোন প্রমাণ কি বলিতে পার?

ইহার এক প্রমাণ এই যে প্রার্থনার সময়েও নানা মন্দ ইচ্ছা মনেতে জন্মে, এবং আমার যত ধর্ম্মকর্ম্ম আছে সে সকল মলিন বস্ত্রস্বরূপ, সুতরাং ঈশ্বরের নিকটে অগ্রাহ্য।

৮৯। পাপের জন্যে খেদ করিলে ঈশ্বর কি পাপের মার্জ্জনা করেন না?

না, কোন চোর যদ্যপি বিচারকর্ত্তার সম্মুখে অতিশয় কাঁদে, তথাপি বিচারকর্ত্তা তাহাকে দণ্ড দেন; এবং পাপি লোক যদ্যপি খেদ করে, তথাপি কেবল সেই খেদ প্রযুক্ত ঈশ্বর তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন না।

৯০। তবে কি করিলে পাপের ক্ষমা হইতে পারে?

পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না করিলে পাপের ক্ষমা হইতে পারে না।

৯১। এমন প্রায়শ্চিত্ত কি কেহ করিয়াছে?

হাঁ, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন।

৯২। তিনি কি প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন?

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মনুষ্য হইয়া আমাদিগের নিমিত্তে আপন প্রাণ দিয়াছেন, এই কর্ম্মদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন।

৯৩। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট উপযুক্ত ত্রাণকর্ত্তা আছেন, ইহার কারণ কি?

ইহার কারণ এই যে তিনি ঈশ্বরও আছেন, এবং মনুষ্যও আছেন, অতএব পিতা ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের মিলন উত্তমরূপে করিতে পারেন।

৯৪। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কেন মনুষ্যদের ত্রাণকর্ত্তা হইলেন?

তিনি কেবল দয়াতে মনুষ্যদের ত্রাণকর্ত্তা হইলেন।

৯৫। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কবে এই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন?

সাড়ে আঠারো শত বৎসর হইল জগতের ত্রাণকর্ত্তা এই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন।

৯৬। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে কি কেহ পরিত্রাণের পথ জানে নাই?

হাঁ, ত্রাণকর্ত্তা আসিবেন, ইহা ঈশ্বর আদমকে এবং ইব্রাহীম প্রভৃতি ইস্রায়েল লোকদিগকে জানাইয়াছিলেন।

৯৭। ইস্রায়েল লোকেরা কে?

ইস্রায়েল লোকেরা ইব্রাহীমের বংশ, সেই ইস্রায়েল লোকদের মধ্যে যিহূদি লোকেরাও গণিত হয়।

৯৮। সেই ইব্রাহীমের বংশের অর্থাৎ ইস্রায়েল লোকদের বিশেষ মহানাম কেন হইল?

ঈশ্বর তাবৎ মনুষ্যকে দুষ্টতাতে এবং দেবপূজাতে মগ্ন দেখিয়া ইব্রাহীমকে ও তাহার বংশকে মনোনীত করিয়া তাহাদিগের প্রতি নানা প্রকার অনুগ্রহ করিলেন, বিশেষতঃ তাহাদের মধ্যে সত্য ধর্ম্মের এবং ভাবি ত্রাণকর্ত্তার জ্ঞান রক্ষা করিলেন।

৯৯। ইস্রায়েল লোকদের মধ্যে সত্য ধর্ম্মজ্ঞানের রক্ষা হইল কি প্রকারে?

ঈশ্বর ইস্রায়েল্ লোকদিগকে যে ব্যবস্থা ও ধর্ম্মশাস্ত্র দিলেন, তাহাদ্বারা সত্য ধর্ম্মজ্ঞানের রক্ষা করিলেন।

১০০। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্ম কোন্ স্থানে হইয়াছিল?

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যিহূদাদেশের বৈৎলেহম নগরে জন্মিয়াছিলেন।

১০১। তাঁহার পিতা মাতা কে ছিল?

পূর্ব্বে ইস্রায়েল লোকদের দায়ূদ নামে এক রাজা ছিল, তাহার বংশোদ্ভবা মরিয়ম নাম্নী কুমারী প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাতা ছিল, কিন্তু মনুষ্যদের মধ্যে কেহ তাঁহার পিতা ছিল না, কারণ তাঁহার জন্ম আশ্চর্য্যরূপে হইল. তথাপি ঐ মরিয়মের স্বামী যূষফ তাঁহার পালকপিতা হইল।

১০২। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কি পাপস্বভাব ছিল?

না, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট জন্মকালাবধি নিষ্পাপ ছিলেন, তিনি কখনো কোন পাপ করেন নাই।

১০৩। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কি ধনী লোক ছিলেন?

না, সামান্য মানুষের যে অবস্থা তাঁহার সেই অবস্থা ছিল।

১০৪। তিনি কোন্ সময়ে আপনাকে ত্রাণকর্তৃরূপে দেখাইতে লাগিলেন?

তিনি ত্রিশ বৎসর বয়সে আপনাকে ত্রাণকর্তৃরূপে দেখাইতে লাগিলেন।

১০৫। তিনি ত্রাণকর্ত্তা বটেন, ইহা কি রূপে জানা যায়?

ভবিষ্যদ্বক্তারা পূর্ব্বে তাঁহার বিষয়ে প্রমাণ দিয়াছিল, এবং পিতা ঈশ্বর তিন বার আকাশবাণীদ্বারা তাঁহার পক্ষে প্রমাণ দিলেন, এবং তিনি আপনিও বার২ বলিলেন যে আমি ত্রাণকর্ত্তা আছি, এবং তাঁহার সদাচরণ ও সদুপদেশ ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও ভাবিঘটনার জ্ঞান এই সকলও তাঁহার সাক্ষিস্বরূপ আছে।

১০৬। তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া কি প্রকার?

তিনি বাক্যমাত্রদ্বারা অনেক রোগি লোককে সুস্থ করিলেন, এবং কোন২ মৃত লোককে পুনরায় সজীব করিলেন, এবং অন্য২ আশ্চর্য্য ক্রিয়াও করিলেন।

১০৭। যীশুর আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা তাঁহার কি রূপ স্বভাব প্রকাশ পায়?

যীশু অতি দয়ালু এবং সর্ব্বশক্তিমান, বিশেষতঃ শয়তানকে দমন ও মৃত্যুকে বিফল করিতে পারেন, ইহা তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা প্রকাশ পায়।

১০৮। শেষে যীশুর প্রতি কি ঘটিল?

শেষে যিহূদি লোকেরা হিংসাপ্রযুক্ত তাঁহাকে ধরিয়া তথাকার পীলাত নামক শাসনকর্ত্তার নিকটে তাঁহার নামে মিথ্যা অপবাদ করিল, তাহাতে তিনি সেই পীলাতের আজ্ঞাতে ক্রুশীয় মৃত্যু ভোগ করিলেন।

১০৯। সেই ক্রুশীয় মৃত্যু কি প্রকার?

যাহার ক্রুশীয় মৃত্যু হইবে লোকেরা তাহার পা ভূমিহইতে দুই তিন হাত ঊর্দ্ধে লৌহের প্রেকদ্বারা কোন গাছে বা খুঁটিতে বদ্ধ করিয়া শরীর দাঁড় করাইয়া আর বার সেই গাছের কিম্বা খুঁটির দুই শাখাতে দুই হাত প্রেকেতে বদ্ধ করিত, তাহাতে তিন প্রেকেতে শরীরের ভার হওয়াতে সেই দুঃখি লোক অতিশয় যাতনা পাইয়া শেষে মরিত।

১১০। এমত ক্রুশীয় মৃত্যু কে২ ভোগ করিত?

কোন নীচ লোক চোর কিম্বা খুনী হইলে তাহার প্রাণদণ্ড ঐ রূপে হইত।

১১১। পীলাত কি যীশুকে দোষী জানিয়া ঐ প্রকারে বধ করাইয়াছিল?

না, যীশু যে নিতান্ত নির্দ্দোষ ইহা পীলাত জানিল এবং স্বীকার করিল, কিন্তু যিহূদি লোকদের ভয়েতে এমত অন্যায় বিচার করিল।

১১২। যীশু যে সেই রূপে মরিবেন, ইহা তিনি কি পূর্ব্বে জানিয়াছিলেন?

হাঁ, তিনি প্রথমাবধি তাহা জানিয়া সেই মৃত্যু ভোগ করিবার নিমিত্তে এই জগতে আসিয়াছিলেন।

১১৩। তাঁহার সেই মৃত্যুর কি প্রয়োজন ছিল?

যিনি স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহার সেইরূপ অপমান ও যাতনা ও মৃত্যু আমাদের পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত, এই কারণ যীশু তাহা ভোগ করিতে স্বীকার করিলেন।

১১৪। তবে যীশু কি পাপি লোকদের পরিত্রাণার্থে সেই মৃত্যু ভোগ করিলেন?

হাঁ, কোন মতে যেন পাপি মনুষ্যের পরিত্রাণ হয়, কেবল এই অভিপ্রায়ে যীশু মরিলেন।

১১৫। যীশুর সেই মৃত্যু আমাদিগকে কি দেখায়?

ঈশ্বর পাপকে অতিশয় ঘৃণা করেন, তথাপি পাপি মনুষ্যের প্রতি অতিশয় দয়াও করেন, ইহা আমরা যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুদ্বারা বুঝিতে পাইতেছি।

১১৬। যীশুর মৃত্যুর পরে কি হইল?

তাঁহার কবর দেওয়া গেল, পরে তৃতীয় দিবসে অর্থাৎ রবিবারে তিনি পুনরায় সজীব হইয়া কবরহইতে উঠিলেন।

১১৭। কবরহইতে উঠিলে পরে কেহ কি তাঁহাকে দেখিল?

হাঁ, তিনি চল্লিশ দিনের মধ্যে আপন শিষ্যগণের নিকটে বার ২ দর্শন দিয়া তাহাদের সহিত আলাপ ও আহার ব্যবহার করিতেন।

১১৮। মৃত লোক আর বার সজীব হয়, এ কি অতি অসম্ভব নহে?

হাঁ, তাহা অতি অসম্ভব বটে, এই কারণ তাঁহার শিষ্যেরাও প্রথমে যীশুর পুনরুত্থান বিষয়ে অনেক সন্দেহ করিল, কিন্তু বার ২ তাঁহাকে দেখিয়া স্পর্শ করিয়া শেষে তাহা সত্য জ্ঞান করিল।

১১৯। তিনি সজীব হইয়া কত জন শিষ্যের নিকটে দর্শন দিলেন?

তিনি কখনো২ দুই তিন জনের নিকটে, এবং কখনো২ এগারো জনের নিকটে, এবং এক বার পাঁচ শত জনের নিকটে দর্শন দিলেন।

১২০। যীশুর পুনরুত্থানের ফল কি?

যীশুর পুনরুত্থানের অনেক ফল আছে। এক ফল এই যে তিনি সত্য ত্রাণকর্ত্তা বটেন, ইহা সপ্রমাণ হয়। আর এক ফল এই যে তিনি মৃত্যুর কর্ত্তা ইহা দেখা যায়।

১২১। শেষেতে যীশু কোথায় গেলেন?

ঐ চল্লিশ দিন গত হইলে যীশু শিষ্যগণের সাক্ষাতে স্বর্গেতে গমন করিলেন।

১২২। স্বর্গেতে যীশু কি করিতেছেন?

যীশু স্বর্গীয় সিংহাসনে বসিয়া সকলের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন, এবং আপন লোকদের নিমিত্তে পিতার নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন।

১২৩। যীশু কি আর এক বার এই পৃথিবীতে আসিবেন?

হাঁ, জগতের শেষে যীশু অতিশয় মহিমান্বিত হইয়া পুনরায় আসিবেন, এবং মৃত ও জীবৎ সকলের বিচার করিবেন।

১২৪। মৃত লোকেরা কি বিনা শরীরে সেই বিচারে আসিবে?

না, বিচারের পূর্ব্বে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আজ্ঞাদ্বারা প্রত্যেক মৃত লোকের শরীর পুনরায় সজীব হইয়া আত্মার সহিত মিলিত হইবে।

১২৫। বিচারদিনে যীশু কি রূপ বিচার করিবেন?

জীবদ্দশাতে যাহার যে রূপ কর্ম্ম ছিল তাহাকে সেই রূপ প্রতিফল যীশু দিবেন।

১২৬। বিচারদিনে কি কেহ যীশুকে তুচ্ছজ্ঞান করিবে?

না, সেই দিনে সকলে তাঁহার সম্মুখে হাঁটু পাতিবে, এবং তিনিই প্রভু ইহা স্বীকার করিবে।

১২৭। যাহারা ইহকালে তাঁহার অবহেলা করে, বিচারদিনে তাহাদের কি হইবে?

যাহারা ইহকালে যীশুর অবহেলা করে, তাহারা বিচারদিনে আপনাদের দোষে দণ্ড পাইয়া নরকে যাইবে।

১২৮। বিচারদিনের পূর্ব্বে মৃত লোকদের প্রতি কি ঘটে?

মৃত লোকদের শরীর বিচারদিন পর্য্যন্ত মৃত্তিকাতে লীন হইয়া থাকে, কিন্তু আত্মা একেবারে সুখের স্থানে কিম্বা যন্ত্রণার স্থানে যায়।

১২৯। যাহার আত্মা যন্ত্রণার স্থানে গিয়াছে, সে কি কখনো পরিত্রাণ পাইতে পারে?

না, যাহার আত্মা যন্ত্রণার স্থানে গিয়াছে, সে কখনো পরিত্রাণ পাইতে পারে না।

১৩০। তবে কোন্ সময়ে পরিত্রাণের চেষ্টা করিতে হয়?

ইহকালে অবিলম্বে পরিত্রাণের চেষ্টা করিতে হয়, কারণ মৃত্যু কবে আসিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না, এবং মৃত্যুর পরে আর সময় হইবে না।

১৩১। পরিত্রাণ কিসেতে পাওয়া যায়?

বিশ্বাসদ্বারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশ্রয় লইলে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

১৩২। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশ্রয় লইতে কে চাহে?

যে কেহ আপনাকে পাপী ও নরকের যোগ্য পাত্র জানে, সে রক্ষা পাইবার আশাতে প্রভু যীশুর নিকটে আশ্রয় লইতে পারে।

১৩৩। এমন লোকের কি২ সত্য জ্ঞান করা আবশ্যক?

যীশু বিনা আর ত্রাণকর্ত্তা নাই, কিন্তু তিনি সত্য ত্রাণকর্ত্তা বটেন, এবং পাপিদের জন্যে তিনি নিজ প্রাণ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, আর তিনি পাপি লোককে রক্ষা করিতে পারেন ও চাহেন, এই সকল কথা সত্য জ্ঞান করিতে হয়।

১৩৪। বিশ্বাসদ্বারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশ্রয় লওয়া কি প্রকার?

আমি বড় পাপী এবং নরকের যোগ্য বটি, কিন্তু যীশুর নিকটে আমিও পরিত্রাণ পাইতে পারি, ইহা মনে২ বলিয়া যে কেহ যীশুর নিকটে আপনার পাপ স্বীকার করিয়া পাপের মার্জ্জনা চাহে, এবং নিজ মনের ভার তাঁহার উপরে রাখে, সেই ব্যক্তি বিশ্বাসদ্বারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিকটে আশ্রয় লয়।

১৩৫। যাহারা খ্রীষ্টের নিকটে আশ্রয় লয়, তাহাদিগকে তিনি কি গ্রাহ্য করেন?

হাঁ, তিনি বলিয়াছেন, যে কেহ আমার নিকটে আইসে, তাহাকে আমি কোন ক্রমে দূর করিব না।

১৩৬। যে কেহ বিশ্বাসদ্বারা খ্রীষ্টের আশ্রয় লয়, সে পরিত্রাণ পায় ইহার কারণ কি?

বিশ্বাসদ্বারা পরিত্রাণ পাওয়া যায় ইহার অদ্বিতীয় কারণ ঈশ্বরের দয়া।

মৃত্যুঞ্জয় নামক বালকের বিবরণ।

শুনিয়াছিলাম যে মৃত্যুঞ্জয় বালকের পিতা ঈশ্বরভক্ত ছিলেন, অতএব তাহার সুশিক্ষা ও সুশাসন পাওনের বড় একখানা অভাব ছিল না, তাহাতে বালক দিনে২ উত্তম স্বভাব প্রাপ্ত হইযা আর২ সঙ্গি বালকের খেলার সময়ে খেলা না করিযা ধর্ম্মগীত গান ও নানা উত্তম ক্ষুদ্র পুস্তক লইযা পাঠ করিত, বিশেষতঃ এই বালক বড় গীতভক্ত ছিল, প্রায় সর্ব্বদা গীত গান করিত, তজ্জন্যে কোন২ সঙ্গি বালক ভেঙ্গাইযা এই রূপ বলিত, "ম্যাঁ, ম্যাঁ, কলিকা ভাঙ্গা" ইত্যাদি ব্যঙ্গ করিলেও সে প্রায় বিরক্ত না হইযা সহ্য করিত ও গুপ্তস্থানে তাহাদের জন্যে প্রার্থনা করিত। তাহার আর এক গুণ ছিল যে কাহাকেও গালি দিত না। শুভক্ষণে পরমেশ্বর তাহার প্রার্থনা শুনিলেন ও কেহ২ ঐ মত নিন্দা করিতে ত্যাগ করিল।

অনুমান হয তাহার সাত কিম্বা আট বৎসর বয়সের সময়ে তাহার পিতা পরলোক প্রাপ্ত হইলে সে আপন জ্যেঠার নিকট প্রতিপালিত হইতে লাগিল, ইনিও যীশু খ্রীষ্টের এক জন ভক্ত ছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় সর্ব্বদা আপন গীত ও ধর্ম্মপুস্তক বগলে করিয়া গীর্জা ঘরে যাইত, ও স্থির হইযা উপদেশকের কথা শুনিত ও কখন২ এমন হইত যে চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারিত না।

কোন এক দিবস গীর্জার উপদেশকথা বড় মনে লাগাতে প্রার্থনা করিবার কারণ গোপনীয় স্থান খুঁজিযা বেড়াইতেছিল, কিন্তু সেই রবিবারদিবসে পাঠ মুখস্থ দেওনের সময় হওয়াতে কোন দূরস্থ নির্জন স্থানে যাইতে পারিল না। তাহার জ্যেঠা জিজ্ঞাসা

করিল, আজি এমন অস্থির হইয়া কেন বেড়াইতেছ? সে বলিল, আজিকার উপদেশকথা আমার মনে বড় লাগিযাছে, এই মাত্র বই আর কিছুই বলিল না। এই কথাতে তাহার জ্যেঠা জানিতে পারিল, যে এ আপনার পাপের বিষযে ও যীশু খ্রীষ্টের বিষযে সত্যরূপ চেতনা পাইযাছে, কেননা সে আপনার বিষয়ে প্রার্থনা করিবার কালে বলিত, আমি পাপেতে পতিত, মহা অপরাধী, নরকযোগ্য, যীশু খ্রীষ্ট বই আমার ত্রাণকারী কেহ নাই।

যে২ লোক তাহার নিকটস্থ ছিল তাহারা প্রায সর্ব্বদাই দেখিত যে এই বালক আপনার পাপ স্বভাব ও যীশু খ্রীষ্টের দত্ত ত্রাণ বিষযক জ্ঞানে বাড়িতেছে। ও তাহার ধর্ম্মগীত গান করণের স্বর শুনিয়া প্রতিবাসি লোক মনে২ আনন্দিত হইত।

পীড়িত হওনের পূর্ব্বে তাহার মনের গতি ঐ মত ছিল, কিন্তু যখন তিনি জ্বরগ্রস্ত হইলেন, তখন তাহার সঙ্গি পড়ুযারা দেখিতে যাইয়া বলিল, তুমি শীঘ্র ভাল হইবা। সে বলিল, আমি নিশ্চয জানি না, বোধ করি এ যাত্রা ভাল হইতে পারিব না। আরো বলিল, এই জগতে থাকিতে হইলে বার২ এমনি ভোগ করিতে হইবে, কেননা এই আমাদের পাপের ফল।

কোন২ সময়ে তাহার জ্যেঠা ও মাতা অতিশয শোকাকুল হইত, ইহা দেখিয়া অনেক বার অনুযোগ পূর্ব্বক বলিত, তোমরা কেন এমত ঐহিক লোকের মত অবিশ্বাসী হইযা শোক কর? আমাকে তো বরাবরি থাকিবার জন্যে ঈশ্বর তোমাদের কাছে দেন নাই, কেবল লালন পালন করিবার জন্যে কিছু দিনের মত তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

পরে মরণকালে আপন জ্যেঠাকে ও মাতাকে ডাকিয়া বলিল, আমি তোমাদের নিকট থাকিয়া পিতার বাটীতে যাইতেছি। তোমরা আর রোদন করিও না। তাহার পর তাহাদিগকে আপন বিছানার অতি নিকট আসিতে মিনতি করিল, এবং আইলে পর তাহাদের দুই জনের হাতে২ ধরাইয়া দৃঢ় করিয়া বলিল, তোমরা পরস্পর আর বিরোধ করিও না, কেননা এই সময়ে এই মাত্র আমার অন্তরে দুঃখ আছে, নতুবা স্বর্গপানে দৃষ্টি করিয়া পূর্ণানন্দে ভাসিতেছি।

মরিবার পোনের বা ষোল মিনিট পূর্ব্বে কবর দিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিয়া দিল, ও আপন জ্যেঠাকে বলিল, জ্যেঠা গো, তুমি আমার বিদায়ের প্রার্থনা কর। তাহার পর তিনি রোদন করিতে২ বিদায় প্রার্থনা করিবামাত্রে পুণ্যবানদের আত্মাগণের সহিত অনন্ত সুখভোগ করিতে স্বর্গীয় সিংহাসনে গমন করিল।

শিশুগণের নিদর্শন।

২ অস্তাচলোপরিস্থ আকাশ।

দেখ, সূর্য্য অস্ত গেলে পরেও তাহার আলো কিছু কাল পর্য্যন্ত অস্ত হওনের স্থানে থাকে। তৎকালে তাহার কিরণেতে পশ্চিম দিক্‌স্থ মেঘ সকল উজ্জ্বল হয়। তাহাতে সূর্য্যাস্ত হইলেও দূরস্থ পথিকগণ সেই অল্প আলোক প্রাপণে উপকৃত হয়।

অতএব হে শিশু, যখন খ্রীষ্টীয়ানেরা মৃত হয়, তখন তাহারা উজ্জ্বল ও স্মরণার্থক ভাল কর্ম্মের নিদর্শন রাখিয়া যায়। সেই রূপ তাহারা যখন মরে, তখন তাহারা সিয়োনের দিকে সম্মুখ হইয়া তাহার পথজিজ্ঞাসাকারি পথিকের উপকারার্থে আলোক রাখিয়া যায। যির ৫০; ৫।

প্রমাণবচন।

ধার্ম্মিক লোকদের স্মরণীয় নাম ধন্য হয়। হিত ১০, ৭।

সে মৃত হইলেও অদ্যাবধি কথা কহিতেছে। ইব্রু ১১; ৪।

আমরা এত সাক্ষিরূপ মেঘে বেষ্টিত হইয়া আইস সকল ভার ও অনায়াসে বাধক পাপকে ত্যাগ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনে আপনাদের গমনের পথে ধাবমান হই। ইব্রীয় ১২; ১।

প্রতি দিনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

অদ্যকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কল্যকার নিমিত্তে রাখিও না।

করণীয় কর্ম্ম যত, করিবারে হই রত,
বিলম্ব না করি কদাচন।
যেহেতুক সে কারণে, হইবেক কল্য দিনে,
অনেক ক্ষমার প্রয়োজন॥

বর্ত্তমান প্রতিক্ষণে, কর্ম্ম করি প্রতি দিনে,
নিশি পূর্ব্বে হউক সমাপন।
করি যদি এই ক্রম, নাহি হবে মম শ্রম,
বিশ্রান্ত থাকিবে তবে মন॥
বিলম্বে আপদ ঘটে, এই কথা স্থির বটে,
তাহে শেষে বহু দুঃখ হয়।
অধিকন্তু বিলম্বেতে, ক্ষতি করে বিশেষেতে,
আত্মার বিষয়ে সুনিশ্চয়॥
তাহা কিবা ভ্রান্তি দোষ, তাহে জন্মে অসন্তোষ,
ধর্ম্মকে রাখয়ে অতিদূরে।
দেখ এবে অঙ্গীকৃত, সময় আছে উপস্থিত,
তবু কল্য মৃত্যু হইতে পারে॥
মমান্তর প্রতি দিন, হইতেছে সুকঠিন,
অধিকন্তু অতি মন্দ মন।
যদি আমি আলস্যেতে, দেরি করি প্রার্থনাতে,
অনিচ্ছা হইবে সংঘটন॥
তবু বৃদ্ধ পাপিগণ, খেলাতে প্রবর্ত্তমান,
মরণের দিবস পর্য্যন্ত।
স্বর্ণভার দিবে শেষে, এক দণ্ড পাবার আশে,
করিবারে প্রার্থনা একান্ত॥
এইরূপে তখন পাছে, দুঃখী হই প্রভুর কাছে,
বিলম্বেতে কায নাহি আর।
দেখ কাল শীঘ্রগত, মৃত্যু হইল সমাগত,
তাহে যেন হই তৎপর॥

আমাদের সহিত পরের যেরূপ ব্যবহার আমরা ভাল বাসি তাহার সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করা আমাদের উচিত।

১ অন্যের যে ব্যবহার আমার বাঞ্ছিত।
তার প্রতি করা মোর সে রূপ উচিত॥
তাহাতে হইব সৎ আর দয়ান্বিত।
এইরূপ করা শিশুবর্গের বিহিত॥

২ আমাদের অকর্ত্তব্য মন্দ আচরণ।
করিতে বিলম্ব কোন নাহি প্রয়োজন ॥
ন্যায্যান্যায্য কর্ম্ম যাহা হয় সংঘটন।
তদ্রূপ বলিব তাহা যা করি শ্রবণ ॥

৩ ক্ষুদ্র বস্তু থাকে যদি আমার সাক্ষাতে।
তবু চৌর্য্য করা নয় তাহা কোনমতে ॥
যথা সেই দ্রব্যে হলো মম অধিকার।
হারাইতে বাঞ্ছা কভু না হয় আমার ॥

৪ যদি মম প্রতি রাগ করে কোন জন।
কভু না ভাবিবে ন্যায্য তাহা মোর মন ॥
এ কারণ স্রষ্ট বিধি মানা করে মোরে।
আঘাত করিয়া দূর করিতে রাগেরে ॥

৫ অন্য জনে দয়া যত প্রয়োজন করে।
করিব যতেক পারি সাধ্য অনুসারে ॥
যেহেতু দয়ালু তারা হৈলে মম প্রতি।
সুনিশ্চয় হই তবে আনন্দিত অতি ॥

৬ পাঠশালে কিম্বা ঘরে থাকি যেখানেতে।
অথবা ভ্রমণে যদি যাই বাহিরেতে।
যীশু খ্রীষ্ট প্রভু ত্রাতা জগতে বিখ্যাত।
এই বিধি যেন আমি না হই বিস্মৃত ॥

বস্ত্রবিষয়ে অহঙ্কার করা বালকের অনুচিত।

১ সুবসন অভরণ সুদর্শন তরে।
শিশুগণে সুখজ্ঞানে আকিঞ্চনে পরে ॥
পরিধানে অন্যজনে নিরীক্ষণে কয়।
এ প্রকার ব্যবহার সদাচার নয় ॥

২ পরিষ্কৃত বস্ত্রাবৃত আঁচড়িত কেশ।
প্রক্ষালিত পদান্বিত সুমার্জ্জিত বেশ ॥
ইহা শ্রেষ্ঠ তবে তুষ্ট উৎকৃষ্টও হয়।
অলঙ্কার মনোহর শোভাকর নয় ॥

৩ অবিরত পরিষ্কৃত বেশাবৃত থাকে।
হেন কন্যা হয় মান্যা বলে ধন্যা তাকে॥
তাহে ভীত লজ্জান্বিত সুবিহিত নয়।
যদ্যপিস্যাৎ সে অকস্মাৎ কারো সাক্ষাৎ হয়॥

৪ এ কারণ শিশুগণ এ বচন ধর।
সর্ব্বজনে দৃঢ়জ্ঞানে সদা মনে কর॥
ইথে মান নাহি আন ভাল জ্ঞান করে।
ইহা ভিন্ন মন্দ চিহ্ন করে গণ্য নরে॥

লেখালেখি।

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আপনার মে মাসের উপদেশক পত্রিকা পাঠ করিয়া জ্ঞাত হইলাম যে কোন ব্যক্তি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যে স্বর্গস্থ দূতগণ মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন কি না? এই জিজ্ঞাসাতে উক্ত বিষয়ের এই উত্তর দিয়াছেন যে ১৮৪৮ সালের ১২০ পৃষ্ঠ দেখিবেন। আর উক্ত হইয়াছে যে যদি এতদ্দেশীয় কোন ভ্রাতা লেখেন, তবে সম্পাদক অতিশয় বাধিত হইবেন। অতএব ঐ উক্ত সালের কাগজে দৃষ্টিপাত করাতে কেবল ইহা দেখিলাম, যে মনুষ্যগণের প্রতি দূতদের নানা প্রকার কর্ম্ম আছে ইহাই প্রকাশ পায়, কিন্তু স্বর্গহইতে দূতগণ মনুষ্যগণের প্রতি দৃষ্টি করে তাহার কিঞ্চিৎ মাত্র চিহ্ন দৃশ্য হয় না।

একারণ সম্পাদক মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে ধর্ম্মপুস্তকানুসারে আমার যাহা বোধ হয় তাহাই লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া অনেক স্থানে দেখিলাম যে কেবল পরমেশ্বরই মনুষ্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। দূতেরা যে স্বর্গহইতে মনুষ্যগণকে দেখেন, এমন এক স্থানও আমার নয়নগোচর হয় নাই। পরমেশ্বর মনুষ্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন ইহার অনেক প্রমাণ দিতে পারি, তন্মধ্যে এই কএকটি প্রমাণ দিতেছি, যথা ১১ গীত; ৪। পরমেশ্বর আপন পবিত্র মন্দিরে থাকেন ও তাঁহার সিংহাসন স্বর্গে আছে, এবং তাঁহার চক্ষুঃ নিরীক্ষণ করে, তাঁহার চক্ষের পাতা মনুষ্যসন্তানদিগকে পরীক্ষা করে। ৩৩ গীত; ১৩, পরমেশ্বর স্বর্গহইতে দৃষ্টিপাত করিয়া মনুষ্যসন্তানগণকে নিরীক্ষণ করেন। ১৪ গীত, ২ পদ, অতএব জ্ঞানি ও ঈশ্বরতত্ত্বচেষ্টাকারী কেহ আছে কি না, ইহা জানিবার জন্যে পরমেশ্বর স্বর্গহইতে মনুষ্যসন্তানদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। হিতোপদেশ ১৫, ৩ পদ, পরমেশ্বরের চক্ষু সর্ব্বত্র থাকিয়া অধম ও উত্তমদিগকে দেখে। ৩৪ গীত, ১৫ পদ, ধার্ম্মিকগণের প্রতি পরমেশ্বরের দৃষ্টি ও তাঁহাদের প্রার্থনার

প্রতি তাঁহার কর্ণ আছে। ১১১ গীত, ৬ পদ, দেশীয় বিশ্বস্ত লোক যেন আমার সহিত বাস করে, তন্নিমিত্তে তাহার প্রতি আমার দৃষ্টি থাকিবে। যিশযিয় ৫৭, ১৮, আমি তাহার পথ দেখিয়া তাহাকে সুস্থ করিব ও তাহার পথদর্শক হইব। যিশযিয় ৬৬, ২ পদ, পরমেশ্বর কহেন, যে জন নম্র ও ক্ষুন্নমনা ও আমার কথাতে কম্পিত, এমত লোকদিগের প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করিব। হিতোপদেশ ৫, ২১ পদ, মনুষ্যের তাবৎ পথ পরমেশ্বরের দৃষ্টিগোচর আছে, তিনি তাহাদের সকল গতি বিচার করেন। যিশযিয় ১; ১৬, তোমরা আপনাদিগকে ধৌত করিয়া পবিত্র হও ও আমার গোচরহইতে পাপকর্ম্ম দূর করিয়া অসৎকর্ম্ম ত্যাগ কর। যিশযিয় ৬৫, ১২, আমার গোচরে কুক্রিয়া করিও না, এবং যাহাতে আমার সন্তোষ নাই তাহাই মনোনীত করিও না। ইব্রীয় ৪; ১৩, এবং কোন বিষয় তাঁহার অগোচর নহে। যাঁহার কাছে আপন ২ কথা কহিতে হয়, তাঁহার দৃষ্টিতে বস্তুমাত্র অনাবৃত ও প্রকাশিত আছে।

এখন আর প্রমাণ দিবার আবশ্যক নাই। দূত কিম্বা ধার্ম্মিক লোকেরা যাহারা স্বর্গেতে বাস করে তাহারা মনুষ্যগণের প্রতি নিরীক্ষণ করে, এমত প্রমাণ যদি কেহ অনুগ্রহপূর্ব্বক দিতে পারে, তবে আমি পরম আপ্যায়িত হইব। কিন্তু সাবধান, আপন কথা স্থির রাখিবার জন্যে ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করিও না, যেহেতুক এক স্থানে থাকিয়া সর্ব্বত্র দৃষ্টিপাত করণের সামর্থ্য কেবল ঈশ্বরেতে আছে, আর কেবল তিনি সর্ব্বদর্শী এই নামেতে প্রসিদ্ধ আছেন। যদি দূত কিম্বা ধার্ম্মিক লোকেরা স্বর্গে থাকিয়া মনুষ্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তবে সর্ব্বদর্শী এই নাম তাহাদিগকেও দিতে হয়। আর তাহা হইলে রোমান কাথলিক লোকদের বচন মান্য করিতে হইবে, কেননা তাহারা বলে, দূত ও মরিয়ম এবং ধার্ম্মিক লোকেরা আমাদের প্রার্থনা শুনে ও আমাদের প্রতি দৃষ্টি করে।

যদি কেহ বলে যে উক্ত কথা দূতদের বিষয়ে আছে, ধার্ম্মিক লোকদের বিষয়ে নহে, ভাল, যদি দূতেরা মনুষ্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তবে তাহাদের কথাও শুনিতে পারে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যদি ইহা স্বীকার করিতে হয়, তবে ধার্ম্মিক ও দূতের মধ্যে বিভিন্ন কি? দেখ লূকের ২০; ৩৬, পদে লেখা আছে যথা, তাহারা পুনর্ব্বার মরে না, কিন্তু কবরহইতে উত্থাপিত হইয়া ঈশ্বরের সন্তান ও স্বর্গদূতগণের সদৃশ হয়। ১ করন্থী ১৫, ৪৯ পদে, আমরা যেমন পার্থিব মনুষ্যের আকারবিশিষ্ট আছি, তেমনি স্বর্গীয় ব্যক্তির আকারবিশিষ্ট হইব। তবে কেবল দূতগণ দেখিতে পায় ও শুনিতে পায়, তাহাই নহে, বরঞ্চ ধার্ম্মিকগণও দেখিতে ও শুনিতে পায়। যদি এই কথা নিশ্চয় হয়, তবে মুহম্মদীয়দের কথা গ্রাহ্য করিতে হইবে, যেহেতুক তাহারা বলে, আমাদের পিরেরা দেখেন ও শুনেন। এই অভিপ্রায়ে তাহারা নানা প্রকার দ্রব্যাদি তাহাদের নিকট দিয়া তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে নিবেদন করে। আর হিন্দুদেরও

সেই প্রকার মত আছে। কিন্তু ইহা করিলে ঈশ্বরের অপমান করা হয়, যেহেতুক সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞ নামে তিনি বিখ্যাত আছেন।

আমি নিবেদন করি অনুগ্রহপূর্ব্বক বৈধর্ম্ম্যনিবারক নামে যে একটি ক্ষুদ্র পুস্তক আছে তাহার ২৩ পৃষ্ঠের ১৩ পঁক্তিতে পাঠ করিবেন, তাহা হইলে আমাদের উক্ত বিষয় প্রকাশ পাইবে।

যদি বল যে ধর্ম্মপুস্তকে উক্ত বিষয়ে প্রমাণ আছে, যে দূতেরা পৃথিবীস্থ লোকদিগকে দেখিয়া থাকেন, যেমন লূকের ১৫; ৭ ও ১০ পদে লেখা আছে, তদ্রূপ আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যাহাদের মনঃপরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা নাই এমন নিরানব্বই ধার্ম্মিক লোক অপেক্ষা যে মন ফিরায় এমন এক পাপির নিমিত্তে স্বর্গেতে অধিক আনন্দ হয়। হে ভ্রাতঃ, তুমি কি ইহা বিশ্বাস কর না, যে প্রভু আপন লোকদিগের সেবার নিমিত্তে দূতগণকে প্রেরণ করিয়া থাকেন? দেখ ধর্ম্মপুস্তকে লেখা আছে, ইব্রীয় ১, ১৪, যাহারা পরিত্রাণের অধিকারী হইবে, তাহাদের সেবার্থে প্রেরিত এই দূতগণ কি সকলে সেবাকারী আত্মা নয়? আর প্রেরিত ১২; ১১ পদে এই লেখা আছে, তখন পিতর চেতনা পাইয়া কহিল, নিজ দূতকে প্রেরণ করিয়া পরমেশ্বর হেরোদের চেষ্টা এবং যিহূদীয় লোকদিগের সমস্ত আশা বৃথা করিয়া আমাকে উদ্ধার করিলেন, ইহা নিশ্চয় জানিলাম। আর ১০৩ গীতের ২০, ২১ পদে লেখা আছে, হে পরাক্রমি ও আজ্ঞাকারি ও বাক্যের রব শ্রবণকারি দূতগণ, তোমরা তাঁহার ধন্যবাদ কর। হে পরমেশ্বরের সেবাকারি ও অভিমতকারি সৈন্যগণ, তোমরা তাঁহার ধন্যবাদ কর।

এই ২ প্রমাণে প্রকাশ পাইতেছে যে দূতেরা বিশ্বাসিদের সেবার নিমিত্তে পৃথিবীতে আসিয়া থাকেন, তাহারা পৃথিবীহইতে সমাচার স্বর্গেতে লইয়া যান, তদদ্বারা স্বর্গেতে আনন্দ হয়। ইহাতে আশ্চর্য্য কি? এবং সর্ব্বদর্শী প্রভুও আপনি স্বর্গীয় দূতগণকে কহিতে পারেন, যে অমুক ব্যক্তি নরক হইতে ফিরিয়া স্বর্গীয় সুখের নিমিত্তে আমাতে বিশ্বাস করিয়াছে। স্বর্গীয় দূতগণ পৃথিবীতে আসিয়া ধার্ম্মিকদের সেবা করে, ইহার অনেক প্রমাণ দিতে পারি, কিন্তু বিস্তার ভয়ে সংক্ষেপে লিখিলাম।

এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, আর কোন প্রমাণ কি আছে যাহাতে সাব্যস্ত হয় যে দূতগণ মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে? বোধ করি এই প্রমাণ দিবা যথা, ইব্রীয় ১২, ১, যেমন লেখা আছে, আমরা এত সাক্ষিরূপ মেঘে বেষ্টিত হইয়া আইস, প্রত্যেক ভার ও অনায়াসে ভ্রামক পাপকে পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনে আমাদের গমনের নিরূপিত পথে ধাবমান হই। ইহাতে কহিবা, দূতগণ ও ধার্ম্মিক লোকদের দৃষ্টিতে আমরা বেষ্টিত আছি। ভাল আমি নিবেদন করি, মার্চ মাসের উপদেশকপত্রের ৫৩ পৃষ্ঠের ১৭ পদে পাঠ করুন, তবে যে অভিপ্রায় ঐ স্থানে আছে, তদ্রূপ ইব্রীয়ের উক্ত পদে আছে। অধিক আর কি লিখিব ইতি।

প্রভুতে তোমার বন্ধু সুজাত আলি।

মীর নসর আলি।

সাগরহইতে শ্রীযুত মেকপীস সাহেব মীর নসর আলির বিষয়ে নীচের লিখিত বিবরণ লিখিয়াছেন। মার্চ মাসের ১৮ তারিখে উক্ত সাহেব তিন জনকে ডুব দেওয়ান, তাহাদের মধ্যে মীর নসর আলি এক জন। সাহেব লেখেন তিনি এইবার সম্পূর্ণরূপে আপন শত্রুদের হাতহইতে রক্ষা পাইয়াছেন, এই হেতুক দয়ালু পরমেশ্বরের নামে আমাদের ধন্যবাদ করা উচিত। অতি পূর্ব্বে তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে নষ্ট করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সম্প্রতি তাঁহাকে হত করিবার উদ্যোগও হইল, তদ্বিস্তারিত এই। মীর নসর আলি খ্রীষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এ হেতুক তেহরী নামক স্থানে অতি বিজ্ঞ এক ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভোজের নিমন্ত্রণ করিল। নসর আলি কহিলেন, আমি যত দিন এই স্থানে আছি, তত দিন কোন কাহারো ঘরে ভোজনার্থে যাই নাই, এখনও যাইব না। পুনশ্চ নিমন্ত্রণ হইল, কিন্তু তিনি গেলেন না। অতএব তাঁহাকে যে জন নিমন্ত্রণ করিল সে কহিল, তুমি আমার ভোজে যদি না আইস, তবে তোমার ঘরে কিছু মিষ্টান্ন পাঠাই। আলি কহিলেন, ভাল। তাহাতে সন্ধ্যাকালে এক জন ভৃত্য ঐ মিষ্টান্ন লইয়া গেল। পাত্রের মধ্যস্থলে বিশেষ প্রকারে প্রস্তুত করা দুই প্রকার মিষ্টান্ন ছিল। ভৃত্য কহিল, এই দুইটা অতি উত্তম, আপনকার নিমিত্তেই বানান গিয়াছে, আপনি এই দুইটি খাইবেন, অন্য সকল পরিবার খাইবে। নসর আলি ঐ মিষ্টান্ন খাইতে না চাহিয়া একটা তুলিয়া ভাঙ্গিয়া এক টুকরা কুকুরকে দিলেন, কুকুর তাহা খাইলে বমি হইতে লাগিল। নানা প্রকার ঔষধ খাওয়াইলেও চারি ঘণ্টার মধ্যে মরিল। তাহাতে নসর আলি কিঞ্চিৎ সন্দেহ করিয়া আর এক টুকরা অন্য কুকুরকে দিতে স্থির করিয়া বাকী মিষ্টান্ন পরদিন পর্য্যন্ত লুকাইয়া রাখিলেন। পরদিনে অনেক লোকের সম্মুখে এক টুকরা মিষ্টান্ন অন্য এক কুকুরকে দিলে সেও অতি অল্পকালে মরিল। তাহাতে এই স্থির প্রমাণ হইল নসর আলি খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছেন, এ হেতুক তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়া নষ্ট করিবার অভিপ্রায় ছিল।

সাহেব আরো লেখেন: সাগরে আসিবার তাঁহার নিরূপিত সময় নিকট হইলে আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে স্থির করিলাম, আর তেহরীতে যাইবার পথে মঙ্গলসমাচারও ঘোষণা করিতে চাহিলাম। অতএব আমি এক জন বিশ্বাসপাত্র চাকরকে মীর নসর আলির নিকটে পাঠাইয়া কহিলাম, আমি আসিতেছি, তোমার সঙ্গে অমুক গ্রামে সাক্ষাৎ করিব। বৃদ্ধ নসর আলি চলিয়া আসিবার জন্যে দ্রব্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, কেবল রাজার অনুমতি পাওয়ার অপেক্ষা ছিল। যুবরাজের পিতা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সপক্ষ নহেন, অতএব অনুমতি দিলেন না। বৃদ্ধ কহিলেন, আমার যাইতে হইবে, কোন বাধা মানিব না। তাহাতে প্রহরীদিগকে আজ্ঞা হইল, মীরকে নগরের দ্বার দিয়া যাইতে দিবা না, তাহাকে কোন গাড়ি

কি কোন প্রকার যান বাহন দেওয়া যাইবেক না। আলি আপন গাড়িতে লওযাজিমা রাখিযাছিলেন, কিন্তু তাহার উপরও চৌকী দেওযা গেল, যে কিছু লইযা যাইতে না পাবেন। এই সকল পণ্ডশ্রম। মীব আলি কএকটা ক্ষুদ্র জিনিস চুপড়িতে বাখিযা আমার চাকবেব হাতে দিলেন, ও সন্ধ্যাব সাত ঘণ্টা সমযে আপন দত্তক পুত্রকে লইয়া উপপথ দিযা পলায়ন কবেন। সে পথে প্রহরী নিযুক্ত ছিল না। সমস্ত বাত্রি পদব্রজে গমন করিতে২ পবদিবস ৬, ৭ ঘণ্টাব সমযে আমাব তাম্বুতে আসিযা পৌঁছুছিলেন। তিনি ১৫০০, টাকার জায়দাদ ছাড়িযা আসিয়াছেন, তদ্ভিন্ন রাজাব স্থানে তাঁহাব ১৪০০, টাকা পাওনা আছে। তিনি যুবরাজেব শিক্ষক হওযাতে যে কর্ম্ম করিতেন তাহার মাসিক বেতন ৬০, টাকা।

আব এক বিষয় লিখিতব্য। তেহবীহইতে প্রস্থান কবিবার পূর্ব্বে মীব নসর আলি মথিরচিত মঙ্গলসমাচাবেব এক ভাগ আপন পড়ুযা যুবরাজেব নিকটে পাঠ করিযাছিলেন, তাহাতে যুবরাজেব পিতা তাঁহাকে ডাকিযা কহিলেন, এই কথা আমার পুত্রেব নিকটে আর কহিও না, পুত্র তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে লাগিয়াছেন, আব তোমাব কথাব বিষয প্রশংসা কবেন।

সম্প্রতি মীর নসর আলিব সঙ্গে কথোপকথন কবিতে২ তিনি কহেন, যদিও ভ্রাতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিলে পব খ্রীষ্টেব ধর্ম্ম গ্রহণ কবিতে স্থির করিযাছিলাম, তথাপি মঙ্গলসমাচাবে পরিত্রাণের যে পথ প্রকাশ হয, তাহাতে ২৭ বৎসব অবধি আমাব মন আসক্ত হইযাছে। তেহরীব তৎকালীন বাজা এই কথা অবগত হইযা আমাকে কযেদ করিলেন, ও ষোল বৎসর সাত মাস আমাকে কাবাগাবে বাখিলেন। সাত বৎসব পর্য্যন্ত আমাকে চারি দিন অন্তর তিন পোয়া ময়দা ও এক পযসাব লবণ দিতেন। বাজা আজ্ঞা করিলেন কেহ আমাকে আব কিছু না দেয, মরিলে ভাল। আমি নসরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি এত অল্প খাইযা বাঁচিলা কেমনে? তিনি কহিলেন, ঈশ্বর জানেন। আর কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, আমি কৃশও হই নাই। কেবল পরমেশ্বব তাঁহাকে সে সমযাবধি অদ্যপর্য্যন্ত বক্ষা করিতেছেন।

সাহেব আবো লেখেন, সাগবে ও চতুর্দ্দিগেব গ্রামে প্রতিদিন মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করা যাইতেছে। এই দেশীয ও ইউবোপীয লোকদেব মধ্যে ঈশ্বরের কার্য্য চলিতেছে। এক জন সম্ভ্রান্ত হিন্দু প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে আপনাব বিশ্বাস প্রকাশ করিযাছেন, আর অনেক লোকের দ্বারা শুনিযাছি তাঁহার আচরণ ভাল। মঙ্গলসমাচাব ঘোষণা করণদ্বারা ও ধর্ম্মাত্মাব পবাক্রমেতে লোকদের মন ফিরিতেছে। অতএব আমার সঙ্গে ঈশ্বরের ধন্যবাদ কব।

[উক্ত সাগব নর্ম্মদা নদীব নিকটবর্ত্তি এবং কলিকাতার উত্তর পশ্চিম দিগে প্রায ৪০০ ক্রোশ দূবস্থ এক নগর।]

উপদেশক।

জুলাই ১৮৪৯ (৩১) মূল্য ২ আনা।

পরমার্থতত্ত্বসার।

৭ প্রস্তাব।

পাপিগণের ত্রাণদায়ক যে সুসমাচার, তাহা অতি অল্পকালের মধ্যে পৃথিবীর অনেক দেশে ব্যাপ্ত হইয়া কৃতকার্য্য হওনেতে এমত স্থির প্রমাণ হইতেছে যে ঈশ্বর তৎকর্ম্মে সাহায্য করিলেন ও কেবল তিনি তাহার মূলকারণ ছিলেন।

আমরা প্রেরিতদিগের ক্রিয়াদ্বারা এবং অন্য২ গ্রন্থদ্বারা অবগত হইতেছি যে প্রভুর স্বর্গারোহণের পরেতে কন্‌স্তান্তীন নামক রাজার কাল পর্য্যন্ত খ্রীষ্টধর্ম্ম অত্যন্তরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রভুর এই জগৎ ত্যাগ করণের পরে খ্রীষ্টীয়ানদিগের সংখ্যা ১২০ জন ছিল। কিন্তু প্রায় এক সপ্তাহের পরে আর ৩০০০ তিন সহস্র জন এক দিনেতে তাহাদিগের সহিত গণিত হইল, এবং যে সমস্ত খ্রীষ্টীয়ানেরা সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচরে অবগাহিত হইল এবং একত্র সভা করিল, তাহাদিগের সংখ্যা অল্প দিনের মধ্যে ৫০০০ পাঁচ সহস্র হইল। ইহার কএক বৎসর পরেতে ঐ ধর্ম্ম অতিশয় রূপে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, তাহাতে সহস্র২ লোকেরা আসিয়া সেই ধর্ম্মাক্রান্ত হইতে লাগিল, এবং প্রতি দিবস স্ত্রী ও পুরুষ বহু লোক নিত্য২ তাহাদের মধ্যে গৃহীত হইল। তাহাতে প্রভুর মৃত্যুর ৩০ বৎসরের মধ্যে ঐ সুসমাচার এই রূপ বৃদ্ধি পাইল যে কেবল রোমীয় রাজ্য তাহাতে ব্যাপ্ত হইল তাহা নয়, কিন্তু ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আইল। প্রেরিতদিগের বিবিধ স্থানে স্থাপিত মণ্ডলীর প্রতি লিখিত পত্রের দ্বারা এমত দৃষ্ট হইতেছে যে তত্তৎস্থানে বিশেষতঃ রুম নগরে ও গ্রীস ও আশিয়া দেশস্থিত প্রধান২ নগরে স্থাপিত মণ্ডলীতে বহুসংখ্য লোক ছিল।

ঐ সমস্ত বিবরণ তৎকালীয় রোমীয় ইতিহাসবেত্তাদের দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে, আর খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের প্রায় আশি বৎসর পরে

পিলনি * নামক এক জন এইরূপ কহেন যে এই ধর্ম্ম কেবল মহানগরাদি আক্রমণ করে নাই, কিন্তু ক্ষুদ্র নগর ও গ্রামাদি পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে। আরও দেবালয় প্রায় পরিত্যক্ত হইযাছে, এবং তৎস্থানেতে হোমীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে আর কাহাকে দেখা যায় না, এবং বলিদান উৎসর্গ ক্রিযা প্রায় কেহ করে না। আর ইহার ২০ বৎসর পরেতে যুষ্টীন মার্ত্তুর নামক এক জন খ্রীষ্টীয়ান লেখক এই প্রকার কহেন যে গ্রীক ও অন্য-দেশীয় এবং নানা দেশ ভ্রমণকারি অতি অজ্ঞান ও মূর্খ লোকেরা ক্রুশে হত যীশুর নামেতে সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা ও ধন্যবাদ করিতে শিখিযাছিল। এই প্রকারে কনস্তান্তীন রাজার খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ কাল পর্য্যন্ত ঐ ধর্ম্ম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল, পরে তাঁহার ঐ ধর্ম্ম আক্রান্ত হওনেতে দেবপূজকহইতে খ্রীষ্টীযানদিগের সংখ্যা ও শক্তি অধিক হইল।

এইক্ষণে এই খ্রীষ্টীয ধর্ম্মের অতি চমৎকার রূপে বৃদ্ধি হওনেতে তদ্বিষযে আমরা কি কহিব? যদি এই ধর্ম্ম মনুষ্যদের সাধারণ অধমত্বের বিষযে উৎসাহজনক হইত, এবং তাহাদিগের ঐ ধর্ম্ম গ্রহণের নিমিত্তে ক্ষমতা ও ধন ও আনন্দ ও পদবী পুরস্কারস্বরূপ দেওযা যাইত, ও যদি তাহাদিগের পাপ ও নানা অধর্ম্ম প্রাচীন ব্যবহারের নিমিত্তে অনুমতি দেওযা যাইত, ও যদি ঐ ধর্ম্মশিক্ষকেরা অতিশয় জ্ঞানী ও সদ্বক্তা হইতেন, ও যদি তাহা পৃথিবীর অতিশয অজ্ঞানাবস্থায প্রথমে কেবল মূর্খ অজ্ঞান লোকদের নিকটে প্রচারিত হইত, ও যদি পৃথিবীর মহা-রাজদের ক্ষমতাতে ও পরাক্রমি সৈন্যদের দ্বারা প্রকাশিত হইত, তবে তাহার অতি শীঘ্র ব্যাপকতার হেতু সন্দেহস্থল থাকিত। কিন্তু এই প্রকাশিত ধর্ম্ম উপরোক্ত সমস্ত বিষয়ের প্রতিকূল ছিল, কেননা ঐ সুসমাচারের প্রাথমিক প্রচারকগণ মনুষ্যদের সমস্ত ভ্রম ও দোষ ও তদ্বিষযক লাভ ও অধর্ম্ম বিষযে পক্ষপাত ও নানা বৈধর্ম্মোর বিরুদ্ধে খ্রীষ্টের ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, সুতরাং তাহাদিগের অধর্ম্ম বিষযে কোন প্রকার উৎসাহ দিতে পারিলেন না যে তন্নিমিত্তে তাহারা ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। আর ঐ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকদিগের মধ্যে কএক জন ভিন্ন প্রায় অন্য কাহারো বিদ্যা বা বাক্‌পটুতা ছিল না যে তদ্দ্বারা এমত অসংখ্য ২ লোকেরা তাহাদিগের বাক্‌জালেতে বদ্ধ হইবে। এবং যে কালেতে এই ধর্ম্ম প্রচারিত হইল, সেই কালে পৃথিবীর অজ্ঞানাবস্থা ছিল না, কিন্তু জ্ঞানরূপ আলো অতিশয প্রজ্বলিত ছিল। আর ঐ ধর্ম্ম যে কেবল অজ্ঞান মূর্খ লোকদের নিকটে প্রকাশিত ছিল, তাহা নয়, কিন্তু পৃথিবীর অতি জ্ঞানী ও বিদ্বান ও সদ্বক্তাদের নিকটে প্রকাশিত হইল, ও তদ্বিষয়ে

* পিলনি অতি প্রসিদ্ধ এক দেবোপাসক ছিলেন। ইহাঁর ক্ষমতা ও নৈ-পুণ্য হেতুক ত্রায়ান নামক রাজার দ্বারা মহাপদস্থ হইয়া খ্রীষ্টীয়দিগের বিষয় সবিশেষরূপে লিখিয়াছিলেন।

তাহাদের সহিত নিত্য বাদানুবাদ হইত, সুতরাং এমত কহা যাইতে পারে না যে ঐ সমস্ত লোকেরা অন্তর্ভূত হওনেতে তাহা গ্রহণ করিয়াছিল। আর ঐ ধর্ম্মের ব্যাপকতা রাজসম্পর্কীয় লোকদেব দ্বারা সাহায্যীকৃত হইল তাহাও নহে, বরং তাহারা সর্ব্বতোভাবে বিপক্ষতাচরণ করত নিন্দা ও তাড়না ও নিগ্রহ ও মৃত্যু পর্য্যন্ত কঠোর যন্ত্রণাদি দিল, সুতরাং ঐ সমস্ত রাজকীয় লোকদিগের দ্বারা এ ধর্ম্মের ব্যাপকতার সাহায্য কোন মতেই হয় নাই। আর যে সমস্ত লোকেরা ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিল তাহারা নানা প্রকার কঠোর যন্ত্রণা ও মৃত্যু পর্য্যন্ত * ঐ ধর্ম্ম গ্রহণের নিমিত্তে ভোগ করিল, সুতরাং তাহার গুপ্ততা ছিল না ও গ্রাহকদিগের কাল্পনিকতাও ছিল না। অতএব এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ ঐ বার জন অজ্ঞান মৎস্যধারী যে এত অল্পকালে এমন মহাপ্রদেশে সর্ব্বমত ও সর্ব্বলোক বিরুদ্ধে যে মত ও ধর্ম্ম তাহা অন্য কাহারো সাহায্য ভিন্ন আপনাদিগের ক্ষমতা বা শক্তিদ্বারা প্রকাশ করিল এমত কি সম্ভব হয়? কোন প্রকারেই নহে। তাহারা অবশ্য সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের সহায়তাদ্বারা এমত অসম্ভব ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ জন্মিতে পারে না। মনুষ্য সকল তাহাদিগের বিরুদ্ধ হইয়াছিল, অতএব অলৌকিক সাহায্যদ্বারা তাহারা এমত মহদ্ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এই সিদ্ধান্ত করিতে হয়, কেননা তাহাদিগের নিজের কোন ক্ষমতা ছিল না, সুতরাং ঈশ্বরভিন্ন এমত জ্ঞান আর কাহারো নাই, ও তিনি ভিন্ন আর কোন কেহ তাহাদিগের সাহায্যও করিতে পারিল না। এতদ্ভিন্ন তাহারা যে সমস্ত অলৌকিক আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিল, তদ্দ্বারাও অতি স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে তাহারা ঈশ্বরেচ্ছানুক্রমে ও কেবল তাঁহারি ক্ষমতা ও সহায়তাদ্বারা এ সমস্ত কার্য্য করিল ও শিক্ষা দিল ও সেই ধর্ম্ম এমত আশ্চর্য্য বৃদ্ধি পাইল।

ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

১৩৭। পরিত্রাণ কি?

পাপের ফল এবং পাপের বল এই উভয়হইতে যে সম্পূর্ণ রক্ষা তাহাকে পরিত্রাণ বলা যায়।

১৩৮। পাপের ফলহইতে অর্থাৎ পাপের দণ্ডহইতে রক্ষা পাওয়া যায় কি প্রকারে?

বিশ্বাসদ্বারা পাপের দণ্ডহইতে রক্ষা হয়, কেননা যে কেহ প্রভু

---

* খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ হেতুক লোকদিগের যন্ত্রণা বিষয় পাঠ করিলে কাহার অশ্রুপাত না হয়? এ ক্ষুদ্র গ্রন্থেতে ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত লিখনের স্থানাভাব প্রযুক্ত তাহা লিখনে ক্ষান্ত হইলাম, কিন্তু মণ্ডলীর ইতিহাস নামক পুস্তক পাঠ করিলে ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত অতি স্পষ্টরূপে জানিতে পারিবা।

যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করে তাহাকে ঈশ্বর পুণ্যবানরূপে গণনা করেন।

১৩৯। পুণ্যবানরূপে গণিত হওয়া কি প্রকার?

ঈশ্বর যাহাকে পুণ্যবানরূপে গণনা করেন, তাহাকে আর দোষী জ্ঞান না করিয়া সম্পূর্ণরূপে আজ্ঞাবহ এবং স্বর্গীয় সুখের যোগ্য পাত্র জ্ঞান করেন।

১৪০। ঈশ্বর বিশ্বাসি লোককে আর দোষী জ্ঞান করেন না, ইহার কারণ কি?

ঈশ্বর বিশ্বাসি লোককে আর দোষী জ্ঞান না করিয়া তাহার সকল পাপ ক্ষমা করেন, ইহার কারণ এই যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপন ক্রুশীয় মৃত্যুদ্বারা তাহার তাবৎ পাপের জন্যে সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহার পাপরূপ ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন।

১৪১। ঈশ্বর বিশ্বাসি লোককে সম্পূর্ণরূপে আজ্ঞাবহ ও স্বর্গীয় সুখের যোগ্যপাত্র জ্ঞান করেন, ইহার কারণ কি?

ঈশ্বর বিশ্বাসি লোককে সম্পূর্ণরূপে আজ্ঞাবহ ও স্বর্গীয় সুখের যোগ্য পাত্র জ্ঞান করেন, ইহার কারণ এই যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাহাকে আপন অসীম পুণ্যধনের অংশী করেন।

১৪২। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পুণ্যধন কি প্রকার?

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পাপি মনুষ্যদের প্রতি অতুল্য দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদের নিমিত্তে মনুষ্য হইলেন, এবং মনুষ্য হইয়া আপন স্বর্গীয় পিতার সমস্ত আজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে পালন করিলেন, এবং মনুষ্যদের পাপের ভার আপনার উপরে লইয়া ক্রুশীয় মৃত্যু স্বীকার করিলেন, এই সকল কর্ম্মদ্বারা তিনি অসীম পুণ্য সঞ্চয় করিলেন।

১৪৩। সেই পুণ্যধনে তাঁহার কি প্রয়োজন?

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপনার সেই পুণ্যধন বিশ্বাসি মনুষ্যকে দেন, নতুবা সেই পুণ্যধনে তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই।

১৪৪। তবে বিশ্বাসি লোকের সহিত খ্রীষ্ট কি প্রকার নিয়ম করেন?

খ্রীষ্ট তাহাকে বলেন, তুমি আমাকে বিশ্বাস করিতেছ, এই জন্যে তোমার পাপ আমার হইল, এবং আমার পুণ্য তোমার হইল।

১৪৫। পুণ্যবান গণিত মনুষ্যের মনে কি জন্মে ?

পুণ্যবান গণিত মনুষ্য মনে সান্ত্বনা পায়, এবং যীশুকে অতি মান্য এবং অতি প্রিয় জ্ঞান করিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে চেষ্টা পায়।

১৪৬। পাপের বলহইতে রক্ষা পাওয়া যায় কি প্রকারে ?

বিশ্বাসি লোক ঈশ্বরহইতে পবিত্র আত্মাকে পায়, তাঁহার অনুগ্রহদানদ্বারা সে পাপের বলহইতে রক্ষা পায়, অর্থাৎ পাপ ত্যাগ করিয়া পবিত্র হইয়া উঠে।

১৪৭। পবিত্র আত্মার সেই অনুগ্রহদান কি প্রকার ?

পবিত্র আত্মার অনুগ্রহদানের মধ্যে চারি দান প্রধান, অর্থাৎ আহ্বান ও জ্ঞানদান ও পুনর্জন্ম ও ধর্ম্মপথে রক্ষা।

১৪৮। আহ্বান কাহাকে বলা যায় ?

সুসমাচারদ্বারা ঈশ্বর পরিত্রাণার্থে মনুষ্যকে যে নিমন্ত্রণ করেন তাহা শুনিয়া মানিতে পবিত্র আত্মা কোন২ লোককে যে প্রবৃত্তি দেন, তাহাকে আহ্বান বলা যায়, কারণ পাপনিদ্রাতে নিদ্রাগত মনুষ্য সেই আহ্বানদ্বারা সচেতন হয়।

১৪৯। জ্ঞানদান কাহাকে বলা যায় ?

পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তে আপন পাপ এবং পরিত্রাণের উপায় এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা বিষয়ে যাহা জানিতে মনুষ্যের আবশ্যক, তাহা পবিত্র আত্মা তাহাকে বুঝাইয়া দেন, ইহাই সেই জ্ঞানদান।

১৫০। পুনর্জন্ম কাহাকে বলা যায় ?

পবিত্র আত্মা মনুষ্যকে এমন নূতন স্বভাব দেন যাহাদ্বারা সে ঈশ্বরকে প্রেম করিতে পারে এবং তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে ইচ্ছুক ও পারক হইয়া উঠে। সেই নূতন স্বভাবদানকে পুনর্জন্ম বলা যায়, কারণ তাহাদ্বারা পাপী মনুষ্য ঈশ্বরকে পিতা জ্ঞান করিয়া ক্রমে২ তাঁহার সন্তানের উপযুক্ত রূপে তাঁহার ন্যায় ভাল হইয়া উঠে।

১৫১। ধর্ম্মপথে রক্ষা কাহাকে বলা যায় ?

পবিত্র আত্মা পুনর্জাত মনুষ্যকে পুনরায় নরকপথে যাইতে দেন না, কিন্তু সে যেন মরণের পরে স্বর্গীয় সুখ পায়, এই নিমিত্তে

নানা উপায়দ্বারা তাহাকে ধর্ম্মপথে রক্ষা করেন, ইহাই সেই রক্ষা।

১৫২। পবিত্র আত্মার এই চারি অনুগ্রহদানের ফল কি?

পবিত্র আত্মার অনুগ্রহদানের ফল মনঃপরিবর্ত্তন ও বিশ্বাস ও পবিত্র হওনের চেষ্টা।

১৫৩। মনঃপরিবর্ত্তন কাহাকে বলা যায়?

পাপের জন্যে অনুতাপ করণপূর্ব্বক পাপকে ঘৃণা করিয়া ধর্ম্মপথে চলিতে যে মনস্থ করা তাহাকে মনঃপরিবর্ত্তন বলা যায়।

১৫৪। পাপের জন্যে যে অনুতাপ সে কি প্রকার?

পূর্ব্বকৃত পাপের জন্যে আন্তরিক যে ভয় ও শোক করা, তাহাকে অনুতাপ বলা যায়।

১৫৫। সেই অনুতাপ গুপ্ত থাকে না প্রকাশ পায়?

মনুষ্য যদ্যপি প্রথমে গুপ্তরূপে অনুতাপ করে, তথাপি পরে তাহা প্রকাশ করিবে, অর্থাৎ আপন পাপ স্বীকার করিবে, এবং পাপকে ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করিতে চেষ্টা পাইবে।

১৫৬। সে কাহার নিকটে আপন পাপ স্বীকার করিবে?

সে প্রথমে প্রার্থনাদ্বারা যীশুর নিকটে, পরে কোন২ ধার্ম্মিক মনুষ্যের নিকটেও আপন পাপ স্বীকার করিবে, এবং যদি আপন পাপদ্বারা কাহারো অন্যায় করিয়া থাকে, তবে তাহার নিকটে সেই অন্যায় স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিবে।

১৫৭। সত্য অনুতাপের চিহ্ন কি?

সত্য অনুতাপের চিহ্ন এই যে মনুষ্য তদবধি পাপ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপথে চলিতে চেষ্টা করে।

১৫৮। বিশ্বাস কাহাকে বলা যায়?

ঈশ্বরের বাক্য সত্য জ্ঞান করিয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশ্রয় লওয়া এবং তদবধি ঈশ্বরের উপরে ভরসা রাখা ইহাই বিশ্বাস।

১৫৯। কোন্২ বিষয়ে ঈশ্বরের উপরে ভরসা রাখিতে হয়?

প্রথমে পাপমার্জ্জনার ও পরিত্রাণের বিষয়ে, পরে সর্ব্ববিষয়ে ঈশ্বরের উপরে ভরসা রাখিতে হয়।

১৬০। ঈশ্বরের উপরে ভরসা রাখিলে তাঁহার বিষয়ে কি বোধ হয়?

ঈশ্বর অতি বিশ্বসনীয়, কেননা তিনি সত্যবাদী এবং আমার সর্ব্বশক্তিমান পিতা, ইহা বোধ হয়।

১৬১। পবিত্র হওনের চেষ্টা কাহাকে বলা যায়?

যে প্রিয় ত্রাণকর্ত্তা আমার নিমিত্তে আপন প্রাণ দিয়া আমাকে স্বর্গের অধিকারী করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি যাবজ্জীবন প্রেম করিব, এই মনস্থ সফল করিতে যে যত্ন তাহাকে পবিত্রতার চেষ্টা বলা যায়।

১৬২। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি যে প্রেম তাহা কি রূপে প্রকাশ পায়?

তিনি আপনি বলিয়াছেন, যদি তোমরা আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন কর।

১৬৩। পবিত্র হওনের নিমিত্তে কি আবশ্যক?

প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে প্রেম করা, এবং প্রেমেতে তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করা, এই দুই কর্ম্ম যে করে সেই পবিত্র হয়।

১৬৪। পবিত্র হওনের কি২ উপায় আছে?

অনেক উপায় আছে, তাহার মধ্যে ধর্ম্মপুস্তকের বাক্য ধ্যান করা ও প্রার্থনা করা ও আত্মপরীক্ষা করা ও অন্য বিশ্বাসি লোকদের সঙ্গে থাকা, এই কএকটি উপায় শ্রেষ্ঠ, কিন্তু পবিত্র আত্মার সহায়তা বিনা সেই সকল উপায় নিষ্ফল থাকে।

১৬৫। ধর্ম্মপুস্তকের বাক্য ধ্যান করণের ফল কি?

ধর্ম্মপুস্তকের বাক্য ধ্যান করিলে যীশুর প্রতি প্রেম বাড়ে ও তাঁহার আজ্ঞা সকল বুঝা যায়।

১৬৬। যাহারা পড়িতে পারে না, তাহারাও কি ধর্ম্মপুস্তকের বাক্য জানিতে পারে?

আপনি ধর্ম্মপুস্তক না পড়িলে কেহ ধর্ম্মপুস্তকের সকল বাক্য জানিতে পারে না, কেবল পরের নিকটে যাহা শুনে তাহাইমাত্র জানিতে পারে।

১৬৭। যে কেহ যীশুকে প্রেম করে, সে কি ধর্ম্মপুস্তক পড়িতে চাহিবে?

যে কেহ যীশুকে প্রেম করে সে অবশ্য ধর্ম্মপুস্তক পড়িতে চাহিবে, কারণ তাহার মধ্যে তাঁহারই কথা লিখিত আছে।

খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি।

ডুবিত মণ্ডলীগণের মিশনরি সোসাইটির যে রিপোর্ট অর্থাৎ কার্য্যবিবরণ ১৮৪৮ শালে প্রকাশ হয়, তাহার মধ্যে অতি উৎসাহ ও আনন্দজনক সম্বাদ আছে। তাহা শুনিয়া আমাদের এই দেশীয় ভ্রাতৃগণও আহ্লাদিত হইবেন, এই নিমিত্তে তাহার সার ভাগ লিখি। সন ১৮৪৭ শালের মার্চ মাস পর্য্যন্তের এই বিবরণ।

সোসাইটির সম্পর্কে অন্যূন ২০০ দুই শত ভজনালয় ও পাঠশালা আছে। ভারতবর্ষের নানা ভাষাতে সাত লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার দুই শত সত্তর খান ধর্ম্মপুস্তক ছাপা হইযাছে। তদ্ভিন্ন আফ্রিকা দেশীয় তিন ভাষাতে ও আমেরিকা দেশীয় এক ভাষাতে ও ব্রিটন ভাষাতে ঐ পুস্তকের কএক খণ্ড ছাপা হইয়াছে। ঐ সোসাইটির সম্পর্কীয় মণ্ডলীগণের মধ্যে অন্যূন সাঁইত্রিশ হাজার লোক আছে, অতএব গত পঞ্চাশ বৎসরাবধি যাহারা মরিয়াছে তাহাদের সংখ্যা করিলে বোধ হয যাহারা ঐ সোসাইটির উদ্যোগের পরম ফলস্বরূপ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ষাইট হাজারের কম হইবে না।

পরন্তু দেখা যাইতেছে ঐ সোসাইটির স্থাপন কালাবধি প্রথম কএক বৎসরে যত কর্ম্ম সম্পাদন হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক গত দশ বৎসরের মধ্যে হইয়াছে। তাহার প্রমাণ এই। ১৭৯৩ শাল অবধি ১৮৩৭ শাল পর্য্যন্ত দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার পঁয়ষট্টিখান ধর্ম্মপুস্তক ছাপা হয। ১৮৩৭ শাল অবধি ১৮৪৭ শাল পর্য্যন্ত পাঁচ লক্ষ তিন হাজার দুই শত পাঁচ পুস্তক ছাপা হয়। অতএব পূর্ব্ব চল্লিশ বৎসরের মধ্যে যত পুস্তক ছাপা হয়, তাহার দ্বিগুণেরও অধিক গত দশ বৎসরের মধ্যে ছাপা হয়।

যাহারা খ্রীষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যাও বিবেচনা করিলে উক্ত কথা সত্য হয়। নীচের লিখিত তালিকা কেবল বঙ্গদেশস্থ নানা মণ্ডলীর বিষয়ে সম্পর্ক রাখে, অথচ যত বাঙ্গালি লোক খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে কেবল তাহাদের সংখ্যাই ধরা গিয়াছে।

১৭৯৩ শাল অবধি ১৮০৩ শাল পর্য্যন্ত ২৬ জন খ্রীষ্টীয়ান হয়।

১৮০৩	ঐ	১৮১৩	ঐ	১৬১	ঐ	ঐ
১৮১৩	ঐ	১৮২৩	ঐ	৪০৩	ঐ	ঐ
১৮২৩	ঐ	১৮৩৩	ঐ	৬৭৫	ঐ	ঐ
১৮৩৩	ঐ	১৮৪৩	ঐ	১০৫৫	ঐ	ঐ
১৮৪৩	ঐ	১৮৪৭	ঐ			

অর্থাৎ তিন বৎসর তিন মাসে ৮১৯ জন।

মোট ৩১২৯ জন॥

গত তিন বৎসরে বঙ্গদেশস্থ ডুবিত মণ্ডলী বৃদ্ধির সংখ্যা এই।

১৮৪৫	শালে	৪৭ জন	ডুবিত	হয়।
১৮৪৬	শালে	১৬২ জন	ঐ	ঐ।
১৮৪৭	শালে	২৯৭ জন	ঐ	ঐ।

ইউরোপের পশ্চিম দেশে অর্থাৎ জামেকা প্রভৃতি উপদ্বীপে তদ্রূপই প্রভুর রাজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে। জামেকা উপদ্বীপে প্রথম পোনের বৎসরে দশ হাজার পাঁচ শত জন ডুবিত হয়। তাহার পরে পনের বৎসরে ত্রিশ হাজারেরও অধিক জন ডুবিত হয়। পূর্ব্বে চৌদ্দ জন মঙ্গলঘোষক ছিল, এইক্ষণে ত্রিশ জন মণ্ডলীর অধ্যক্ষ আছে। ১৮৩২ শালে পঁচিশ ভজনালয় ছিল, এই ক্ষণে ষাইট ভজনালয় হইয়াছে। বাহামা উপদ্বীপে প্রথমে প্রায় পরিশ্রম ও উদ্‌যোগের ফল দৃষ্ট হইল না। গত পনের বৎসরের মধ্যে তিন হাজার ব্যক্তি ডুবিত হইয়াছে। এই সকল মহৎকার্য্য পরমেশ্বর আপন মহাপরাক্রমেতেই সম্পন্ন করিয়াছেন। আর এই সকল লোকদ্বারা অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাঁহার স্তব ও ধন্যবাদ প্রকাশ হইতে থাকিবে।

সমাচার। ধর্ম্মযুদ্ধের বৃত্তান্ত।

জন বনিয়ন নামে যে সাহেব যাত্রিকের বিবরণ লিখিয়াছিলেন, তিনি ধর্ম্মযুদ্ধের বৃত্তান্ত নামে আর এক অতি উত্তম পুস্তক লিখিয়াছেন। সম্প্রতি তাহারও তর্জ্জমা প্রস্তুত হইল, এবং শ্রীরামপুরে শ্রীযুক্ত পাদ্রি রাবিন্‌সন সাহেবের নিকটে অল্প মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে। তাহা ন্যূনাধিক ৩৪০ পৃষ্ঠের পুস্তক।

প্রথম গীত।

পাপিদিগের পরামর্শে,
যে কোন ব্যক্তি চলে না।
দুষ্ট লোকদের মন্দপথে,
যে জন্ দণ্ডায়মান হয় না।১।
এবং নিন্দকদিগের সহিত,
একাসনে যে বসে না।
কিন্তু ঈশ্বরের শাস্ত্রেতে,
সন্তুষ্ট থাকে সর্ব্বদা।২।
ও তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রকে,
যে দিবারাত্রি ধ্যান করে।
সে ধন্য ও সে রোপিত,
সজল শ্রোতের নিকটে।৩।
ও উপযুক্ত কালে সে,
অত্যন্ত ফল বিশিষ্ট হয়।
অম্লানপত্র প্রাপ্ত যে,
সে এমন্ বৃক্ষতুল্য হয়।৪।
তাহার তাবৎ কর্ম্ম সফল,
পাপিষ্ঠের এমন গতি নয়।
বরং পাপী বাতাসেতে,
চালিত তুষের তুল্য হয়।৫।
তন্নিমিত্তে বিচার স্থানে,
পাপিষ্ঠ না দাঁড়াইবে।
ও পুণ্যসভায় যে দুষ্ট,
সে উপস্থিত না হইবে।৬।
যেহেতু পুণ্যবানদের পথ,
ঈশ্বর অত্যুত্তম জ্ঞান করেন।
কিন্তু পাপিষ্ঠদিগের পথ,
তাবৎ বিনষ্ট করিবেন।৭।

দ্বিতীয় গীত।

অন্যদেশীয় লোকেরা,
বিরোধ করে কেন।
এবং পাপিলোক অনর্থক,
চিন্তা করে কেন।১।
দণ্ডায়মান ভূপতিগণ,
বিরুদ্ধে ঈশ্বরের।
ও অভিষিক্তের প্রতি দ্বেষ,
দেখায় আপনাদের।২।
এমত কৌশল পরস্পর,
করে সে রাজাগণ।
আস্য ছেদন করি আমরা,
তাঁহাদিগের বন্ধন।৩।
ও তাঁহাদের আদেশ রজ্জু,
হে আস্য ফেলিব।
আমাদের নিকটহইতে,
অধীন না থাকিব।৪।
স্বর্গনিবাসী শুনিয়া,
ইহাতে হাসিবেন।
ও প্রভু তাহাদিগকেও,
উপহাস করিবেন।৫।
ও তিনি আপন ক্রোধেতে,
সে লোককে ক্লেশ দিবেন।
ও কোপে তাহাদিগকেই,
এ কথা কহিবেন।৬।
আমারি কৃত রাজাকে,
নিযুক্ত করিলাম।
পবিত্র সিয়ন পর্ব্বতে,
ও অভিষেক দিলাম।৭।
তাহাতে শুন মর্ত্যলোক,
অভিষিক্ত কহেন।
এ যে নিয়ম প্রকাশ করি,
স্বয়ম্ভু কহিলেন।৮।

আমার প্রিয়পুত্র তুমি,
ও এতদ্দিবসে।
তোমাকে স্থাপন করিলাম,
জগৎ সিংহাসনে। ৯।

তাহাতে আমার নিকটে,
নিবেদন করহ।
ও অধিকারের নিমিত্তে।
দেবার্চ্চক লোক দিব। ১০।

ও তাবৎ মণ্ডলীস্থ লোক,
উত্তর বা দক্ষিণে।
রাজ্যের নিমিত্তে তোমাকে,
দিব সমুদয়ে। ১১।

আর লৌহদণ্ড দ্বারাতে,
আঘাত করিয়া।
কুলালপাত্রের তুল্য লোককে,
চূর্ণও করিবা। ১২।

হে রিপুগণ ধ্যান করিয়া,
কর সদাচরণ।
গ্রহণ কর সদুপদেশ,
হে বিচারকর্ত্তৃগণ। ১৩।

ভয় পূর্ব্বক পরমেশ্বরের,
কর আরাধনা।
এবং আনন্দিত হও,
সকম্প হইয়া। ১৪।

তিনি যেন ক্রুদ্ধ না হন,
ও যেন পথেতে।
বিনষ্ট না হও তাঁহার,
ক্রোধানল ক্ষণ মাত্রে। ১৫।

জ্বলিত যদি হয়,
চুম্বন করিও পুত্রকে।
যে লোক তাহাতে আশ্রয় ল
নিতান্ত ধন্য সে। ১৬।

ত্রয়োবিংশতিতম গীত।

ঈশ্বর আমার প্রতিপালক,
সদাই সাহায্য করিবেন।
আমারি কিছুরি অভাব,
না হবে তিনি রক্ষিবেন। ১।

কোমলতৃণযুক্ত ক্ষেত্রে,
আমাকে শয়ন করান।
ও নির্থর জলের নিকটে,
আমাকে কৃপালু চরান। ২।

ও আমার অপবিত্র মন,
শুদ্ধ করিয়া কৃপাবান।
স্বনামের গুণে আমাকে,
সুপথে গতিও করান। ৩।

তবে মৃত্যুচ্ছায়া রূপে,
উপত্যকাতে গমনে।
তৎকালে কোন বিপদে,
আমারি ভয় না হইবে। ৪।

যে হেতুক তুমি ত্রাণকর্ত্তা,
ও আমার সঙ্গে থাকিয়া।
যষ্টি ও পাঁচনি দ্বারা,
আমাকে সান্ত্বনা দিবা। ৫।

তুমি আমারি শত্রুদের,
সাক্ষাতে আমার সম্মুখে।
বিলক্ষণ আহার দিতেছ,
সুসজ্জ ভোজনাসনে। ৬।

সুগন্ধযুক্ত তৈলেতে,
আমারি মস্তক আর্দ্রিত।
আছে ও তোমার দয়াতে,
উথলে আমার পান পাত্র।

তাঁহাতে তাবৎ জীবৎকাল,
আমারি এমন আশা হয়।
যে মঙ্গল ও অনুগ্রহ,
আমারি পশ্চাদ্গামী হয়। ৮

ও পরকালে স্বর্গেতে,
প্রবিষ্ট হৈলে সেখানে।
স্বর্গস্থ পিতার গৃহেতে,
চিরকাল বাসা হইবে। ৯।

?ক পঞ্চাশত্তম গীত।

হে ঈশ্বর আপন দয়াতে,
আমার প্রতি দয়ালু হও।
ও আপন প্রচুর কৃপাতে,
আমাকে ক্ষমা করিও। ১।

এবং প্রক্ষালন করিয়া,
আমার অধর্ম্ম নিঃশেষে।
অপরাধ সকল হইতে,
পবিত্র কর আমাকে। ২।

হে আমি স্বীয় পাপ স্বীকার,
করি ও আমার সাক্ষাতে।
সর্ব্বদা আছে আমার দোষ,
হে ঈশ্বর তোমার বিরুদ্ধে। ৩।

কেবল তোমারি বিরুদ্ধে,
আমি তো অপরাধী হই।
ও তোমার দৃষ্টিতে আমি,
অতি দুষ্কর্ম্মকারী হই। ৪।

তথাচ তুমি আপনার,
কথাতে নির্দ্দোষ বিচারে।
তুমিও নিষ্পাপ নিশ্চিত,
হে ঈশ্বর দেখ পাপেতে। ৫

আমার উৎপত্তি হইল,
হে দেখ অপরাধেতে।
আমারি মাতা আমাকে,
ধারণ করিল গর্ব্ভেতে। ৬।

ও তুমি সত্যতা প্রয়াস,
করিয়া থাক অন্তরে।
তবে আমাকে জানাও,
জ্ঞানেরি কথা গোপনে। ৭।

হেশবের দ্বারা আমাকে,
দয়াতে পরিষ্কার কর।
তাহাতে তোমার সাক্ষাতে,
আমি পবিত্র হইব। ৮।

প্রক্ষালন কর আমাকে,
তাহাতে মক্তি পাইব।
ও হিম অপেক্ষা অন্তরে,
সুপরিষ্কৃত হইব। ৯।

আহ্লাদ ও আমোদ আমাকে,
শ্রবণ করাও, তাহাতে।
তোমাদ্বারা ভগ্ন অস্থি,
সকল প্রফুল্ল হইবে। ১০।

আমার অপরাধের প্রতি,
স্বমুখ আচ্ছাদন করিও।
হে ঈশ্বর আমার তাবৎ পাপ,
কৃপাতে মোচন করিও। ১১।

আমার মনের পবিত্রতা,
হে স্বয়মীশ্বর জন্মাও।
ও আমার মনে পুনর্ব্বার,
আত্মার স্থিরতা করিও। ১২।

তোমারি সম্মুখ হইতে,
আমাকে দূর না করিও।
ও আমা হইতে তোমার,
সদাত্মাকে না লইও। ১৩।

তোমারি কৃত ত্রাণামোদ,
আমাকে পুনর্ব্বার দেও।
ও তোমার উদার আত্মাতে,
আমাকে ধারণ করিও। ১৪।

তাহাতে আমি তোমার পথ,
শিখাব পাপিলোকদিগকে।
ও তোমার প্রতি দোষিগণ,
মনঃপরিবর্ত্তন করিবে। ১৫।

হে ঈশ্বর তুমিই আমার,
ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর শুনিও।
ও রক্তপাত দোষ হইতে,
আমাকে উদ্ধার করিও। ১৬।

তাহাতে আমার রসনা,
আহ্লাদে তোমার পুণ্যেতে।
সুস্বর ধ্বনি করিয়া,
তোমার প্রশংসা করিবে। ১৭।

হে প্রভো আমার ওষ্ঠাধর,
অবন্ধ কর, তাহাতে।
সুস্পষ্টে আমার মুখ তোমার,
প্রশংসা প্রকাশ করিবে। ১৮।

হে ঈশ্বর তুমি বলিদান,
প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক নও।
নতুবা তাহাই দিতাম,
হোমেতে তুমি তুষ্ট নও। ১৯।

ঈশ্বরের গ্রাহ্য বলিদান,
সে ভগ্ন চূর্ণ ও আত্মা।
হে ঈশ্বর ভগ্ন চূর্ণ মন,
তুমি না তুচ্ছ করিবা। ২০।

ওচ্ছানুসারে হে ঈশ্বর,
সিয়োনের মঙ্গল করিও।
যিরূশালমের প্রাচীরও,
হে ঈশ্বর নির্ম্মাণ করিও। ২১।

তখন পবিত্রলোক সেবা,
তোমার উদ্দেশে করিবে।
তুমিই প্রকৃত বলিদান,
ও হোম ও পূর্ণাহুতিতে। ২২।

অতি সন্তুষ্ট হইবা,
ও তোমার বেদির উপরে।
লোকেরা নির্দোষ বৃষগণ,
হর্ষে উৎসর্গ করিবে। ২৩।

একশত তৃতীয় গীত।

হে আমার মন জগদীশের,
উদ্দেশে কর ধন্যবাদ।
হে আমার তাবৎ আন্তরিক,
সম্নামের কর ধন্যবাদ। ১।

হে আমার মন জগদীশের,
উদ্দেশে ধন্যবাদ কর।
ও তাঁহার তাবৎ উপকার,
হে বিস্মৃত না হইও। ২।

তিনিই তোমার তাবৎ পাপ,
দয়াতে মার্জনা করেন।
ও তোমার তাবৎ ব্যামোহের,
অনুগ্রহেতে শান্তি দেন। ৩।

ও প্রাণকে উদ্ধার করিয়া,
নাশহৈতে তিনি রক্ষা দেন।
ও স্নেহ দয়ার মুকুটে,
তোমাকে ভূষিত করেন। ৪।

ও এমত উত্তম দ্রব্য দেন।
যে তোমার মুখে তৃপ্তি হয়।
তাহাতে উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায়,
তোমারি নূতন যৌবন হয়। ৫।

স্বয়ং ঈশ্বর উপক্রত,
লোকদের নিমিত্তে সুবিচার।
ও ন্যায় সর্ব্বদা করেন,
মূসাকে তিনি আপনার। ৬।

সদাজ্ঞার পথ ও ব্যবস্থা,
এবং ইস্রায়েল বংশকে।
স্বীয় আশ্চর্য্য কর্ম্মতা,
জানাইয়াছেন সুস্পষ্টে। ৭।

স্বয়ং ঈশ্বর অনুগ্রহ,
বিশিষ্ট এবং দয়াময়।
অনুগ্রহে ও মহান,
ক্রোধেতে ধীরো অতিশয়। ৮।

ক্রোধান্বিতও যদি হন,
তাহা নিরন্তর থাকেন না।
ও দুষ্ট লোককে অনুযোগ,
সর্ব্বদা তিনি করেন না। ৯।

তিনি আমাদের প্রতিফল,
দোষানুসারে করেন না।
ও আজ্ঞালঙ্ঘনের দণ্ড,
পাপানুসারে করেন না। ১০

খগোল পৃথিবী অপেক্ষা,
যেমন উচ্চাধিক্য হয়।
তদ্রূপ সেবকদিগের প্রতি,
তাঁহার কৃপা বহু হয়। ১১।

ও যেমন দূর উদয়াচল।
অস্তাচলহইতে তদ্রূপে।
দূর করেন অস্মদীয় পাপ,
সকল্ আমাদের হইতে। ১২।

ইহকালে পুত্রের প্রতি,
পিতার স্নেহ যাদৃশ।
আপন সেবকদিগের প্রতি,
ঈশ্বরের স্নেহ তাদৃশ। ১৩।

সর্ব্বজ্ঞ আমাদের স্বভাব,
সমস্ত জানেন সুস্পষ্টে।
ও আমরা ধূলিমাত্র হই,
ইহাও তাঁহার স্মরণে। ১৪।

মর্ত্যের দিনও তৃণবৎ,
সে পুষ্পের ন্যায় প্রফুল্ল হয়।
তদুপর বায়ু বহিলে,
একেবারে তার কিছুই নয়। ১৫।

স্বস্থানে তাহার চিহ্ন নয,
কিন্তু ঈশ্বরের সেবকগণ।
তাঁহার অশেষ অনুগ্রহ,
অন্তকালে প্রাপ্ত হন। ১৬।

বিশেষতঃ তাঁহার নিয়ম,
যাহারা মান্য করিয়া।
পালন করে ও স্মরণে,
তাঁহারি আজ্ঞা রাখিয়া। ১৭।

সর্ব্বতোভাবে স্থির মনে,
সুমান্য করে সমুদয়।
তাহাদের নিকটে তাঁহার,
ধর্ম্ম বংশানুক্রমে হয়। ১৮।

যেহেতুক ঈশ্বর স্বর্গেতে,
সিংহাসন স্থাপন করিয়া।
স্বরাজ্যে তাবৎ উপরে,
কর্তৃত্ব করেন সর্ব্বদা। ১৯।

ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী হে,
হে বাক্যশ্রবণ কারিগণ।
তাঁহারি ধন্যবাদ কর,
হে মহাবলবান্ দূতগণ। ২০।

ঈশ্বরের ইচ্ছামতেও,
হে তাঁহার সেবাকারিগণ।
তাঁহারি ধন্যবাদ কর।
হে তাঁহার সাধু সৈন্যগণ। ২১।

ঈশ্বরের সৃষ্টবস্তু হে,
তাঁহারি রাজ্যের সর্ব্বত্র।
হে সকলি হে আমার মন।
ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর। ২২।

শ্রীরামপুরস্থ সুসমাচার প্রচারকদের পত্র।

ফেব্রুআরি মাসের ২০ তারিখে তারকেশ্বরে শিবচতুর্দশীতে অনেক লোকের সমাগম হইবে, ইহা শ্রবণানন্তর আমরা কএক জন ভ্রাতা তথায় গমনার্থে অতি উদ্যোগ করিয়া উক্ত তারিখের সায়ংকালে পুস্তকাদি লইয়া খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করণার্থে যাত্রা করিলাম।

পরে রাত্রি ১১ ঘণ্টার সময়ে সিঙ্গুর মোকামে পৌঁছিয়া তথায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া রাত্রি ৪ ঘণ্টার সময় গাত্রোত্থান করিয়া মেলাস্থানে গমন করিলাম, কিন্তু ইহার মধ্যে পথশ্রম প্রযুক্ত এক স্থানে বসিলে এক জন মুসলমানকে ঐ স্থানে পাইয়া তাহার সহিত কিছুক্ষণ আমাদের কথোপকথন হইলে তাহাকে আমরা কহিলাম, যে তোমরা মুহ-

মদের সেবা করিয়া থাক, কিন্তু আমরা ইসা মশিহ যে ত্রাণকর্ত্তা তাঁহার সেবা করিয়া থাকি, কারণ তোমরা কহিয়া থাক যে মুহম্মদ পরমেশ্বরের বন্ধু, তাঁহার তুল্য বড় আর কেহ নাই, কিন্তু তাহা কেবল তোমাদের ভ্রমমাত্র যেহেতুক মুহম্মদ তোমাদের পাপনাশের নিমিত্তে কিছু করে নাই, কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তিনি জগৎপাপির নিমিত্তে আপন প্রাণ দিয়াছেন, যেন জগৎ পাপেতে বিনষ্ট না হইয়া রক্ষা পায়, এই হেতুক তোমাদিগকে কহিতেছি যে তোমরা ভ্রামক মুহম্মদের সেবা করা ত্যাগ করিয়া ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সেবা কর। তাহাতে মুসলমান কহিল, যে আপন ধর্ম্ম কেহ ছোট জ্ঞান করে না, সকলে বড় জ্ঞান করিয়া থাকে। তাহাতে আমরা উত্তর করিলাম যে এমত নয়, কেবল মুখেতে ছোট বড় জ্ঞান করিলে হয় না। শাস্ত্র ও যুক্তি এক হইয়া যেটাকে ছোট বলে অবশ্য সে ছোট আছে, আমার তোমার কথাতে ছোট বড় হইতে পারে না। ভাল তোমাদের কোরাণ ও আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র এই দুই ঐক্য করিয়া দেখ, বিবেচনাতে যাহা যথার্থ তাহা বড় বলিয়া গ্রহণ কর; আর বিবেচনাতে যাহা অযথার্থ তাহা ছোট জ্ঞান কর, তাহা হইলে তুমি নিজেই জানিতে পারিবা, আমাকে কিছু কহিতে হইবেক না। পরে স্থির হইয়া ঐ ব্যক্তি কিছুক্ষণ শ্রবণ করিয়া পুস্তক লইয়া প্রস্থান করিল।

আমরা তথাহইতে উঠিয়া মেলার সন্নিকট বদ্দিপুর নামক গ্রামের এক গোয়ালার বাটীতে যাইয়া বাসা করিয়া রহিলাম; পরে আহারাদি করিয়া উক্ত মেলায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, এবং অনুমান করিলাম কম বেষ ৪০,০০০ হাজার লোক তথায় আছে, আর স্থানের এত অভাব যে আমরা ঘোষণা করিতে স্থান পাইলাম না। পরে আমরা বিবেচনা করিলাম, যদি আমরা রাস্তার উপরে দাঁড়াই, তবে অনেক স্থানের লোকদিগকে প্রভুর সুসমাচার শ্রবণ করাইতে পারিব, কেননা ঐ স্থান গড়বন্দি হওয়াতে গমনাগমন করণার্থে কেবল চারিটা পথ আছে। অতএব তাহার মধ্যে পূর্ব্বদিগের ও পশ্চিমদিগের পথ প্রধান হওয়াতে আমরা দুই দল হইয়া দুই স্থানে দাঁড়াইয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করিতে আরম্ভ করিলাম। ঘোষণা কালীন লোকেরা আমাদিগের সহিত নানাবিধ তর্ক করিল বটে, কিন্তু তাহা অমূলক, যেহেতুক শাস্ত্রের সহিত মিলাইতে হইলে, তাহা আলিয়া যায়। এই প্রকার যখন সকল তর্ক ক্রমে ২ শাস্ত্রের অমেল হইল, তখন লোকেরা অতি স্থির মনে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার শ্রবণ করিল, আর তাহারা যে ভুলের মধ্যে আছে, ইহাও স্বীকার করিল। আর খ্রীষ্টের ধর্ম্মশাস্ত্র যে যথার্থ তাহাও স্বীকার করিল। পরে পুস্তক বিতরণ করিলাম। লোকেরা অতি ব্যগ্রতা পূর্ব্বক পুস্তক গ্রহণ করিল। এই প্রকার কএক বার ঘোষণা ও পুস্তক বিতরণ করিয়া বাসাতে আগমন করিলাম। পরে বাসাতে আসিয়া ন্যায়শাস্ত্রের এক জন পণ্ডিত এবং তাহার সহিত আর কএক জন ব্রাহ্মণ আইলেন। এবং ঐ পণ্ডিত আমাদের সহিত তর্ক করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু

তাঁহার তর্ক কোন প্রকারে স্থির নয়। প্রথম তিনি সদ্গুরুর বিষয় স্থির করিতে আরম্ভ করিলে এই স্থির হইল যে সদ্গুরু যিনি তিনি পরমেশ্বর আছেন। তথাপি তিনি কহিলেন, সদ্গুরু পরমেশ্বর বটে, কিন্তু তিনি নি-র্গুণ তাঁহাতে কোন গুণ নাই। পরে তাহাকে আমরা কহিলাম, যদি পর-মেশ্বর নির্গুণ হন, তবে গুণবিশিষ্ট কে? কেননা আমরা ধর্ম্মশাস্ত্র মত স্থির জানিয়াছি; পরমেশ্বর যিনি তিনি পাপবর্জ্জিত সর্ব্বগুণবিশিষ্ট আ-ছেন। কিন্তু যদিও ঐ ব্যক্তি আমাদের সহিত বিবিধ প্রকার তর্ক করিয়া-ছিলেন, তথাপি আমাদিগকে প্রথমে অধিক ঘৃণা করিয়াছিলেন, পরে আমাদিগকে অনেক যত্ন করিতে লাগিলেন, আর আমরা যে কএক দিন থাকিয়া তাহাদের নিকট প্রভুর সুসমাচার প্রকাশ করি, তাহারা এমত আমাদিগকে কহিল। আর কহিল, আমরা যে ধর্ম্মাশ্রমে আছি, তাহা নিতান্তই মিথ্যা, কেননা কোন প্রকারে তাহার কোন ঠিকানা নাই, কেবল গোলমালমাত্র, এমত ধর্ম্মাশ্রমে থাকিলে কেবল পাপের বৃদ্ধি হয়, ধর্ম্মের লেশমাত্র হয় না। পরে কএক জন বৈরাগী ভিক্ষা করিতে আইলে তাহা-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তোমরা বৈরাগী হইয়াছ কেন? আর তো-মরা যে কৃষ্ণ বিষয়ক গীত গান করিতেছ সেই কৃষ্ণ কে? তাহাতে তাহারা কোন উত্তর দিতে পারিল না। তাহাতে আমরা কৃষ্ণের জন্ম এবং কর্ম্মের বিবরণ বিষয় বলিলে তাহারা অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া শ্রবণ করিল। পরে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ত্রাণকর্ত্তার বিবরণ শ্রবণ করিয়া হৃষ্টমনে পুস্তক গ্রহণ করিল। পরে এক জন যুবা ব্রাহ্মণ আমাদের নিকট বসিয়া অনেক ২ উপদেশ পাইয়া বলিল যে এই সকল কথাতে বড় জ্ঞান পাওয়া যায়। পরে সেই ব্যক্তি কহিল, আমি এই জ্ঞান পাইবার কারণ কি করিব? তাহাতে আমরা বলিলাম। তুমি জ্ঞান অন্বেষণ কর, তবে পাইবা। আরো কহিলাম, তোমার পরিত্রাণ কিসে হইবে, তাহা কি তুমি বিবেচনা করি-য়াছ? তাহাতে সেই ব্যক্তি বলিল, তবে কি এই শাস্ত্রমতে আচার ব্যবহার করিলেই ত্রাণ পাওয়া যায়? তাহাতে আমরা উত্তর করিলাম, হাঁ। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পাপিদের পরিত্রাণ করণার্থে প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছেন, যে ব্যক্তি পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তে তাঁহার উপর নির্ভর করে, সে ব্যক্তি পরিত্রাণ পাইবে। পরে ঐ ব্রাহ্মণের মন অতিশয় নরম হইল, আরও কহিল যে আমি আপনকাদের ঐ স্থানের বিদ্যালয়ে থাকিতে ইচ্ছা করি, যেহেতুক জ্ঞান পাওনের স্থানে না থাকিলে জ্ঞানের অনুসন্ধান পাওয়া যায় না, কিন্তু আমার খোরপোষ কি প্রকারে হইবে? তদ্বিষয়ে আমার অত্যন্ত চিন্তা হয়। তাহাতে ধর্ম্মশাস্ত্রে যেমত লেখা আছে তন্মত আমরা তাহাকে উপদেশ দিলাম, যথা মথি ৬ অধ্যায় ৩৩ পদ, "অতএব প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের ও ধর্ম্মের বিষয়ে সচেষ্ট হও, তাহা হইলে এই সকল দ্রব্য তো-মাদিগকে দত্ত হইবে।" পরে উক্ত ব্যক্তি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া এক খানি পুস্তক গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল।

পরে এক জন সন্ন্যাসির সহিত কথোপকথন কালীন অনেক শ্রোতা ব্রা

ক্ষণ লোক সেই স্থানে ছিল। পরে শাস্ত্রের বিষয় তর্ক হইলে সে কোন শাস্ত্র প্রমাণ করিতে না পারিয়া এক ব্রহ্ম দ্বিতীয়ো নাস্তি ইহা স্বীকার করিল। তাহাতে আমরা কহিলাম, যদ্যপি এক ব্রহ্ম দ্বিতীয়ো নাস্তি ইহা স্বীকার কর, তবে জাত্যভিমান কেন কর? তাহাতে সে উত্তর দিবার কোন পথ না পাইয়া স্বীকার করিল যে আমার জাত্যভিমান নাই, আমি সকলের সহিত আহার বিহার করিয়া থাকি। পুনর্ব্বার আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি যদি ব্রহ্ম স্বীকার কর, তবে ব্রহ্ম আজ্ঞা না মানিয়া মনুষ্য-কল্পিত যে মত সেই মত কেন ব্যবহার কর? ইহাতে নিশ্চয় জানা যায় যে তুমি কেবল মুখে ব্রহ্ম স্বীকার কর, কিন্তু অন্তঃকরণে নয়। তাহাতে সন্ন্যাসী আর কোন উত্তর করিতে না পারাতে অন্য লোকেরা হাসিয়া উঠিল। পরে উক্ত ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত অভয়চরণ ভট্টাচার্য্য কহিল, আইস, এই প্রকার জ্ঞানশূন্য লোকের সহিত তর্ক করাতে কোন ফল নাই। পরে আমাদের কর্ম্ম সাঙ্গ হইলে যে বাটীতে বাসা করিয়াছিলাম, তথায় উপস্থিত হইলে ঐ বাটীর কর্ত্তা ও কর্ত্রী বলিতে লাগিল, এ কেমন? তোমাদের সহিত যে বিচার করিতে আইসে সেই পারে না। ইহাই বলিয়া আমাদের শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে লাগিল ও বলিল যে এই শাস্ত্র যথার্থ। পরে আমরা তাহাদিগকে উপদেশ দিলাম, তাহাতে তাহারা হৃষ্ট মনে শ্রবণ করিল। পরে রাত্রি সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়া ২৩ প্রাতে শুক্রবার প্রস্থান করিয়া বাটীতে আইলাম।

লেখালেখি।

আপনকার পত্রদ্বারা মনোবাঞ্ছিত বিষয় প্রকাশ করণাভিপ্রায়ে প্রার্থনা এই যে অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নে লিখিত কএক পংক্তি আপনকার পত্রের এক পার্শ্বে কিঞ্চিৎ স্থান দান পূর্ব্বক তাহা প্রকাশ করত চিরবাধিত করিবেন।

বহুদিবসাবধি এক বিষয় বিবেচনা করত কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া এই ক্ষণে তাহা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেছি, তাহা এই যে পূর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগি খ্রীষ্টীয়ান পূর্ব্বোপাধি গ্রহণ করিতে পারেন কি না?

এই বর্ত্তমান সময়ে আমরা দেখিতেছি যে পূর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগি খ্রীষ্টীয়ানগণ ত্যক্ত ধর্ম্মের উপাধি অতি প্রকাশরূপে ব্যবহার করিতেছেন, এবং তদ্দ্বারা কেহ বা বন্দোপাধ্যায় কেহ বা ঘোষ কেহ বা সরদার ইত্যাদি হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বিদিগের পদবী সমাদর পূর্ব্বক আপনাদের নামেতে সংযোগ করিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহা যে কেবল সাধারণদিগের মধ্যে ব্যবহৃত তাহা নহে, কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানালো অধিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যেও অত্যন্ত প্রচলিত। এবং প্রভুর সুসমাচার হেতুক ভ্রমাদি দূরীভূত করণার্থে যাঁহারা অতি শ্রেষ্ঠপদাভিষিক্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে তাহা বিশিষ্টরূপে গণ্য হইয়াছে।

ভ্রান্তচিত্ত হিন্দু দেবোপাসকগণ জাত্যভিমান হেতুক আপনাদিগের মহত্ত্ব প্রকাশ করণাভিপ্রায়ে উপাধিদ্বারা আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকে। এই ক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে খ্রীষ্টীয়ানও কি তদভিপ্রায়ে পূর্ব্বীয় উপাধি ব্যবহার করিবেন? যদি এই মত হয়, তবে নিতান্ত খেদের ও লজ্জার বিষয় বটে।

হে খ্রীষ্টীয় বন্ধুগণ! আপনারা খ্রীষ্টধর্ম্ম যাজন হেতুক জাত্যবলম্বনাবস্থাপেক্ষা কি এইক্ষণে কিছু হীনাবস্থাগ্রস্ত হইয়াছেন যে পূর্ব্বীয় সম্ভ্রম প্রকাশ করত বর্ত্তমানের অপমান খণ্ডন করিবেন? আর যদিও তাহাতে কিছু যথার্থ সম্ভ্রম থাকিত, তথাচ খ্রীষ্ট সম্ভ্রমে মহাসম্ভ্রান্ত হওনার্থে সাংসারিক সম্ভ্রমকে কি তৃণবৎ জ্ঞান করিতে হয় না?

আমাদিগের যে২ খ্রীষ্টীয় বন্ধুগণ হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পদবী ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাদিগের এতদ্বিষয়ে কি অভিপ্রায় তাহা আমরা নিশ্চয় জানি না। কিন্তু কেহ২ কহেন "সে কেবল পরিচয়ার্থে তাহা ব্যবহার করি।" যদিস্যাৎ তাবতের এই একই অভিপ্রায় হয়, তবে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে ঐ পদবী ব্যবহার করণে কি আপনাদিগের অধিকার আছে? কোন কেহ কহিতে পারে যে ঐ উপাধির ধর্ম্মের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, সুতরাং ব্যবহার করিলেও কোন দোষ জন্মিতে পারে না। কিন্তু বোধ করি যে ইহাতে অধিক যথার্থ বিবেচনা নাই, কেননা যদি কোন অধিকারির অধিকার না থাকে, তবে সে কি প্রকারে অধিকারী হইতে পারে? যদি কোন ব্রাহ্মণ যবন ধর্ম্মাশ্রিত হয়, তবে কি বোধ করে যে, তাহার পূর্ব্বোপাধিদ্বারা সে ব্যক্তি গ্রাহ্য হইবেক? ইহা যদি না হয়, তবে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও কি প্রকারে পূর্ব্ব পদবী প্রাপ্ত হওনের লালসা করেন? আমরা নিশ্চয় জানি যে যে পর্য্যন্ত কোন দেবোপাসক নিজ ধর্ম্মাধীন থাকিয়া তাহা যাজন করে, সেই পর্য্যন্ত ঐ ধর্ম্মসংক্রান্ত পদবী ও সম্ভ্রমাদির অধিকারী থাকে। কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করিলে আর তাহার অধিকারী হইতে পারে না। ইহার প্রমাণার্থে আপনারা যে ধর্ম্মের গ্রন্থাদেশানুসারে পদবী ব্যবহার করিয়া থাকেন, ঐ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থহইতে কিঞ্চিৎ প্রকাশ করি।

স্বধর্ম্মত্যাগিনো মর্ত্যা নাপ্নুয়ুঃ পৈতৃকং বসু।
পদঞ্চোপাধিসম্মানং কুলভ্রষ্টাশ্চ তে স্মৃতাঃ॥
পতিতং পিতরং ভার্য্যাং সুতং সম্বন্ধিনস্তথা।
সন্ত্যজেৎ ধর্ম্মরক্ষার্থং যে কুলাচারবর্জ্জিতাঃ॥
বর্ণধর্ম্মবিহীনানাং পৈত্রোপাধিধনাদিষু।
নাধিকারঃ কথঞ্চিৎ স্যাৎ ত্যক্তা হি পিতৃমাতৃভিঃ॥

ইতি পুরাণসর্ব্বস্ববচনেভ্যঃ স্বধর্ম্মত্যাগিজনস্য পৈত্রিকধর্ম্মসম্ভ্রমপদবীধনাদিষ্বধিকারো নাস্তীতি সতাং মতং।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে আপনার ধর্ম্মত্যাগি ব্যক্তি পিতার ধন ও

পদ অর্থাৎ কর্ম এবং উপাধি অথবা পদবী ও সম্মান পায় না, যেহেতুক সে কুলের বহির্ভূত।

পিতা বা ভার্য্যা বা পুত্র বা কোন সম্পর্কীয় ব্যক্তি পতিত হইলে তাহাদিগকে আপন ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্তে ত্যাগ করিবে, যেহেতু তাহারা বংশের আচার রহিত।

ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বা শূদ্র আপন২ ধর্ম্ম অর্থাৎ মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে উক্ত ধর্ম্মহীন হইলে পিতার সম্পত্তি বা পদবী ইত্যাদিতে কোন প্রকারে অধিকারী হয় না, যেহেতু তাহারা পিতা মাতার ত্যক্ত সন্তানের মধ্যে গণ্য হয়। ইত্যাদি মুনিবচনেতে স্বধর্ম্মত্যাগি ব্যক্তির পৈতৃক সম্পত্তি বা উপাধি বা সম্মানাদিতে অধিকার নাই ইহা বিজ্ঞ জ্ঞানি ব্যক্তিদিগের সম্মত। অতএব হে পদবীগ্রাহক মহাশয়গণ আপনারা অধিকারী না হইয়াও কি প্রকারে আপনাদিগকে অধিকারি জ্ঞান করত অপমানকে মান্য করিয়া শিরোধার্য্য করিতেছেন?

পুনশ্চ ঐ পদবী ব্যবহার করণ বিনা কি পরিচয় হইতে পারে না? আমরা নানা দেশীয় লোকদিগের নাম পাঠদ্বারা অবগত হই যে হিন্দুদিগের পদবীর ন্যায় আর২ দেশস্থদিগের কোন পদবী নাই, তথাচ পদবী প্রকাশকদিগহইতে তাহাদিগের অনেকে পরিচিত। আর যদি পদবী বিনা পরিচয় অসম্ভব হয়, তবে যে২ খ্রীষ্টীয়গণ পদবী ব্যবহার করেন না, তাহারাই বা কি প্রকারে সুপরিচিত? অতএব বিবেচনা হয় যে তাহা কেবল ওজরমাত্র। কিন্তু বোধ হয় এতদ্ভিন্ন আর কোন অভিপ্রায় থাকিতে পারে, যাহা তাঁহারাই মনে২ জানেন। যাহা হউক আমাদিগের বন্ধুগণের যদিস্যাৎ কেবল পরিচয় দেওনার্থে পূর্ব্বোপাধি ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তবে বরং খ্রীষ্টধর্ম্মের নিন্দা ও বাধাজনক পদবী ব্যবহার না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে আর কোন বিহিত করিলে ভাল হয়।

আমাদিগের অত্যাশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে অদ্যাবধি সুশিক্ষারূপ আলোকদ্বারা ভ্রান্তিরূপ তিমির নাশ করণার্থে নিযুক্ত কোন ইউরোপীয় অথবা এতদ্দেশ জাত ধর্ম্মোপদেশক তদ্বিষয়ে কিছুই মনোযোগ করেন নাই। কি জানি তাঁহারাও বিবেচনা করিয়াছেন যে ইহাতে কোন দোষ জন্মিতে পারে না। কিন্তু এই রূপ বিবেচনা যাঁহারা২ অবলম্বন করেন তাঁহাদিগের সকলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তৎপ্রতিকূলে কহিতে বাধ্য হইলাম। অতএব আমরা নিতান্ত ভরসা করি যে এই বিষয় আপনারা সকলে বিবেচনার মধ্যে আনয়ন করিয়া যাহা উভয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধ হয় তাহা গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

আমরা ভ্রান্তিসাগরে বিমগ্ন হইয়া দেবোপাসনাসক্ত ছিলাম, এবং তদ্দ্বারা বিষম বোঝা স্কন্ধোপরি রাখিয়া পরিভ্রমণ করিতেছিলাম, কিন্তু জগদীশ্বরের ধন্যবাদ করি যে তিনি খ্রীষ্টসম্বন্ধীয় সুসমাচাররূপ জ্যোতি এতদ্দেশে প্রজ্বলিত করিয়া ত্রাণধন দান করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যদাশায় আমরা অদ্যাবধি আশাবিশিষ্ট হইয়া আছি, অতএব কর্ত্তব্য এই যে

সাংসারিক মান মর্য্যাদা কুল ও পদবী ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া পরলোকের অতুল্য মর্য্যাদা ও গৌরব প্রাপণার্থে খ্রীষ্টের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া আপনাদিগের গমনীয় পথে উপযুক্তরূপে ধাবমান হই, এবং যথাসাধ্য ধর্ম্ম পালনকারী হইয়া উত্তরোত্তর ভুমাদিতে জড়ীভূত না হইয়া বরং ক্রমশঃ পরিষ্কৃত হইয়া প্রভুর ইষ্টকর্ম্মকারি সেবক হইতে যেন যত্নবান হই। আর আমাদিগের আচার ব্যবহারদ্বারা স্বর্গস্থ পিতার যে গৌরব হইবে, ইহা সর্ব্বসময়ে স্মরণ করিয়া অতিশয় সাবধানতা পূর্ব্বক যেন সংসারে গতায়াত করি। আমরা দুই প্রভুর সেবা করিতে পারি না, সুতরাং খ্রীষ্টীয়ান হইয়া দেবোপাসনার যে সম্ভ্রমার্থ পদবী তাহা গ্রহণ করিতে পারি না। আমরা একবার তাহা হেয়জ্ঞান করিয়া আপনাদিগহইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছি, পুনরায় তাহা সমাদর পূর্ব্বক বক্ষে স্থান দিতে পারি না। মাংসভোজনে কোন পাপ নাই, কিন্তু যদি তদ্দ্বারা কোন ভ্রাতার বিঘ্ন জন্মে, তবে তাহা আহার করা অবিহিত। তদ্রূপ উপাধি গ্রহণে যদি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের বাধা জন্মে, অথবা কাহারো খ্রীষ্টীয়ান বিষয়ে সন্দেহ জন্মে, তবে তাহার ব্যবহার সর্ব্বপ্রকারে নিষিদ্ধ। আমাদিগের এই ভয় হইতেছে, যেমন প্রাচীন মণ্ডলীগণের মধ্যে অল্পে ২ ক্ষুদ্র ২ দোষ প্রবেশ করিয়া মণ্ডলীর সম্পূর্ণ বিনাশ করিয়াছিল, পাছে এতদ্দেশে নবজাত মণ্ডলীগণ তদ্রূপ বিপদাবস্থাগ্রস্ত হয়। তন্নিমিত্তে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে সকলের বিশেষতঃ মণ্ডলীর অধ্যক্ষের প্রয়োজন আছে!

হে খ্রীষ্টীয় বন্ধুগণ, আপন২ আচার ব্যবহার বিষয় অতি সাবধান হও।

খ্রীষ্টাশ্রিত বন্ধু।

বলুন অর্থাৎ ফানস।

ছোট২ ছালিয়াদের সহিত পিতর পার্লি সাহেবের বলূন বিষয়ক কথোপকথন।

১ প্রশ্ন। বলূনের বিষয় কিছু বর্ণনা করিতে পার?

উত্তর। হাঁ, বলূন অর্থাৎ ফানস একখান ক্ষুদ্র ঘরের ন্যায় বৃহৎ একটা রেসমী থলিয়া, তাহার উপরে একখান জাল দিয়া ঢাকিয়া দেয়, সেই জালের নীচে নৌকার মত একখান গাড়ীর হাওদা বাঁধা থাকে।

২ প্র। কিসের দ্বারা ফানস ঊর্দ্ধে উঠে?

উ। ফানসকে গ্যাসেতে অর্থাৎ এক প্রকার বায়ুতে পূর্ণ করে। সে বায়ু অতি লঘু প্রযুক্ত আপনি যত ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে ততই হাওদা সম্বলিত ফানসকেও ক্রমে২ উপরে উঠায়। সেই হাওদার মধ্যে দুই জন মনুষ্য আপন ২ বাম হস্তে এক২ নিশান ধরিয়া বসিয়া থাকে।

৩ প্র। বলূন আকাশের উপরে দশ ক্রোশ ঊর্দ্ধে উঠিলে তাহা কত বড় দেখায়?

উ। ঐ দেখ, একটা বলূন এখনই ঊর্দ্ধে উঠিতে আরম্ভ করিল। সেটা

এখনও কোঠা ঘরের মাথাহইতে ঊর্দ্ধে উঠে নাই। দেখ, অনেক লোক ঐ বলূনের নীচে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে। তাহারা এখন পর্য্যন্ত পরিষ্কৃতরূপে ঐ ছোট হাওদা ও তদারূঢ় ব্যক্তিদিগকে দেখিতে পাইতেছে। এবং তাহাদের হস্তে উড্ডীয়মান ক্ষুদ্র২ নিশান ও ফানসের উপরিস্থ জাল দেখিতে পাইতেছে। আর তদারূঢ় সাহসিক ব্যক্তিদিগের অবয়ব সহজে দৃষ্টিগোচর হইতেছে, দেখ, তাহাদিগকে এখন মেঘালয় পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে লইয়া উঠাইল।

৪। ভাল২ দেখ কেমন শীঘ্র ফানসকে গির্জাঘরেব উচ্চতম চূড়ার উপর পর্য্যন্ত ক্রমে২ উঠাইল। কেমন ক্ষুদ্র দেখাইতেছে! তদারূঢ় ব্যক্তিদিগের হস্তস্থ ক্ষুদ্র২ পতাকা আর দেখা যায় না। তদারূঢ় ব্যক্তিদ্বয়কে এক২ বিন্দু দেখাইতেছে এবং হাওদাও প্রায় দৃষ্টিগোচব হয় না।

৫। দেখ এখনও নিযত ক্রমে২ আকাশমণ্ডলে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। পর্ব্বত ও সমস্থল ভূমি ও বন ও মাঠ ও গ্রাম ও নগর সকলের উপর দিয়া বায়ুদ্বারা বাহিত হইয়া কেমন দ্রুতগমনে চলিয়া যাইতেছে।

৬। এখন আর বার ঐ ফানসকে দেখ। কেমন ক্ষুদ্র বোধ হইতেছে! আলপিনের মাথা অপেক্ষা বড় দেখায় না। দেখ২! এটা মেঘহইতেও ঊর্দ্ধে আছে, বোধ হয় এখন দশ ক্রোশ ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। আমরা এখন কালো একটি বিন্দু বিনা আর কিছু দেখিতে পাই না, তবু আমরা জানিতে পারিতেছি, যে এটা সেই বলূন বটে। আমরা জানি তাহা অতি বৃহৎ ও তাহার তলে একখান হাওদা বাঁধা আছে, এবং দুই জন মনুষ্য তাহার উপর চড়িয়া যাইতেছে।

৭ প্র। বলূনকে এমত ক্ষুদ্র দেখাইবার কারণ কি? কেন বা আমরা সেই হাওদাকে ও তদারূঢ় মনুষ্যদ্বয়কে দেখিতে পাই না? তুমি কি বলিবা?

উ। তাহা দূরস্থ প্রযুক্ত সে রূপ দেখায়। ভাল২, আমিও তাহাই তোমাদিগকে স্মরণ করাইতে মনে করিয়াছিলাম। যাহা বলিলা তাহাই বটে। যে কোন বস্তু প্রকৃতরূপে যত বড় হয় তাহা অধিক দূরস্থ হইলে তাহা অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র দেখায়। দেখ, একখান ক্ষুদ্র ঘরের তুল্য যে বলূন তাহা দশ ক্রোশ দূর হওয়াতে একটা আলপিনের মাথা অপেক্ষা বড় দেখা গেল না। ইতি।

শ্রীরামপুর। হ, ড,

শিশুগণের নিদর্শন।

৩। বীজের বিষয়।

হে প্রিয় শিশু, তুমি কি উদ্যান ভাল বাস? তুমি কি বসন্তকালে বীজ বুনিয়া থাক? যাহা বুনিয়াছ তাহা কি অঙ্কুরিত হইবার আশা কর? যদি তুমি মল্লিকা কিম্বা গন্ধরাজের বীজ

বুনিয়া থাক, তবে তুমি সময়ানুসারে তাহার সৌগন্ধেতে আমোদিত ও আনন্দিত হইবা; কিন্তু যদি বনঘাস বা বিছুটি কিম্বা কাঁটাগাছ বুন, তবে তোমার উদ্যান জঙ্গল হইয়া উঠিবে।

সেই প্রকার যদি তুমি পাপ ও মোহকে বপন কর, তবে পাপ ও মোহ ভিন্ন আর কিসের অঙ্কুর হইবার আশা করিতে পার? এবং তাহার ফুল পোস্ত গাছের পুষ্পের ন্যায় অল্পকালস্থায়ি, ও তাহার ফল বিষবৃক্ষের ফলের ন্যায় প্রাণনাশক বটে। কিন্তু যদি তুমি যত্নপূর্ব্বক অনুতাপ ও বিশ্বাসরূপ বীজ বুন, তবে তাহা অঙ্কুরিত হইলে চিরস্থায়ি ফুলের প্রত্যাশা করিতে পার। ফলতঃ সেই ফুল দীপ্তিমান্ ও স্থায়ি, তাহাতে গৌরবস্বরূপ ফল ফলিবে।

ইহার প্রমাণবচন।

তোমরা ভ্রান্ত হইও না। ঈশ্বরকে প্রবঞ্চনা করা যায় না, যে মনুষ্য যাহা বুনে সে তাহাই কাটিবে। শরীরের উদ্দেশে যে জন বুনে সে শরীরহইতে বিনাশরূপ শস্য পাইবে; কিন্তু যে জন আত্মার উদ্দেশে বুনে সে আত্মাহইতে অনন্ত পরমায়ুরূপ শস্য পাইবে, অতএব আইস আমরা সৎকর্ম্ম করিতে অশ্রান্ত হই, ক্লান্ত না হইলে উচিত সময়ে তাহার ফল পাইব। গল ৬; ৭-৯।

ধার্ম্মিক লোকদের নিমিত্তে দীপ্তি, ও সরলান্তঃকরণ লোকদের নিমিত্তে আনন্দ সঞ্চিত আছে। গীত ৯৭; ১১।

তাহারা বায়ুরূপ বীজ বপন করিয়া ঘূর্ণবায়ুরূপ শস্য কাটিবে। তাহাদের ক্ষেত্রে শস্য হইবে না, যদ্যপি তাহাহইতে কিছু উৎপন্ন হয়, তথাপি বিদেশিগণ তাহা গ্রাস করিবে। হোশেয় ৮; ৭।

তোমরা আপনাদের জন্যে ধর্ম্মরূপ বীজ বপন করিয়া কৃপারূপ শস্য কাট, ও তোমাদের পতিত ভূমি তোল। কেননা যে পর্য্যন্ত পরমেশ্বর উপস্থিত হইয়া তোমাদের উপরে ধর্ম্মবৃষ্টি না করেন, তাবৎ তাঁহাকে অন্বেষণ করণের কাল আছে। হোশেয় ১০; ১২।

যাহারা অধর্ম্মের হাল বহন করিয়া দুষ্টতারূপ বীজ বপন করে, তাহারা ঐ রূপ শস্যই কাটে। আয়ূব ৪; ৮।

মনুষ্যের অমরত্বের বিষয়ে তারাগণের প্রমাণ।

প্রশ্ন।

ওহে সর্ব্ব তারাগণ, গগণে কর ভ্রমণ, তোমাদের দিব্য শূন্যপথে।
স্বর্গহইতে সমাচার, পাইয়াছ কি না নর, তোমরা কি পারহ বলিতে॥

উত্তর।

১ হাঁ, আমি শুনে থাকি কহিতে বচন।
মর্ত্ত্য বংশে বল বটে দিতে ইথে মন॥
যদবধি মোরা করি গগণে ভ্রমণ।
মিত্রভাবে সেই বাক্য করহ গ্রহণ॥
তাহাতে শিখিবে ঈশ্বরীয় নাম সার।
মোরা আলো দান করি আজ্ঞাতে যাঁহার॥

২ হে নর যেমন মোরা করিয়া ভ্রমণ।
অন্ধকারাবৃতাকাশে করি রে গমন॥
তেমনি তোদের আছে অমর আত্মাগণ।
জীবিত থাকিবে মোদের হইলে মরণ॥
সূর্য্য আর গ্রহগণ যদা পাবে ক্ষয়।
নর আত্মা তদা নাহি হবে অপচয়॥

৩ হাজার হাজার বর্ষ হইলে যাপন।
অতি অল্প কালক্ষেপ হইবে গণন॥
দেখ, এই দীপ্তিমান তারকাদিগণ।
একে২ গৌরবেতে হইবে পতন॥
মোদের মহিমাহৈতে বিনাশ হইলে।
বাঁচিয়া থাকিবে তবু তোমরা সকলে॥

উপদেশ।

অতএব বলি দেহে থাকিতে জীবন।
করিতে চেষ্টিত হও প্রভুর ভজন॥
বিনতি কর রে সবে স্বর্গীয় ঈশ্বরে।
লইতে তোমার আত্মা সেই স্বর্গপুরে॥
জীবিত তারার ন্যায় দিবে হে কিরণ।
সেখানে করিবে নিত্য ত্রাতার স্তবন॥

ঈশ্বরের অনুগত দায়ূদ নামক এক রাখাল রাজা হয় তদ্বিবরণ।

দায়ূদের গীত যাহা লোকে সদা গায়।
প্রথমতঃ সে দায়ূদ বড় মান্য নয়॥
রাখাল আপনি মাত্র ছিল শিশুকালে।
স্বদেশের রাজা শেষে হৈল পুণ্য বলে॥

দিবাভাগে পশুপাল করিত চারণ।
নিশিতে নির্ব্বিঘ্নে তাহা করিত রক্ষণ॥
যদ্যপি রাখাল ভাবে ছিল হীন অতি।
তথাপি ধর্ম্মের প্রতি ছিল তার মতি॥

নিরাপদে রাখিবারে নিজ মেষগণ।
চৌকী দিত নিশি যোগে করি জাগরণ॥
তখন করিয়া নিজ মনে বিবেচনা।
পুলোকিত হৈত প্রভু কার্য্য দেখি নানা॥

হর্ষিত হইত চন্দ্র তারা দরশনে।
ঈশ্বরস্থাপিত যারা আলোক প্রদানে॥
হায় প্রভো, পাপিনর করযে আহ্বান।
তবাশ্চর্য্য কর্ম্ম সঙ্গে কর হে সমান॥

সকালে ২ সত্য করিলে সন্ধান।
তবে বাল্যঅবস্থায় পায় সেই জ্ঞান॥
অতএব প্রভু শিখাইয়া শিশু জনে।
শক্তিমান করিবেন নিজ কৃপা গুণে॥

যৎকালেতে গলায়াট যুদ্ধেতে উদ্যত।
শৈশবে দায়ূদ তাহে প্রথমতঃ রত॥
যে ঈশ্বরে করিল সে প্রত্যয় ও ভয়।
জানিল সাহায্য তাঁর যুদ্ধে হবে জয়॥

সেই শক্তিমান্ বীর বল বহুগুণ।
ফিঙ্গায় ছুড়িতে ঢেলা আছিল নিপুণ॥
দায়ূদ অযোগ্য ছিল লড়াই যুদ্ধেতে।
তবু সাহসিক তার সাক্ষাত করিতে॥

ঈশ্বর দিলেন তারে হেন মান শেষে।
ভবিষ্যদ্বক্তা আর রাজা হইল দেশে॥
দায়ূদের ন্যায় মোরা যদি সেবি তাঁরে।
প্রভু তবে মন দেন মোদের উপরে॥

উপদেশক।

আগষ্ট ১৮৪৯ (৩২) মূল্য ২ আনা।

পরমার্থতত্ত্বসার।

৮ প্রস্তাব।

খ্রীষ্ট ও মুহম্মদ তদুভয় প্রচারিত ধর্ম্ম অতি সাবধান পূর্ব্বক বিচার ও তুলনা করিয়া এমত দৃষ্ট হইতেছে যে মুহম্মদীধর্ম্ম মনুষ্যকল্পনামাত্র, কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম স্বর্গহইতে আগত সত্য ধর্ম্ম।*

ইউরোপ ও আশিয়া ও আফ্রিকা দেশের স্থানে২ মুহম্মদীয় ধর্ম্ম নামে এক ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। এবং মুহম্মদ নামে এক ব্যক্তি এই ধর্ম্মের কর্ত্তা ছিল, এবং আপনি যে ঈশ্বরের আচার্য্য ও তাঁহাহইতে আসিয়াছে এমত বঞ্চনা লোকদিগকে করিল। যে সমস্ত লোকেরা তাহার বিবরণ জ্ঞাত হইয়া তদ্বিষয় উপযুক্ত মতে বিবেচনা করিয়াছে, তাহারা অতি স্পষ্টই জানিতে পাইয়াছে যে সে কেবল বঞ্চকমাত্র ও তাহার ধর্ম্ম প্রচার করাই প্রবঞ্চনামাত্র। যে২ বিলাতি লোকেরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ঘৃণা ও নিন্দা করে তাহারাও ঐ ধর্ম্মের সপক্ষ নহে ও তাহার যথার্থতা স্বীকার করে না, এবং কোন বুদ্ধবাদিকেও তাহা সত্যজ্ঞানে গ্রহণ করিতে দেখি নাই কিম্বা শুনি নাই। খ্রীষ্টধর্ম্ম যে অতি যথার্থ ও স্বর্গহইতে আগত ইহা আমরা নিশ্চয় জানি, সুতরাং মুহম্মদের ধর্ম্ম যে কল্পনামাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই, কেননা উভয়ে পৃথক হইয়া এক ব্যক্তিহইতে আইসন অতি অসম্ভব। যদ্যপি এই রূপ হয়, তবে উভয় ধর্ম্মপ্রচারক ও তাহাদিগের দ্বারা প্রকাশিত ধর্ম্ম ঐক্য করিয়া বিবেচনা করিলে তাহাদিগের উভয়ের পার্থক্য ও সত্যমিথ্যা অবশ্যই প্রকাশ পাইবে।

---

* এই মুহম্মদ ও তাহার ধর্ম্ম বিষয় এতদ্দেশেতে অতি প্রচলিত, সুতরাং তাহা বিস্তারিত করিয়া লেখনের কোন প্রয়োজন নাই। এই ব্যক্তি আরব দেশের মক্কা শহরে খ্রীষ্টের ৫৭০ বৎসর পরে জন্মে। তাহার দুষ্টতা ও দাম্ভিকতা ও অত্যাচার হেতুক লোকেরা সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিত। অতএব এই রূপ কার্য্য করণানন্তর ৬৩ বৎসর বয়স্ক হইয়া ৬৩১ শালে প্রাণত্যাগ করিল।

মুহম্মদ নিজদেশস্থ এক জন সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তান এবং তাহার পিতামহ মক্কাদেশের এক জন অতি পরাক্রান্ত ও সম্ভ্রান্ত লোক ছিল, এবং যদিও মুহম্মদ নিজে ধনী ছিল না, তথাচ বিবাহদ্বারা অতি শীঘ্রই সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার এই রূপ সৌভাগ্যাবস্থা হওনেতে অলৌকিক সাহায্য প্রাপ্ত না হইলেও তাহার অবস্থাই নিজধর্ম্ম প্রচার ও স্থাপন করণের মহৎ উপায় ছিল। কোন ধনী ব্যক্তি মহৎ লোকের সন্তান হইয়া দেশস্থ সমস্ত প্রধান লোকদের সহিত ঐক্য করিয়া জগতের অতি অজ্ঞানাবস্থাতে নিজকল্পনামতে এক ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া লোকদিগের মনাকর্ষণ করিবে তাহার আটক কি?

কিন্তু খ্রীষ্টের বিষয় বিবেচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তিনি সম্ভ্রান্ত কিম্বা ধনিকুলজাত নহেন, ও পরাক্রান্ত লোকদের সহিত তাঁহার ঐক্য ছিল না। আর অতি নীচাবস্থাগ্রস্ত মাতাহইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ও তাঁহার কুটুম্বাদি পরিজনের। ঐ রূপ অবস্থাগ্রস্ত ছিলেন, আর তাঁহাকে অতিশয় দুঃখেতে কাল যাপন করিতে হইত। তাঁহার এত দুঃখ ছিল যে তিনি আপনি কহিলেন যে আমার মস্তক রাখিবার স্থান নাই। অতএব এই ক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, এ প্রকার দুরবস্থাগ্রস্ত লোক যে নিজ বুদ্ধিতে বা শক্তিতে এক নূতন ধর্ম্ম স্থাপন করিতে পারিলেন ইহা অতি অসম্ভব।

মুহম্মদ অতি মন্দসুখাভিলাষী ও কুস্বভাবী ছিল, সেই প্রযুক্ত নিজ স্থাপিত ব্যবস্থাদি নিজেই লঙ্ঘন করিত, আর তাহার প্রাপ্ত শক্তি প্রকাশ করত আপন অদম্য মনস্কামনা সিদ্ধ করিত এবং স্বর্গহইতে আজ্ঞাপিত হইয়াছি ইহা কহিয়া অশেষ প্রকার দুষ্টতাতে আপনাকে নিপুণ করিয়াছিল। কিন্তু যীশু তদ্বিরুদ্ধাচারী ছিলেন, অর্থাৎ তিনি যাবজ্জীবন কুখ্যাতিরহিত হইয়া সর্ব্ব প্রকার যথার্থতা ও পবিত্রাচরণে কাল যাপন করিলেন। তিনি কোন পাপ করিলেন না, কিন্তু সম্পূর্ণ ধার্ম্মিক ও শুচি ছিলেন এবং তাঁহার মহাবিপক্ষ শত্রুগণও কোন প্রকারে কখন তাঁহার প্রতি কোন অপবাদ দিতে পারে নাই।

মুহম্মদ অতিশয় দুরন্ত ও পা[illegible] ও হত্যাকারী ছিল, কিন্তু খ্রীষ্ট অতি নম্র ও ভদ্র ও পরোপকারী ও দয়ালু ছিলেন। মুহম্মদ যে গুপ্তভাবে ঈশ্বর ও জিব্রায়েল দূতের সহিত সম্ভাষাদি করিত এমত কথা ছলনাপূর্ব্বক প্রকাশ করিত, কেননা দূতের সহিত তাহার কথোপকথন কেহ কখন দেখে নাই ও শ্রবণ করে নাই। কিন্তু খ্রীষ্ট যে ঈশ্বরের পুত্র তাহা তিনি নিজে যেমন প্রকাশ করিলেন, তদ্রূপ আকাশবাণীদ্বারাও পরমেশ্বর তাহা সপ্রমাণ করিলেন, এবং সেই ধ্বনি অনেকের কর্ণগোচর হইয়াছিল, সুতরাং অনেকেই তদ্বিষয়ে প্রমাণ দিয়াছে।

আর দেখ মুহম্মদের এ জগতে আইসনের বিষয় কোন ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের দ্বারা পূর্ব্বে প্রকাশিত ছিল না, এবং তাহার বিষয়ে তৎকালীন লোকদিগের কোন অপেক্ষাও ছিল না। কিন্তু খ্রীষ্টের এ জগতে আগ

মনের বিষয় অনেকানেক ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ * নানা সময়ে প্রকাশ করিয়াছে, এবং তাহাদিগের দ্বারা প্রকাশিত ভাবিবচনাদি যথার্থমতে তাঁহারি প্রতি ঘটিয়াছে। আর ঐ ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের খ্রীষ্টাগমন বিষয়ক সমস্ত ভাবিবচনাদি খ্রীষ্টবিপক্ষ লোকদিগেরই নিকটে থাকিত, এবং তাঁহার জন্মকালীন তাঁহার আগমন বিষয়ক অপেক্ষা ঐ সমস্ত দেশেতে ব্যাপ্ত ছিল।

আর মুহম্মদ ভাবিবিষয় কথনে অক্ষম ছিল, সুতরাং কখন কোন ভাবি বিষয় প্রকাশ করে নাই, এবং পাছে সম্পূর্ণ না হয়, এ ভয় হেতুক কখন তদ্বিষয়ে চেষ্টাও করে নাই, কেমনা ভাবিবাক্য সম্পূর্ণ না হইলে লোকদিগের মনেতে অনায়াসে অপ্রত্যয় জন্মে। কিন্তু খ্রীষ্টপ্রকাশিত ভাবিবাক্যাদি সকলি সম্পূর্ণ হইয়াছে, যথা তাঁহার নিজ মৃত্যু ও পুনরুত্থান বিষয় ও যিরূশালম নগরের নষ্ট হওন বিষয় ইত্যাদি।

আর দেখ, মুহম্মদ কখন কোন আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিতে পারিল না, বরং তদ্বিরুদ্ধে অনেকানেক বিষয় কহিয়াছে। কিন্তু আমরা সকলেই বিলক্ষণ মতে জানি যে খ্রীষ্ট অনেকানেক অলৌকিক ক্রিয়া করিলেন, গুপ্ত ভাবে নহে, কিন্তু তাবতের গোচরে, কেননা বহুজনতা তাঁহার সহিত সততই থাকিত। তিনি বধিরদিগকে শ্রবণশক্তি ও বোবাদিগকে বাক্‌শক্তি ও খঞ্জদিগকে গতায়াতশক্তি ও অন্ধদিগকে দৃষ্টিশক্তি এবং মৃতদিগকে পুনর্জীবন প্রদানদ্বারা জীবৎমান করিলেন। এই২ সমস্ত অলৌকিক ক্রিয়াদ্বারা তিনি আপন ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার কৃত এ সমস্ত ক্রিয়াদি অস্বীকার করণের ক্ষমতা কাহারও ছিল না।

মুহম্মদ আপন প্রকাশিত হওনের প্রথম ১২ বৎসরেতে লোকদিগকে প্রবৃত্তি দেওনেতে কেবল কএক জন লোক তাহার অনুচর হইয়াছিল, পরে আর তিন বৎসরেতে ১৪ চৌদ্দ জন মাত্র তাহার মতাবলম্বী হইয়াছিল, পরে আর ৭ বৎসরেতে ৮৩ জন পুরুষ ও ১৮ জন স্ত্রী ঐ ধর্ম্মাক্রান্ত হয়। কিন্তু ঐ সময়েতে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ও তাঁহার শিষ্যগণ সহস্র ও দশ সহস্র লোকদের মনঃপরিবর্ত্তন করাইলেন এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্ম আশিয়া দেশের অধিকাংশ ব্যাপ্ত করাইলেন।

মুহম্মদ যিহূদী ও খ্রীষ্টীয়ান ও আরবদিগকে কহিয়াছিল, যে তোমাদের পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম ও ইস্মানুয়েল ও মূসা ও যীশু যে ধর্ম্ম পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাইমাত্র আমিও প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে মুহম্মদের প্রবঞ্চনা প্রকাশ পাইতেছে, কেননা তাহার এমত বোধ ছিল যে এ ব্যক্তিদের নাম করণেতে কি জানি তাহার নিজ প্রকাশিত ধর্ম্মেতে তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারিবে। কিন্তু খ্রীষ্টের শিক্ষা এই রূপ ছিল না। তিনি স্পষ্টরূপে শ্রোতাদিগের ভ্রষ্টতা ও দোষাদি সমস্তই প্রকাশ করিয়া তাহাদের অসন্তোষ জন্মাইতেন।

---

* যিশ ১১; ১। যিরি ২৩, ৫। সিখ ৬; ১২। দানি ৯; ২৪, ২৫।

মুহম্মদ আপন শিষ্যদিগকে শারীরিক সুখাভিলাষের বিষয়ে সুশিক্ষা না দিয়া বরং তাহাতে আরও কুপ্রবৃত্তি দিত, এবং আপন শিষ্যদিগকে নিজ২ ইচ্ছানুসারে চলিয়া চারি স্ত্রী রাখিবার অনুমতি দিয়াছিল, কিন্তু খ্রীষ্ট আপন মতাচারিদিগকে সকল প্রকার ব্যভিচারাদি কুক্রিয়াহইতে আপনাদিগকে পরাঙ্মুখ করিতে সর্ব্বদা সুশিক্ষা দিতেন। আর কেবল এক স্ত্রী বিবাহ করিয়া ব্যভিচার দোষ বিনা তাহাকে ত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন। এবং ততোধিক তিনি চক্ষু ও চিন্তার দোষ এবং যে কোন মন্দ ভাব অন্তঃকরণে উপস্থিত হয় সেই সমস্তহইতে আপনাদিগকে পরিষ্কার রাখিতে অনুমতি করিলেন। আর তিনি এই রূপ শিক্ষা দিলেন যে যে কেহ কামভাবে পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি করে সে তখনি তাহার সহিত পরদার করে। আরো তিনি কহিলেন যে পবিত্রান্তঃকরণ না হইলে কোন কেহ কখন ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে না। আরো তিনি এই রূপ সুশিক্ষা দিলেন যে কামাভিলাষাদি যে সমস্ত কুভাব মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণ মধ্যে উপস্থিত হয়, সেই সমস্তের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিয়া তাহা জয় করত বশ রাখিতে হইবে, এবং যে সমস্ত প্রিয় দোষ অথবা প্রিয় বস্তু যদ্দ্বারা স্বর্গরাজ্য যাওনের বাধা জন্মাইতে পারে সে সমস্ত ত্যাগ করিতে হইবে, এবং পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী বাটী কিম্বা ভূমি এই সমস্ত-দ্বারা যদি বাধা হয়, তবে এই সমস্তও পরিত্যাগ করিয়া কেবল আপন ক্রুশমাত্র লইয়া তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে হইবে।

মুহম্মদ আপন শিষ্যদিগকে উৎকোচস্বরূপ আগামি জগতে ইন্দ্রিয়াদির সুখ দিতে চাহিয়াছিল, আর যে সমস্ত সুখের বিষয় সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সে সমস্ত আত্মার সুখ না হইয়া কেবল শারীরিক সুখমাত্র ছিল, কেননা সে প্রবঞ্চক অতিস্পষ্টই জানিল যে মনুষ্যের মন ভ্রষ্ট* হওন হেতুক কুবস্তুতেই অধিক আকর্ষিত হয়, তন্নিমিত্তে সেই ব্যক্তি স্বর্গেতে অন্য কোন সুখের বিষয় না কহিয়া বেশ্যা ও সুরাদির বিষয় প্রতিজ্ঞা করে, যেন অনেকে তাহার ঐ বাক্রূপ জালে ধৃত হইয়া তাহার অনুচর হয়। কিন্তু খ্রীষ্ট নিজ শিষ্যগণকে পরলোকের সমস্ত শারীরিক সুখের প্রত্যাশার বিষয়ে নিষেধ করিয়া কহিলেন যে সেস্থানে কেহ বিবাহ দেয় না ও কেহ বিবাহ করে না, কিন্তু যাহা চক্ষে দেখে নাই ও কর্ণে শ্রবণ করে নাই ও অন্তঃকরণে কখন বিবেচনার মধ্যে আইসে নাই এমত পবিত্র ও স্বর্গীয় ও আত্মার আনন্দজনক সুখের বিষয় প্রতিজ্ঞা করিলেন।

আর মুহম্মদ শারীরিক সুখ বিষয়ক প্রতিজ্ঞা ভিন্ন অন্য এক মহৎ

---

* মনুষ্যদিগের ভ্রষ্টান্তঃকরণের বিষয় কি কহিব? সকলেই তাহা ভাল রূপে বুঝিতে পারেন। যেমন রোগি ব্যক্তি রোগ বৃদ্ধিকারি বস্তুর প্রতি অধিক প্রয়াসী হয় ও সে বস্তু খাইতে যে অনুমতি দেয় তাহাকে যেমন প্রেম করে, তদ্রূপ পাপিলোকও পাপকে ও তৎপ্রবৃত্তিদায়ক ব্যক্তিকে প্রেম করে, সুতরাং মুহম্মদের শঠতা অতি পরিষ্কার রূপে দৃষ্ট হইতেছে।

উপায়দ্বারা আপন অনুচরদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিল অর্থাৎ সে আপন সমস্ত সৈন্যসামন্তাদি লইয়া বলদ্বারা অন্য লোকদিগকে আপন মতে লওয়াইল। তলোয়ার তাহার নিজ ধর্ম্ম স্থাপনের মূলস্বরূপ ছিল, এবং তলোয়ার ব্যবহার না করণাবধি তাহার মতাবলম্বিদের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। সে ব্যক্তি এক সময়েতে আশ্চর্য্য যোদ্ধা ও সৈন্যাধিপতি ও যুদ্ধজয়ী হইয়াছিল, পরে আপন সৈন্যাদি লইয়া কোরান নামক নিজ কল্পিত শাস্ত্র প্রকাশ করিল, তাহার ধর্ম্ম ও যুদ্ধ সর্ব্বদা একত্রই থাকিত, এবং তদুভয়ের পার্থক্য কখনই করিল না, কেননা তাহার ধর্ম্ম প্রকাশ করণের যে চেষ্টা তাহা যুদ্ধ বিনা ব্যর্থ হইত। সে নিজে আজ্ঞা দিয়া আট বার যুদ্ধ জয় করে, এবং সেনাধিপতি সমভিব্যাহারে পঞ্চাশৎ বার ঐ প্রকার দস্যুবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হয়। সে ব্যক্তি শত্রুদিগকে কহিত, হয় আমার ধর্ম্ম গ্রহণ কর, নতুবা মৃত্যু গ্রহণ কর, কিম্বা দাসত্ব স্বীকার কর *। কিন্তু খ্রীষ্ট তর্ক ও সুশিক্ষা ও অলৌকিক ক্রিয়া ও ভাবি কথনাদি উপায় ভিন্ন লোকদিগের মনঃপরিবর্ত্তনের নিমিত্তে অন্য কোন উপায় গ্রহণ করিলেন না। আর তিনি যথার্থতারূপ অস্ত্র ভিন্ন আর কোন অস্ত্র গ্রহণ করিলেন না, এবং পবিত্র আত্মারূপ তলোয়ার ভিন্ন আর কোন তলোয়ার গ্রহণ করিলেন না। আর তাঁহার নিমিত্তে যুদ্ধ করিবার কারণ সৈন্য কিম্বা রণসজ্জার প্রয়োজন ছিল না, কেননা তিনি শান্তির রাজা ও সর্ব্বত্রই শান্তি প্রকাশ করিলেন। আর শক্তি কিম্বা সাংসারিক উপকার অথবা অনুচরদিগের সাহায্য ভিন্ন কেবল দ্বাদশ জন অতি দরিদ্র ও শিষ্ট লোক সমভিব্যাহারে আপন দেশস্থ সমস্ত কুজ্ঞান ও বিদ্যা ও ধর্ম্ম পরাভব করিলেন, এবং তদ্ভিন্ন রূমদেশীয় প্রাচীন ব্যবহার ও দেবপূজা ও নানা বৈধর্ম্ম্য ও জ্ঞানাদি পরাভব করিলেন।

আপন শিষ্যদিগকে যুদ্ধ বিষয় শিক্ষা দেওয়াই মুহম্মদের প্রধান শিক্ষা ছিল, এবং লোকদিগকে বলাৎকার ও হত্যা ও তাড়না ও নিগ্রহাদি করিতে প্রবৃত্তি দিত। সে ব্যক্তি ঈশ্বরের রাজ্যের নিমিত্তে যুদ্ধ করিতে শিক্ষা দিত ও তৎকর্ম্মের সপক্ষতাও করিত, এবং পরলোকে তৎকর্ম্মের প্রতিফলার্থে মহাসম্ভ্রম ও অশেষ ধন দিতে প্রতিজ্ঞা করিত। কিন্তু আপন শিষ্যগণের প্রতি খ্রীষ্টের যে আজ্ঞা তাহা সম্পূর্ণরূপে তদ্বিরুদ্ধ, কাহারো প্রতি অত্যাচার না করিতে তিনি বিশেষ রূপে আজ্ঞা দিলেন, তাঁহার নিমিত্তে তাঁহার এক জন শিষ্য কোন সময়ে তলোয়ার ব্যবহার করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা তদাধারে রাখিতে আজ্ঞা করিয়া কহিলেন, "তোমার তলোয়ার খাপে দেও, কেননা যাহারা তলোয়ার ব্যবহার করে

* বর্ত্তমান কালেতেও এতদ্দেশস্থিত মুসলমানদিগের দ্বারা তাহা অতি পরিষ্কাররূপে প্রমাণ হইতেছে, কেননা তাহাদিগের আচার ব্যবহারাদির দ্বারা দৃষ্ট হয় যে তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা অধিকাংশ হিন্দু ছিল, কিন্তু মুহম্মদী হঙ্গামদ্বারা তাহারা জাতিভ্রষ্ট অথবা মুসলমান হইয়াছে।

তাহারা তলোয়ারেতে হত হইবে।" আর তিনি স্বর্গহইতে অগ্নি নামাইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অসম্মত শোমিরোণীয়দিগকে বিনাশ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, "মনুষ্যের পুত্র মনুষ্যদিগের প্রাণনাশ করিতে আইসেন নাই, কিন্তু রক্ষা করিতে আইলেন। আমি তোমাদিগকে শান্তি প্রদান করি ও আমার শান্তি তোমাদিগকে দি। কোন মনুষ্যের প্রতি অত্যাচার করিও না এবং হিংসার প্রতিঘাতও করিও না। তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যে রূপ দয়ালু তদ্রূপ তোমরাও দয়ালু হও। দয়ালু লোকেরা ধন্য, কেননা তাহারা দয়া পাইবে।" মুহম্মদের শিক্ষাতে শিক্ষিত ব্যক্তিরা অতি নিষ্ঠুর ও অন্যায়ী ও লুঠোপজীবী ও হত্যাকারী হইল, কিন্তু খ্রীষ্টশিক্ষিত লোকেরা অতি নম্র ও শান্ত ও অনপকারক ও মেলকারী হইল, এবং তাহাদের আচার ব্যবহারাদিও অদূষ্য ও আদর্শস্বরূপ হইল।

উভয় ধর্ম্মস্থাপকদিগের বিষয় বিবেচনা করণানন্তর উভয়ের প্রকাশিত ধর্ম্মগ্রন্থদ্বয়ের বিবেচনা করণেরও আবশ্যক আছে। মুহম্মদদ্বারা যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাকে কোরান কহা যায়, কিন্তু খ্রীষ্টদ্বারা যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাকে সুসমাচার কহা যায়। এবং ঐ গ্রন্থদ্বয় বিবেচনা করিলে উভয়েতে যে প্রভেদ আছে তাহা আমরা অতিস্পষ্টই জানিব। আর ঐ গ্রন্থদ্বয় এক ব্যক্তিহইতে না হওন হেতুক উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে, সুতরাং উভয় যথার্থ হইতে পারে না। এবং বিবেচনা করিলে সুসমাচারের যথার্থতা ও কোরানের অযথার্থতা অবশ্যই প্রকাশ পাইবে। যাহা হউক তদ্বিষয় বিবেচনার্থে আমরা এইক্ষণে অগ্রসর হই।

কোরানের সৌন্দর্য্য ও ভাষার শুদ্ধতা ও পারিপাট্যতা হেতুক মুহম্মদ তাহার অনুচরদিগের দ্বারা অতিশয় প্রসংশিত হইয়াছে, এবং মৃত্যুহইতে পুনঃসজীব করণ যে অলৌকিক ক্রিয়া তাহাহইতেও ঐ কোরানকে আরও আশ্চর্য্য বিষয় জ্ঞান করে। কিন্তু এইস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে যদি কেবল ভাষার পারিপাট্যতাহেতুক ঈশ্বরদত্ত গ্রন্থ কহিতে হয়, তবে মহাভারত রামায়ণ প্লেটো জেনফোন সিসিরো কৈসরাদি ভূরি২ প্রাচীন লেখকদিগের গ্রন্থসমূহকেও ঈশ্বরাবিভাবে দত্ত গ্রন্থ কহিতে হয়। অতএব কোরানের ভাষার উত্তমতা হেতুক তাহা ঈশ্বরদত্ত কহিতে গেলে মনুষ্যদ্বারা যে তাহা লিখিত হইয়াছে এমত সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহার কারণ এই যে তন্মধ্যে লিখিত বাক্প্রবন্ধদ্বারা এবং বাক্যের উত্তমতারূপ মোহদ্বারা অবিবেকি জনসমূহের মনাকর্ষণ হয়, অতএব ইহার দ্বারাই কোরান্ রচকের ধূর্ত্ততা ও প্রবঞ্চনা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু সুসমাচার এ সমস্ত দোষবর্জ্জিত জানিবা। তাহাতে মনুষ্যের বাক্পটুতার বিষয়ে সম্পর্ক নাই, কিন্তু সম্পূর্ণ যথার্থতা ও ঈশ্বরশক্তির উপরে নির্ভর করে। আর এতদ্বিষয়ে পৌল প্রেরিত অতিস্পষ্টরূপেই লিখিয়াছেন, যথা, ১ করিন্থীয় ২ পর্ব্ব ১, ২, ৪, ৫। "হে ভ্রাতৃগণ, যে সময়ে ঈশ্বরদত্ত "সাক্ষ্য প্রচার করিতে তোমাদের নিকটে আইলাম, তৎকালে বাক্পটুতা

"কি বিদ্যার নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে আইলাম, তাহা নয়; কিন্তু যীশু খ্রী-
"ষ্টের এবং তাঁহার ক্রুশে হত হওনের কথা, এতদ্ভিন্ন তোমাদের মধ্যে
"আর কোন কথা না জানাইতে মনে স্থির করিলাম। আর তোমাদের
"বিশ্বাস মানুষের কোন কৌশলেতে স্থাপিত না হইয়া যেন কেবল ঈশ্বরের
"শক্তিতে স্থাপিত হয়, এই জন্যে আমার কথোপকথন ও সুসমাচার
"প্রচার সাংসারিক বিদ্যার মনোহর বাক্যবিশিষ্ট না হইয়া পবিত্র
"আত্মার প্রমাণ ও শক্তিবিশিষ্ট ছিল।" যাহা হউক যদিও কোরানের
অতি উত্তম ও মিষ্ট ভাষা হয়, তথাচ সুসমাচারের সহিত তাহার তুলনা
কোন প্রকারেই হইতে পারে না। ঐ কোরান অতি কঠিন ও এক স্বরবি-
শিষ্ট ও নিষ্ফল বাক্যেতে পরিপূর্ণ ও অশেষ পুনরুক্তি ও নিষ্প্রয়োজনীয়
বহুবিধ মিথ্যা গল্পেতে ও সামান্য অথচ ঘৃণার্হ ও দোষ সংযুক্ত বহুবিধ
বাক্য ও আজ্ঞাতে পরিপূর্ণ আছে। এবং তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান কিম্বা প্রাচীন
কালের বিষয়ের যথার্থতা কিছুমাত্র নাই। এবং তাহার সমস্ত মূলবিষয়
ধর্ম্মগ্রন্থহইতে উদ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সমস্ত বাক্যাদি ধর্ম্মপুস্তকে
যদ্রূপ লিখিত আছে তদ্রূপ না রাখিয়া নিজ ক্ষমতা প্রকাশার্থে তাহার
কিছু২ পরিবর্ত্তন করিয়া নিজ ইচ্ছামতে প্রকাশ করিল। সুতরাং মনুষ্য
কল্পনা ঈশ্বরবাক্যের মধ্যে মিশ্রিত হওয়াতে তাহা সম্পূর্ণরূপে নাশ হই-
য়াছে। এবং ধর্ম্মপুস্তক পাঠদ্বারা যে রূপ সান্ত্বনা ও আনন্দ পাওয়া যায়
তাহার তিলার্দ্ধমাত্রও তাহাতে নাই। কিন্তু সুসমাচার মধ্যে প্রথমহইতে
শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই অতি সহজ ও পূর্ব্বাপর সমভাব ও পাঠে অত্যন্ত
সান্ত্বনা ও আনন্দদায়ক ও লজ্জাজনক দৃশ্য হয় ও তন্মধ্যে লিখিত আজ্ঞা
ও শিক্ষাদি অতি পবিত্র, তাহা কুকর্ম্মে পরাবর্ত্তক, ও সদ্‌জ্ঞান শিক্ষাদায়ক
ও তাহার সর্ব্বপ্রকার মহত্ত্ব অনির্ব্বচনীয়।

কোরানেতে মুহম্মদের স্বকীয় কার্য্য ও ক্ষমতা বিষয়ে ও আপনার নিজ
কৃত যে গ্রন্থ তদ্বিষয়ে অহঙ্কার সর্ব্বদা প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু সুসমাচার
মধ্যে সুসমাচারলেখকেরা আপনাদের বিষয় কিম্বা আপনাদের লিখিত
গ্রন্থের বিষয় কোন অনর্থক স্তুতিবাদ করেন নাই। এবং যাহার ক্রিয়া
হেতুক প্রশংসা পাওনের যোগ্য এমন যে তারক প্রভু তাঁহার সমস্ত
ক্রিয়াদিও সম্পূর্ণরূপে লিখিত হয় নাই। তিনি যে সমস্ত কার্য্যাদি করিলেন
তাহার কেবল কিয়দংশমাত্র তাঁহার কর্ম্ম ও শিক্ষাদিহইতে লওয়া গিয়াছে,
অতএব এইক্ষণেতে গর্ব্ব ও মিথ্যা স্তবে পূর্ণ মনুষ্যের গ্রন্থ ও যথার্থ ধর্ম্ম
প্রকাশকারি ঈশ্বরের গ্রন্থ এই দুই গ্রন্থ দেখ।

আর পরলোকের শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয়ে মনুষ্যদিগকে যাহা২
না জানান আবশ্যক অর্থাৎ যাহাতে কোন প্রয়োজন নাই, এমত সমস্ত
বিষয় কোরান প্রকাশ করে। কিন্তু সুসমাচারেতে পরলোকের সুখ
ও দুঃখের বিষয়ে যাহা প্রকাশ করণাবশ্যক তাহা অতি সংক্ষেপে স্পষ্ট-
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সুসমাচার ও কোরানের মধ্যে
অন্যান্য প্রধান বিষয়েতে প্রভেদ আছে। মুহম্মদ আপনার কোন অলৌ

কিক ক্রিযার কদাচরণের বিষয অন্য কোন কেহ কোন কথা যে না কহিতে পারে এতন্নিমিত্তে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিয়া তাহাহইতে রক্ষা পাইবার যত্ন সর্ব্বদা করিযাছে, ইহাই ধূর্ত্ত প্রবঞ্চকের ব্যবহার। তাহার সর্ব্বদা সন্দেহজনক ব্যবহার ছিল, ও তাহার গুপ্ত বিষয়াদি যে ব্যক্ত না হয তদ্বিষয়েও যত্ন ছিল, ও সে প্রত্যেকের বিপক্ষ, এবং যাহাতে অন্য লোকদের উদ্যোগ ব্যর্থ হয তৎকর্ম্মাভিলাষী, এবং যাহাতে নিজদোষ অন্যের উপরে ফেলিতে পারে এমত চেষ্টাকারী ছিল। উপরের যে২ বিষয়াদি তাহা কেবল তাহার লিখিত বাক্যের দ্বারা অর্থাৎ কোরানদ্বারা জানা যায। যথার্থতার কোন সন্দেহ কিম্বা ভয় নাই, এবং আপনার রক্ষা হেতুক কোন সাবধানতার প্রয়োজন নাই।

আমরা ঐ সমস্ত বিষয কিছুমাত্র সুসমাচারের মধ্যে পাই না। ধর্ম্মগ্রন্থ লেখকেরা আপনাদের কর্ম্মহেতুক কোন প্রকারে চিন্তান্বিত বা উদ্বিগ্ন হন নাই, এবং তাহার কুটিলতা কিম্বা দোষ দূর করণার্থে আপনাদের উদ্যোগ কখন প্রকাশ করেন নাই, কেননা যাহা যথার্থ তাহাই তাঁহারা স্পষ্টরূপে লিখিলেন। তাঁহারা নিজে সেই সমস্ত বিষয়ে কোন সন্দেহ বা আপত্তি করেন নাই, এবং অন্য লোকেরা পরে যে কোন আপত্তি করিতে পারিবে এমন কোন কারণ দেন নাই। সুতরাং লোকেরা যে সমস্ত আপত্তি করে, তদ্দ্বারা কেবল তাহাদিগের অজ্ঞানতা ও দুষ্টতা প্রকাশ করে।

অতএব এইক্ষণে মুহম্মদ ও তাহার ধর্ম্ম এবং খ্রীষ্ট ও তাঁহার ধর্ম্ম বিষয় দেখ, এই রূপ বৈপরীত্য ভাব আর কোন বিষয়ে দেখা যায় নাই। অতএব এই সমস্তের মূল অতি সংক্ষেপে দেখা যাইতেছে, যে তাহারা উভয়ে উভয়ের প্রতিকূল, এবং যেমত সকলের দ্বারা মুহম্মদের প্রবঞ্চনার বিষয় প্রমাণীকৃত হইযাছে, তদ্রূপ খ্রীষ্টের আচরণ শিক্ষাদি হেতুক তাঁহাকে যথার্থমতে গ্রহণ করণাবশ্যক আছে, কেননা তিনি মুহম্মদের বিরুদ্ধ হওযাতে মুহম্মদের আচারের বিরুদ্ধ বটে। অতএব যদ্যপি মুহম্মদ প্রবঞ্চক মনুষ্যমাত্র হইল, তবে খ্রীষ্ট নিতান্ত স্বর্গহইতে ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত যথার্থ ত্রাণকর্ত্তা।

ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

১৬৮। প্রার্থনা করিবার কি প্রয়োজন?

প্রার্থনাদ্বারা আমরা ঈশ্বরের সহিত প্রেমালাপ করি, এবং তাঁহার ধন্যবাদ করি, ও তাঁহার নিকটে প্রাপ্ত উপকার স্বীকার করি, এবং পাপের মার্জ্জনা ও পারমার্থিক শক্তি ও অন্য২ প্রকার মঙ্গল চাহি।

১৬৯। প্রার্থনাদ্বারা কি ঈশ্বরের প্রতি প্রেম বাড়ে?

হাঁ, কোন প্রিয় বন্ধুর সহিত আলাপ করিলে যেমন তাহার প্রতি প্রেম বাড়ে, তদ্রূপ প্রার্থনাদ্বারা ঈশ্বরের সহিত আলাপ করিলে তাঁহার প্রতি প্রেম বাড়ে।

১৭০। ঈশ্বর কি আমাদের প্রার্থনা শুনেন?

হাঁ, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনেন, অর্থাৎ যাহা চাহি তাহা দেন. বিশেষতঃ যদি পবিত্র আত্মাকে চাহি, তবে তাঁহাকে দেন।

১৭১। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে প্রার্থনা করা ইহার অর্থ কি?

আমি যে প্রার্থনা করিতেছি তাহা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মিত্রতা প্রযুক্ত তাঁহারই প্রার্থনা হইয়া উঠে, এই কারণ গ্রাহ্য হইবে, ইহা মনে স্থির করিয়া যে ব্যক্তি প্রার্থনা করে, সেই যীশুর নামে প্রার্থনা করে।

১৭২। মন্দ ইচ্ছাহইতে যে প্রার্থনা জন্মে, তাহা কি কখনো প্রভু যীশুর প্রার্থনা হইতে পারে?

না, যে প্রার্থনা মন্দ ইচ্ছাহইতে জন্মে, তাহাতে পবিত্র যীশু কখনো সম্মত হইতে পারেন না, বরং সেই রূপ প্রার্থনাদ্বারা তাঁহার অপমান করা যায়।

১৭৩। আমরা কি সাংসারিক সুখের চেষ্টাতে প্রার্থনা করিতে পারি?

যে সাংসারিক বিষয়ে আমাদের প্রয়োজন আছে এমন বোধ হয়, তাহা আমরা ঈশ্বরের নিকটে চাহিতে পারি, কিন্তু যাহাতে আমাদের প্রযোজন নাই. এমত বিষয়ের নিমিত্তে প্রার্থনা করা অনুচিত।

১৭৪। সেই প্রয়োজনীয় বিষয় কি২?

শারীরিক ভয ও ক্লেশহইতে উদ্ধার, এবং প্রতিপালনের উপায়, এবং দিবসিক কর্ম্মেতে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ, এই২ প্রকার বিষয়ে ইহকালে আমাদের প্রয়োজন আছে, অতএব যখন যাহা প্রযোজনীয বোধ হয তখন তাহার নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে পারি।

১৭৫। কোন্২ সাংসারিক বিষয়ে আমাদের প্রয়োজন আছে, তাহা আমরা কি নিশ্চয বলিতে পারি?

না, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি না, কিন্তু প্রভু যীশু খ্রীষ্টের

নামে প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর আমাদিগকে অপ্রয়োজনীয় বস্তু না দিয়া কেবল প্রয়োজনীয় বস্তু দিবেন।

১৭৬। কত বার প্রার্থনা করিতে হয়?

শরীরের মঙ্গলার্থে আহার করা যেমন আবশ্যক, তদ্রূপ মনের মঙ্গলার্থে প্রার্থনা করা আবশ্যক ইহা জানিয়া প্রতিদিন প্রার্থনা করা বিশ্বাসি লোকের উচিত।

১৭৭। বিশ্বাসি লোক কি একলা প্রার্থনা করিবে, না পরের সহিতও প্রার্থনা করিবে?

সে একলা এবং নিজ পরিবারের সহিত এবং অন্য২ বিশ্বাসিদের সঙ্গে, এই তিন প্রকারে প্রার্থনা করিবে।

১৭৮। সে কি কেবল আপনার মঙ্গলার্থে প্রার্থনা করিবে?

সে কেবল আপনার মঙ্গলার্থে প্রার্থনা করিবে তাহা নহে, কিন্তু পরের বিশেষতঃ জ্ঞাতি কুটুম্ব ও বন্ধু বান্ধবের মঙ্গলার্থেও প্রার্থনা করিবে; এবং এই জগতের সর্ব্বত্র যেন ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ পায় ও ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপিত হয়, এই নিমিত্তেও প্রার্থনা করিবে।

১৭৯। আত্মপরীক্ষা কাহাকে বলা যায়?

ধর্ম্মপুস্তকের কথানুসারে যে রূপ বিশ্বাস ও ভক্তি ও সদাচরণ করা আমার উচিত, তাহা আমি করিয়া থাকি কি না? এবং আমার কি২ ত্রুটি ও দোষ আছে? এই২ রূপ জিজ্ঞাসাদ্বারা আপনার পরীক্ষা করা যায়।

১৮০। ধর্ম্মপুস্তকের কথাদ্বারা আপনার পরীক্ষা করিতে হয় কেন?

যে কেহ আপনার মুখ দেখিতে চাহে, সে যেমন দর্পণ বিনা তাহা দেখিতে পারে না, তদ্রূপ যে কেহ আপন মনের অবস্থা জানিতে চাহে, সেও ধর্ম্মপুস্তকরূপ দর্পণ বিনা তাহা জানিতে পারে না।

১৮১। আত্মপরীক্ষা করিবার প্রয়োজন কি?

আত্মপরীক্ষা না করিলে মনুষ্য অহঙ্কারী ও দুঃসাহসী হইয়া উঠে, তাহাতে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে আর প্রেম করিবে না, এবং পাপের বিষয়ে সাবধান থাকিবে না।

১৮২। অন্য বিশ্বাসি লোকদের সঙ্গে থাকা কি প্রকার?

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যেমন আমাকে প্রেম করেন, তদ্রূপ অন্য সকল বিশ্বাসি লোককেও প্রেম করেন, ইহা মনে২ ভাবিয়া বিশ্বাসি লোক খ্রীষ্টের আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে প্রেম করিতে চেষ্টা পায়, এবং তাহাদের সভাতে অর্থাৎ মণ্ডলীতে গ্রাহ্য হইতে সম্মত হয়, পরে গ্রাহ্য হইয়া তাহাদের সহিত ঈশ্বরের আরাধনা করে ও ধর্ম্মোপদেশ শুনে ও তাহাদের প্রতি প্রেম ব্যবহার করে।

১৮৩। অন্য বিশ্বাসি লোকদের সঙ্গে থাকিতে তাহার কি প্রয়োজন?

সে অন্য বিশ্বাসিদের নিকটে নানা প্রকার উপকার পাইতে পারে, এবং আপনিও তাহাদের নানা প্রকার উপকার করিতে পারে।

১৮৪। সে কি২ উপকার?

পরস্পরের নিমিত্তে প্রার্থনা এবং ধর্ম্মশিক্ষা ও সান্ত্বনা ও সুপরামর্শ এবং দুঃখের সময়ে উপকার, এই২ প্রকার ফল বিশ্বাসি লোকদের সঙ্গহইতে জন্মে।

১৮৫। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের যে আজ্ঞা পালন করিতে হয় তাহার সার কি?

আমরা যেন এই বর্ত্তমান সংসারে সতর্ক ও ন্যায়বান ও ঈশ্বরসেবক হইয়া কাল যাপন করিতে২ স্বর্গীয় সুখের অপেক্ষাতে থাকি, এই খ্রীষ্টের আজ্ঞার সার।

১৮৬। সতর্ক হওয়া ইহার অর্থ কি?

আমার আয়ুঃ ও শরীর ও মন ও ধন ও জ্ঞান ইত্যাদি যে কিছু আছে, তাহা ঈশ্বর আমার নিকটে গচ্ছিত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং তিনি শেষে তাহার হিসাব লইবেন, ইহা যে সর্ব্বদা স্মরণ করে সেই সতর্কতা প্রকাশ করে।

১৮৭। আমাদের নিকটে ঈশ্বর যাহা গচ্ছিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আমরা কি আপনাদের ইচ্ছামতে ব্যবহার করিতে পারি?

না, তাহা নষ্ট করা কিম্বা মন্দরূপে ব্যবহার করা আমাদের অনুচিত।

১৮৮। কে২ তাহা নষ্ট করে, কিম্বা মন্দরূপে ব্যবহার করে?

যাহারা আপন২ ইন্দ্রিয় দমন না করিয়া অপরিমিতরূপে ভোজন পানাদি করে, এবং যাহারা অন্য কোন মতে

আয়ুঃ এবং শরীরের ও মনের শক্তি ও ধন অপব্যয় করে, এবং ঈশ্বর যাহা দিয়াছেন তাহা তুচ্ছজ্ঞান করে, তাহারাই সেই দোষে দোষী হয়।

১৮৯। ঈশ্বর তোমার নিকটে যাহা গচ্ছিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কি তোমার হইয়া উঠিল?

না, তাহা আমার নহে, এই কারণ অহঙ্কারী হওয়া আমার নিতান্ত অনুচিত, বরং সর্ব্বদা নম্র হওয়া উচিত।

১৯০। তোমাকে কি২ দেওয়া ভাল তাহা কে জানে?

আমাকে কি২ দেওয়া ভাল, তাহা আমি জানি না, কিন্তু ঈশ্বর জানেন, অতএব তিনি আমাকে যে অবস্থাতে রাখেন, তাহাতে সন্তুষ্ট হওয়া আমার উচিত।

১৯১। ঈশ্বর তোমাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা কি রূপে ব্যয় করা তোমার কর্ত্তব্য?

ঈশ্বর আমাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা কেবল আমার স্বার্থে ব্যয় করা অনুচিত, বরং ঈশ্বরের গৌরব ও পরের মঙ্গল যাহাতে হয়, এই রূপে তাহা ব্যয় করা আমার উচিত।

১৯২। যে ব্যক্তি অলস সে কি দুষ্ট?

হাঁ অলস লোক দুষ্ট বটে, কারণ সে আপন আয়ুর অপব্যয় করে, এবং ঈশ্বর তাহার নিকটে যাহা গচ্ছিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা নিষ্ফল করে ও নষ্ট হইতে দেয়।

১৯৩। ন্যায়বান্ হওয়া ইহার অর্থ কি?

আমার সহিত পরের যেরূপ ব্যবহারে আমি সন্তুষ্ট আছি, সেই রূপ ব্যবহার যদি আমি তাহার সহিত করি, তবে ন্যায়বান হইব।

১৯৪। তোমার সহিত পরের কি২ রূপ ব্যবহার তোমার মন্দ বোধ হয়?

কেহ যদি আমাকে মিথ্যা কথা কহে, কিম্বা আমার অপমান ও ক্ষতি ও অন্যায় করে, তবে তাহার সেই ব্যবহার আমার মন্দ বোধ হয়।

১৯৫। ইহাতে তোমার কি করা অনুচিত তাহা বলিতে পার?

হাঁ, পারি। মিথ্যা কথা কহা এবং পরের অপমান ও ক্ষতি ও অন্যায় করা আমার অনুচিত।

১৯৬। তোমার সহিত পরের কি২ রূপ ব্যবহার তোমার ভাল বোধ হয়?

যে কেহ আমার প্রতি প্রেম দেখায় ও আমার দুঃখেতে দুঃখিত হয় ও আমার মঙ্গলের চেষ্টা করে, তাহার ব্যবহার আমি ভাল বাসি।

১৯৭। ইহাতে তোমার কি করা উচিত তাহা বলিতে পার?

হাঁ, পারি। পরের প্রতি প্রেম করা ও তাহার দুঃখে দুঃখিত হওয়া ও তাহার মঙ্গলের চেষ্টা করা আমার উচিত।

১৯৮। তোমার সহিত সকলে কি ভাল ব্যবহার করে?

না, সকলে আমার সহিত সদ্ব্যবহার করে না, কিন্তু তাহাদের দোষ প্রযুক্ত রাগ করা কিম্বা তাহাদের শত্রু হওয়া আমার অনুচিত, বরং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ন্যায় মৃদুশীল হওয়া আমার উচিত।

১৯৯। দুষ্ট লোকেরা যাহাতে দণ্ড পায় এমত চেষ্টা করা কি ভাল নহে?

হাঁ, দুষ্ট লোকেরা যাহাতে দণ্ড পায় এমত চেষ্টা করা উচিত বটে, কারণ দুষ্ট লোককে দমন না করিলে সে অনেকের অমঙ্গল ও অন্যায় করিবে।

২০০। যে দুষ্ট লোক কেবল তোমার অন্যায় করে, তাহাকেও দমন করা কি ভাল নহে?

তাহাকে দমন না করিলে যদি আমি ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে পারি না, তবে তাহাকে দমন করিবার চেষ্টা করা আমার কর্ত্তব্য বটে, নতুবা তাহার দুষ্টতা সহ্য করা ভাল।

২০১। দুষ্ট লোকের প্রতিফল দেওয়া কাহার কর্ম্ম?

দুষ্ট লোকের প্রতিফল দেওয়া ঈশ্বরের কর্ম্ম, এবং তাঁহার নিরূপণানুসারে দেশের শাসনকর্ত্তারাও নানা প্রকার দুষ্টতার দণ্ড দেয়, নতুবা দুষ্টকে দণ্ড দিতে আর কাহারো অধিকার নহে।

২০২। চোরকে কিম্বা খুনি লোককে নিবারণার্থে কি তাহাকে বলেতে দূর করিতে পারি না?

তাহাকে নিবারণের অন্য কোন উপায় যদি না থাকে, তবে যেমন হিংসুক পশু তদ্রূপ হিংসুক মনুষ্যকেও বলেতে দূর করিতে পারি।

২০৩। যাহারা তোমার মঙ্গল করে, তাহাদের প্রতি তোমার কি করা কর্ত্তব্য?

যাহারা আমার মঙ্গল করে, তাহাদের কৃত উপকার স্বীকার করা আমার কর্ত্তব্য।

২০৪। পিতামাতার প্রতি সন্তানের কি করা কর্ত্তব্য?

পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে পিতামাতার আজ্ঞাবহ হওয়া সন্তানের উচিত।

২০৫। সন্তানদের প্রতি পিতামাতার কি করা কর্ত্তব্য?

সন্তানদের প্রতি স্নেহ করা এবং প্রভুর শিক্ষা ও উপদেশ দিয়া তাহাদের প্রতিপালন করা পিতামাতার উচিত।

২০৬। প্রভুর শিক্ষা ও উপদেশ কি প্রকার?

সন্তানদের নিমিত্তে ও তাহাদের সঙ্গে প্রার্থনা করা, এবং পরিত্রাণের পথ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া ও সেই পথে আনিতে চেষ্টা করা, এবং তাহারা যদি অবাধ্য হয় কিম্বা অন্য ২ প্রকার পাপ করে, তবে তাহাদের মঙ্গলার্থে তাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া, এই প্রকার শাসনকে প্রভুর শিক্ষা ও উপদেশ বলা যায়।

২০৭। যে পিতামাতা আপন সন্তানের পাপ দেখিয়া তাহাকে দণ্ড না দেয়, তাহারা কি করে?

যে পিতামাতা আপন সন্তানের পাপ দেখিয়া তাহাকে দণ্ড না দেয়, তাহারা আপন সন্তানকে নরকপথে গমন করায়, এবং ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করে।

২০৮। সন্তানের সাক্ষাতে পিতামাতার কি প্রকার আচরণ করা কর্ত্তব্য?

সন্তানের সাক্ষাতে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা, এবং কোন প্রকার চাঞ্চল্য ও অনৈক্য প্রকাশ না করা পিতামাতার উচিত।

২০৯। সন্তান যেন লেখা পড়া শিখে, এমত চেষ্টা করা কি পিতামাতার উচিত?

হাঁ, অবশ্য ইহা তাহাদের উচিত, কারণ লেখা পড়া না জানিলে ধর্ম্মজ্ঞান পাওয়া সন্তানের দুষ্কর হইবে, এবং ঐহিক বিষয়েও তাহার অনেক ক্ষতি হইবে।

২১০। ভার্য্যার প্রতি স্বামির কি করা কর্ত্তব্য?

ভার্য্যাকে প্রেম ও প্রতিপালন করা স্বামির উচিত।

২১১। স্বামির প্রতি ভার্য্যার কি করা কর্ত্তব্য?

স্বামির বশীভূত হওয়া এবং প্রেমেতে তাহার সেবা করা ভার্য্যার উচিত।

২১২। বিবাহ করিতে গেলে খ্রীষ্টাশ্রিত লোকের কি উচিত?

বিবাহ করিতে গেলে খ্রীষ্টাশ্রিত লোকের এই উচিত যেন ধার্ম্মিক অর্থাৎ খ্রীষ্টাশ্রিত লোককে বিবাহ করে।

২১৩। স্ত্রীপুরুষ দুই জন যদি খ্রীষ্টাশ্রিত লোক হয়, তবে তাহাদের কি বিশেষ লাভ হইবে?

তাহারা দুই জন একই স্বর্গীয় সুখের অধিকারী, ইহা জানিয়া প্রতিদিন একত্র প্রার্থনা করিয়া পরস্পরের সাহায্যদ্বারা ধর্ম্মেতে বৃদ্ধি পাইতে পারে।

২১৪। পরিজনের প্রতিপালন বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকে কি লেখা আছে?

ইহা লেখা আছে, যথা, কেহ যদি আত্মীয় বন্ধুবর্গের বিশেষতঃ আপন পরিজনের প্রতিপালন না করে, তবে সে ধর্ম্মচ্যুত হইয়া অবিশ্বাসি অপেক্ষাও অধম হয়।

২১৫। দেশের শাসনকর্ত্তার প্রতি বিশ্বাসি লোকের কি প্রকার আচরণ করা কর্ত্তব্য?

বিশ্বাসি লোক দেশের শাসনকর্ত্তার বশীভূত হইয়া তাহার আজ্ঞা সকল মানিবে ও তাহাকে রাজকর দিবে ও তাহার জন্যে প্রার্থনা করিবে।

২১৬। ঈশ্বর এবং শাসনকর্ত্তা এই দুইয়ের মধ্যে সে কাহাকে অধিক মানিবে?

ঈশ্বরকে অধিক মানিবে, এবং শাসনকর্ত্তার আজ্ঞা পালনার্থে ঈশ্বরের কোন আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সম্মত হইবে না।

২১৭। চাকরের প্রতি মনিবের কি করা উচিত?

চাকরের প্রতি কঠিন না হইয়া ন্যায়ব্যবহার করা এবং উপযুক্ত সময়ে নিয়মিত বেতন দেওয়া মনিবের উচিত।

২১৮। মনিবের প্রতি চাকরের কি করা উচিত?

মনিবের সম্মান করিয়া সর্ব্ববিষয়ে বিশ্বস্ত হওয়া এবং উপযুক্ত সময়ের মধ্যে নিয়মিত কর্ম্ম করা চাকরের উচিত।

শিশুগণের নিদর্শন।

৪। বীজের সফলতা।

যৎকালে তুমি মৃত্তিকার মধ্যে কোন ক্ষুদ্র শুষ্ক বীজ বপন কর, তাহাহইতে কেমন অঙ্কুর নির্গত হইবে তাহা কি তখন জানিতে পার? দেখ, শেষে তাহাহইতে সুন্দর বৃক্ষ উঠে; তাহা হরিদ্বর্ণ সরস পত্রদ্বারা ভূষিত হয়, ও তাহার সুদৃশ্য পুষ্পগণের সৌগন্ধে চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু আমোদিত হয। আহা! তোমার বুনিত বীজের সহিত ইহার কত বিভিন্নতা।

হে ক্ষুদ্র শিশুগণ, তোমরা কি খ্রীষ্টীয়ানের শব দেখ নাই? সে শব কি বিবর্ণ ও পচা নহে? তাহাই বটে; তথাপি তাহা বহুমূল্য বীজস্বরূপ। যেহেতুক পুনরুত্থানরূপ বসন্তকালে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া অতি সুন্দর বৃক্ষ জন্মিযা অন্য শরীরেতে উঠিবে। আহা! যাহা আমাদের মৃত্তিকাতে জন্মে তাহা অপেক্ষা ইহা কত বিশেষ। "যদি নশ্বর শরীর বপন করা যায়, তবে তাহাহইতে অনশ্বর শরীর উত্থিত হইবে। যদি তাহা অপমানিত হইয়া উপ্ত হয়, তবে গৌরবান্বিত হইয়া উত্থিত হইবে। যদি তাহা দুর্ব্বল হইযা উপ্ত হয়, তবে বলবান্ হইয়া উত্থিত হইবে। যদি পার্থিব শরীর উপ্ত হয, তবে তাহাহইতে স্বর্গীয় শরীর উঠিবে।" ১ করিন্থ ১৫; ৪২-৪৪।

প্রমাণবচন।

যে অবয়ব নির্গত হইবে, তাহা তুমি বপন কর না। গোম হউক কিম্বা অন্য কোন প্রকার বীজ হউক, কেবল বীজমাত্র বপন করিয়া থাক, তাহাতে ঈশ্বর আপন ইচ্ছানুসারে বীজহইতে অবযব উৎপন্ন করেন, অর্থাৎ ঐ প্রত্যেক বীজহইতে বিশেষ২ অবয়ব উৎপন্ন করেন। ১ করিন্থ ১৫; ৩৭,৩৮।

আমরা স্বর্গার্থে আচার করিয়া ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গহইতে আগমনের অপেক্ষা করিতেছি। তিনি যে মহাশক্তিদ্বারা তাবৎকে আপন বশীভূত করিতে পারেন, সেই শক্তিদ্বারা আমাদের অধম শরীরকে আপনার তেজোময় শরীরের সদৃশ করিবেন। ফিলিপীয় ৩; ২০,২১।

প্রাণিগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অলীকতার বশীভূত হইল না, কিন্তু মৃত্যুর অধীনতাহইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সন্তানদিগের যে পরম মুক্তি তাহার সহভাগী হইবে এই অভিপ্রায়েতে বশীকর্ত্তার দ্বারা বশীভূত হইল। রোমীয় ৮; ২১।

মনুষ্য মরিয়া কি পুনর্জীবিত হইবে? তবে যে পর্য্যন্ত আমার মুক্তি না হয়, তাবৎ আমার নিরূপিত তাবৎ দিন আমি প্রতীক্ষা করিব। পরে তুমি আহ্বান করিলে আমি উত্তর দিব, তুমি আপন হস্তকৃতের প্রতি কৃপা করিবা। আয়ূব ১৪; ১৪,১৫।

যদ্যপি আমার চর্ম্ম গেলে আমার মাংস ক্ষয় পায়, তথাচ আমি শরীরবিশিষ্ট হইয়া ঈশ্বরকে দর্শন করিব। যদ্যপি আমার মধ্যে আমার অন্তর্বর্ত্তি বস্তুর ক্ষয় হয়, তথাপি আমি আপনার নিমিত্তে তাঁহাকে দেখিব ও অন্যের চক্ষুদ্বারা নহে, আপনার চক্ষুদ্বারা দেখিব। আয়ূব ১৯; ২৬,২৭।

এপ্রিল, ১৮৪৯। ল. ভ.

শিশুগণের গানার্থক গীত।

ওহে মহা প্রভু যীশু, মম তুল্য ক্ষুদ্র শিশু, করিতে কি যোগ্য তব স্তব।
অতি অল্প শিশুগণে, তব প্রেম আরাধনে, যোগ্য হওয়া কেবল সম্ভব॥

হায় কি বা মোরা দুষ্ট, তোমায় করিতে রুষ্ট, শিখিলাম পাপ আচরণ।
এবে হয় এ বাসনা, শিখি করিতে প্রার্থনা, না করিতে শাস্ত্র লঙ্ঘন॥

প্রভু কি বা দয়াবান, গাইব অপূর্ব্ব গান, স্তবরাশি স্বর্গীয় রাজার।
দেখিলে মোদের পাপ, তবু হয় তাঁর তাপ, দয়ালুতা থাকিলে অপার॥

মোরা যেন পুনর্ব্বার, নাহি করি পাপাচার, দুঃখ দিতে পরম ঈশ্বরে।
আইস এবে দুষ্টরাগ, করি মোরা পরিত্যাগ, তবে ক্ষমা পাব সে আচারে॥

আইস প্রতিদিন শুনি, শিক্ষকের শিক্ষাবাণী, তাঁর উক্ত সকল বিষয়।
তার প্রতি দেওয়া মন, আমাদের প্রয়োজন, স্মরণ রাখিতে সমুদয়॥

প্রশ্ন। যদি তুমি ঈশ্বরকে ভয় ও প্রেম ও তাঁহার তুষ্ট্যর্থে যত্ন না কর, তবে তোমার কি হইবে?

উত্তর। তবে আমি দুষ্ট শিশু হইব এবং ঈশ্বর আমার প্রতি মহাক্রোধ করিবেন।

ভয়ঙ্কর ক্রোধ দেখ স্বর্গীয় রাজার।
কি রূপেতে সহ্য তাহা হইবে আমার॥
ঈশ্বর হইলে রুষ্ট না হৈলে সদয়।
কি রূপে সহিব তাহা না দেখি উপায়॥

স্তূপাকার স্বর্ণ যদি হয় উপার্জ্জন।
তবু দুষ্ট না হইব আমি সে কারণ॥
তাহাতে আমাকে ভীত করে যথোচিত।
ভয়ানক অভিপ্রায় বটে সে নিশ্চিত॥

মিথ্যা কহা চুরি করা প্রবঞ্চনা আর।
কটু কথা মারামারি দিব্য অত্যাচার॥
এ সব বিষয় নাহি করিব কখন।
পথিমধ্যে করে যথা দুষ্ট শিশুগণ॥

যে পাপের লঘুরূপে করয়ে গণন।
তাহা যদি আদ্যে আমি করি আরম্ভন॥
তবে গুরু পাপ করিবারে হৈব রত।
তাহাতে হইব শক্ত প্রস্তরের মত॥

তা করিলে তবে হব প্রার্থনা বিহীন।
না দেখিব তবে বটে বিশ্রামের দিন॥
এত শীঘ্র পাপে বৃদ্ধি হৈলে অনায়াসে।
কি হইবে গতি মোর নাহি জানি শেষে॥

যেখানে ইহার দেখ হইবেক শেষ।
দুঃখে কালক্ষেপ তথা হইবে বিশেষ॥
বলিতে না পারে কেহ মরণের পরে।
নরকেতে পাপিগণ কত সহ্য করে॥

সংসারের প্রেমবিষয়ে কাপট্যের দোষানুসন্ধান।

(কৌপরের কবিতাহইতে ভাষান্তরীকৃত)

যবনদিগের দেখ গুরুর বচনে।
শূকর খাইতে বাধা ভদ্র মুসল্মানে॥
প্রত্যেক শূকরে আছে দুষ্ট এক অংশ।
না খাইবে তাহা তার শিষ্য আর বংশ॥

আস্বাদ করিতে কেহ না হবে ইপ্সিত।
করিলে মণ্ডলীহৈতে হবে বহিষ্কৃত॥
মুহম্মদ করি এবে আশ্চর্য্য প্রতিজ্ঞা।
এই রূপে দিল দেখ কিবা দৃঢ় আজ্ঞা॥
সেই দুষ্ট অংশ যদি হইত নির্দ্দিষ্ট।
খাইতে পারিত তবে অংশ অবশিষ্ট॥
সেই অংশ না জানাতে তারা করে্য ভয়।
নিষিদ্ধ বুঝয়ে পশু ভাগ সমুদয়॥
শেষে তারা জানিবারে মনস্থ তাহার।
বহুশ্রমে করিলেক বিবিধ বিচার॥
বহুকলহের পর হইল নিশ্চিত।
কেহ পেট কেহ পিঠ কৈল মনোনীত॥
কেহ ২ দৃঢ় জ্ঞানে এই কথা কয়।
মস্তক খাইতে তার মতে মানা নয়॥
কেহ বা দুঃশীল এই উক্ত উপদেশ।
কেহ বলে লাঙ্গুলেতে নাহি দোষ লেশ॥
এই রূপে মুসল্মানে বাধা নিবারণে।
অনায়াসে রত হৈল শূকর ভক্ষণে॥
যদ্যপিও এ কথাতে পার হাসিবারে।
তদ্রূপ অন্যান্য গল্পে হাসাইতে পারে॥
প্রচারক কহে ত্যজ সাংসারিকাচার।
যে আজ্ঞা বলিয়া সব করিল স্বীকার॥
কেহ ঘোড়াদৌড় কেহ বাদ্য ভাল বাসে।
মৃগয়াতে কেহ গুলি ছাড়ে অনায়াসে॥
বন্ধুগণ মধ্যে খেলা আর গীত গান।
কেহ ২ দোষহীন তাহে করে জ্ঞান॥
কেহ বা যে কোন কিছু খেলার বিষয়।
কিছুই কুব্যবহার দেখিতে না পায়॥
নিন্দ্য কিম্বা প্রিয় আর ত্যজ্য বা অত্যজ্য।
এ সকলে পূর্ণ এই সাংসারিক রাজ্য॥
কেহ স্বেচ্ছাচারী দেখি প্রতিবাসিগণে।
স্বরূপ ইচ্ছুক হয় তাহা আচ্ছাদনে॥
যুক্তির দ্বারাতে মিষ্ট করিয়া ব্যঞ্জন।
আনাসাগ্র লেজাবধি করয়ে ভক্ষণ॥

গীত।

প্রভো মোরে দয়া কর।
আপন সদ্গুণে তার॥
এই নিরন্তর দুঃখি পাপিকে তুমি উদ্ধার॥

আমি ওহে পাপী অতি, শুনহ আমার স্তুতি,
কি হবে হে মম গতি, তোমা বিনা নাহি পার।
যদি না করিবে পার, তবে কি করিব আর,
লইব আশ্রয় কার, কে লবে হে হেন ভার॥

যেমন স্রোতের জলে, তরঙ্গে তরণি টলে
তেমতি পাপ জঞ্জালে, হয়েছে আত্মা আমার।
প্রভু মোরে এই দায়, উদ্ধারি নিজ কৃপায়,
হও হে মম সহায়, নচেৎ নাহি নিস্তার॥

শ্রীরামপুর। পী, লা, শো।

লেখালেখি।

(পদবির বিষয়)

সম্পাদক মহাশয়, আপনকার গত জুলাই মাসের পত্রিকার ১৩১ পৃষ্ঠে লিখিত এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয় লোকদের উপাধি বিষয়ক কথা পাঠ করিয়া এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতে আমারও ইচ্ছা হইল। অতএব মহাশয়ের যদি অভিমত হয়, তবে আমার এই লিপি আপনকার পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

হে খ্রীষ্টাশ্রিত প্রিয় বন্ধো, পঞ্চাশ বৎসরাবধি গুপ্ত ছিল যে উপাধির কথা তাহা আপনি ধর্ম্মের নিগূঢ় বিষয়ের ন্যায় যে এক্ষণে প্রকাশ করিলেন, তাহাতে এক প্রকার উপকার দর্শিবে, ইহা মনে করিয়া তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। হে প্রিয় বন্ধো, পদবি ব্যবহারদ্বারা খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের অনেক ক্ষতি ও নিন্দা হইতেছে, ইত্যনুমানে আপনি তদ্বিষয়ে অসন্তুষ্ট আছেন, ইহা আপনাকর্ত্তৃক উদ্ধৃত শ্লোকের নিম্নে ২৭ পংক্তিতে প্রকাশ পাইতেছে, যথা, "খ্রীষ্টধর্ম্মের নিন্দা ও বাধাজনক পদবি ব্যবহার না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে আর কোন বিহিত করিলে ভাল হয়।" হে আমার বন্ধো, আপনি যদি লিখিতেন যে লোভ ও মিথ্যা কথা ও অহঙ্কার ও মত্তভা ও শত্রুতা ইত্যাদি মন্দ কর্ম্মদ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্মের নিন্দা হইতেছে, তবে তাহা যথার্থ কহা হইত, কেননা এতদ্দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রকাশিত হওনাবধি কখন শুনা যায় নাই যে পদবি এ দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচলিত হওনের বাধা ও লজ্জাস্বরূপ হইল। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত মত্ততাদি পাপকর্ম্মদ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্মের বাধা ও নিন্দা হইয়াছে, বরং ইহাই অনেকবার শুনিতে পাই। আর শ্লোকের নীচে ১২ পঁক্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন,

যে "মিথ্যা ধর্ম্মত্যাগি ব্যক্তির পৈতৃক সম্পত্তি বা উপাধি বা সম্মানাদিতে অধিকার নাই।" হে বন্ধো, যাহাতে খ্রীষ্টধর্ম্মের কিঞ্চিৎমাত্র ক্ষতি হয় না, এমত ক্ষুদ্র বিষয় যে পদবি গ্রহণ, তাহা তুমি মহদ্দোষের বিষয় জ্ঞান করিয়াছ, কিন্তু মিথ্যা ধর্ম্মত্যাগি ব্যক্তিরা পিতামাতাহইতে যে পাপরূপ সম্পত্তি লইয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের বাধা জন্মাইতেছে, ও তাহা ত্যাগ করিতে চাহে না, এমত সম্পত্তি ত্যাগ করাইতে যদি আপনি যত্নবান হইতেন, তবে ভাল হইত। হে বন্ধো, যদি আপনকার বিচারে পিতামাতার সম্পত্তি কিম্বা সম্ভ্রম অথবা পদবি ত্যাগ করা উচিত হয়, তবে পিতামাতা কর্ত্তৃক দত্ত রামদাস, কৃষ্ণচন্দ্র, কৃষ্ণপাল প্রভৃতি যে মিথ্যা ধর্ম্মের নাম সকল তাহারও পরিবর্ত্তন করাউন। হে বন্ধো, মহাশয়ের পত্রারম্ভের ১৭ পংক্তিতে লিখিয়াছেন, "যে হিন্দু লোকেরা যেমন আপনাদের মহত্ত্ব প্রকাশ করণাভিপ্রায়ে পদবি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তদ্রূপ যদি খ্রীষ্টীয়ানগণ করেন, তবে তাহা নিতান্ত খেদের ও লজ্জার বিষয় বটে," এই কথাতে আপনকার এই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে যে খ্রীষ্টীয়ানগণ অভিমান বশতঃ পদবি ব্যবহার করিয়া থাকেন; বোধ করি এমন নয়, বরঞ্চ ইহাও বিপরীত হইতে পারে, ফলতঃ পাছে লোকেরা আমাকে নীচ জ্ঞান করে, এই অহঙ্কার ভয়ে কেহ২ আপনার পদবি প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাহা গুপ্ত করিতে চাহে, ইহাই অতি খেদের বিষয় বটে। প্রভু যীশু কহেন, যে কেহ আপনাকে নত করে তাহাকে উন্নত করা যাইবে, ও যে আপনাকে উন্নত করে তাহাকে নত করা যাইবে। হে বন্ধো, আপনকার পত্রারম্ভের ৩১ পংক্তিতে লিখিয়াছেন "যে ঐ পদবি ব্যবহার করণে কি আপনাদের অধিকার আছে?" ইহার নিশ্চয় করণার্থে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ধর্ম্মপুস্তকের এই কএক পদ বিবেচনা করিবেন। প্রে ১; ২৩। "যাহার উপাধি যুষ্ট যাহাকে বর্শবা বলিয়াও ডাকে এমত যে যুষফ।" মথি ১০. ১২। লেবি যাহাকে থদ্দেয় বলে। প্রে ২৩; ৬। পৌল কহিল যে আমি ফিরুশির সন্তান ফিরুশী। এই সকল কি কুলনাম ও উপনাম বা উপাধি নয়? হে বন্ধো, ধর্ম্মপুস্তকে এমত অনেকানেক প্রমাণ দেখাইতে পারি, কিন্তু যাহা লেখা গেল তাহাই যথেষ্ট। ভাল, এখন বিনয় পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করি, যে উক্ত পদের কথা সকল কি পদবির প্রমাণ নয়? যদি তাহা অস্বীকার করেন, তবে ঐ সকল শব্দের ভাব কি? তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবেন। কিন্তু ঐ সকল যদি উপাধি বা পদবি হয়, তবে এ দেশীয় বা অন্য কোন দেশীয় কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে উপাধি ব্যবহারে অধিকারী হইতে পারে। আর একটি নিবেদন এই যে আরমানি ও পোর্ত্তুগিষ ও ইংলণ্ডীয় লোক প্রভৃতি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কারাপিট্ আরাটুন ও জান্ ডিক্রুশ ও উইলিয়ম কেরি ইত্যাদি নাম উপাধির সহিত ব্যবহার করিতেছেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের পদবির বিষয় উপায় করিবেন। যদি বলেন, তাহাতো পদবি নয়, সে সকলদ্বারা তাঁহারা পিতৃগণের নামানুসারে

পরিচিত হন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। ভাল, তদ্রূপ শীল, সরদার, কবিরাজ, মিত্র, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, শাণ্ড্যাল ইত্যাদি পদবি বা উপাধির দ্বারা এ দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানগণ পরিচিত হয়, ইহাতে খ্রীষ্টধর্ম্মের বাধাহইতে পারে না। বরং তাহাতে কিঞ্চিৎ উপকার দর্শিতে পারে। ফলতঃ যে অবিশ্বাসি লোকেরা বলিয়া থাকে, যে কেবল নীচ ও ক্ষুদ্র লোকেরাই খ্রীষ্টীয়ান হয়, তাহারা যখন দেখিতে কিম্বা শুনিতে পায় যে অমুক শাণ্ড্যাল ও অমুক মুখোপাধ্যায় ও মিত্র খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে, তখন তাহাদের অহঙ্কারের মস্তক নত হইয়া পড়ে। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে কেহ যদি জাতি বিষয়ে অহঙ্কার করিয়া ক্ষুদ্র ভ্রাতাদিগকে তুচ্ছজ্ঞান করে, তবে ইহা অতি খেদের বিষয় বটে। পরন্তু অহঙ্কার জাতি ও পদবি হইতে উৎপন্ন হয় না, মনের দুষ্টতাহইতে নির্গত হয়, যেহেতুক অনেক বার ইহা দৃষ্ট হয় যে যাহারা পূর্ব্বে নীচ জাতিরূপে গণিত ছিল ও এক্ষণে পদবি প্রকাশ করিতে লজ্জিত হয়, তাহারাও অহঙ্কার বশে আত্মশ্লাঘী হইয়া বড় জাতি ও পদবিবিশিষ্ট লোকদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। হে আমার প্রিয় বন্ধো, যাহাতে লাভ নাই এমন ক্ষুদ্র বিষয়ে মনঃসংযোগ করিয়া পরিশ্রম করিও না। হে বন্ধো, আপনি কি বোধ করেন, যাহারা সত্য খ্রীষ্টীয়ান তাহারা কি জাতি ও পদবি বিষয়ে অভিমানী হইবেন? কদাচ নয়। কিন্তু যাহারা নামে মাত্র খ্রীষ্টীয়ান, তাহাদের জাতি ও পদবি যে রূপ হউক, তাহারাই অহঙ্কারী ও আত্মশ্লাঘী হয়। যাঁহারা প্রকৃত প্রভুর ভক্ত তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষানুসারে প্রচলিত খাদ্য বস্ত্রাদির ন্যায় পদবি বা উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন। হে প্রিয় বন্ধো, এমন বিষয়ে পরিশ্রম করুন যদ্দ্বারা যে যেমন পদবিবিশিষ্ট হউক, সকলে যেন যীশু খ্রীষ্টের প্রেমেতে উত্তপ্ত হইয়া পৌলের ন্যায় এমন কহিতে পারে, যথা, "আমার জাতিতে শ্লাঘা করণের কারণ আছে, অতএব আমি জাতিতে শ্লাঘা করিতে পারি, এমন যদি কেহ বুঝে তবে আমি ততোধিক করিতে পারি। কেননা আমি অষ্টম দিনে ত্বক্ছেদ প্রাপ্ত এবং ইস্রায়েল বংশীয় ও বিন্যামীনের গোষ্ঠী ও ইব্রীকুলজাত ইব্রীয়, এবং ব্যবস্থা-পালনে ফিরুশী এবং ধর্ম্মানুরাগ প্রযুক্ত মণ্ডলীঘাতক, এবং ব্যবস্থিত ধর্ম্মাচরণে নির্দ্দোষ ছিলাম। কিন্তু তত্তদ্বিষয়ে আমার যে২ লাভ ছিল, খ্রীষ্টের নিমিত্তে সে সমস্তই ক্ষতি জ্ঞান করিলাম, ফলতঃ আমি আপন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উত্তম জ্ঞানের নিমিত্তে সমস্তই ক্ষতিমাত্র জ্ঞান করি। আর আমি কোন মতে মৃতদের মধ্যহইতে উত্থান পাইবার জন্যে খ্রীষ্টের মৃত্যুভোগ করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার দুঃখের অংশ ও তাঁহার উত্থানের শক্তি যেন জ্ঞাত হই, এবং ব্যবস্থা পালনজন্য স্বকৃত পুণ্যে পুণ্যবান না হইয়া বিশ্বাস করণদ্বারা, খ্রীষ্টের কৃত পুণ্য অর্থাৎ খ্রীষ্টে বিশ্বাস করিলে ঈশ্বরদত্ত যে পুণ্য সেই পুণ্যে পুণ্যবান হইয়া কোনক্রমে খ্রীষ্টকে পাইয়া তাঁহার দ্বারা গ্রাহ্য হই, এই নিমিত্তে ক্ষতি স্বীকার করিয়া সে সমস্ত লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করি।" হে বন্ধো, আর অধিক কি লিখিব?

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমাকে ও অযোগ্য দাস যে আমি আমাদের উভয়কে সকল প্রকার অহঙ্কারহইতে রক্ষা করুন। যদি আপনকার ইচ্ছা হয়, তবে আপনকার যে নাম ও পদবি স্থির করিয়াছেন তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিখিয়া বাধিত করিবেন।

তোমার বন্ধু শুজা আৎ আলি.

[দূতগণের বিষয়েও একটি পত্র সম্পাদকের নিকটে আসিয়াছে, তাহা এবং অন্যান্য পত্র স্থানের অভাব প্রযুক্ত এই মাসে ছাপাইতে পারিলাম না।

দূতদের বিষয়ে সম্পাদকের যাহা বোধ হয় তাহা নিম্নে লেখা যাইতেছে। দূতেরা স্বর্গে থাকিয়া যে চর্ম্মচক্ষুর্দ্বারা পৃথিবীস্থ মনুষ্যদিগকে দেখিতে পারে ইহা কেহ বলিবে না, কারণ এই কথা অতি অসঙ্গত বটে। কিন্তু এই পৃথিবীতে যাহা২ ঘটে, তাহার মধ্যে অনেক বিষয় তাহারা অবশ্য জানিতে পায়, তথাপি আপনাদের দূরদর্শি জ্ঞানশক্তিদ্বারা জানিতে পায়, তাহা নহে, কেবল নানাবিধ উপায়দ্বারা জানিতে পায়, এমন বোধ হয়। ঈশ্বর আপনি তাহাদিগকে নানা সমাচার দিয়া থাকিবেন, এবং মরণকালে যে২ ধার্ম্মিক মনুষ্য স্বর্গেতে যায় তাহারা নানা সমাচার দিয়া থাকিবে, এবং যে সকল দূত কার্য্যক্রমে পৃথিবীতে আগমন করে, তাহারাও যখন পুনরায় স্বর্গেতে যায়, তখন নানা সমাচার দিয়া থাকিবে। যেহেতুক যে২ দূত এই পৃথিবীতে প্রবাস করে, তাহারা অবশ্য অনেক২ বিষয় দেখিয়া থাকে।]

খ্রীষ্ট প্রেমসরোবর।

শুন বলি মনহংস,
খ্রীষ্ট প্রেম সরোবরে কর সদা বাস।

১ যীশু প্রেমসরোবরে, পূর্ণ সদা নিত্য নীরে,
শান্তিদলে শোভা করে, নাহি কোন ত্রাস।

২ ডুবিলে মন সেই জলে, জীবনদায়ি ভক্ষ্য মিলে,
না হইবে কোন কালে, অভাবে নৈরাশ।

৩ যত দিন জীবনে রবে, খ্রীষ্টপ্রেমে বিহারিবে,
অন্তিমেতে সুখী হবে, সর্ব্ব দুঃখ নাশ।।

খ্রীষ্টের দয়া।

ধন্য ওহে প্রভু যীশু আসিয়াছ নরের তরে,
নররূপ ধারণ করি নিস্তারিলে পাপি নরে।

১ তুমি অনুগ্রহ করে, শাস্ত্র দিলা নরের তরে,
সেই শাস্ত্র অনুসারে, জানিল জগতনরে।

২ ওহে প্রভু ক্ষমাকারি, আপনি করুণা করি,
দোষ শূন্য গণ্য করি, মনোনীত কৈলা নরে।

৩ মোদের বদলে খ্রীষ্ট, ভুগিযাছ নানা কষ্ট,
যন্ত্রণা সহিয়া শ্রেষ্ঠ, প্রাণ দিলা ক্রুশোপরে।

৪ মৃত্যু হইতে উত্থান, হইযা প্রভু জীববান,
স্বর্গে নিত্য নিবেদন, করিতেছ নরের তরে।

৫ যাহারা তোমার উপরে, একান্ত বিশ্বাস করে,
তাহাদিগকে দোষী করে, কে বলিতে পারে॥

ধার্ম্মিক লোকদের সুখ।

পাপির পরামর্শেতে না যায়,
অপরাধির পথে কভু দণ্ডায়মান না হয়।

১ নিন্দকের একাসনে, নাহি বৈসে যেই জনে,
কিন্তু ঈশ্বরের শাস্ত্রে, সদা সন্তোষ পায়।

২ ধর্ম্ম শাস্ত্রে রাখি মনঃ, দিবা নিশি করে ধ্যান,
ধন্য হয় সেই জন, ঈশ্বরের কৃপায়।

৩ জলস্রোত সমীপস্থ, যেমন বৃক্ষ রোপিত,
সময়ে হয় ফলবন্ত, পত্র ম্লান নয়।

৪ তাহার কৃত কর্ম্ম যত, সফল হয় অবিরত,
কিন্তু পাপি মনুষ্যের, এরূপ গতি নয়।

৫ পাপি তাপি দুষ্ট নর, তাদের গতি নহে স্থির,
বায়ুতে উড্ডীয়মান, তুষের তুল্য হয়॥

ইণ্টালি।

উপদেশক।

সেপ্টম্বর ১৮৪৯ (৩৩) মূল্য ২ আনা।

এক খান ধর্ম্মপুস্তকের দেশভ্রমণ।

প্রথম অধ্যায়।

এক ধনি লোকের গৃহে বাস করিবার সময়ে আমার প্রতি যাহা২ ঘটিয়াছিল তাহার বিবরণ।

প্রথমে আমি এক পুস্তকবিক্রেতার দোকানে প্রায় ছয মাস পর্য্যন্ত বদ্ধ হইযা রহিলাম, পরে তথাহইতে মুক্ত হইয়া এক ধনি যুবার সহবাস করণার্থে পল্লীগ্রামে নীত হইলাম। তিনি যে কুঠরিতে বসিযাছিলেন আমি তথায পৌঁছিবামাত্র তিনি উঠিযা আমাকে হস্তে লইলেন, এবং আমার লালবর্ণ ও স্বর্ণময বেশভূষা দেখিয়া অতি চমৎকৃত হইলেন। বোধ করিলাম যে ঐ যুবার তাবৎ পরিবার আমার সৌন্দর্য্য দেখিযা অতিশয সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু তাঁহারা আমাকে একটি কথাও কহিতে দিলেন না, ও তাঁহাদের কুতূহলার শেষ হইলে তাঁহারা আমাকে ঐ কুঠরির এক স্থানে চৌকিতে বসিতে আজ্ঞা দিলেন। সন্ধ্যাকালে তদুপরিস্থ গৃহে নীত হইলাম, এবং সেই গৃহের মধ্যে পুস্তকাধার নামক কারাগারে বদ্ধ হইলাম। কএক হাজার বন্দিগণ ঐ কুঠ-রির চতুর্দিগে শ্রেণীবদ্ধ হইযা আমার সহিত একরূপ দণ্ড ভোগ করিত, এবং তাহাদিগের প্রত্যেকের কপালে স্ব২ নাম লেখা ছিল, কিন্তু কেহই তাহাদিগকে একটি কথা বলিতে দিত না।

কএক বৎসর পর্য্যন্ত আমরা সকলে এই রূপে নিষ্কর্ম্ম ও নীরব হইয়া কাল যাপন করিতাম। কখন২ কোন অপর ব্যক্তি আমাদিগকে দেখিবার নিমিত্তে তথায় আসিতেন, তাঁহারা প্রায়

সকলে আমাদের সংখ্যাতে ও পরিপাটীতে অতিশয় সন্তুষ্ট ও চমৎকৃত হইতেন, কিন্তু আমাদের যুবরক্ষক আমাদিগকে স্পর্শ করিতে কিম্বা কারাগারহইতে মুক্ত করিতে কাহাকে অনুমতি দিতেন না।

আমার বামদিগে কএক জন আরবী দাঁড়াইয়া ছিল, এক দিবস কোন সাহেব আসিয়া তাহাদিগের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া কহিলেন যে ইহাদের মনোরঞ্জক ইতিহাসদ্বারা শীতকালের রাত্রি অতি আমোদে যাপন হইতে পারে। ঐ সাহেবের অনুরোধ প্রযুক্ত তাহারা সকলে কারাগারহইতে মুক্ত হইয়া তদধঃস্থ বৈঠক গৃহে আনীত হইল। তাহাদের ইতিহাস সকল সমাপ্ত হইলে যখন তাহাদের মুখে আর একটি কথাও ছিল না, তখন তাহারা পুনর্ব্বার কারাগারে প্রেরিত হইল, পরে ডান্ ক্বিক্সাট নামে এক জন মুক্ত হইল। এই ব্যক্তি অনেক ব্যঙ্গোক্তিদ্বারা আমাদের যুবকর্ত্তার আমোদ জন্মাইত, এবং পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত গৃহের তাবৎ লোককে প্রফুল্লিত করিত। ডান্ ক্বিক্সটের বক্তৃতা শেষ হইলে উইলিয়ম সাহেব যিনি আমাদের কর্ত্তা ছিলেন, তিনি এক জন মনোনীত কবিকে বাহির করিয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতে ২ বিস্তর কাল যাপন করিলেন। ঐ সময়াবধি উইলিযম সাহেব আপনার বন্দিগণকে কিঞ্চিৎ মান্য করিয়া তাহাদের প্রতি শিষ্টাচার করিতে লাগিলেন, প্রায প্রতিদিন কোন এক বন্দি জনের সহিত আলাপ করিতেন। হিয়ুম সাহেব তাঁহার নিকটে ইংলণ্ডদেশের পুরাবৃত্ত বিস্তারিত রূপে প্রচার করিলেন, এবং তাহার মধ্যে জর্ম্মানি ফ্রান্স ইটালী ও অন্যান্য দেশের অনেক উপাখ্যান কহিলেন। অতঃপর দক্ষিণ আমেরিকা যখন প্রথমবার প্রকাশ হয, তখন সেই দেশের লোকেরা কিরূপ অবস্থাতে ছিল, ডাক্তর রাবর্টসন তাহা ইউলিয়ম সাহেবের নিকট বর্ণনা করিলেন, পরে ইস্পানীয় লোকেরা যখন দেশ হস্তগত করিল, তখন আমেরিকা দেশীয় লোকদের প্রতি কিরূপ বিকট নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা সকলি তাহাকে জ্ঞাত করিলেন, এবং মণ্টিযুমা রাজার প্রতি তাহাদের ক্রূরতাচারের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া উইলিয়ম সাহেব

রোদন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর রালিন্ বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অনেক পূর্ব্বকালীন রাজ্যের স্থাপন ও পতনের বিষয় তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন, আর বলিলেন যে পরমেশ্বর জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসনকর্ত্তা,তিনি এককে গৌরবান্বিত করিয়া অন্যকে ভূমিসাৎ করিতে পারেন। এবং উইলিযম সাহেব যাহা পূর্ব্বে জানিতেন না, এমতও শিক্ষা দিলেন, অর্থাৎ তিনি তাঁহাকে কহিলেন, যে পরমেশ্বর কোন২ সময়ে আপনার ভক্তদিগকে ভবিষ্যৎ ঘটনা জ্ঞাত করিয়াছেন, এবং আর এই পরামর্শ দিলেন যে ধর্ম্মপুস্তকের সহিত কথোপকথন করিলে তৎকর্ত্তৃক তুমি এই সকল বিষয় বিস্তারিতরূপে জ্ঞাত হইতে পারিবা। ইহা শুনিযা উইলিযম সাহেব আমার সহিত কোন২ সময়ে আলাপ করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু তাঁহার কুটুম্বেরা আমাকে তাচ্ছল্য করিতেন, ইহা জানিযা আমাকে ডাকিতে ত্বরা করিলেন না, তথাপি অল্প দিন পরে আমার কারাগারের দ্বার খোলা গেল এবং আমি তাঁহার শয়নাগারে নীত হইলাম।

অতঃপর আমি যাইবামাত্র যে মঙ্গলাচরণ করিলাম, উইলিয়ম সাহেব তাহাতে চমৎকৃত হইলেন, ফলতঃ আমি তাঁহাকে বলিলাম যে আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন, পরে মনুষ্যকে সৃজন করিয়া তাঁহাকে এক উদ্যানে রাখিয়া এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও, কিন্তু সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল ভোজন করিও না। এই বলিয়া প্রথমজাত মনুষ্য যে আদম তাহার ইতিহাস বর্ণনা করিতে লাগিলাম। ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করাইতে শয়তান্ তাহাকে কিরূপ কুপ্রবৃত্তি দিয়া সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভোজন করাইল, তাহা আমি সকলি বলিলাম, এবং আরও তাঁহাকে জ্ঞাত করিলাম যে সেই কুৎসিত ক্রিয়ার দ্বারা আদম্ আপনাকে ও আপনার বংশকে পাপে ও দুঃখে মগ্ন করিয়াছেন। উইলিযম সাহেব এই কথাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আমার মুখ বন্ধ করিয়া আমাকে নিস্তব্ধ করিলেন, এবং সেই সময়ে আর কোন কথা বলিতে দিলেন না।

কিছু দিন পরে জলপ্লাবনের পূর্ব্বে যে সকল লোক বর্ত্তমান

ছিল, তাহারা কিরূপ দুষ্টতা করিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিতে আমাকে অনুমতি দিলেন। তদনন্তর আমি তাঁহাকে বলিলাম যে প্রথমে ঈশ্বর ঐ লোকদিগের নিকটে নোহকে প্রেরণ করিলেন, তিনি পাপের বিষয়ে তাহাদিগকে অনুযোগ করিয়া চেতনা দিয়া বলিলেন, যে যদি তোমরা অনুতাপ করিয়া ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত না হও, তবে অবশ্য ঈশ্বর জগৎকে নষ্ট করিবেন, কিন্তু ঐ লোকেরা তাঁহার আজ্ঞা শুনিয়াও অমনোযোগী হইয়া রহিল। শেষে যাহাতে নোহ ও তাহার পরিজন রক্ষা পান এমত এক জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে ঈশ্বর তাঁহাকে আজ্ঞা দিলেন, আর তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন যে তিনি শীঘ্র জলপ্লাবনদ্বারা পৃথিবীবাসিদিগকে নষ্ট করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আমার এই সকল কথা শুনিয়া উইলিয়ম সাহেব পূর্ব্বহইতে অধিক সন্তুষ্ট হইলেন। পরে আমি পুনরায় সুযোগ পাইয়া যিহূদিলোকদের পূর্ব্বপুরুষদের ইতিহাস তাঁহার সম্মুখে বর্ণনা করিলাম, তাঁহারা কিরূপ অকপট ও সাধু ও ধার্ম্মিক ছিলেন, এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে কেমন উদ্‌যোগী ছিলেন, এই সকল বলিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিলাম। পূর্ব্ব সময়াপেক্ষা উইলিয়ম্ সাহেব তখন কিছু মনোযোগী হইতে লাগিলেন, এবং আমি যাহা বলিতাম তাহা সর্ব্বদা আপনার জ্ঞাতি কুটুম্বের নিকট পুনরায় অবগত করিতেন। ইহাতে তাঁহাদের আলাপ ফলদায়ক ও জ্ঞানজনক হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে তাঁহারা কেবল আহার ও ঘোড়া ও শিকারী কুকুর ও পরিচ্ছদাদির কথা কহিতেন, কিন্তু এখন তাঁহারা জগতের বিবরণ ও তাহার সৃষ্টি কিম্বা তাহাতে যে সকল সুখ্যাত্যাপন্ন লোক বাস করিয়াছিলেন, কিম্বা দেশে২ যে পরিবর্ত্তন ঘটিযাছিল, এই সকল বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

ঈশ্বরের মনোনীত লোক অর্থাৎ যিহূদীয় বংশের যাত্রার ইতিহাসেতে তিনি বড় চমৎকৃত ও সন্তুষ্ট হইলেন। ঈশ্বর কি আশ্চর্য্যরূপে মিসরদেশের দাসত্বহইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন ও কিরূপে ঐ দেশের রাজা যিহূদীযদের পশ্চাৎ ধাবমান হওয়াতে আপনার সৈন্যের সহিত সূফসাগরেতে নষ্ট হইলেন, এই সকল তাঁহার সম্মুখে বর্ণনা করিলাম। কিন্তু আমি পরমে-

শ্বরের পবিত্র আজ্ঞা সকল তাঁহার নিকটে বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যা করিলে তিনি আপত্তি করিয়া বলিলেন যে ইহা প্রতিপালন করা আমার অতিশয় দুষ্কর। তাহাতে আমি উত্তর করিলাম, উইলিয়ম, যে কেহ এই ব্যবস্থার কথা সকল নিশ্চিদ্রুরূপে পালন না করে সে শাপগ্রস্ত। ইহা শুনিয়া উইলিয়ম অসন্তুষ্ট হইয়া রাগ পূর্ব্বক আমাকে ত্যাগ করিয়া আপন আত্মীয়বর্গের নিকট গমন করিলেন, কিন্তু কিঞ্চিৎ পরে জ্বররোগে পীড়িত হইলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অকস্মাৎ তোমার এ দুঃখ কিরূপে হইল? তাহাতে তিনি আমার নাম করিয়া বলিলেন যে সে আমাকে বড় ভয় দেখাইল, কেননা সে আমাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়া কহিল যে আমি অতিশয় পাপিষ্ঠ ব্যক্তি। আর আমি পরলোকে কি করিব? তাহার কোন উপায় দেখি না। এই সকল শুনিয়া তাঁহার মাতা অতিশয় রাগান্বিতা হইয়া ত্বরায় আসিয়া আমাকে পুনর্ব্বার কারাগারে বদ্ধ করিলেন, তাহাতে আমি কিছু দিন সেখানে বদ্ধ হইয়া রহিলাম। কিন্তু উইলিয়ম আমার বিচ্ছেদে আরাম পাইতে পারিলেন না, এই নিমিত্তে আমাকে পুনর্ব্বার ডাকিয়া পাঠাইলেন। অপর তিনি ম্লানবদন ও চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছেন, ইহা দেখিয়াও আমি যথার্থরূপে বলিলাম, যে মনুষ্যদের নানা অত্যাচার ও সর্ব্বদা অন্তঃকরণের কল্পনা কেবল দুষ্ট। উইলিয়ম্ উত্তর করিলেন, অল্প দিনাবধি আমারও এমত বোধ হইতেছে, কিন্তু আপনার মনকে ভাল করিতে চেষ্টা করিলেও তাহা হয় না। এমন সময়ে কোন বাহিরের লোক ঐ কুঠরিতে উপস্থিত হইল, তাহাতে তৎক্ষণাৎ আমাকে বালিশের নীচে লুকাইতে হইল, পাছে সে আমাকে উইলিয়মের সহিত কথোপকথন করিতে দেখে। উইলিয়মের কুটুম্বেরা এমন নির্ব্বোধ ছিলেন, যে এই রূপ ঘটনা বড় লজ্জার বিষয় জ্ঞান করিতেন। কিন্তু আমাকে লুকাইবার পূর্ব্বে ঐ বাহিরের সাহেব আমার দেখা পাইয়াছিল, তাহাতে উইলিয়মকে অনুযোগ করিয়া বলিল, যে উহার সহিত আলাপ করিলে তোমার কেবল ক্ষতি জন্মিবে। ঐ ব্যক্তি পৃথিবীতে অনেক গোল উপস্থিত করিয়াছে, এবং উহার দ্বারা অনেক লোক উন্মত্তপ্রায় হইয়াছে। ইহা শুনিয়া যত

লোক সেখানে ছিল, সকলেই আমার নিন্দা করিতে লাগিল, তাহাতে এক জন আমাকে লইয়া পুস্তকালয়স্থ কারাগারে পুনঃরায় কয়েদ করিলেন।

কিন্তু ঈশ্বর যদি কোন পাপির মনেতে তীর বিদ্ধ করিতে আমাকে ক্ষমতা দেন, তবে তাহা বাহির করা তাবৎ সংসারের সাধ্য নহে। আমি উইলিযমের সহিত না থাকাতে তিনি সর্ব্বদা ব্যাকুল ছিলেন, এই কারণ অনেক বার গোপনে আমাকে দেখিতে আসিতেন। এক দিবস আমি তাঁহাকে বলিলাম, তুমি ধনের প্রতি লোভ দৃষ্টি করিও না, সে থাকে না, কেননা যেমন উৎক্রোশপক্ষী আকাশে উড়ে, তদ্রূপ ধনও পাখাবিশিষ্ট হইয়া উড়িয়া যায়। আয়ূবের গৃহ ভূমি গোমেষ ও পরিবার থাকিলেও কএক দণ্ডের মধ্যে সকলি তাহাহইতে নীত হইযাছিল, কিন্তু পরমেশ্বর কখন তাহাকে ত্যাগ করিলেন না।

তাহার পর উইলিয়মের বন্ধুরা তাঁহার ক্লেশ দূর করিবার জন্যে তাঁহাকে কিছু দিন দেশভ্রমণ করিতে পরামর্শ দিলেন। তিনি তাহা করিলেন, কিন্তু পুর্ব্বহইতে ঘোর দুঃখগ্রস্ত হইয়া ফিরিযা আইলেন, ঘরে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার সহিত কথা কহিতে আমাকে ডাকিযা পাঠাইলেন। একবার আমি তাঁহাকে বলিলাম, জগতের পাপ মোচনার্থে বলিদেয ঈশ্বরের মেষশাবককে দেখ, তাঁহা বিনা আর কাহাদ্বারা পরিত্রাণ হইতে পারে না। যাহাদ্বারা ত্রাণ পাওয়া যায় ভূমণ্ডলস্থ লোকদের মধ্যে এমন আর কোন নামই প্রচারিত হয় নাই। ঈশ্বর জগতের প্রতি এমত দয়া করিলেন যে আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকে প্রদান করিলেন, তাহাতে যে কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে, সে বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত পরমায়ু পাইবে। পরে আমি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত তাবৎ চরিত্র উইলিয়মের নিকট বর্ণনা করিলাম, এবং তাঁহার পুনরুত্থানের বিষয় তাঁহাকে জ্ঞাত করিয়া তাহার স্পষ্ট প্রমাণ দেখাইয়া দিলাম। পরে বৈথনিয়া গ্রামে যে ২ ঘটনা হইয়াছিল, তাহাতে মনোযোগ করিতে উইলিয়মকে উপদেশ দিলাম, এবং কেমন আশ্চর্য্যরূপে যীশু আপন পিতার নিকটে স্বর্গারোহণ করিলেন, এবং সেই ঘটনার পরে কত সহস্র২ লোক

তাঁহার প্রতি মন ফিরাইয়া তাঁহার মতাবলম্বী হইল ইহাও তাঁহাকে বলিলাম। পরে আমি পরমেশ্বরের বিষয় আরও বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়া উইলিয়মকে জ্ঞাত করিলাম, যে যীশু স্বর্গারোহণের সময়ে আপনার শিষ্যদিগকে এমত আজ্ঞা দিয়া গেলেন, যে তোমরা সমুদয় জগতে গিয়া সমস্ত লোকের নিকটে সুসমাচার প্রচার কর, এবং আমি যে পাপি লোকদের নিমিত্তে প্রাণ দিয়া তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত করিয়াছি, ও এখন ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়া জয়িগণকে বন্দি করিয়া মনুষ্যদিগকে বর প্রদান করিব, এ কথাও তাহাদিগকে জ্ঞাত কর।

এই সকল ইতিহাসদ্বারা ঈশ্বর উইলিয়মের মনের দ্বার খুলিয়া দিলেন। তিনি বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে এই সকল বিষয় যথার্থ ও সত্য বটে। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যে আপনার প্রাণ দিয়া পাপি লোকদের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, ইহা বুঝিয়া তিনি পরমেশ্বরেতে ভরসা রাখিলেন। তখন আমি তাঁহাকে এই উপদেশ দিলাম, যাহা বিনা কেহ পরমেশ্বরের দর্শন পাইবে না, এমত পবিত্রতার চেষ্টা কর, এবং দুষ্ট লোকদের সহিত আলাপ করিও না; আর প্রভু যাহা২ তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা বিশ্বস্ত দাসের ন্যায় ব্যয় কর। আর খ্রীষ্টের উপরে নির্ভর দিয়া যাহারা আপনার শত্রুদের প্রতি ক্ষমাকারী হয় ও তাঁহার বাক্য সকলে বিশ্বাস করে, এমত লোকদিগকে তিনি কিরূপ পুরস্কার দেন, তাহাও আমি বর্ণনা করিলাম। এই কথোপকথনদ্বারা উইলিয়ম বিস্তর সান্ত্বনা পাইলেন এবং প্রভুতে আনন্দিত হইয়া আমাকে ছাড়িয়া গেলেন।

কিছু দিন পরে তিনি মনোদুঃখ পাইয়া আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন, যে আমাতে পরমেশ্বরের সন্তোষ নাই; বোধ হয় তিনি আমাকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাহাতে আমি উত্তর করিলাম যে তাহা কোনরূপে হইতে পারে না, কারণ ঈশ্বর বিশেষরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন যে আমি আপনার লোকদিগকে কখন ত্যাগ করিব না, তাহাদের প্রতি আমার যে প্রেম সে নিত্যস্থায়ি। আর আমি তাঁহাকে চেতনা দিলাম যেন তিনি পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে এমন কথা আর না বলেন, কারণ তাহাতে তিনি ঈশ্বরকে

মিথ্যাবাদী করেন। আরও বলিলাম, পূর্ব্বকালীন মণ্ডলী একবার আপন প্রভুর বিরুদ্ধে এমত কাতরোক্তি করিয়াছিল, তাহাতে যিহোবা উত্তর করিলেন যে স্ত্রীলোক আপনার গর্ভজাত বালককে স্নেহ না করিয়া আপনার স্তনপায়ি বালককে কি বিস্মৃত হইতে পারে? যদ্যপিও তাহারা বিস্মৃত হয়, তথাপি আমি তোমাকে বিস্মৃত হইব না। এই জন্যে আমি উলিযমকে অবিশ্বাসী না হইয়া বিশ্বাসী হইতে পরামর্শ দিলাম, কারণ ইহাতে পরমেশ্বরের গৌরব প্রকাশ হয়। যাহারা ঈশ্বরের অন্বেষণ কখন করে নাই তাহাদের মধ্যে কোন২ লোক তোমার আন্তরিক ধৈর্য্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি মন ফিরিয়া তাঁহার শিষ্য হইতে পারে। এই সকল শুনিয়া উলিযম রোদন করিতে২ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, হে প্রভো, আমি প্রত্যয় করি, আমার অপ্রত্যয়ের প্রতীকার করুন। আমার প্রেম চঞ্চল, তোমার প্রেম নিত্য। তাহার পর উইলিযম সাহেব মনে স্থির করিলেন যে আমি এই অবধি সর্ব্বদা আনন্দ করিয়া নিরন্তর প্রার্থনা করিব।

ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে উইলিযমের সুখ কিছু কম হইয়াছে, প্রথমে তাঁহার বন্ধু বান্ধবেরা এমত অনুমান করিয়াছিল বটে, কিন্তু পরে তাঁহারা প্রকাশরূপে স্বীকার করিলেন যে উইলিযমের আনন্দ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, পরে তাঁহারাও তাঁহার সদৃশ হইতে ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। প্রভুর আগমন যেন শীঘ্র হয়, উইলিয়ম এমত অভিলাষ করিতেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধুরা এবিষয় মনে করিয়া কেবল কম্পান্বিত হইতেন, এবং প্রভু যেন কখন না আইসেন তাঁহারা এমত ইচ্ছা করিতেন। এইরূপে ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা তিনি তাঁহাদের অপেক্ষা বিস্তর লাভ প্রাপ্ত হইলেন, এবং অনেকবার তাঁহাদিগকে এই পরামর্শ দিতেন, যে তোমরাও আমার ত্রাণকর্ত্তার নিকটে বর প্রার্থনা কর, তিনি আহ্লাদপূর্ব্বক তোমাদিগকে গ্রাহ্য করিবেন।

কোন সময়ে উইলিয়মের বড় ব্যামোহ ঘটিল, তাহাতে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে ঈশ্বর তোমার হিত করিবার নিমিত্তে ইহা পাঠাইলেন, যেন তুমি আরও ধার্ম্মিক ও নম্র হও, এবং যেন পাপের প্রতি মৃত হইয়া স্বর্গের জন্যে প্রস্তুত হও। তিনি আমার

এই কথা বিশ্বাস করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। এক জন আসিয়া তাঁহাকে এমত পীড়িত ও বেদনাগ্রস্ত দেখিয়া তাঁহার জন্যে বিলাপ করিলে উইলিয়ম তাহাকে উত্তর দিলেন, যে আমার নিমিত্তে কেন বিলাপ কর? বরং আনন্দিত হওয়া ভাল, কারণ পরমেশ্বর বলিয়াছেন, আমাদের এই যে ক্ষণকালস্থায়ি লঘুতর দুঃখ সে বাহুল্যরূপে আমাদের অনন্তকালস্থায়ি গুরুতর সুখের সাধন করিতেছে। আমি পীড়িত থাকিতে কিম্বা মরিতে কি বাঁচিতে প্রস্তুত আছি। ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহা আমিও ইচ্ছা করি।

যত দিন উইলিয়ম পীড়িত ছিলেন, তত দিন আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিলাম না, এবং তিনি যে আমার পরিচয় পাইযাছিলেন, এই নিমিত্তে প্রতিদিন ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেন। যে সময় তিনি আমার সহিত কিম্বা আমার বিষয়ে কথোপকথন করিতেন, কেবল সেই সময় আহ্লাদিত ও স্থির থাকিতেন, এবং যে সকল লোক তাঁহার নিকটে আসিত তাহাদের সাক্ষাতে আমার প্রশংসা করিয়া বলিতেন, যে ইহার বাক্যদ্বারা প্রায় আমার মনে স্বগরূপ সুখ উৎপন্ন হইয়াছে।

এই পীড়াহইতে উইলিয়ম সুন্দররূপে সুস্থ হইলেন, এবং তাহাদ্বারা ঈশ্বরের জ্ঞান তাঁহার মনে অতিশয় বৃদ্ধি হইল, কারণ ঈশ্বর যেরূপ বিশ্বস্ততা ও দয়া তাঁহার প্রতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি সুন্দররূপে জ্ঞাত হইলেন।

আমি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার আত্মীয় মিত্র হইয়া রহিলাম, এবং তিনি ধর্ম্মের পথে চলিয়া পবিত্র আত্মার সান্ত্বনাদ্বারা সান্ত্বনা পাইয়া শেষে জয়যুক্ত হইয়া আপনার প্রভুর সুখের ভাগী হইলেন।

পরমার্থতত্ত্বসার।

৯ প্রস্তাব।

প্রাচীনকালীন ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের রচনাদি আমাদিগের ত্রাণকর্ত্তাতে সফল হওযাতে তিনি যে যিহূদীবদের অপেক্ষাতে আসিয়াছেন ও মনুষ্যদিগকে ত্রাণ করণার্থে ঈশ্বর কর্তৃক নিরূপিত হইয়া প্রেরিত হইয়াছেন, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

মশীহ শব্দের অর্থ অভিষিক্ত অর্থাৎ কোন মহাকর্ম্ম সম্পাদনার্থে কোন অত্যুচ্চ পদে নিযোজিত ব্যক্তি, কেননা পূর্ব্বেতে যিহূদা দেশেতে রাজা কিম্বা যাজক কিম্বা আচার্য্য পদাভিষিক্ত করণার্থে তৈলদ্বারা অভিষেক করা যাইত, অতএব মশীহ শব্দেতে এ স্থলে এই বুঝায় যে যিহূদীয় ও অন্যদেশীয় তাবৎ লোকদিগের নিস্তারার্থে ঈশ্বরদ্বারা পূর্ব্বে নিয়োজিত অথবা নিযুক্ত হইয়াছেন। খ্রীষ্ট শব্দেরও তুল্য অর্থ জানিবা।

ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের দ্বারা মশীহের বিষয় এই মত কথিত হইয়াছিল, যে যিহূদাহইতে রাজদণ্ড না যাইতে২ তিনি আগমন করিবেন, অর্থাৎ যিহূদীয়দের রাজ্য * নাশের পূর্ব্বে তিনি আসিবেন। ঐ বচনানুসারে যিহূদিদিগের রাজ্য রোমীয় লোকদের দ্বারা সম্পূর্ণ নাশ হওনের পূর্ব্বে এ জগতে খ্রীষ্টের আগমন হয়। আরও ইহা কথিত হইয়াছিল যে দ্বিতীয়বার স্থাপিত মন্দির † নাশ হওনের পূর্ব্বে খ্রীষ্ট আসিবেন, কেননা "সৈ-"ন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি অল্প ক্ষণের মধ্যে আকাশ "ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও শুষ্ক ভূমি আর এক বার কম্পান্বিত করিব। ও "সকল দেশীয় লোকদিগকে কম্পবান্ করিব, এবং সর্ব্বদেশীয়দের "অভিলষিত পাত্র আসিবেন, এবং সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, আমি "এ মন্দির মহিমাতে পরিপূর্ণ করিব। সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, "তাবৎ রূপা আমার ও তাবৎ স্বর্ণ আমার। সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, "এই পরমন্দিরের তেজ পূর্ব্বমন্দিরের তেজ অপেক্ষা অধিক হইবে। "পরমেশ্বর কহেন, আমি এই স্থানে মঙ্গল প্রদান করিব।" ‡

এই বচনানুসারে যিরূশালমের মন্দির রোমীয় লোকদিগের দ্বারা অধঃপাতিত হওনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে খ্রীষ্ট এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আর দানিয়েল ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারাও এইরূপ কথিত হইয়াছিল যে যিহূদিগণকে বাবিল দেশে দাসত্বভাবে লইয়া যাওনেতে যিরূশালম নগরের নাশ হওনের পর তাহার পুনর্গ্রথিত হওনের ৪৯০ বৎসরান্তে তিনি অবতীর্ণ হইবেন, ও পরে তিনি উচ্ছিন্ন হইবেন, এবং শেষে যিরূশালম নগর ও মন্দির সমূলোৎপাটিত হইবে ও নরশূন্য হইবে। § এই২ সমস্ত বিষয় সকলই ঘটিয়াছে। কেননা ৪৯০ বৎসর গণনা করিলেই খ্রীষ্টাবতারের কাল স্থির হয়, এবং খ্রীষ্টের উচ্ছিন্ন হইয়া ক্রুশে বিদ্ধ হওনের কতক বৎসর পরে রোমীয় লোকদিগের দ্বারা যিরূশালম নগর ও মন্দির কিপ্রকার সমভূমি হইয়াছে তাহা সকলেই জ্ঞাত আছে।

আর প্রাচীন ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের দ্বারা খ্রীষ্টের বিষয়ে ইহাও কথিত ছিল, যে তিনি অন্ধদিগকে দৃষ্টি ও বধিরদিগকে শ্রবণশক্তি ও খঞ্জদিগকে

---

* আদি ৪৯, ১০ পদ।

† দ্বিতীয় বার স্থাপিত মন্দির ইহার ভাব এই যে যিরূশালমের মন্দির নিবূখদনিৎসরদ্বারা প্রথম বার নষ্ট হইয়া পুনর্গ্রথিত হইয়াছিল।

‡ হগয় ২; ৬-৯ পদ।

§ দান ৯; ২৫, ২৬

চলৎশক্তি ও বোবাদিগকে কথনশক্তি দিবেন। * আমরা জানি যে ঐ সমস্ত অদ্ভুত ক্রিয়ার বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছিল, সে সমস্ত তাঁহাদ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। আর ইহাও কথিত ছিল যে তিনি কঠোর যন্ত্রণাগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুভোগ করিবেন, ও আমাদের আজ্ঞালঙ্ঘনের নিমিত্তে ক্ষত বিশিষ্ট ও আমাদের অধর্ম্মের নিমিত্তে চূর্ণ হইবেন, এবং আমাদের মঙ্গলজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্ত্তিবে, এবং তাঁহার ক্ষতদ্বারা আমাদের স্বাস্থ্য হইবে, † এই প্রকার যে২ ভাবিবিবরণ কহা গিয়াছিল, সে সমস্তই তাহাতে সম্পূর্ণ হইয়াছে। আহা কিবা দয়াময় প্রভু যে নরগণ উদ্ধারার্থে নরোপরি নিদ্ধারিত যে শাস্তি তাহা তিনি নিজে সহ্য করিয়া ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিকগণের নিমিত্তে নিজ প্রাণ দান করিলেন, আমরা সকলে যেন তাঁহাদ্বারা পিতার নিকট স্থান পাই।

আর ইহাও তাঁহার বিষয়ে কথিত ছিল যে তাঁহার নিকটে লোকদের সংগ্রহ হইবে ও তাঁহার অধিকারের নিমিত্তে অন্যদেশীয়দিগকে ও তাঁহার রাজ্যের নিমিত্তে ভূমণ্ডলস্থ লোকদিগকে দেওয়া যাইবে। ‡ এই ২ সমস্ত সুসমাচারদ্বারা অতি আশ্চর্য্য প্রকারে সম্পূর্ণ হইয়াছে, এবং এই বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্তও হইতেছে। আর সর্ব্বশেষে অতিগুরুতর ভাবিবচন এই ছিল যে তিনি দায়ূদকুলে যিহূদা দেশের বৈৎলেহম নগরে এক কুমারীর গর্ব্ভে জন্মিবেন। আর গর্দ্দভারোহণে যিরুশালম নগরে গমন করিবেন, এবং দুঃখী ও শোকপরিচিত হইবেন ও ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রাতে বিক্রীত হইবেন ও নিন্দিত ও প্রহারিত হইবেন ও তাঁহার উপর থুথু ফেলা যাইবে, এবং অপরাধিদিগের সহিত গণিত হইবেন অর্থাৎ দুই চোরের মধ্যস্থ হইয়া ক্রুশে হত হইবেন, ও তিক্তমিশ্রিত সির্ক্কা তাঁহার পানার্থে দেওয়া যাইবে, ও লোকেরা তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ দেখিয়া তাঁহার নিন্দা করিবে ও সিপাহীরা তাঁহার বস্ত্র বিভাগ করিয়া লইবে, এবং তিনি ধনিদিগের সহিত কবর পাইবেন, এবং নষ্ট না হইয়া কবরহইতে পুনরুত্থিত হইবেন। § ইত্যাদি ভাবিবচনাদি যাহা২ তাঁহার বিষয়ে অতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছিল সে সমস্তই সম্পূর্ণরূপে তাঁহাতে সফল হইয়াছে।

অতএব এইক্ষণে আমরা এই বিষয়ে কি কহিব? এই যে ২ ভাবিবচনাদির বিষয়ে কহিলাম সে সমস্ত খ্রীষ্টের জন্মের ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে কথিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার অবতীর্ণ হওনেতে সে সমস্ত তাঁহাতেই ফলিয়াছে, ইহা কি অতি আশ্চর্য্য নহে? এই ভাবি বচনাদির বিষয়ে তিন প্রকার অনু-

* যিশা। ৩৫ ; ৫।

† যিশা। ৫৩। সমুদয় অধ্যায়।

‡ ২ গীত ; ৮ পদ।

§ য়িশা। ৭, ১৪। মিখা ৫। সিখ ৯। যিশা। ৫৩, ৩। সিখ ১১, ১২। যিশা। ৫০ ; ৬। যিশা। ৫৩ ; ১২। গীত ৬৯, ২২। গীত ২৪, ৭। ১৮। যিশা। ৫৩, ৯। গীত ১৬, ১০।

2 c 2

মান হইতে পারে। প্রথম এই, যে কি জানি এই২ সমস্ত দৈবাৎ তাঁহার প্রতি বর্ত্তিয়াছে। দ্বিতীয় এই যে হইতে পারে এই২ সমস্ত তাঁহার আগমনের পর লিখিত হইয়াছে। তৃতীয় এই যে যদি উপরোক্ত দুই বিষয় না হয়, তবে অবশ্যই সে সমস্ত যে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের সাহায্যে খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারা কথিত হইয়াছে। প্রথম অনুমানের উত্তর এই, এমন আশ্চর্য্য অথচ অসংখ্য বিষয় এক জনেতে দৈবাৎ সম্পন্ন হওয়া অতি অসম্ভব, কেননা যাহা২ খ্রীষ্টের বিষয় লিখিত হইয়াছিল, সকলই তন্মত ঘটিয়াছিল, তাহা আর কখন কাহারও বিষয়ে কহা যায় নাই ও শ্রবণ করাও যায় নাই, সুতরাং তাঁহার বিষয়ে দৈবাৎ সম্পূর্ণ হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ। আর দ্বিতীয় অনুমানের উত্তর এই, খ্রীষ্টাগমনের পূর্ব্বে যে ঐ সমস্ত বিষয় লিখিত হইয়াছিল তাহার সন্দেহমাত্র নাই, কেননা তাঁহার বিষয়ে লিখিত যে২ ভাবিবচন তাহা প্রাচীন পুস্তকেতে লিখিত হইয়াছিল, এবং সে সমস্ত খ্রীষ্টবিপক্ষ যিহূদিগণেরই হস্তগত ছিল, সুতরাং তাহাতে আর কিছু যোগ করা কাহারো সাধ্যেতে ছিল না, এবং তাহারা নিজে ঐ বিষয় অপহ্নব করিতে পারে নাই। এই বিষয়ের যথার্থতা কালনিরূপণদ্বারা অতিসূক্ষ্মরূপে জানা যাইতে পারে। আর দেখ, ঐ যিহূদিগণ খ্রীষ্টের শত্রু ও বিপক্ষ ছিল, অতএব অন্য লোকেরা যে তাহাদিগের গ্রন্থেতে শত্রু বিষয় ছলনা করিয়া লিখিবে, ইহা কি সম্ভব হয়? কোন প্রকারেই নহে, কেননা তাহা তাহাদিগেরই গ্রন্থ ছিল এবং তাহাদিগের দ্বারাই সংরক্ষিত হইত, সুতরাং অন্য লোক কোন প্রকারে কোন কিছু তাহাতে যোগ করিতে পারিল না। অতএব শেষে এই দৃষ্ট হইতেছে যে যদি উপরোক্ত দুই অনুমান মিথ্যা হয়,তবে ঐ ভাবিবচন সকল নিতান্ত যথার্থ হইবে, কেননা ভাবিজ্ঞান ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারো নাই, অতএব ঐ ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া খ্রীষ্টাগমনের শত২ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বিষয় কহিয়াছে, কেননা ঈশ্বর খ্রীষ্ট বিষয়ে যাহা২ নিরূপণ করিয়াছিলেন, সে সকলই তাহারা ঈশ্বরীয় আদেশানুসারে লিখিয়াছে, সুতরাং তাহাতে কোন প্রবঞ্চনা কিম্বা সন্দেহ থাকিতে পারে না। ঈশ্বরাভিপ্রায়ানুসারে ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের বচনানুসারে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এ জগতে ত্রাণকর্ত্তারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অতএব যে কোন প্রাণী তাঁহার আশ্রয় লয় তাহারই পরিত্রাণ পাওয়া সুসাধ্য, কিন্তু তাহাভিন্ন পরিত্রাণ পাওয়া অসাধ্য জানিবা।

লেখালেখি।

(পদবীর বিষয়)

মহাশয় গো, এ জগৎ কি মায়া জানে, কেননা ধনী কিম্বা নির্ধন যুবা কিম্বা বৃদ্ধ, কেহই তাহাকে ভুলিতে পারে না, আর আশ্চর্য্য এই যে যাঁহারা

বহুকালাবধি তাহার সুখ ও মান ও সম্ভ্রমাদি বাহুল্যরূপে ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও তাহাতে অনিচ্ছা জন্মে না। আর জগদীশ্বরদ্বারা প্রকাশিত যে স্বর্গীয় যথার্থ ও চিরস্থায়ি সুখ ও মর্য্যাদা, যাহার প্রত্যাশিদিগকে ইহলোকের ক্ষণিক মান ও সম্ভ্রম তৃণবৎ জ্ঞান করিতে হয়, তাঁহারাও এই বিষয়ে লিপ্সু হন ইহাই মহাখেদের বিষয়। মনুষ্যগণকে করাধীন করণার্থে এ জগৎ দ্যাবল মহাবীরের এক বজ্রকুটস্বরূপ। জান্ বনিয়ন সাহেব তাহাকে মায়ারূপ বাজার কহেন, এবং আমাদিগের প্রভুকে পরীক্ষা করণ কালীন ঐ পাষণ্ড তাঁহাকে এ জগৎ দেখাইয়া ভুলাইতে চাহিল। অতএব এই মত দৃষ্ট হইতেছে, যে প্রচণ্ড বায়ুতে অস্থিরার্ণবে ইতস্ততঃ চালিত তরণি সদৃশ অন্তঃকরণ বিশিষ্টদিগের নিমিত্তে তাহাই কালস্বরূপ। জগদীশ্বর এই মত করুন যেন তাঁহার পুত্রাশ্রিত কোন কেহই এই কালের হাতে পরাভূত না হয়। হে সম্পাদক মহাশয়, যদি আপনকার ইচ্ছা হয়, তবে বর্ত্তমানে বিদায় লই, কেননা প্রিয় সুজা আংকে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

হে প্রিয় সুজা আং, আপনকার দ্বারা প্রকাশিত পত্র পাঠ করিয়া আমার এই বোধ হইতেছে যে পূর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগি খ্রীষ্টীয়গণের পূর্ব্বীয় পদবী গ্রহণের কোন বাধা নাই, এবং ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তাহাতে কোন দোষ দর্শে না, ইহা আপনকার বিবেচনায় স্থির হইয়াছে। এবং তৎসপক্ষে কএকটি মূলরহিত তর্ক বিতর্ক করত উপদেশকের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছেন। কেননা আমি যাহা জুলাই মাহার পত্রেতে প্রকাশ করিয়াছি, তাহার খণ্ডন করিয়া তদ্বিপরীতে আপনকার লিখিত বিষয় সপ্রমাণ করিলে আমার ভ্রম দূরীভূত হইতে পারিত, এবং আপনকার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করত প্রফুল্লচিত্ত হইতাম, কিন্তু বোধ হয় যে প্রকাশিত প্রস্তাবের প্রতি ঈষদ্দৃষ্টি রাখিয়া শ্রুতবাক্যে মনঃসংযোগ হেতুক কর্ত্তব্য বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়াছেন।

প্রথমতঃ। আপনি লিখিয়াছেন, যে "আপনি যদি লিখিতেন যে লোভ ও মিথ্যা কথা ও অহঙ্কার" ইত্যাদি। এই ২ সকল লেখা অত্যাবশ্যক বটে, কিন্তু তাহা আমার অভিপ্রায় ছিল না। আমার যাহা অভিপ্রায় তাহাই প্রকাশ করিয়াছি, কেননা আপনকার দ্বারা উক্ত দোষাদির ন্যায় তাহাও ঘৃণার্হ। আর যদি ঐ সকল বিষয় আপনকার কহত আমার লিখিতে হয়, তবে বরং আরো ভাল হয় যে আপনি লিখেন, কেননা আপনি যন্ত্রালয়ের সন্নিকট বাস করেন, সুতরাং এত দূর হইতে তাহা প্রেরণ করণের কোনই প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয়তঃ। আপনি লিখিয়াছেন, যে "এতদ্দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রকাশিত হওনাবধি কখন শুনা যায় নাই যে পদবী এ দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচলিত হওনের বাধা ও লজ্জাস্বরূপ হইল" ইহাতে আপনি যথার্থ কহিয়াছেন, তাহাও বোধ হয় না, কেননা আপনি শ্রবণ করেন নাই, এই হেতুক আর কোন কেহ শ্রবণ করিতে পারে না, এমত নয়, আমি যাহা শুনিয়াছি

তাহা কহি। কোন ব্রাহ্মণের নিকট কোন খ্রীষ্টীয়ান পরিচয় দিয়া কহিলেন, "আমি অমুক ঘোষাল।" ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি? খ্রীষ্টীয়ান হইয়াও কি অদ্যাবধি ঘোষাল হইতে বাসনা করে? বোধ হয় তবে জাতিভ্রষ্ট হইয়া মনে খেদ করিতেছে, তন্নিমিত্তে লজ্জাক্রমে স্বীকার করিতে পারে না"। এই সকল কথাদ্বারা এমন বোধ হইল যে ঐ ব্রাহ্মণের খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ে তাচ্ছল্য জন্মিল, কেননা ঐ ধর্ম্ম যে কেবল মিথ্যা কল্পনা মাত্র তাহারা ইহা কহে, পুনরায় যখন এমন বিষয় উপাধি ব্যবহার করণ হেতুক অন্তঃকরণে উদয় হইল, তখন কি তাহার নিমিত্তে তাহা বাধাস্বরূপ হইল না? কেননা যদিস্যাৎও কখন সেই ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিত, তথাচ তাহার বিবেচনায় গ্রহণকারির লজ্জাকর বোধ হওয়াতে তাহার নিকটেও আর সে যাইবে না। এখন হে প্রিয় মুক্তা আং, বিবেচনা করুন, ইহাকে কি কহিতে হয়? * আর ঐ ব্রাহ্মণের কথা শ্রবণ দিবসাবধি এই বিষয় সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে আমার অত্যন্ত বাঞ্ছা জন্মিল।

আর "রামদাস কৃষ্ণচন্দ্র" প্রভৃতি নাম যে খ্রীষ্টীয়গণের ব্যবহারোপযুক্ত তাহা আমি কখন স্বীকার করি না, কেননা পদবী ব্যবহার যদ্রূপ অনুচিত এই নামাদি ব্যবহার করণও তদ্রূপ অনুচিত, কিন্তু প্রত্যেক বিষয় এক২ সময়ে প্রকাশিত হইলে ভাল হয়, কেননা পদবী ব্যবহারের অনৌচিত্য বিষয় প্রকাশ করণে অনধিকারির স্বৈণ্য অনুবঞ্চনরূপাগ্নি বহুতর স্ফুলিঙ্গদ্বারা দোধূয়মান হইয়া যদি প্রমাদ ঘটাইবার উপক্রম করিল, তবে উপরোক্ত নামাদি বিষয়ক দোষ এই সময়ে প্রকাশ করিলে কত শত জনা যে একেবারে খেপিয়ে উঠিতেন তাহা কহিতে পারি না। তথাচ তাহাতে যে সশঙ্কিত আছি তাহা নহে, কিন্তু যথার্থতা প্রকাশ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি।

তৃতীয়তঃ আপনি আমার প্রতি প্রকাশরূপে মহাদোষারোপ করত এই মত লিখিয়াছেন যে "এই কথাতে আপনকার এই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে যে খ্রীষ্টীয়ানগণ অভিমান বশতঃ পদবী ব্যবহার করিয়া থাকেন"। আমি এমন কথা কোন্ স্থানে লিখিয়াছি? বরঞ্চ আমি পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে "তাঁহারা কি অভিপ্রায়ে পদবী ব্যবহার করেন তাহা আমরা নিশ্চয় জানি না"। এই কএকটি শব্দের অর্থ কি এই যে "খ্রীষ্টীয়গণ অভিমান বশতঃ পদবী ব্যবহার করিয়া থাকেন"? আর তদতিরিক্ত যে২ শব্দের দ্বারা আপনকার অনুমান হইয়াছে তাহাও পুনঃ প্রকাশ করি। "হিন্দু লোকেরা যেমন আপনাদের মহত্ত্ব প্রকাশ করণাভিপ্রায়ে পদবী ব্যবহার করিয়া থাকেন, তদ্রূপ যদি খ্রীষ্টীয়ান করেন, তবে তাহা নিতান্ত খেদের ও লজ্জার বিষয় বটে"। ইহার দ্বারা

---

* উত্তর। যে ঘোষাল খ্রীষ্টীয়ান হইয়া পূর্ব্ববৎ ঘোষাল এই নাম ব্যবহার করে, তাহার সেই কর্ম্মেতে ব্রাহ্মণ অবশ্য রাগ করিবে, কারণ তাহাদ্বারা ব্রাহ্মণের বিচারে কুলেরই অপমান হয়। সম্পাদক।

আপনকার কি অনুমান হইল যে হিন্দুদিগের ন্যায় খ্রীষ্টীয়গণের প্রতি দোষারোপ করিলাম?

চতুর্থতঃ আপনি যূষফ লেবি ইহাদিগের নাম প্রকাশ করত খ্রীষ্টীয়গণের ত্যক্ত ধর্ম্ম সংক্রান্ত পদবী সংস্থাপন করিতে বহু প্রয়াসে সমাপ্ত করিতে প্রবর্ত্ত হইযাছেন, কিন্তু তাহা একে২ বিবেচনা করিলে তদভিপ্রায় জ্ঞাত হইতে পারিবেন। "যাহার উপাধি যুষ্ট যাহাকে বাশবা বলিযাও ডাকে এমত যে যূষফ," এই স্থলে আপনি উপাধি এই শব্দ প্রাপ্ত হইয়া তদ্বিশেষাবগত না হইযাও পদবী স্থাপনার্থে পরমোদ্যোগী হইযাছেন। "যুষ্ট" এই শব্দ যিহূদীদিগের মধ্যে যে কেবল ব্যবহৃত তাহা নহে, কিন্তু রোমান ও গ্রীক লোকদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল সুতরাং তাহা হিন্দুদিগের পদবীর ন্যায় হইতে পারে না, কেননা হিন্দুর উপাধি কোন মুসলমান অথবা কোন বিদেশী প্রাপ্ত হইতে পারে না। আর তাহা কুল কিম্বা জাতি নির্ণয়ার্থ নহে, কিন্তু সদ্ব্যবহার অনুসারে এই নাম দেওয়া হইত। কেহ২ বোধ করেন যে তাহাদিগের যথার্থতা হেতুক এই নাম তাহারা প্রাপ্ত হইত, যথা যুষ্ট নামে খ্যাত আরিষ্টাইডিষ্ ও যুষ্ট নামে খ্যাত শিমিযোন। অতএব হে প্রিয সুজা আং, এই নামের প্রতি নির্ভর করত খ্রীষ্টীযগণের পদবী যে আশা করিযাছেন তাহা নিস্ফল সংস্থাপনার্থে জানিবেন। আর তদতিরিক্ত আর এক নামও আছে "লেবি যাহাকে থদ্দেয বলে"। ইহার দ্বারা কি আপনকার বিবেচনা হইযাছে যে জাতি ও কুল নির্ণযকারি হিন্দুদিগের পদবীর ন্যায এই নাম? এমন বিবেচনা যেন আপনকার আর না হয, তন্নিমিত্তে তাহার যথার্থ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে আমি যথাসাধ্য যত্নবান হইব। "থদ্দিয কোন উপাধি নহে, কিন্তু শুদ্ধ নামমাত্র, কেননা ঐ নামেতে কেহ২ বোধ করেন যে তিনি যিহূদা, এবং বোধ হয যে তাহা যথার্থ (রটে এড্বাড বিকরস্টেথ সাহেবের ধর্ম্মপুস্তকশিক্ষা সাহায্য নামক গ্রন্থের ৮১ পৃষ্ঠা দেখিবেন) কেননা যিহূদা ও থদ্দেয এই উভয নাম এব্রী ভাষার য়ূদ্ এই মূলশব্দহইতে উৎপন্ন হইযাছে, যাহার অর্থ "প্রশংসা অথবা ধন্যবাদ।" এইক্ষণে হে প্রিয সুজাআং, আপনি পরোপার্জ্জিত ফলের আশায নির্জ্জিত হইয়া যথার্থতা গ্রহণ করুন।

পঞ্চমতঃ আপনি "কাবাপিট আরাটুন ও জান ডি ক্রুশ ও উলিযম কেরি" ইত্যাদি বিদেশী খ্রীষ্টীযগণের নামানুসারে এতদ্দেশীয খ্রীষ্টীযগণের হিন্দু পদবী সংস্থাপনের মানসে উপরোক্ত নামাদি প্রকাশ করিযা নীচোক্ত বিষয় সপ্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইযাছেন। আশ্চর্য্য বটে। এমত কি কেহ আছে যে কহিতে পারে যে এ সমস্ত নামাদি হিন্দুদিগের পদবীর ন্যায়? কেননা এ সমস্ত স্থান ও কর্ম্মসংক্রান্ত পিতৃনাম, কিন্তু হিন্দুদিগের ধর্ম্ম সংক্রান্ত কুল নাম। যদি কহেন, যে ইহাদিগেরও পিতৃনাম, তবে কহি পিতৃলোক বলেন, ঠাকুর গঙ্গাধর, ঠাকুর ভৃগুরাম, রামেশ্বর, বিষ্ণুপ্রভৃতি আছে, কেন তদনুসারে গ্রহণ না করেন? যদি শ্রেণীর বিষয় কহেন, তবে বারেন্দ্র ও রাঢি ও বৈদিক প্রভৃতি আছে, কেন তাহা গ্রহণ

না করেন? তদ্রূপ আরও আছে, কিন্তু পত্র বাহুল্য ভয়ে তদ্বিষয় প্রকাশ করণে ক্ষান্ত রহিলাম। অতএব হে প্রিয় সুজা আং, আপনি এ সমস্ত বিষয় বিশেষ অবগত নহেন, সুতরাং যথার্থতা ও অযথার্থতার বিষয় আপনি কিরূপে বিবেচনা করিবেন? আর দেখুন উলিয়ম কেরি ও জান বাউলেতে কিছুই ভেদাভেদ নাই, কিন্তু শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণেতে কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণেতে বহুভেদাভেদ আছে। ইহারা এক জন অন্যের সহিত কখনই ভোজন ও বিবাহাদি কোন ক্রিয়াই করিবে না, কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে তদ্বিষয়ক ভেদাভেদ অতি ঘৃণার্হ। অতএব ইহাতেই বোধ হয় যে হিন্দুদিগের পদবী ইউরোপীয় নামের সমান নহে, কেননা তাহা বর্ণভেদকারি ও আত্মশ্লাঘোৎপাদক, সুতরাং এক জন অন্য জনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। অতএব হে প্রিয় সুজা আং, আপনি কি বিবেচনা করেন যে জাতিনির্ণয় ও বর্ণভেদ ও তৎস্থাপনকারি হিন্দু পদবী গ্রহণ করা জাতিবন্ধন খণ্ডনকারি খ্রীষ্টীয়গণের কর্ত্তব্য?

খ্রীষ্টীয়গণের ত্যক্ত পুরাতন বিষয়ে মনোযোগ করা অতি আবশ্যক, যথা, কেহ যদি খ্রীষ্টের আশ্রিত হয়, তবে সে নূতন সৃষ্টিস্বরূপ হয়, তাহার পুরাতন বিষয় লুপ্ত হয়, দেখ সকলি নূতন হইয়া উঠে। যথা ২ করি ৫, ১৭। রোমান ৮, ৮, ৯। ঐ ১৩, ১৭। খ্রীষ্ট যীশুতে মুক্তি পাইয়া পুনরায় দাসত্বরূপ যোঁয়ালির অন্বেষণ করিও না। যথা, গালাতীয় ৫, ১। রোমান ৬, ১৮। ১ পিতর ২, ১৫, ১৬। পদবীরূপ আত্মশ্লাঘ্যে নিবৃত্ত হও। যথা, গলাতি ৬, ১৪। পরিচ্ছেদক লোকদের হইতে সাবধান হও। যথা, ফিলিপি ৩, ৩। প্রেরিত পৌলের পদবী প্রকাশ করণের বিস্তর কারণ ছিল, কিন্তু তিনি তাহা লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করিলেন, যথা, ফিলিপি ৩, ২-৮। এই ক্ষণে হে প্রিয় সুজা আং, বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করি যে উপরোক্ত পদ সমূহ উপযুক্ত রূপে বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন।

ষষ্ঠতঃ আপনি লিখিয়াছেন যে "অবিশ্বাসি লোকেরা যখন দেখিতে ও শুনিতে পায় যে অমুক সাণ্ডাল ও অমুক মুখোপাধ্যায় ও মিত্র খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে, তখন তাহাদের অহঙ্কারের মস্তক নত হইয়া পড়ে, এ কারণ পদবী ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।" যাহা হউক, আপনি ভাল বিবেচনা করিয়া অহঙ্কারের মস্তক নত করিবার কারণ সদুপায় বাহির করিয়াছেন। আমাদিগের প্রভু এমন উপায় অহঙ্কারের মস্তক নত করিবার নিমিত্তে লইলেন না ও পরামর্শও করিলেন না। আপনকাকে এই স্থানে কি কহিব তাহা জানি না। কেননা এই স্থান দৃষ্টতঃ বিষয়ের অধিক কহিলে পাছে দোষ জন্মে তন্নিমিত্তে ক্ষান্ত রহিলাম। অহঙ্কারের মস্তক নত করিবার কারণ প্রভুর উপায় শুনুন। অনেকানেক প্রধান যাজক ও অধ্যাপকাদি মান্যগণ থাকিলেও তিনি তিবেরিয় সরোবরোপজীবি ধীবরগণকে একত্র করিয়া ঐ কর্ম্ম সম্পাদনার্থে নিযুক্ত করিলেন, তিনি তাহাদিগের কৌলীনত্ত্ব অন্বেষণ করিলেন না, কেননা তিনি জানিলেন যে তাহারা

ছুয়ামাত্র ছিল, এবং এমন নীচ লোকদিগকে আহ্বান করণেতে তাঁহার এই অভিপ্রায় ছিল, যেন তিনি মুর্খদের দ্বারা বিদ্বানদিগকে লজ্জা দেন ও দুর্ব্বলদিগের দ্বারা বলবানদিগের বলের পরিহানি করেন ও হেয় ও অপকৃষ্ট লোকদ্বারা মান্য ও উৎকৃষ্টদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। যথা, ১ করি ১; ২৭-২৯। এইক্ষণে হে প্রিয় সুজা আং, দেখুন, আপনকার ও প্রভুর অহঙ্কারের মস্তক নত করণের উপায় কেমন প্রভেদ। তবে এখন প্রভুর উপায় ত্যাগ করিয়া নিজের উপায় যদিস্যাৎ গ্রহণ করেন, তবে আর কিছু কহিতে পারি না।

আপনি আমার নাম ও পদবী জানিতে চাহেন, বড়ই ভাল, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিতে হইবে, কেননা চঞ্চল হইলে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। ধীরাঘাতে শৈলভেদও হইয়া থাকে, ক্রমেতে সকল বিষয় স্থির হইতে পারিবে। দুঃখের বিষয় এই রহিল যে পত্র বাহুল্য ভয়ে সকল বিষয় লিখিতে পারিলাম না। আমি এই অবধি ক্ষান্ত রহিলাম; যে ফলোৎপন্ন হইবে তাহা এক আঁচড়েতেই বুঝিয়াছি। আমার প্রস্তাবিত বিষয় ও ধর্ম্মগ্রন্থ ভারতের হস্তে আছে। যেমন বিবেচনা হয় তাহাই করুন। ইতি।

খ্রীষ্টাশ্রিত বন্ধু।

(ঐ বিষয়ে)

সম্পাদক মহাশয়, আপনকার গত আগস্ট মাসের পত্রিকার ১৮৮ পৃষ্ঠের লিখিত এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয় লোকদের উপাধি ও পদবী বিষয় পাঠ করিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া প্রিয় ভ্রাতা সুজা আং আলির নিকটে কএকটি প্রশ্ন করিতে বাঞ্ছা করি।

১, আরমানি ও ইংলণ্ডীয় ও পর্তুগীশ প্রভৃতি লোকেরা যে উপাধি ব্যবহার করে সে কি তাহাদের পদবী কিম্বা তাহাদের উপাধি?

২, যদ্যপিস্যাৎ তাহারা পদবী ব্যবহার করে, তাহাতে কি আমরাও করিব?

৩, এতদ্দেশীয় লোকদের পদবী কুলের চিহ্নমাত্র, এবং কুলের যে বুনিয়াদ সে কেবল জাতিমাত্র। কিন্তু যে কালে আমরা জাতিকে মিথ্যা জানিয়া ত্যাগ করিয়াছি, সে কালে আপনি কি পদবী রাখিতে আমাদিগকে পরামর্শ দেন? বৃক্ষের মুল কাটা গেলে ডাল কি থাকে? ধর্ম্মপুস্তকহইতে যে কএকটি প্রমাণ আপনি দিয়াছেন তদ্দ্বারা জানা যায় যে যিহূদী লোকদের মধ্যে এমত রীতি ছিল যে এক জনের দুই তিন নাম দেওয়া যাইত, কিন্তু সেই সকল নাম তাহাদের বিশেষ গুণ অনুসারে দেওয়া যাইত, যেমন শিমোনের নাম পিতর রাখা গেল ও যোশিশের নাম বর্ণব্বা রাখা গেল ও যাকুব ও যোহনের বোনেরেগশ নাম দেওয়া গেল। দেখ মার্কের ৩; ১৯ ও প্রেরিত ৪; ৩৬। যূষফের যে উপনাম যুষ্ট অর্থাৎ যাথার্থিক কিম্বা ন্যায়কারী হইল সেও তাহার গুণানুসারে কিন্তু বংশানুসারে নয়।

৪। ১২০ পৃষ্ঠাতে আপনি এইরূপ লিখিয়াছেন, যথা, ভাল তদ্রূপ শীল সরদার কবিরাজ মিত্র মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় সাণ্ড্যাল ইত্যাদি পদবী

বা উপাধির দ্বারা এ দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানগণ পরিচিত হয়, ইহাতে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের বাধা হইতে পারে না, বরং তাহাতে কিঞ্চিৎ উপকার দর্শিতে পারে, ফলতঃ যে অবিশ্বাসি লোকেরা বলিয়া থাকে যে কেবল নীচ ও ক্ষুদ্র লোকেরাই খ্রীষ্টীয়ান হয়, তাহারা যখন দেখিতে কিম্বা শুনিতে পায় যে অমুক সাণ্ড্যাল ও অমুক মুখোপাধ্যায় ও মিত্র খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে, তখন তাহাদের অহঙ্কারের মস্তক নত হইয়া পড়ে। কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকে এইরূপ লেখে, "সেই দণ্ডে যীশু মনে আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, হে স্বর্গ ও পৃথিবীর একাধিপতি পিতঃ, তুমি জ্ঞানবান ও বিদ্বান লোকদের নিকটে এই সকল কথা প্রকাশ না করিয়া শিশুদের নিকটে প্রকাশ করিলা, এই নিমিত্তে তোমার ধন্যবাদ করিতেছি। হে পিতঃ, এইমত হউক, কারণ ইহা তোমার দৃষ্টিতে উত্তম।" লূক ১০, ২১। হে ভ্রাতা, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যাহা উত্তম ও খ্রীষ্টের নিকটে যাহা আনন্দজনক তদ্দ্বারা অবিশ্বাসি লোকের মন ফিরিবে, কিম্বা আপনকার দৃষ্টিতে যাহা ভাল তদ্দ্বারা ফিরিবে?

বরিশাল। তোমাদিগের সহযাত্রী।

(সরলতাচরণ)

মনুষ্য সকল স্ব২ কার্য্যগুণে পরমেশ্বরের গোচরে দোষগ্রস্ত আছে, এতদ্বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকের দ্বারা আমরা দৃঢ় প্রমাণ পাই, এবং অন্য২ প্রকারেও তাহা প্রমাণীকৃত হয়, অতএব যদি কেহ তাহা সংশোধনার্থে উপায় অন্বেষণ করেন, তবে তাহা অবশ্য যথার্থ বলিয়া সকলের মান্য করা কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রায় স্বভাবতঃ দেখা যায় যে আপন২ স্বকৃতস্বভাবকে অন্বেষণ না করিয়া হঠাৎ অন্যের প্রতি দোষারোপ করিতে উদ্যত হন, ইহাতে উপলব্ধি হয় যে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার জন্মে। সুতরাং সম্পূর্ণ ভাবে দুঃখে নিমগ্ন হইয়া নিবেদন করিতেছি, যে যদি কোন সরল ব্যক্তি হিতার্থী হইয়া পূর্ব্বদশা পরিবর্ত্তন করণ বিষম প্রয়াস করেন, তবে যেন কেহ তৎপরিবর্ত্তে বিবাদী না হন, বরং সকলের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই যে প্রথমতঃ আপন২ মনকে জিজ্ঞাসা করে, কেননা যে যত প্রকার লোক বলুক, আপন চিত্তে যে পর্য্যন্ত স্থির বোধ না পায় সে পর্য্যন্ত কেহ তাহার অন্যথা করিতে পারে না। কিন্তু যদি কেহ আপন চিত্ত আলোচনা করিয়া আপনি বোধ পায়, তবে সে বোধ কি পর্য্যন্ত ফলদায়ক হয় তাহা বর্ণনে বর্ণনা অসাধ্য। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তি আপন২ বিষয়ে পরীক্ষা কর, এই বচনদ্বারা জানা যায় যে মনুষ্যমাত্র নানা প্রকার ভ্রান্তিতে পতিত হয়। যদি কোন ব্যক্তি উক্ত প্রমাণ গ্রাহ্য করেন, তবে অবশ্য মানিতে হইবে; কেহ অগ্রে আপন মনের পরীক্ষা না করিয়া আপন২ নৈপুণ্য প্রকাশাশয়ে যদি বাক্য প্রয়োগ করে, তবে হিত না জন্মিয়া বরং বিপরীত হওন সম্ভব। অতএব প্রথমতঃ আপন মনকে পরীক্ষা করণে যাহার মনে যে কোন দোষ খ্রীষ্ট যীশুর ধর্ম্মের বিপরীত কিম্বা বাধাজনক বোধ হয়, তাহা ত্যাগ করা সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মপরীক্ষার দ্বারা প্রভুর আজ্ঞাপালনকারী হইতে পারে। অতএব

তোমার দক্ষিণ চক্ষু যদি বাধা জন্মায়, তবে ঐ চক্ষু উৎপাটন করিয়া দূরে ফেলিয়া দেও, কেননা তোমার সমস্ত শরীরকে নরকে নিঃক্ষেপ করা অপেক্ষা এক অঙ্গের নাশ হওয়া লাভ। কিম্বা তোমার দক্ষিণ হস্ত যদি বাধা জন্মায়, তবে ঐ হস্ত ছেদন করিয়া দূরে ফেল, যেহেতুক সকল শরীরকে নরকে নিঃক্ষেপ করা অপেক্ষা এক অঙ্গের নাশ হওয়া লাভ। মথি ৫; ২৯ পদ।

এই উক্ত প্রমাণানুসারে যদি কোন ব্যক্তির পদবীর কিম্বা পূর্ব্বদশার কারণে আপন মনোমধ্যে মাৎসর্য্য কি দম্ভ কি অহঙ্কার থাকে এমত বোধ হয়, তবে নিজ মনে আলোচনা করিয়া পরিত্যাগ করা সকলের কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির উপলক্ষ্যে বাক্যলক্ষ্য করিলে কেবল গোল-যোগমাত্র জন্মে, তাহাতে মনুষ্যেরা আপন২ স্বভাবানুসারে পাপে জড়ীভূত থাকাতে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচাররূপ জালে ধৃত না হইয়া শয়তানের মায়ারূপ জালে বদ্ধ হয়। ইহাতে ক্রমে২ শেষ এতাদৃশ মন্দ উপস্থিত হয়, যে শয়তানের নিগড়বন্ধন ছেদন করা দূরে থাকুক, বরঞ্চ পক্ষবিহীন পক্ষী যেমন আপন প্রমাদ গণিয়া অস্থায়ি চিত্তে দুঃখে নিমগ্ন থাকে, এতা-দৃশ প্রায়। যে কেহ আপন মনের মলিনতা বিষয়কে পরিত্যাগ না করে, সে জনও দিনে২ পাপরূপ তিমিরে আচ্ছাদিত হইয়া প্রমাদগ্রস্ত হয়। অত-এব বাক্পটুতাতে নয়, কিন্তু সরলতাচরণ প্রকাশ করণ পূর্ব্বক আপন২ মনকে পাপহইতে ফিরাই।

হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা প্রত্যেকে শ্রবণে আগ্রহ ও কথনে ধীর হও, ক্রোধেতেও ধীর হও, যেহেতুক মনুষ্যের ক্রোধহইতে ঈশ্বরের গ্রাহ্য কর্ম্ম জন্মে না। আর তোমরা তাবৎ অশুচি ক্রিয়া ও দ্বেষ সমূহ পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের আত্মার পরিত্রাণ করিতে সমর্থ এমন যে উপদিষ্ট বাক্য তাহা নম্র হইয়া গ্রহণ কর, এবং শ্রোতামাত্র হইয়া আপনাদিগকে প্রবঞ্চনা না করিয়া বাক্যের কর্ম্মকারী হও। কেননা যে কেহ বাক্যানুসারে কর্ম্ম না করিয়া শ্রোতামাত্র থাকে, সে দর্পণে স্বাভাবিক মুখ দর্শনকারি মনুষ্যের ন্যায় হইয়া আপনাকে দেখিলেও আপনি কেমন তাহা স্থানান্তরে গিয়া বিস্মৃত হয়। কিন্তু যে কেহ মুক্তিজনক সিদ্ধ ব্যবস্থাতে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাতে নিবিষ্ট থাকে, সে বিস্মারক শ্রোতা না হইয়া কর্ম্ম করণ পূর্ব্বক আপন কার্য্যেতে ধন্য হয়। তোমাদের যে কেহ আপনাকে ধার্ম্মিক করিয়া মানে, সে যদি আপন জিহ্বাকে শা-সন না করিয়া অন্তঃকরণকে বঞ্চনা করে, তবে তাহার সেই ধর্ম্মই বৃথা হয়। যাকুব ১; ১৯-২৬।

এই উক্ত সকল উপদেশানুসারে আমরা স্থির বোধ করিতে পারি, যে পর্য্যন্ত আপন মনকে কেহ পরীক্ষা না করে, সে পর্য্যন্ত কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি হিত বোধ জন্মাইয়া ফলে সিদ্ধ হইতে পারে না, কেননা যথোচিতরূপে উপায় অন্বেষণ করিলেও বৃথা হয়, কিন্তু কেবল মন পরীক্ষক ব্যক্তির গুণ নির্ম্মল স্বর্ণের সদৃশ বহুমূল্য হওয়াতে প্রভুর আদরণীয় হয়।

এই উক্ত সকল আমার লিখনাধিক, কিন্তু প্রভুর বাক্য যাহাতে আমাদের মধ্যে অধিক রূপে বলবান হয়, এই জন্যে বিদিত করাইতে বাধ্য হইলাম, যে জাতিসম্বলিত পদবী অর্থাৎ মুখুর্য্যা কি মুখোপাধ্যায় কি বন্দ্যোপাধ্যায় কি সিংহ কি দাস কি মণ্ডল কি মিত্র ইত্যাদি এ সকল ধারণ করাতে পাপ নয়, কিন্তু মনের মাৎসর্য্য কি দম্ভ কি অহঙ্কার কি ঈর্ষ্যা কি কলহ কি বিবাদ ইত্যাদি কোন কিছু যেন কাহাতে সংযোগ না হয়, কেননা তাহাই পাপজনক হয়। এ নিমিত্তে প্রভু বলেন, মুখেতে যাহা প্রবিষ্ট হয়, তাহা মনুষ্যকে অপবিত্র করে না, কিন্তু মুখহইতে যাহা নির্গত হয়, তাহাই মনুষ্যকে অপবিত্র করে। মথি ১৫, ১১।

ইহাতে নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে মনের ভাব যে সেই সার, অতএব দুর্ব্বল যে আমরা, আমরা মনের কোন কারণকে যেন বলবন্ত না রাখি, এই জন্যে স্ব ২ মনকে পরীক্ষা করণ পূর্ব্বক প্রভুর পুণ্যে পুণ্যবান হই। যথা, যে জন আপন মনকে পরীক্ষা করে সে দণ্ডের পাত্র হয় না। অতএব যেন কোন ভ্রামক পাপ আমাদিগকে পরাজয় না করে, এই জন্যে প্রভু বলেন, মনুষ্য অগ্রে আপনার পরীক্ষা করিয়া পশ্চাৎ এ রুটী ভোজন করুক ও এ পানপাত্রে পান করুক। যে জন অযোগ্যরূপে ভোজন পান করে, সে প্রভুর শরীরের বিষয় বিবেচনা না করিয়া আপনার দণ্ড জন্মায়। করিন্থীয় ১১, ২৮। উক্ত প্রমাণানুসারে আমরা আপন মনে যে কোন কারণে দোষী আছি, পরীক্ষা করণে অবশ্য আপন দোষ বিষয় স্বীকার কারী হইব। অতএব প্রত্যেক জন আপন কর্ম্মের পরীক্ষা আপনি করুক, তাহা করিলে সে অন্যহইতে আনন্দ না পাইয়া আপনাহইতে পাইবে, গালাতীয় ৬; ৪। এতন্নিমিত্তে এক জন অন্য জনের প্রতি দ্বন্দ্বালাপী না হইয়া আইস নির্ম্মল জলে ধৌত হইয়া প্রক্ষালিত অন্তঃকরণে প্রভু পরমেশ্বরের সেবা করি। নিবেদন ইতি।

শ্রীগুরুপ্রসাদ সিং।

এই পদবী বিষয়ে যেন আর কোন পত্র উপদেশকের মধ্যে গ্রাহ্য না হয়, এই নিমিত্তে একেবারে এই লেখালেখির নিমিত্তে অনেক স্থান দান করিলাম। যে "খ্রীষ্টাশ্রিত বন্ধু" নামক ব্যক্তি অতি কুৎসিত রাগ পূর্ব্বক পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার পত্র পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত মুজা আৎ আলি এই উত্তর পাঠাইলেন।

হে বন্ধু, পদবী বিষয়ে তোমার যে উত্তর তাহা জ্ঞাত হইয়া তাহার উচিত উত্তর দিতে অনুচিত জ্ঞান করিলাম, তাহার তিন কারণ আছে। প্রথম এই, যদি উচিত উত্তর দি, তবে উপদেশকপত্র না হইয়া বরঞ্চ রণপত্র খ্যাত হইবে। দ্বিতীয়, অনেক ভদ্রলোক এই উপদেশক পত্রকে অগ্রাহ্য করিবেন। তৃতীয় কারণ এই, ধর্ম্মপুস্তক অনৈক্য নিষেধ করে তাহার প্রমাণ এই, তীতের প্রতি পত্র ৩, ৯। কিন্তু নিষ্ফল যে সমস্ত জিজ্ঞাসা ও বংশাবলি ও বিরোধ ও ব্যবস্থার বিতণ্ডা তাহা নিষেধ কর, কেননা এই সকল

নিরর্থক ও মিথ্যা। ২ তিমথি ২, ২৩-২৪। আর অশাস্ত্র কোন অজ্ঞানতার কথা যে জিজ্ঞাসা করা সে কেবল বাগ্‌যুদ্ধের উৎপাদক হয়, ইহা জানিয়া তাহা নিষেধ কর, কেননা বাগ্‌যুদ্ধ করা প্রভুর দাসের কর্ত্তব্য হয় না, কিন্তু সকলের প্রতি নম্রতা ও সুশিক্ষা ও সহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়া মৃদুতাদ্বারা বিরোধিগণকে উপদেশ দেওয়াই কর্ত্তব্য। আর এমত২ অনেক প্রমাণ আছে, যাহাদ্বারা আমি নিষেধিত হইলাম, আর ইহাও বুঝিলাম যে নিরুত্তর হওয়াই সদুত্তর হয়।

তোমার বন্ধু সুজা আৎ আলি।

এই বিষয়ে যেন "খ্রীষ্টাশ্রিত বন্ধুর" মতে আর কাহারো রাগ না জন্মে, এই নিমিত্তে এই বিষয়ে আর এক পত্রও গ্রহণ করিয়া স্থান দিব না। হিন্দুধর্ম্মের সহিত হিন্দু লোকদের পদবী এমত দৃঢ় সম্বন্ধে সংলগ্ন আছে যে তাহাহইতে পৃথক হইতে পারে না, এমত প্রমাণ যদি "খ্রীষ্টাশ্রিত বন্ধু" দিতেন, তবে বড় ভাল করিতেন। কিন্তু এই যে শ্রেষ্ঠ বিষয় তাহার মীমাংসা এই পত্রে এবং পূর্ব্বপত্রেও করেন নাই। আমার এই বোধ হয় যে অমুক সাণ্ডাল খ্রীষ্টীয়ান হইয়া অমুক মণ্ডলের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে, কিম্বা অমুক বন্দ্যোপাধ্যায় অমুক সরদারের বাটীতে গিয়া তাহার সহিত আহার করিয়াছে, এমত সমাচার শুনিলে হিন্দুধর্ম্মের ক্ষতি হইতেছে ইহা সকলে বুঝিবে। আরও ইহা বলিতে পারি, লূক যে থিয়ফিলের শিক্ষার্থে সুসমাচার ও প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ লিখিয়াছিলেন তাহাকে খ্রীষ্টীয় ভ্রাতা জানিয়াও বাহাদুর এই উপাধি দিয়াছিলেন, কেননা মহামহিম এই শব্দের এবং বাহাদুর এই শব্দের অর্থ ঐ স্থলে সমান। তদ্রূপ শৌল প্রেরিত যখন কুপ্র উপদ্বীপে গেলেন, তখন তথাকার দেশাধ্যক্ষের অনুমতিদ্বারা পৌল এই উপাধি লইলেন, কিন্তু তৎকালে তাহা রোমনগরীয় অতি মান্য এক বংশের নাম ছিল। তথাপি হিন্দু পদবী এবং উপাধি এই দুইয়ের মধ্যে কি বিশেষ আছে, এবং সেই পদবী বিষয়ে কিরূপ বিচার করিতে হয়, তাহা এখনও আমার বোধগম্য হইল না।

(সম্পাদক)

আগড়পাড়ার অনাথ বালিকাদের বিদ্যালয়।

১৬ জুলাই সোমবারে আগড়পাড়ার অনাথ বালিকাদের বিদ্যালয় স্থানান্তরীকৃত হইয়াছে।

ঐ বিদ্যালয়ের স্থাপনকর্ত্রী।

নানা গুণযুক্তা শ্রীমতী বিবি উইলসন ঐ সর্ব্বজানিত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেম ও স্নেহ ও সুশীলতাচরণ হেতু তিনি হিন্দু ও মুশলমানদের নিকটে সুখ্যাত্যাপন্না ছিলেন। তিনি আমাদের ত্রাণকর্ত্তার দৃষ্টান্তানুবর্ত্তিনী হইয়া প্রতিবাসির হিত চেষ্টা করিতে সতত উদ্যোগিনী

ছিলেন। তিনি এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদিগকে এতাদৃশ প্রেম করিতেন যে তাহার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেককে সৎপরামর্শ দিয়া ধর্ম্মপথে স্থির করিয়াছিলেন, এবং অনেককে অর্থ কিম্বা উপরোধপত্র দিয়া অনেকের উপকার অথবা অন্য প্রকারে মঙ্গল করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্টাচার ও কথোপকথন এতাদৃশ উত্তম ও প্রশংসিত ছিল, যে যাঁহারা ব্যয়কুণ্ঠ তাঁহারাও তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে সকল প্রকার প্রেম ও দয়ার কর্ম্মের জন্যে অনায়াসে ও অকাতরে শত ২ টাকা দান করিয়াছিলেন। তিনি এক সাধারণ স্ত্রীলোক হইয়া যত স্নেহের ও উপকারের কর্ম্ম করিয়াছেন, তত কর্ম্ম অনেকানেক খ্যাত্যাপন্ন ও বিদ্বান মহাশয়েরা এই পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের মধ্যে আপনাদের উদ্যোগেতে সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। যে সকল অনাথ বালিকারা তাঁহার অধীনে ছিল তাহাদিগকে আপনার কন্যাদের ন্যায় অপক্ষপাতরূপে প্রেম ও স্নেহ করিতেন। এমত সর্ব্ব প্রকারে উত্তমা স্ত্রীলোক বঙ্গদেশের মধ্যে অতি অল্প আছে। এতদ্দেশের মধ্যে বিলাত দেশহইতে আগতা অনেক স্ত্রীলোকই আছেন, যাঁহারা এতদ্দেশীয় কৃষ্ণবর্ণ খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে প্রেম ও আদর না করিয়া বরং ওষ্ঠ বক্র করত ঘৃণা ও তুচ্ছ করিয়া থাকেন। হায়২ কোথায় বঙ্গ দেশের মাতা বিবি উইলসন, যিনি নানা রোগে রোগগ্রস্ত অনাথ বালিকাদিগকে মাতৃবৎ স্নেহে আপনি ক্রোড়ে করিতেন? পরমেশ্বর এতদ্দেশের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিয়া বিবি উইলসনের ন্যায় অন্যকে প্রকৃত খ্রীষ্টপ্রেমী করুন।

মিশন্ স্থাপন।

১৮৩৬ শালের ২১ অক্টোবর মাসে উক্ত বিবি উইলসন ৯৬ ছিয়ানব্বই বালিকা সমভিব্যাহারে আগড়পাড়ায় বাস করেন। ঐ দিবস এই মিশনের জন্ম অথবা স্থাপনের দিন করিয়া গণনা করা যায়। এই মিশন্ মধ্যে এক সুদৃশ্য ও উচ্চ ও প্রশস্ত স্তবালয় নির্ম্মিত আছে, তাহার দীর্ঘতা ৫৮ হস্ত, পরিসর ৩৬ হস্ত, ও উচ্চতা ২১ হস্ত। তাহাতে পাঁচ শত লোকের বসিবার স্থান আছে। এই ভজনালয় নির্ম্মাণ করিতে প্রায় পোনের সহস্র মুদ্রা ব্যয় হয়। এই প্রার্থনার ঘর ১৮৪১ শালের ৩০ মার্চ্চ মাসে বিশপ উইল্সনকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মিশনের মধ্যে আর দুইটি অট্টালিকা আছে, একটি ধর্ম্মোপদেশকের নিমিত্তে, অন্যটি বালকদের শিক্ষার্থ বিদ্যালয়ের জন্যে। এতদ্ব্যতিরেকে আর২ সংখ্যাতীত কর্ম্ম তিনি করিয়াছেন। এমত দিন কবে হবে যে বিবি উইল্সনের ন্যায় অনেক স্ত্রীলোক বঙ্গদেশের স্থানে ২ এইরূপ মিশন্ ও বালিকাদের রক্ষা ও বিদ্যাস্থান স্থাপন করিবেন, যেন শত ২ অনাথ বালিকারা অনায়াসে ধর্ম্মশিক্ষা পাইয়া সুবোধ ও ধীর ও শিষ্টাচারিণী হইয়া অনেক দৃষ্টান্তদ্বারা ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া অন্তে অনন্ত সুখ পাইতে পারে?

বালিকাদের প্রাপ্ত হওনের বিষয়।

নানা গুণালঙ্কৃত শ্রীল শ্রীযুক্ত পাদরী কেরি সাহেবের কালীন খ্রীষ্টা

শ্রিত লোকদিগের বিবাহ হওয়া এতাদৃশ সুকঠিন ছিল, যে তিনি বারাঙ্গনাদের নিকটহইতে বালিকা ক্রয় করিয়া শেষে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিদের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন, এমত জনরব আছে। কিন্তু পরমেশ্বর তাদৃশ ক্লেশে আপন ভক্ত লোকদিগকে বহু দিবস না রাখিয়া বরং আশ্চর্য্য উপায়দ্বারা সে সকল ক্লেশহইতে অবিলম্বে মুক্ত করিলেন। ১৮৩২ ও ৩৩ শালে বন্যা দ্বারা দক্ষিণ অঞ্চল জলপ্লাবিত হওয়াতে ঐ অঞ্চলের লোকেরা জীবন ধারণের তাবৎ বস্তুতে বঞ্চিত হইয়া জীবননাশক সঙ্কটে পতিত হইয়াছিল, ইত্যবসরে ঐ দয়ালু বিবি উইল্‌সন দয়ালু সাহেব লোকদিগহইতে উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করণানন্তর আপন প্রিয় লোককে নিযুক্ত করত অনেক বালক ও বালিকা এবং স্ত্রী ও পুরুষদিগকে উপযুক্ত আহার ও বস্ত্র প্রদানে আপনার নিকটে আনয়ন করেন। সকল বালিকাদিগকে আপনি গ্রহণ করিয়া সকল বালকদিগকে শ্রীযুত পাদরি সার্জিস সাহেব মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করেন। আর অনেক বালিকাদিগকে সময় সময়ে নানারূপে নানা স্থানহইতে পাইয়াছিলেন, এই রূপে বিবি উইল্‌সনের নিকট এক সময়ে ১৫৫ জন বালিকা ছিল। পরমেশ্বর খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম স্থাপন ও বৃদ্ধির নিমিত্তে যে২ সকল আনুকূল্যের আবশ্যক ছিল ও আছে, তাহা যোগাইয়া দিয়াছেন ও দিবেন।

বালিকাদের বিদ্যাবিষয়।

পরম হিতৈষী বিবি উইল্‌সন উক্ত বালিকাদের সাংসারিক ও পারমার্থিক হিত লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মপুস্তক ও নানাবিধ মঙ্গলদায়ক ক্ষুদ্র পুস্তক শিক্ষা দিতেন যেন তদ্দ্বারা ঐ বালিকারা খ্রীষ্টধর্ম্মের মূলার্থ জ্ঞাত হইয়া ভয় ও কম্পপূর্ব্বক ত্রাণ সিদ্ধ করিতে পারেন। তিনি আর জানিতেন যে তাহাদের উপযুক্ত সময়ে গৃহিণী হইতে হইবে, এই প্রযুক্ত গৃহিণীর তাবৎ আবশ্যক কর্ম্ম তাহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিতেন, যেন সর্ব্ব প্রকারে গৃহের মঙ্গল করিতে পারে সুতরাং সকল বালিকারা ক্রমে২ গৃহের কর্ম্মে নিপুণা হইত। তিনি সকল বালিকাদিগকে শিল্প কর্ম্ম শিক্ষা দিতেন যেন তদ্দ্বারা তাহারা ভাবি সন্তান ও সন্ততির উপকার অথবা আপনাদের ভরণ পোষণ আপনারা করিতে পারে। ঐ বালিকারা ইংরাজী পড়িতে ও কহিতে ও লিখিতে শিক্ষিত হইত, সুতরাং এমত অনেক বালিকা আছে, যাহারা ইংরাজী ধর্ম্মপুস্তক পড়িতে ও বুঝিতে পারে। হায়২ কি দুঃখের ও খেদের বিষয় যে বঙ্গদেশের মধ্যে বালিকাদের শিক্ষার্থে বিদ্যালয় উত্তর২ বৃদ্ধি না হইয়া বরং এই এক বহুকালীন প্রসিদ্ধ শিক্ষালয় একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল। পরমেশ্বর অনেকের মনকে উত্তপ্ত করুন যেন তাঁহারা বিবি উইল্‌সনের ন্যায় স্থানে২ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদের অজ্ঞানান্ধতা দূর করত সংজ্ঞান প্রদান করিতে পারেন।

ঐ বিদ্যালয় স্থানান্তরী করণের কারণ।

এই বিদ্যা ও রক্ষাস্থান স্থাপন হওনাবধি কিয়ৎ বৎসর পর্য্যন্ত

স্থাপনকর্ত্রীর নিজ মনোবাঞ্ছানুসারে অতি উত্তমরূপে চলে, তৎপরে বালিকাদের সংখ্যা ক্রমশ ন্যূন হয়। যৎকালীন বিবি উইল্‌সন চর্চ আফ্‌ ইংলণ্ড নামক মণ্ডলী ত্যাগ করিয়া অন্য মণ্ডলীভুক্ত হন, তৎকালে কএক জন বালিকাদিগকেও স্থানান্তর করেন। আর মৃত্যু ও বিবাহদ্বারা বালিকাদের সংখ্যা বৎসরে ২ কমে, অবশেষে বালিকাদের সংখ্যা এত অল্প হয় যে বিবেচক লোকদের যুক্তি অনুসারে এই বিদ্যালয় উঠাইয়া অবশিষ্ট ছোট ও বড় ১৬ জন বালিকাদিগকে স্থানান্তর করিতে আবশ্যক বোধ হইল। সকল কারণের মধ্যে প্রধান কারণ এই হইতেছে যে অল্পসংখ্য বালিকাদের নিমিত্তে মাসিক ব্যয় ন্যূনাধিক ২০০ শতটাকা হইত, সুতরাং অধিক ব্যয়ে অল্প উপকার শ্রেয় বোধ না করিয়া এই বিদ্যালয় উঠাইতে শ্রীযুত বিশপ সাহেবের বিবেচনাতে সিদ্ধান্ত হয়। এই কারণ এই বহু কালীন বিদ্যালয় গত জুলাই মাসের ১৬ সোমবার স্থানান্তরীকৃত হয়। যৎকালীন বালিকারা এই স্থান ত্যাগ করিয়া মৃজাপুর অভিমুখে শকটারোহণ করেন, তৎকালীন কএক বড় বালিকা দয়ালু বিবি উইল্‌সনকে স্মরণ করত দুঃখার্ণবে মগ্না হইয়া শত ২ অশ্রুপাত করিতে ২ এ স্থানহইতে বিদায় লইল।

ঐ বিদ্যালয় স্থানান্তর হওয়াতে ক্ষতি।

বালিকাদের বিদ্যালয় স্থানান্তর হওয়াতে আগড়পাড়ার মণ্ডলীর দুই ও এই স্থানস্থিত লোকদের এক প্রকার ক্ষতি হইয়াছে। ১, মণ্ডলীর সংখ্যা অত্যল্প হইয়াছে। ২, ঈশ্বরের উদ্দেশে যেরূপ পারমার্থিক গীত হইত সেই রূপ গীত সুস্বরে ও সুরের মেলে এইক্ষণে হয় না, সুতরাং তাহা বিশেষ ক্ষতি বলিয়া গণনা করা যাইতেছে। ৩, বালিকাদের শিক্ষাদায়িকা শ্রীমতী বিবি রলেসটনের এই স্থানহইতে যাওয়াতে আগড়পাড়ার খ্রীষ্টীয়ান লোকদের অশেষ বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, যেহেতু তিনি ঐ স্থানে স্থিত খ্রীষ্টীয়ানদিগকে বিবিধ উপকারি দ্রব্য ও ঔষধি প্রদানে মহা উপকার করিতেন। যৎকালীন কোন খ্রীষ্টীয়ান লোক বিশেষতঃ স্ত্রীলোক অথবা বালক বা বালিকা কোন প্রকার রোগে অসুস্থ হইত, তৎকালীন ঐ বিবি সেই খ্রীষ্টীয়ানের বাটীতে বারম্বার যাইয়া উপযুক্ত ঔষধি ও সান্ত্বনাজনক বাক্যে ক্লিষ্ট মনকে তৃপ্ত করিতেন। আগড়পাড়াস্থিত শিক্ষক ও প্রচারক লোকেরা ঐ বিবির প্রতি উপকারজ্ঞতা প্রকাশ করণার্থ এক ইংরাজী ধর্ম্মপুস্তক ১০ টাকাতে ক্রয় করিয়া আপনাদিগের স্মরণার্থক চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে শ্রীযুত এফ্ জে ডিবেরিয় সাহেব বালিকাদের শিক্ষা ও স্মরণার্থে চারটি উপদেশ তিন রবিবারে প্রচার করেন যেন যে স্থানে ও যে অবস্থাতে পরমেশ্বর তাহাদিগকে রাখেন, সেই স্থানে ও সেই অবস্থাতে স্থির হইয়া খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করত কালক্ষেপ করিতে পারে।

আগড়পাড়া। বাং রা

উপদেশক।

আক্টোবর ১৮৪৯ (৩৪) মূল্য ২ আনা।

পরমার্থতত্ত্বসার।

১০ প্রস্তাব।

ঈশ্বর ও তাঁহার আবির্ভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও হইতে পারে না যে ভাবিজ্ঞান, তাহা খ্রীষ্টের মধ্যে ছিল, ইহা খ্রীষ্টপ্রকাশিত ভাবিবচন সকলের পূর্ণ হওয়াতে সপ্রমাণ হইতেছে।

আমাদিগের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিজ মৃত্যু বিষয় বারম্বার অতি স্পষ্টরূপে কহিয়াছিলেন যে অধ্যাপক ও প্রধান যাজকগণ তাঁহার অপবাদ দিবে ও তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইবে ও তিনি বিদেশিদিগের হস্তগত হইবেন, অর্থাৎ পীলাত ও রোমাণ সৈন্যেরা যে তাঁহাকে নিন্দা ও প্রহার করিবে ও অবশেষে তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিবে ও তিনি ঈস্করিযতীয় যিহূদাদ্বারা তাহাদিগের স্থানে অর্পিত হইবেন ও তাঁহার শিষ্যগণও তাঁহাকে তৎকালে ত্যাগ করিবে ও পিতর তাঁহাকে তিনবার অপহ্নব করিবে ইত্যাদি সকল তিনি ঘটনার পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি যে মৃত্যুর পর তিন দিবসানন্তর পুনরুত্থিত হইবেন ও তাঁহার স্বর্গারোহণের পর ধর্ম্মাত্মাকে প্রেরণ করিবেন, আরও সুসমাচার যে সমুদয় পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইবে ও নিজ শিষ্যগণের প্রতি সুসমাচারার্থে যাহা২ ঘটিবে, সে সমস্ত বিষয় তিনি পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন পিতরের মৃত্যুর বিষয়ে ও যোহন যে যিরূশালম নগরের বিনাশ না দেখিয়া মরিবে না ও সুসমাচারহেতুক লোকেরা নিন্দিত ও তাড়িত হইয়া মৃত্যুভোগ করিলেও তাহা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া জগৎ ব্যাপ্ত হইবে, এই২ বিষয়ও কহিলেন। এতদ্ভিন্নও যিরূশালম নগর নষ্ট হওন বিষয়ে তিনি যাহা কহিয়াছিলেন তদনুসারে ঘটনেতে তাঁহার ভাবিজ্ঞান বিষয়ে কিছু সন্দেহমাত্র হয় না। আর ঐ ঘটনার বিষয় যোষীফস নামক এক জন যিহূদী ইতিহাসবেত্তা যাহা২ লিখিয়াছে তাহা খ্রীষ্টকথিত বিবরণের সহিত পাঠ করিলে এমত বোধ হয় যে কোন লোক ঐ কথা সা-

ব্যস্ত করণার্থে তাহা লিখিয়াছে, এমত স্পষ্ট ও যথার্থরূপে খ্রীষ্ট ঐ বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। যিরূশালম নগর নষ্ট হওন যোষীফস নিজ চক্ষে দেখিয়া তদ্বিষয় লিখিয়াছে ও সে ব্যক্তি যিহূদী হইয়া খ্রীষ্টবাক্য যে সাব্যস্ত করিবে তাহা অসম্ভব। খ্রীষ্টের এই২ ভাবিবিষয় কথনদ্বারা অতি স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে তাঁহার বিলক্ষণ ভাবিজ্ঞান ছিল, সুতরাং তিনি ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়া প্রেরিত হইয়াছিলেন।

শিশুদের বিষয়ে উপদেশ।

পিতা কিম্বা মাতার যে স্নেহ, সে বড় উত্তম ও মিষ্ট বোধ হয়; কিন্তু পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ে পাপস্বভাবে জন্ম প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমানকালে যাহাতে লাভ ও সুখ সান্ত্বনাদি হয়, এমত কর্ম্ম করে। তাহারা ভবিষ্যৎ প্রতিফলের বিবেচনা ও অনেক২ বিষয় বিশ্বাস না করিয়া যতোধিক ইহকালীন কোন বস্তুকে প্রেম করে, ততোধিক তাহাদের বর্ত্তমানকালীন আনন্দপ্রযুক্ত পরকালের শুভাশুভের বিষয়ে অন্ধ হইয়া থাকে। যদি আমরা মায়া করিয়া শিশুদিগকে তুষ্ট করিবার নিমিত্তে নাই দি, কিম্বা তাহাদিগকে শাসন করিতে দুঃখ বোধ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে ছাড়িয়া দি, তবে আমাদের অন্তরস্থ যে প্রেম আমাদের মঙ্গলার্থে দত্ত হইয়াছে, তাহাদ্বারা আমরা আপনাদিগের দুঃখ বৃদ্ধি করি ও বালকদিগকে সর্ব্বনাশে লওয়াই।

যখন ঈশ্বর কোন শিশুকে এই জগতের মধ্যে প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাহার বিশেষ ভার লইবার নিমিত্তে দুই জন লোক যোগাইয়া দেন। এমন কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে তিনি তাহাদের মনে এক নূতন প্রবৃত্তি দিয়া সেই শিশুকে সুখাদির হেতু করিয়া দেন, অর্থাৎ পিতামাতার অন্তঃকরণে এক বিশেষ প্রেম রোপণ করেন। শিশুদের প্রতি পিতামাতার যে মায়া, তদপেক্ষা আর কিছু আনন্দজনক বিষয় নাই; আর যদবধি সন্তান না হয় তদবধি ঐ প্রেম জন্মে না।

পুত্রের প্রতি যাদৃশ পিতার স্নেহ, আপন ভয়কারিদের প্রতি পরমেশ্বরেরও তাদৃশ স্নেহ। দায়ূদ ১০৩ গীত ১৩ পদ।

স্ত্রীলোক আপন গর্ব্ভজাত বালককে স্নেহ না করিয়া আপন স্তন্যপায়ি বালককে কি বিস্মৃত হইতে পারে? যিশয়িয় ৪৯ অধ্যায় ১৫ পদ।

যাহার পুত্র জীবৎ ছিল, সে স্ত্রী আপন পুত্রের নিমিত্তে মর্ম্মব্যথা পাওয়াতে রাজাকে নিবেদন করিল, হে আমার প্রভো, বিনতি করি জীবৎ বালক উহাকে দেও, বালককে বধ করিও না। ১ রাজাবলি ৩ অ ২৬ প।

ঈশ্বর যে প্রেম রোপণ করিয়াছেন তাহার এক বিশেষ কারণ আছে। এই স্বাভাবিক মায়া ব্যতিরেকে ঈশ্বর আপন শাস্ত্রদ্বারা মাতাপিতার হস্তে মহাক্ষমতা দিয়াছেন। সীনয় পর্ব্বতের উপর দশ আজ্ঞা দেওন সময়ে তিনি সকল শিশুদিগকে আজ্ঞা দিলেন, যে তোমরা আপনাদের পিতামাতাকে সমাদর কর, এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি তোমরা এমত কর, তবে তোমাদের মঙ্গল হইবে।

তুমি আপন পিতামাতাকে সম্ভ্রম কর, তাহাতে তোমার প্রভু পরমেশ্বর তোমাকে যে দেশ দেন, সেই দেশে তোমার দীর্ঘকাল আয়ু হইবে। যাত্রা ২০ অ ১২।

তোমরা আপন২ পিতামাতাকে ভয় কর। লেব ১৯ অ ৩ পদ।

যে কেহ আপন পিতামাতাকে অবজ্ঞা করে, সে শাপগ্রস্ত। দ্বি ২৭ অ ১৬।

তিনি এই উক্ত আজ্ঞা মঙ্গলসমাচারে পুনরায় দৃঢ়রূপে প্রামাণ্য করেন।

যীশু তাহাদিগের সঙ্গে নাসরতে গিয়া তাহাদিগের বশীভূত হইয়া থাকিলেন। লূক ২ অ ৫১ পদ।

হে বালকগণ, পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে তোমরা পিতামাতার আজ্ঞাবহ হও, কেননা ইহা উপযুক্ত। "আপন পিতামাতাকে সম্ভ্রম কর, তাহা করিলে কল্যাণ হওয়াতে দেশে তোমার দীর্ঘকাল আয়ু হইবে," প্রতিজ্ঞাযুক্ত প্রথমাজ্ঞা এই। ইফিষীয় ৬ অ ১-৩।

এই সকল বচনহইতে তোমরা দেখিতে পাইতেছ, যে ঈশ্বর পিতামাতার হস্তে শিশুদের উপর মহাক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। তোমরা কি বোধ কর, ঈশ্বর এই ক্ষমতা তাহাদিগকে কি অকারণে দিয়াছেন? যে প্রকার ঐ ক্ষমতা ব্যবহার করে তদনুসারে হিসাব লইবেন, ইহা কি বোধ কর না? হাঁ অবশ্য লইবেন; এবং তাহা যদি অবহেলা করা যায়, কিম্বা আপনাদের নিজ সন্তোষার্থে নিযুক্ত করা যায়, ও যে অভিপ্রায়ে দেওয়া গিয়াছে, তাহা যদি সাধন না হয়, তবে সেই বিচারের দিবস মহাভয়ানক দিবস হইবে।

এই স্নেহ ও ক্ষমতা কোন্ অভিপ্রায়ে দেওয়া গিয়াছে? সেই অভিপ্রায় বুঝিবার জন্যে আমরা পাপেতে জন্মিয়া ক্রোধের পাত্র হইয়াছি এই যে মহা সত্য কথা তোমরা পুনঃ২ স্বীকার করিয়া থাক, তাহা স্মরণে রাখা উচিত।

দেখ, পাপেতে আমার উৎপত্তি হইল, ও অপরাধে আমার মাতা আমাকে গর্ব্ভে ধারণ করিল। দায়ূদ ৫১ গীত ৫ পদ।

এক মনুষ্যদ্বারা পাপ, ও পাপদ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবিষ্ট হইল, আর তদবধি মনুষ্যমাত্রই পাপ করাতে সকলে মৃত্যুর অধীন হইল, কেননা ব্যবস্থা দেওন সময় পর্য্যন্ত জগতে পাপ ছিল; কিন্তু ব্যবস্থা যে স্থানে নাই, সে স্থানে ব্যবস্থার গণনা করা যায় না। তথাপি ভাবি ব্যক্তির প্রতিরূপ যে আদম, তাহার কৃত পাপের সদৃশ পাপ যাহারা করে নাই, তাহারাও আদম অবধি মূসাপর্য্যন্ত মৃত্যুর বশে থাকিল। রোমাণ ৫ অ ১২-১৪ পদ।

আর আকাশমণ্ডলের পরাক্রম প্রাপ্ত রাজা, অর্থাৎ অনাজ্ঞাবহ লোকদের উপরে কর্তৃত্ব করিতেছে যে আত্মা তাহার ইচ্ছানুসারে ও এই জগৎসংসারের রীত্যনুসারে পূর্ব্বে কালক্ষেপ করাতে পাপে ও আজ্ঞালঙ্ঘনে মৃত যে তোমরা, তোমাদিগকে তিনি সজীব করিয়াছেন। ঐ অনাজ্ঞাবহ লোকদের সঙ্গী হইয়া আমরা সকলেও পূর্ব্বকালে ইন্দ্রিয়ের অভিলাষানুসারে আচার ব্যবহার করিয়া শারীরিক ও মানসিক কামনা সিদ্ধ করিয়া স্বভাবতঃ অন্য লোকদের ন্যায় ক্রোধের পাত্র হইয়াছিলাম। ইফিষীয় ২ অ ১-৩ পদ।

আমাদের যে দশা সেই দশা আমাদের সন্তানদেরও হইয়া থাকে।

অপরিষ্কৃতহইতে পরিষ্কৃতের উৎপত্তি কে করিতে পারে? আয়ূব ১৪ অ ৪ পদ।

বালকের মনে অজ্ঞানতা বদ্ধ থাকে। হিতো ২২ অ ১৫।

শিশুরা শৈশবাবস্থাতে আপনাদের স্বকীয় পথে গমন করিতে চেষ্টা করে। তাহাদের স্বকীয় পথ যদ্যপিও অতি ক্ষুদ্র দেখায় বটে, তথাচ শেষে সর্ব্বনাশে লওয়ায়, যেমন লিপি আছে,

নির্দ্দোষ কেহ নাই, এক ব্যক্তিও নাই, এবং জ্ঞানী ও ঈশ্বরের তত্ত্বচেষ্টাকারী কেহই নাই। সকলে কেবল বিপথগামী ও দুষ্কর্ম্মকারী হয়, সৎকর্ম্ম কেহই করে না, এক জনও না। তাহাদের গলার নলী অনাবৃত কবরস্বরূপ, তাহারা জিহ্বাদ্বারা স্তুতিবাদ করে, ও তাহাদের ওষ্ঠাধরের নিম্নভাগে কালসর্পের ন্যায় বিষ থাকে; তাহাদের মুখ অভিশাপে ও কটুবাক্যে পরিপূর্ণ হয়; তাহাদের চরণ রক্তপাত করিতে বেগে ধাবমান হয়, তাহাদের পথে অমঙ্গল ও বিনাশ থাকে, তাহারা কুশলের পথ জানে না;

এবং পরমেশ্বর বিষয়ক ভয় তাহাদের চক্ষুর অগোচর। রোমীয় ৩ অ ১০-১৮ পদ।

সাংসারিক বিষয়ে যে অনুরাগ, সে ঈশ্বরের প্রতি বিরক্ত হয়, কেননা সে ঈশ্বরের ব্যবস্থার অধীন হয় না, এবং হইতেও পারে না। রোম ৮ অ ৭ পদ।

আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রমণকারী, ও প্রত্যেক জন স্বপথগামী। যিশয়িয় ৫৭ অ ৬ পদ।

বাল্যাবস্থাতে আপন ইচ্ছানুসারে চলিতে শিশুদের যে অভ্যাস, তাহা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ঈশ্বরের প্রতিকূলাচরণে তাহাদিগকে আরো শক্ত করে। আর নিজ ইচ্ছা দমন করিতে ও পিতামাতার বশীভূত হইতে, অভ্যাস করিয়া, যদি তাহারা ঈশ্বরানুগ্রহে তাঁহার অভিমত জ্ঞাত হয়, তবে ঈশ্বরের বশীভূত হইতে প্রস্তুত হয়। শৈশবাবস্থাতে বশীভূত হওনের অভ্যাস জন্মাইতে উপযুক্ত দয়ার সহিত উক্ত মহাক্ষমতা ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে পিতামাতাকে ঐ স্নেহ দত্ত হইয়াছে। এই উভয় গুণের অতি আবশ্যক আছে; কেননা শিশুদের ইচ্ছা দমন করা বড় কঠিন হওয়াতে ক্ষমতা ব্যতিরেকে তাহা সিদ্ধ করিতে কেহ পা বাড়াইতে পারে না, এবং ইহা বহু ক্লেশদায়ক হওয়াতে মায়া ব্যতিরেকে কেহ ক্রমাগত উপযুক্তমতে ব্যবহার করিতে পারে না।

কি প্রকারে এই ক্ষমতা ও স্নেহ খাটাইতে হয়, তদ্বিষয়ের উপদেশ ধর্ম্মগ্রন্থের নানা স্থানে লিখিত আছে; উদাহরণার্থে হিতোপদেশ গ্রন্থের ১৯ অধ্যায়ের ১৮ পদ পাঠ কর, যথা,

আশা থাকিলে পুত্রের প্রতি শাসন কর।

এই বচনের দুই ভাব উক্ত হইয়াছে, প্রথমতঃ পিতামাতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, দ্বিতীয়তঃ কোন্ সময়ে শাসন করিতে হয়।

শিশুদিগকে শাসন করাই পিতামাতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহা এই বচনের প্রথম ভাগে লিখিত আছে। এই কথার এমন অর্থ নয়, যে তাহারা আপনাদের সন্তানদিগকে সর্ব্বদা প্রহার করিবে, কিন্তু তাহার অর্থ এই যে বালকেরা পিতামাতার আজ্ঞার বিরুদ্ধে গমন করিলে তাহাদিগকে অবশ্য দমন ও নিবারণ করিয়া বশীভূত করিতে হইবে; তাহা হইলে স্বেচ্ছাতে স্বয়ং পথে গমন

করাই ক্লেশজনক কর্ম্ম নিশ্চয় বোধ করিবে, ও প্রতিকূলাচরণাপেক্ষা ক্রমেতে আজ্ঞাবহ হওয়া তাহাদের আরো মঙ্গলজনক হইবে।

বালকের মনে অজ্ঞানতা বদ্ধ থাকে, কিন্তু শাসনদণ্ডদ্বারা তাহা তাহাহইতে দূরে যায়। হিতোপ ২২ অ ১৫।

বালককে শাসন করিতে নিবৃত্ত হইও না, তুমি দণ্ডদ্বারা প্রহার করিলেও সে মরিবে না। তুমি দণ্ডদ্বারা তাহাকে প্রহার কর, তাহাতে তুমি তাহার প্রাণকে নরকহইতে রক্ষা করিবা। হিতোপদেশ ২৩ অ ১৩, ১৪।

বিপথগামির প্রতি দুঃখদায়ক শাস্তি হইবে, এবং যে জন অনুযোগ ঘৃণা করে, সে মরিবে। হিতো ১৫ অ ১০।

বশতাপন্ন করিবার নিমিত্তে শাসন আবশ্যক বটে, কিন্তু সেই শাসন বারং২ করা, বা অধিক রূপে করা, কিম্বা ক্ষুদ্র বিষয়ে করা উচিত নয়; ফলতঃ ক্রোধপূর্ব্বক প্রহার করা উচিত নয়।

হে পিতা সকল, তোমরা আপনং২ সন্তানদিগকে ক্রুদ্ধ করিও না। ইফিষীয় ৬ অ ৪ পদ।

হে পিতৃগণ, তোমরা আপনং বালকদিগের ক্রোধ জন্মাইও না, পাছে তাহাদের মনোভঙ্গ হয়। কলসীয় ৩ অ ২১ পদ।

ছেল্যাকে স্বেচ্ছামতে যাইতে অনুমতি দিয়া প্রহার বা শাসন করিলে, কিম্বা এক সময়ে শাসন করিয়া অন্য সময়ে শাস্তি না দিলে কোন ফলদায়ক হয় না। কোনং২ পিতা মাতা ছেল্যাদিগকে আরো উত্তম করিবার নিমিত্তে শাসন করে না, কেবল বালক দোষ করিয়াছে, সেই দোষের শোধ লইব বলিয়া এই প্রকার শাসন করিয়া থাকে, তাহাতে ছেল্যারা স্বকীয় পথে ক্রমাগত গমন করিতে থাকে, এবং পিতামাতারাও প্রহার করিতে নিবৃত্ত হয় না, ইহাতে শাসনের প্রধান অভিপ্রায় অর্থাৎ ঈশ্বরের অভিমত সিদ্ধ হয় না। ঈশ্বর আপন পরিবর্ত্তে পিতামাতার হস্তে ছেল্যাদিগকে গচ্ছিত করিয়া দিয়াছেন, স্বর্গীয় পিতা যেমন সকলের প্রতি, তেমন পিতামাতারা কোন বিষয়ে আপনাদের সন্তানদের প্রতি হয়েন; এবং পিতামাতারা কি প্রকার শাসন করিবে, ইহার দৃষ্টান্তস্থল হইয়া পরমেশ্বর যে অভিপ্রায়ে ও যে ধারাতে নিজ পুত্রদিগকে শাস্তি দিয়া থাকেন তদনুসারে করিতে শিক্ষা দেন, যেমন শাস্ত্রে লেখে, যথা,

পরমেশ্বর যাহাকে প্রেম করেন তাহাকেই শাস্তি প্রদান করেন,

এবং যে প্রত্যেক পুত্রকে গ্রাহ্য করেন, তাহাকেই প্রহার করেন। ইব্রীয় ১২ অ ৬ পদ।

যত লোক আমার প্রেমের পাত্র, সকলকে আমি অনুযোগ ও শাস্তি করিয়া থাকি। প্রকাশিত ৩ অ ১৯ পদ।

কেননা পিতা আপন প্রিয় পুত্রকে যেরূপ করে, তদ্রূপ পরমেশ্বর যাহাকে প্রেম করেন, তাহাকে শাস্তি প্রদান করেন। হিতোপদেশ ৩ অ ১২।

হে পরমেশ্বর, তোমার রাজনীতি ধর্ম্মময়, এবং তুমি বিশ্বস্ততাতে আমাকে ক্লেশ দিয়াছ, ইহা আমি জানি। ১১৯ গীত, ৭৫ পদ।

এই মূলবচনের দ্বিতীয়ভাগে দৃষ্ট হইতেছে, যে কোন্ সময়ে পিতামাতার শিশুদিগকে শাসন করা কর্ত্তব্য? না, "আশা থাকিতে ২।"

যেমন স্রোতের মুহুরির কপাট খুলিয়া দিলে ক্ষেত্রময় জল ছাপিয়া গেলে, সেই জল সংগ্রহ করণের কোন আশা থাকে না, কিম্বা বৃক্ষ শক্ত হইয়া গেলে পর যেমন পুনঃ নোয়াইবার কোন আশা থাকে না, তদ্রূপ শিশুকালে ছেল্যাদিগকে দমন না করিলে আর কখন হইবে না, কেননা তাহারা যদি একবার পিতামাতার উপর কর্তৃত্ব করিতে স্বকীয় ইচ্ছায় নাই পায়, তবে পশ্চাৎ বশতাপন্ন করিবার আশা আর থাকে না। পিতামাতার কর্ত্তব্য যে শিশুকালে অর্থাৎ বাক্য স্ফূর্ত্তি হওনের পূর্ব্বেই ছেল্যোদিগকে দমন পূর্ব্বক শাস্তি দিতে আরম্ভ করে, এই মত করিলে পিতামাতা ও ছেল্যা উভয়েরি ক্লেশ কম হইবে।

বালকের গন্তব্য পথে তাহাকে শিক্ষা দেও, তাহাতে সে প্রাচীন হইলে তাহাহইতে বিমুখ হইবে না। হিতোপদেশ ২২ অ, ৬ পদ।

তুমি প্রাতঃকালে বীজ বপন কর, এবং সায়ংকালেও হস্ত নিবৃত্ত করিও না, কেননা ইহা সফল হইবে, কি উহা সফল হইবে, কিম্বা উভয় সমান উত্তম হইবে, তাহা তুমি জান না। উপদেশক ১১ অ, ১, ৬ পদ।

আশা থাকিবার সময়ে এই কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি করাতে যে মন্দ ফল হয় তাহা ধর্ম্মগ্রন্থের পশ্চাল্লিখিত শ্লোকে লিখিত হইয়াছে।

দণ্ড ও অনুযোগ জ্ঞান জন্মায়; কিন্তু অশাসিত সন্তান আপন মাতার লজ্জাজনক হয়। হিতো ২৯ অ, ১৫।

মূর্খ পুত্র আপন পিতার মনস্তাপ ও জননীর দুঃখজনক হয়। হিতো ১৭ অ, ২৫।

সে দিনে আমি এলির পরিবারের বিষয়ে যেরূপ কহিয়াছি, সে সমস্ত

প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিব। তাহার পুত্রগণ আপনাদিগকে ভ্রষ্ট করিল, তাহা জ্ঞাত হইলেও সে তাহাদিগকে নিষেধ করিল না, এই জন্যে আমি তাহার বংশকে সদা দণ্ড দিব, এই কথা তাহাকে কহিলাম। ১ শিমুয়েল ৩ অ, ১২,১৩।

এই দেশের মধ্যে এই ভারি কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবহেলা করা প্রযুক্ত যে২ ফল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। কেবল যাহারা আপনাদের মধ্যে বাসকারি লোকদের প্রতি কিঞ্চিৎ তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকে, তাহারাই স্পষ্টরূপে দেখিতে পায়। পিতামাতার অনাজ্ঞাবহ হওয়াই দুরবস্থার প্রত্যক্ষ লক্ষণ। (২ তিমথি ৩ অধ্য ২ পদ) পরমেশ্বর যে ক্ষমতা ও স্নেহ পিতামাতার অন্তঃকরণে রোপণ করিয়াছেন, তাহা যদি উপযুক্ত মত ব্যবহার করিত, অর্থাৎ আশা থাকিলে পুত্র-দিগকে শাসন করিত, তবে এমত দশা হইতে পারিত না। দেখ নয় বা দশ বৎসরের বালক ও বালিকা মাতাপিতাকে না মানি-য়া নির্ভয় ও সাহসিক হইয়া নানা প্রকার মন্দ কর্ম্ম করে, ও প্রকাশমতে শাবত্ লঙ্ঘন করে। অনেক২ বালক ও বালিকারা আপন২ মাতার উপরে হাত উঠায় এবং বৃদ্ধ পিতাকে লাঠি দিয়া প্রহার করে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে কোন২ শিক্ষিত ছেল্যারাও এমত কুব্যাপার করিয়া থাকে। অনেক২ যুবতি বালিকা গ্রীজা ঘরে আসিয়া যখন দেখে যে উপদেশকের চক্ষু আমাদের উপরে নাই, তখন হাস্য ও চুপে২ পরস্পর কথাবার্ত্তা করে, উপদেশের প্রতি মনোযোগ করে না ; আর বাহিরে আসিয়া কখন২ মন্দগীত ও খেচড়া কথা কহিয়া থাকে। এই সকলই কেবল দুঃখের মূল ও আরম্ভস্বরূপ জানিবা। ঈশ্বর পিতামাতার অন্তঃকরণে চৈতন্য জন্মাউন, যেন আর অধিক দুঃখ তাহাদের পশ্চাদ্গামী না হয়।

পিতামাতারা কেমন করিয়া আপনাদের মাযাতে এত অন্ধ ও এত অজ্ঞান ও এত নির্দ্দয় হইতে পারে? ইহার জন্যে কেমন ভয়ানক রূপে এক দিন তাহাদিগকে উত্তর দিতে হইবে। ঈশ্বরের দান যে স্নেহ, সেই স্নেহহইতে কি প্রকারে নির্দ্দয়তা উৎপন্ন হইতে পারে? যে ক্ষমতার জন্যে উত্তর দিতে হইবে, এমত ক্ষম-তাহইতে কি প্রকারে দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইতে পারে?

পিতামাতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণের উপকারার্থে এই কালে নানা উপায় স্থাপিত হইয়াছে, এতৎ প্রযুক্ত কোন ওজর করিবার পথ নাই। শিশু ছেল্যাদের স্কুল ও সাধারণ স্কুল ও রবিবারে যাহাতে ধর্ম্মশিক্ষা পায় এমত স্কুল সকল আছে। কোনং পিতামাতারা এই উপকার অবহেলা করিয়া, ও কেহ২ মিথ্যা ওজর রাখিয়া, কেহ বা কোন ওজর না করিয়া স্কুলে শিশুদিগকে পাঠাইয়া দেয় না। কেহ২ বুঝে এই সকল স্কুলেতে ছেল্যেরা শীঘ্র করিয়া শিখিতে পারে না। যেমন তোতা পক্ষিকে কথা কহান যাইতে পারে, তেমন শিশুদিগকে শব্দ পড়ান সহজ বিষয় বটে, কিন্তু তাহারা যাহা পড়ে, তাহা যদি বুঝিতে না পারে, তবে সে পাঠ করণে কোন ফল নাই। ছেল্যেদিগকে ঈশ্বরের অভিপ্রায় জ্ঞাত করাইতে, ও তাহাদিগকে আজ্ঞাবহতা শিখাইতে, ও খ্রীষ্টের নিকটে আনয়ন করাইতে, এই সকল অভিপ্রায়ে স্কুল স্থাপন হইয়াছে; এই জন্যে প্রথমে বিবেচনা করিতে তাহাদিগকে শিখাইতে হয়, তাহা শিখান বড় দুস্কর বিষয়; তাহার পর বিবেচনা হইলেই পাঠ করণ উৎপন্ন হয়, এবং যাহা শিখে তাহা মনে রাখে। কত২ বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের মনে পড়িতে পারে যে তাহারা শৈশবাবস্থাতে বর্ণমালা পুস্তক বড় শীঘ্র শিখিযাছিল, কিন্তু এখন সে সকল ভুলিয়া গিয়াছে, কারণ তাহারা যাহা পড়িয়াছিল তাহা বুঝে নাই।

বালকেরা ঈশ্বরের জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে যেন তাঁহার ব্যবস্থানুসারে বশীভূত হইতে প্রবৃত্ত হয়, ইহার নিমিত্তে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা দেওয়াই প্রধান বিষয়। আর স্কুলেতে ছেল্যেদিগকে যত্ন পূর্ব্বক যে সকল শিক্ষা দেওয়া যায়, সে সকল পিতামাতার ভ্রমেতে ও তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবহেলাতে কেমন দারুণরূপে নষ্ট ও হানি হয়। ধর্ম্মগ্রন্থানুসারে শিশুকালে শাসন করিয়া যথার্থ পথে লওয়াইবার অর্থাৎ আশা করিবার এই উপযুক্ত কাল বটে। স্কুলেতে দোষশোধনজন্য যে কিঞ্চিৎ কোমল শাসন ও আবশ্যক উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা কতবার অবিবেচক পিতামাতা নির্ম্মূল করে, অর্থাৎ শাস্তিপ্রাপ্ত ছেল্যেকে ঘরে মায়া ও সাহস দেয়, তাহার মিথ্যা ও অজ্ঞান কথা শুনে ও ঘরে এক দুই দিবস

রাখে; এই মতে হিতজনক আবশ্যকীয় দোষশোধন পিতামাতাদ্বারা তাহার মন্দেতে পতিত হইবার ফান্দস্বরূপ হয়। এই বড় চমৎকার বিষয় যে ছেল্যেরা পিতামাতার উপরে এমন ধূর্ত্ততা ও চতুরতা চালায়। স্কুলে দোষ শোধনার্থে যখন বালককে শাসন করা যায়, তখন বশীভূত হইয়া চুপ করিয়া থাকে। কিন্তু অবিবেচিত রাগি পিতামাতার আগমনে ঐ ছেল্যা বিনাকারণে চেঁচাইয়া কান্দিয়া উঠে, কারণ এই মনে করে যে মাতা আসিয়া আমার হইয়া লাগিবে। যে শাস্তিদ্বারা তাহার সন্তানের সর্ব্বনাশহইতে রক্ষা হইতে পারিত, সেই শাস্তির উত্তম ফল আপনাদের কুব্যবহারদ্বারা বিফল করিয়াছে, ও পিতামাতা সম্বন্ধীয় ক্ষমতাদ্বারা আপনার সন্তানদিগকে আশীর্ব্বাদ করণের যে চেষ্টা, তাহা অবিহিত স্নেহদ্বারা নিরর্থক করিয়াছে, ইহা যখন পিতামাতা দেখিবে তখন কি বোধ করিবে?

তদ্ভিন্ন ছেল্যেদিগকে স্কুলেতে অতি যত্নপূর্ব্বক গন্তব্য পথের যে নীতিশিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা আরো এক মতে গৃহেতে পিতামাতারা নষ্ট করে। দিব্য করা যে অতি মন্দ, শিশুগণ স্কুলেতে এমত শিক্ষা পায়, ও তাহা করিলে শাস্তি দেওয়া যায়, এবং তাহারা আপনাদের পিতামাতাকে সমাদর করিতেও শিক্ষা পাইয়া থাকে। কিন্তু এই শিশুগণ যখন ঘরে আইসে, তখন যে পিতামাতাকে সমাদর করা উচিত এমত শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাদিগকেই ঈশ্বরের নিকটে ঘৃনিত যে পাপ তাহাই করিতে কতবার দেখে ও শুনে। স্কুলেতে দিব্যকারি শিশুর দোষশোধন করা গেলে যদি ঘরেতে গিয়া পিতাকে কিম্বা মাতাকে তাহা করিতে শুনে, তবে সেই দোষশোধনে কি উত্তম ফল উৎপন্ন হইতে পারে? সেই প্রকার প্রবঞ্চনা ও আর অন্য নানা মন্দের বিষয় কহা যাইতে পারে, ঘরের কুদৃষ্টান্তেতে স্কুলের সমূহ শিক্ষা প্রায় নিষ্ফল হয়। আপনাদের শিশুদের কুদৃষ্টান্ত স্থলস্বরূপ হওন জন্য পিতামাতাদিগকে কেমন ভয়ানক রূপে ঈশ্বরের কাছে হিসাব দিতে হইবে। এই বড় ঘৃণার্হ বিষয় যে শিশুরা বাল্যাবস্থাতে সামান্য কথার ন্যায় অগাধ২ দিব্য করিয়া থাকে। কিন্তু এই অসদ্গুণ কোন২ বিষয়ে পিতামাতাহইতে উৎপন্ন হয়।

যাহারা দিব্য নিজে করে না বটে, কিন্তু আপন ২ ছেল্যাদিগকে রাস্তার এদিগ ওদিগ বেড়াইতে ও অন্য ২ বালকেরা ও লোকেরা যে অপভাষা গুলা বলিয়া থাকে তাহা শুনিতে ছাড়িয়া দেয় ; এমত অসাবধানতার জন্যে তাহাদিগকে অবশ্য নিকাশ দিতে হইবে। ছেল্যেদিগের দ্বিতীয় মৃত্যু পর্য্যন্ত নষ্টকারি রোগের সঞ্চার অনুসন্ধান করিতে দেয় যে পিতৃমাতৃসম্বন্ধীয় স্নেহ, ও প্রিয় বস্তু নষ্টকারি বিষ বিস্তারকারি পিতামাতার নিজ জিহ্বা দমন করিতে পারে না যে ক্ষমতা, এই উভয় ক্ষমতা ও স্নেহের বিষযে কি বলা যাইতে পারে?

পিতামাতার মধ্যে পরস্পর বিরোধ ও বিচ্ছেদ হইলে ছেল্যেদের প্রতি এই একটি মন্দের উৎপত্তি স্থানস্বরূপ হয। ছেল্যেরা তাহাদিগকে ঝকড়া করিতে দেখিলে সম্মান করিতে পারে না ; এবং পিতা যে সময়ে সন্তানের দোষজন্য প্রহার করে, সেই সময়ে মাতা ছেল্যাকে আদর বা সোহাগ করিলে সে নিজ পথে গমন করিয়া পুনর্ব্বার সেই দোষ করে। এই বিষযের জন্যে অনেক ২ শিশুর আত্মা পিতামাতার প্রতিকূলে বিচারদিনে সাক্ষিস্বরূপ হইয়া উঠিবে। সকল বিচ্ছেদের ক্ষমতা পরমেশ্বর পতিকে দিয়াছেন, এবং সেই ক্ষমতার বিরুদ্ধে স্ত্রী উঠিলে ছেল্যেকে দেখিতে দেওয়া উচিত নয়। সকল প্রকার অমিলন তাহাদের নিকটে প্রকাশ না করিয়া গোপনে স্থির করিবে ; ছেল্যার সপক্ষ হইয়া পিতার ক্ষমতার বিরুদ্ধে মাতার কলহ করার বিষয় হিতোপদেশের ১৯ অধ্যাযের ১৩ পদে লেখা আছে, যথা,

মূর্খ পুত্র পিতার দুঃখদাযক, এবং স্ত্রীদের কলহ নিত্য ফোটা ২ জল পতনের সদৃশ।

হে স্ত্রীগণ, তোমাদের কাহারও স্বামী যদি ঈশ্বরের বাক্যেতে অবিশ্বাসী হয়, তবে তোমাদের সভয় পবিত্র আচরণ দেখিয়া বাক্য ব্যতিরেকে স্ত্রীগণের আচরণদ্বারা ধর্ম্মের প্রতি যেন অনুরক্ত হয়, এই জন্যে তোমরাও আপন ২ স্বামির বশীভূত হও। ১ পিতর ৩ অধ্য ১,২ পদ।

হে নারী সকল, তোমরা যেমন প্রভুর বশীভূতা, তেমনি নিজ ২ স্বামির বশতাপন্ন হও, কেননা মণ্ডলীরূপ শরীর সম্বন্ধে খ্রীষ্ট যেমন মস্তকস্বরূপ হইয়া শরীরের কর্ত্তা হইয়াছেন, তাদৃশ স্বামীও স্ত্রীর মস্তকস্বরূপ। অতএব মণ্ডলী যেমন খ্রীষ্টের বশীভূত, তেমনি নারীগণও তাবৎ বিষয়ে আপন ২ স্বামির বশীভূত হউক। ইফিষীয ৫ অধ্য ২২-২৪।

হে স্ত্রীগণ, তোমরা প্রভুর নিমিত্তে স্বামির বশতাপন্ন হও। কলস ৩ অ ১৮ পদ।

ছেল্যারা স্কুলে প্রত্যহ ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করণের আবশ্যকতা জ্ঞাত হইয়া প্রার্থনাদ্বারা দিনের আরম্ভ ও শেষ করে। প্রার্থনা ব্যতিরেকে কোন আশীর্ব্বাদ হইতে পারে না, ইহাও শিক্ষা পায়। যদি পিতামাতা সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালীন প্রার্থনা করণের সময়ে ছেল্যাদিগকে না ডাকে, ও বাইবেল শাস্ত্র পাঠ করিতে না দেখে, তবে বাইবেল শাস্ত্র ও প্রার্থনা অবহেলা করিয়া ছেল্যেরা বড় হইলে, পিতামাতা ইহার জন্যে কি উত্তর দিবে? এই বিষয়ে অনেক২ পিতামাতার বাহুল্য দোষ আছে। ঈশ্বর শীঘ্র করিয়া এই সকল সুধারা মত করুন।

যে পিতামাতারা আপনাদের ব্যবহারে মন্দ বীজ বুনিয়া মন্দ ফসল কাটিবার, ও একগুঁইয়া অবাধ্য ছেল্যেদের ভবিষ্যৎ দুশ্চরিত্র ও অপমান দেখিবার নিমিত্তে বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারা ঐ মত দেখিয়া আপনাদের অন্তরস্থ প্রেমকেই দুঃখ ও ব্যথার মূলস্বরূপ জ্ঞান করিবে। কিন্তু এই যন্ত্রণা বড় হইলেও খ্রীষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনার ছেল্যেদের উপর শাপবাক্য শুনিলে, এই দুঃখ অতি লঘু বোধ হইবে; ও তাহারা বিবেচনা করিবে, যে আশা থাকিতে শাসন করিবার সময় থাকিলেও আমরা করি নাই; সেই দিনে আর কোন আশা প্রত্যাশা থাকিবে না। ঈশ্বরের আজ্ঞা এই, যেমন পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে সন্তানকে শাসন করিতে নিবৃত্ত হইও না, তাহা করিলে প্রতিজ্ঞা আছে যে তুমি তাহার আত্মাকে নরকহইতে রক্ষা করিবা। এমত অভিশাপাদি দর্শন করিয়া পিতামাতার অন্তঃকরণে যে দুঃখ বিম্বিতে থাকিবে, তদপেক্ষা নরক কি আরো কিছু ব্যথা বৃদ্ধি করিতে পারিবে? হাঁ পারিবে। তখন নরক এই যন্ত্রণাদায়ক বাক্য উক্ত করিবে, যে খ্রীষ্ট তোমাদের শিশুদের ত্রাণের জন্যে মরিলেন বটে, কিন্তু তোমরা তাহাদের ত্রাণে বাধা দিয়াছিলা। সময় থাকিতে২ খ্রীষ্ট তোমাদের নিকটে সাবধানার্থে এই চেতনাজনক বাক্য পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তোমরা সাবধান হইলা না। হায়২ এই দুঃখ ভারিরূপে তোমাদের

উপরে যেন না আইসে, এই জন্যে যাবৎ অদ্যকার দিন থাকে, তাবৎ আপন ছেল্যাদিগকে উপযুক্তমতে প্রেম অর্থাৎ আশা থাকিতেং তাহাদিগকে শাসন কর।

ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

২২০। ঈশ্বরসেবক হওয়া, ইহার ভাব কি?

ঈশ্বর আমাদের নিকটে যেরূপ সেবা চাহেন, তদ্রূপ তাঁহার সেবা যে করে তাহাকে ঈশ্বরসেবক বলা যায়।

২২১। ঈশ্বরসেবক লোক কিরূপে ঈশ্বরের সেবা করে?

সে প্রথমে ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহার বশীভূত হয়, অর্থাৎ তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে, এবং ঈশ্বর যাহা নিরূপণ করেন তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে চেষ্টা করে।

২২২। ঈশ্বরসেবক লোক কি ঈশ্বরের সমাদর করিবে না?

হাঁ, অবশ্য ঈশ্বরের সমাদর করিবে, কারণ ঈশ্বর সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশক্তিমান ও সম্পূর্ণরূপে পবিত্র, কিন্তু আমি অতি দুর্ব্বল ও পাপদ্বারা ঘৃণার্হ এবং নিতান্ত ঈশ্বরের হস্তগত, ইহা সর্ব্বদা মনে করিবে।

২২৩। ঈশ্বরসেবক লোক কি ঈশ্বরহইতে কেবল ভীত হইয়া থাকিবে?

না, ঈশ্বরসেবক লোক সমাদরপূর্ব্বক সর্ব্ববিষয়ে ঈশ্বরের উপরে ভরসা রাখিবে, ও তাঁহার প্রতিজ্ঞাবাক্য ধ্যান করিয়া আপনার মনকে সুস্থির করিবে, ও প্রার্থনাদ্বারা আপন সমস্ত চিন্তার ভার ঈশ্বরের উপরে দিবে।

২২৪। যে ঈশ্বরীয় প্রতিজ্ঞার বাক্য কহিলা, তাহা কি প্রকার?

ধর্ম্মপুস্তকে ঈশ্বরের অনেক প্রতিজ্ঞার কথা লেখা আছে, তাহার মধ্যে কোনং কথা স্বর্গীয় সুখ বিষয়ক, এবং কোনং কথা ইহকাল বিষয়ক।

২২৫। ইহকালের বিষয়ে ঈশ্বর খ্রীষ্টাশ্রিত লোকের নিকটে যাহাং অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোন বাক্য কি বলিতে পার?

হাঁ, পারি। ঈশ্বর বলিয়াছেন, আমি তোমাকে কদাচ ছাড়িব না, ও তোমাকে কদাচ ত্যাগ করিব না।

২২৬। ঐ রূপ আর কোন বাক্য জান?

হাঁ, জানি। লেখা আছে, পূর্ব্বনিরূপণানুসারে আহূত হইয়া যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, তাবৎ ঘটনা মিলিয়া তাহাদের মঙ্গল জন্মায়, ইহা আমরা জানি।

২২৭। খ্রীষ্টাশ্রিত লোক কি ঈশ্বরকে প্রেম করে?

খ্রীষ্টাশ্রিত লোক ঈশ্বরকে অবশ্য প্রেম করিবে, কারণ তিনি আমার মঙ্গলদাতা, এবং আমার পাপের দণ্ড আমাকে না দিয়া তিনি আপন প্রিয় পুত্রকে প্রদান করিয়া আমার পরিত্রাণ করিযাছেন, ইহা সর্ব্বদা তাহার মনে থাকিবে।

২২৮। খ্রীষ্টাশ্রিত লোক কি ঈশ্বরের ভজনা করিবে?

অবশ্য করিবে, অর্থাৎ প্রার্থনার সময়ে এবং প্রভুর দিনে অন্য বিশ্বাসি লোকদের সঙ্গে ঈশ্বরের ভজনা করিবে।

২২৯। ঈশ্বরের ভজনা কাহাকে বল?

বাক্যদ্বারা ঈশ্বরের গুণানুবাদ করা, এবং নম্রভাবে তাঁহার অধীনতা স্বীকার ও তাঁহার অনুগ্রহ যাক্ঞা করা, ইহাই ঈশ্বরের ভজনা।

২৩০। সেই ভজনার বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকে কি লেখা আছে?

ইহা লেখা আছে যে ঈশ্বরের ভজনা করিতে গেলে আত্মা দিয়া সত্যরূপে ভজনা করিতে হয়।

২৩১। এই নানা প্রকারে ঈশ্বরের যে সেবা করিতে হয়, তাহা কেবল গুপ্তরূপে করিলে কি হয় না?

না। প্রকাশরূপে ঈশ্বরের নাম স্বীকার করা খ্রীষ্টাশ্রিত লোকের কর্ত্তব্য, তাহা না করিলে সে ঈশ্বরের নিকটে অগ্রাহ্য হইবে।

২৩২। প্রকাশরূপে ঈশ্বরের নাম স্বীকার করা, ইহার ভাব কি?

আমি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশ্রিত লোক এবং ঈশ্বরের সেবক, ইহা বাক্যদ্বারা ও সদাচরণদ্বারা ও ঈশ্বরের শিক্ষিত ক্রিয়াদ্বারা প্রকাশ করিতে যে ব্যক্তি মনুষ্যদের ভয়ে লজ্জিত না হয়, সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের নাম স্বীকার করে।

২৩৩। ঈশ্বরের সেবা করিতে গেলে কি কেবল পিতা ঈশ্বরের সেবা করিতে হয়?

না, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এবং পবিত্র আত্মার সেবাও করিতে হয়।

২৩৪। পবিত্র আত্মার যে সেবা তদ্বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকে কি লেখা আছে?

ঈশ্বরের যে পবিত্র আত্মাদ্বারা তোমরা মুক্তির দিন পর্য্যন্ত চিহ্নিত হইয়াছ তাঁহার অসন্তোষ জন্মাইও না।

২৩৫। পবিত্র আত্মা কিসেতে অসন্তুষ্ট হন?

তাঁহার শিক্ষা অবহেলা করিলে অর্থাৎ না মানিলে পবিত্র আত্মা অসন্তুষ্ট হন।

২৩৬। পবিত্র আত্মার শিক্ষা কি?

তাঁহার দত্ত ধর্ম্মপুস্তকের বাক্যদ্বারা পবিত্র আত্মা পাপ ও ধর্ম্ম বিষয়ে মনকে যে চেতনা দেন, তাহাই তাঁহার শিক্ষা।

২৩৭। তিনি পাপের বিষয়ে কি রূপ চেতনা জন্মান?

তিনি পাপের বিষয়ে লজ্জা ও ভয় জন্মান।

২৩৮। ধর্ম্মের বিষয়ে তিনি কি রূপ চেতনা জন্মান?

তিনি ধর্ম্মের বিষয়ে আশ্বাস ও রুচি দেন।

লাপলণ্ড দেশের কথা।

ইহার প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে স্কট নামক এক জন ধর্ম্মপ্রচারক ইংলণ্ড দেশহইতে স্বীদন দেশের স্তখলম নামক প্রধান নগরেতে গিয়া তদবধি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া সেই দেশে ধর্ম্মপুস্তক বিক্রয় ও বিতরণ এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেন। শেষে তাঁহার যত্নদ্বারা তথায় এক মিশনরি সোসাইটি সংস্থাপন হইল, তদংশি লোকেরা লাপলণ্ড নামক প্রদেশে সুসমাচার প্রচার করিতে অতি ইচ্ছুক হইল। সেই লাপলণ্ড প্রদেশ স্বীদন ও নরবে রাজ্যের উত্তর অঞ্চল, এবং তন্নিবাসি লোক অতি অসভ্য। যেমন এই ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে পর্ব্বতীয় লোক বাস করে, তদ্রূপ স্বীদন রাজ্যের ঐ প্রদেশে সেই লাপলণ্ডীয় লোকেরা বাস করে, ভাষা ও শরীরের আকার ইত্যাদি সকল বিষয়ে তাহাদিগেতে এবং রাজ্যের অন্য সকল লোকদিগেতে অনেক বিশেষ আছে। সেই লাপলণ্ডীয় লোকেরা দীর্ঘকালাবধি

নামধারি খ্রীষ্টীয়ান, কিন্তু গুপ্তরূপে অদ্য পর্য্যন্ত দেবপূজাতে আসক্ত আছে, এবং তাহাদের মধ্যে যে কএক জন ধর্ম্মপ্রচারক স্থাপিত আছে, তাহারা বেতনজীবিমাত্র, এবং লাপলণ্ডীয় ভাষাতে শিক্ষা না দিয়া কেবল আপনাদের স্বীদিষ ভাষাতে শিক্ষা দিয়া থাকে। দুই শত বৎসর হইল সেই লাপলণ্ডীয় লোকদের নিজ ভাষাতে তাহাদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিতে বান্ ওএস্তন নামক এক ধর্ম্মপ্রচারক অনেক যত্ন করিয়াছিলেন. কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে সেই লোকেরা আর বার দেবপূজাতে মগ্ন হইল। নিম্ন লিখিত যে বিবরণ তাহা এই বর্ত্তমানকালীয় নূতন যত্ন প্রকাশ বিষয়ক জানিবা। তাহা পূর্ব্বোক্ত স্কট সাহেব লিখিত এক পত্রহইতে ভাষান্তরীকৃত হইল।

লাপলণ্ড দেশে প্রথমে সুসমাচার প্রচারকারি কারল লদবিক টেলস্ত্রেম সাহেব ইং ১৮৩৩ শালের বসন্তকালে স্তখলম্ নগরে আমার নিকটে আসিযাছিলেন। তৎকালে তিনি সামান্য রঙ্গওয়ালা ছিলেন. আর সেই দেশের ব্যবহারানুসারে তিনিও রবিবারে কর্ম্ম করিতে কখনো অস্বীকার করিতেন না। তিনি ইংরাজী ভজনালয়ে সুইদিষ ভাষায় ঈশ্বরারাধনার সময়ে নিজ পাপাবস্থা জ্ঞাত হইয়া, পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তে আমাকে কি করিতে হইবে? এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে আপন খাদ্যের ও বেতনের সপ্তমাংশ ক্ষতি স্বীকার করিয়া বিশ্রামবারে কর্ম্মকরণরূপ যোঁয়ালিহইতে মুক্ত হইলেন। তিনি প্রভু যীশুতে বিশ্বাস করণদ্বারা পিতা ঈশ্বরহইতে শান্তি পাইলে পর ধর্ম্ম-গুণেতে অত্যাশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন, এবং বিবিধ প্রকার সৎ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্প দিন পরে তিনি আমাকে কহিলেন যে লাপ-লণ্ড দেশীয লোকদের পারমার্থিক অন্ধত্ব ও দুরবস্থা যাহাতে যথার্থরূপে বর্ণিত আছে এমন একখান পুস্তক পাঠ করিয়া কোন সুযোগে তাহাদের পারমার্থিক মঙ্গলের নিমিত্তে পরিশ্রম করিতে আমার একান্ত ইচ্ছা হইযাছে, কেননা লাপলণ্ডীয়েরা যে আমার দেশীয় লোক এমত জ্ঞান এক্ষণে আমার মনে বিশেষরূপে উদয হইতেছে। এই স্তখলম নগরে ধর্ম্ম-বিষয়ক চেষ্টাতে আমা অপেক্ষা অধিক নিপুণ অনেক লোক আছে বটে, তথাপি যে স্থানে বিশেষ পরিশ্রমের প্রযোজন এমত দেশে এক জনও শ্রম করে না। এই কথোপকথন হওনের পূর্ব্বে আমার কোন যাচ্ঞা ও আশা ব্যতিরেকে লাপলণ্ডীয় লোকদের পারমার্থিক উপকারার্থে লণ্ডন নি-বাসি কতক খ্রীষ্টীয় লোক আমার নিকটে কতকগুলি টাকা পাঠাইযা দি-য়াছিলেন, অতএব তদ্দেশে পরিশ্রম করণার্থে ঈশ্বর এক্ষণে এই উপযুক্ত ব্যক্তিকেও উপস্থিত করিলেন এমন বোধ হইল। পরে তাঁহাকে পরীক্ষা

করিয়া যে উত্তর পাইলাম তাহাতে আমি আরো সাহসী হইয়া মনে স্থির করিলাম যে আমাদের এই বন্ধুকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করা উপযুক্ত বটে। তাঁ- হাকে যে২ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তাহার চারিটা কথা নিম্নে লিখি।

১। আমি তাহাকে বলিলাম যে যাহাতে অবাধে কথোপকথন করা যায় এমত রূপে লাপলণ্ডীয ভাষা শিক্ষা করা ভার। তিনি কহি- লেন, আমি তদ্বিষয়ে ভাব্য ভাবনা করিযাছি, কিন্তু লাপলণ্ডীয ও লাটিন ভাষায় এক ব্যাকরণ ছাপা হইযাছে ইহা রাজকীয় পুস্তকাগারাধ্যক্ষের প্রমুখাৎ অবগত হইয়া সেই পুস্তক একখানি ক্রয় করণার্থে কএক পুস্তক- বিক্রেতাদের নিকট তত্ত্ব করিলাম, পরে না পাওয়াতে ঐ অধ্যক্ষের নিকটে ফিরিয়া আইলে তিনি আমাকে জানাইলেন যে ঐ পুস্তক সকল বিক্রীত হয় নাই, অবশ্য পাওযা যাইবে। পরে পুস্তকবিক্রয়দোকানের অকর্ম্মণ্য কাগজরাশির মধ্যে অন্বেষণ করিবার অনুমতি পাইয়া তত্ত্ব করিতে২ ঐ ব্যাকরণ ছাপা এক আটি কাগজ ও তৎসহিত লাপলণ্ডীয ভাষার একখানি ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগও পাইলাম। ঐ ভাষা শিখিতে আমি যত্ন করিতেছি, আর তাহা অভ্যাস করিতে২ আমার এমন দৃঢ় ভরসা জন্মিযাছে যে আমি ঐ ভাষা বিলক্ষণরূপে শিখিতে পারিব।

২। আমি কহিলাম, স্তুখলম্ নগরহইতে লাপলণ্ডদেশে শীত অধিক প্র- বল, আর এখানে যেরূপ আশ্রয়স্থান ও শীত নিবারণার্থক বস্ত্রাদি পাওয়া যায়, তদ্রূপ তথায় কোন প্রকারে পাওযা যায না। তাহাতে তিনি বলিলেন যে তদ্বিষয়ে আমি বিবেচনা করিযাছি, তাহা কেবল নয, আমি যেন প্রবল শীত সহিতে পারি, এতদভিপ্রায়ে গত শীতকালে অতি প্রবল শীতের সময়ে অনাবৃত পদে প্রস্তরময সোপানেতে নীচে উপরে পুনঃ২ গতায়াত, ও আমার বাসস্থানের নিকটস্থ উঠানে বারম্বার পদচারি করিলাম তাহাতে আমার কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষতি না হইবাতে আমার নিশ্চয় বোধ হই- তেছে যে আমি ঐ বিষয়ে লাপলণ্ড দেশের যোগ্য হইযাছি।

৩। আমি বলিলাম, তথায ময়দা বা তরকারি প্রভৃতি খাদ্য সহজে পা- ওয়া যায় না, কেবল হরিণের শুষ্ক মাংসই সর্ব্বত্র অনায়াসে পাওয়া যায। তিনি কহিলেন, এ বিষয়ে আমি কিছু ভাবি নাই, বিশ্রামদিন পালনার্থে আমি সপ্তাহে এক দিবস উপবাস করিয়া থাকি, তাহাতে আমার কিছু- মাত্র হানি হয় নাই। যদি ঈশ্বর আমাকে লাপলণ্ড দেশে পাঠান, তবে তিনি সেখানেও আমাকে প্রতিপালন করিবেন।

৪। আমি বলিলাম যে সেই দেশে তোমার বন্ধু বান্ধব নাই, কোন খ্রীষ্টীযান লোকের সহিত আলাপ হইবে না, ফলতঃ তথায় শত ২ ক্রোশ পর্য্যন্ত তত্ত্ব করিলেও পারমার্থিক বন্ধু এক জনও পাইবা না তাহাতে তিনি অতি ভাবিত হইয়া কহিলেন যে এই বিষয়টি শুনিয়া আমি সাহ- সহীন হইলাম, কেননা আমি অদ্যাপি ধর্ম্ম বিষয়ে বালক, খ্রীষ্টীয় মণ্ড- লীর শিক্ষারূপ পোষণহইতে দূরে থাকিয়া যে একাকী ধর্ম্মাচরণ করিতে পারি, আমার এমত বিশেষ জ্ঞান নাই, ব্যবহারিক জ্ঞানেতে যে আমার

বিশেষ প্রয়োজন আছে তাহা আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে বটে, তথাপি কহি, ঈশ্বর যদি আমার পথদর্শক হইয়া লাপলণ্ড দেশে আমাকে লইয়া যান, তবে আমি তাঁহার এই বাক্যের প্রতি একান্ত ভরসা রাখিতে পারি, যথা, "দেখ জগতের শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বদা আমি তোমাদের সঙ্গে২ আছি।" যদি প্রভু আমার সঙ্গে থাকেন, তবে তাহা কি যথেষ্ট নয়?

টেলস্ত্রেম সাহেব লাপলণ্ড দেশের নিমিত্তে যে আহূত হইয়াছেন ইহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিল না। পরে এ পর্য্যন্ত গমনের পথ মুক্ত হয় নাই, ও তাঁহার আরও প্রস্তুত হওনের আবশ্যকতা আছে, এবং ইংলণ্ডহইতে প্রেরিত টাকা তাঁহার নিমিত্তে ব্যয় করা উপযুক্ত ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া আমি ১৮৩৪ শালের শীতকালে বঙ্গের কর্ম্মহইতে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে পরামর্শ দিলাম। এ স্থলে তাঁহার সারল্যের একটি প্রমাণ না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না, ফলতঃ তাঁহার বেতন কিছু স্থির না করিয়া তাঁহাকে কহিয়াছিলাম যে তোমার যখন যাহার প্রয়োজন হয় তখন তন্নিমিত্তে আমার নিকটে আইস। তৎপরে তোমার টাকার প্রয়োজন নাই? ইহা কএক বার জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিতেন যে না, এখন আমি টাকা চাহি না। সে যাহা হউক, এক সময়ে তাঁহার বস্ত্রাভাব প্রযুক্ত ক্লেশ হইলে বস্ত্র ক্রয়ার্থে টাকা লইবার জন্যে আমার নিকটে আসিতে মনস্থ করিলেন। পরে ভাবিলেন সুসমাচার প্রচারকদের নিমিত্তে দত্ত যে টাকা তাঁহার হস্তে গচ্ছিত হইয়াছে তাহা শুচিধন, নিজ হস্তে রৌপ্য থাকিতে তাহা গ্রহণ করা আমার কর্ত্তব্য নয়। ফলতঃ টেলস্ত্রেমের বাপ্তিস্ম সময়ে শিশুকালে তাঁহার ধর্ম্মপিতা তাঁহাকে একখানি রুপার চমস দিয়াছিলেন। এরূপ দান বহুমূল্য রূপে গণিত হয়, কেবল তাহা নয়, তাহা পুত্র পৌত্রাদি প্রাপ্ত হয়, এমত ধন ত্যাগ করিতে ঐ বন্ধুর অন্তঃকরণে দ্বিধা জন্মিয়া থাকিবে, কিন্তু 'আমার হস্তে রৌপ্য সত্ত্বে আমি উপদেশকের টাকা স্পর্শ করিব না,' তাঁহার এই প্রতিজ্ঞাদ্বারা তিনি ঐ সংশয়কে জয় করিয়া আবশ্যক দ্রব্য ক্রয় করণার্থে ঐ চমস বিক্রয় করিলেন। কিন্তু অতি আশ্চর্য্য এই যে পূর্ব্বোক্ত বিষয় কিছুই অবগত নন্ তাঁহার এমত এক জন বন্ধু তাঁহার লাপলণ্ড দেশে যাত্রা করণের কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে তাঁহাকে একখানি রুপার চমস দিলেন। তাহাতে তিনি অবিলম্বে এক জন খোদক ডাকাইয়া ঐ চমসের উপরে লূকের ১৮. ২৯,৩০ পদোক্ত কথা খোদাইলেন।

এইরূপে সমস্ত বিষয় প্রস্তুত হইলে ১৮৩৫ শালের জুলাই মাসে উমলা নামক স্থানে যাওনার্থে তিনি জাহাজে আরোহণ করিলেন, তথাহইতে লিকসেলিতে গেলেন। এই স্থানের ধর্ম্মোপদেশকের নিকট ভাষা বিলক্ষণরূপে শিখিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে কিছু কাল তথায় থাকিতে হইল। তথায় তাঁহার অবস্থিতির সময়ে তাঁহার অবিশ্রাম উদ্‌যোগ ও আশ্চর্য্য বিজ্ঞতার প্রমাণ প্রকাশিত হইল। তথাকার রীত্যনুসারে প্রথম বিশ্রামবারে ভজনালয়ে কেবল একবার ঈশ্বরারাধনা হওয়াতে টেল-

স্ত্রেমের অন্তঃকরণে বড় আনন্দ হইল না। সে যাহা হউক, দ্বিতীয় রবি-বারে তিনি অধ্যক্ষের অনুমতি পাইয়া আপন কুঠরীতে সুইদিষ ভাষায় ঈশ্বরের ভজনা করণার্থে চাকরদিগকে আহ্বান করিলেন, তৎপরে কএক গ্রামস্থ লোক তৃতীয় রবিবারে উপস্থিত হইতে একান্ত বাঞ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি অধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে তাহাদিগকে স্থান দিতে অপারক হইয়া তাহাদিগের নিকটে অঙ্গীকার করিলেন যে এই সপ্তাহের মধ্যে আমি এ বিষয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে জ্ঞাত করিব। তাহাতে কোন আপত্তি না হইবাতে অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার কুঠরী লোকেতে এমত পরিপূর্ণ হইল যে তাহা দেখিয়া ঐ ধর্ম্মোপদেশক তাঁহাকে কহিলেন যে তোমার জন্যে বৈকালে ভজনালয় খুলিয়া দিতে আজ্ঞা করিব, তাহাতে যত লোক আসিতে ইচ্ছা করে সকলের নিমিত্তে স্থান কুলাইতে পারিবে। ঐ দরিদ্র শিক্ষক স্থানের নিমিত্তে যদি প্রথমে অনুমতি যাচ্ঞা করিতেন, তবে তাহা কদাচ পাইতেন না।

টেলস্ত্রেম ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া লাপলণ্ডীয় যুবব্যক্তিদিগকে যত্নপূর্ব্বক সুসমাচারের জ্ঞান প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সেই কার্য্য করণরূপ পথে এমত ভয়ানক বাধা পাইলেন, যে তাহাতে তাঁহার কার্য্য সকল হওনের ভরসা প্রায় কিছু থাকিল না। তাহার কারণ এই। সেই লাপলণ্ডদেশে রেণডীর অর্থাৎ দ্রুতগামি হরিণ নামে এক বিশেষ প্রকার হরিণ আছে, তাহা তথাকার লোকদের ধন, কেননা তাহারা সেই হরিণের দুগ্ধ ও মাংস খায় এবং তাহার চর্ম্মই তাহাদের বস্ত্র, ও তন্নির্ম্মিত তাম্বু তাহাদের ঘর, এবং সেই হরিণ তাহাদের চক্র-হীন গাড়ি অতি বেগে টানে। এবং সেই দেশে শীত প্রযুক্ত ঘাস প্রায় জন্মে না, তাহাতে বরফের নীচে যে শৈবালাকার তৃণ পাওয়া যায় তাহাই ঐ হরিণের খাদ্য। অতএব স্ব২ হরিণপালের স্থিতি অনুসারে লাপলণ্ডীয় প্রত্যেক গৃহস্থের অবস্থিতি নির্দ্ধারিত হয়, অর্থাৎ যে গৃহস্থের হরিণপাল যে স্থানে যত দিন খাদ্য পায়, সেই পরিবার সেই স্থানে তত দিন বাস করিয়া বিশ্রাম করে, কিন্তু যখন তত্রস্থ খাদ্যের শেষ হয়, তখন হরিণেরা অন্য উত্তম স্থানে প্রস্থান করে, সুতরাং ঐ গৃহস্থকেও তৎক্ষণাৎ তাম্বু উঠাইয়া তাহাদের পশ্চাদ্গামী হইতে হয়, এই কারণ অনেক লাপলণ্ডীয় লোকদিগকে এক স্থানে একত্র পাওয়া যায় না, এবং স্থানে২ ভ্রমণ করিতে গেলে বিস্তর শঙ্কট ঘটে। ফলতঃ গ্রীষ্মকালে বড়২ প্রশস্ত বিল পার হইতে হয়, ঐ সকল বিলের উপর ক্ষুদ্র২ ঝাউ গাছ কাটিয়া লম্বা করিয়া ফেলিয়া দিলে তাহা প্রায় ভাসিতে থাকে, তাহাতে কেবল একটি মাত্র পথিকের ভার সহে; তদুপরি গমনশীল ব্যক্তি পায়ে সীল নামক জন্তুর চর্ম্মের পাদুকা দিয়া ও শরীরের ভার সমভাবে রাখিয়া নৈপুণ্যপূর্ব্বক অতি-ক্লেশে এক দিনে অল্প ক্রোশ পথ গমন করিতে পারে; কিন্তু শীতকালে ঐ বিল সকল হিমরাশিতে নিরাট ভূমির ন্যায় হয়। আর পদচিহ্ন

রহিত অরণ্যে পথিক পথহারা হইয়া বড়ই বিপদাপন্ন হয়। একবার আমাদের বন্ধু শীতকালে পর্য্যটনের সময়ে পথহারা হইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করত মৃতকল্প হইয়াছিলেন।

লাপ্লণ্ডীয়েরা অনেকেই বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক হট্টে একত্র হয়, কেননা তৎ২ সময়ে সুইদিয় বাণিজ্যকারিরা নানা প্রকার সামগ্রী দিয়া তাহাদের নিকটহইতে হরিণের চর্ম্ম লইয়া থাকে, ইহা অবধারণ করিয়া টেল্স্ত্রেম মনে করিলেন যে এই সময়েই আমার অভীষ্ট সিদ্ধ করণার্থে সভা করিতে পারিব। এই বিবেচনায় অত্যাহ্লাদিত হইলেন, কিন্তু তিনি শীঘ্র দেখিলেন যে পূর্ব্বোক্ত দেশের স্বাভাবিক বাধা অপেক্ষা মনুষ্যের দুষ্টতাই অধিক ভয়ঙ্কর বাধা, ফলতঃ হাটের পূর্ব্বসময়ে প্রত্যেক ব্যবসায়ী আপন২ চালার তক্তার উপরে এক২ জালা মদ ও গ্লাস রাখিয়া দেয়, ও বিনামূল্যে সর্ব্বসাধারণ লোককে পান করিতে অনুমতি দেয়, তাহাতে সকলেই পান করিয়া মত্ত হয়। সুতরাং তৎকালে তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়ার চেষ্টা বৃথা হয়। তাহাতে ঐ প্রচারক স্থির করিলেন যে বালকদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতে হইবে, এবং তৎকর্ম্ম সম্পাদনার্থে সোসাইটী সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য করিতে লাগিল। ফলতঃ তিনি এক স্কুল স্থাপন করিয়া আঠার জন লাপলণ্ডীয় বালককে ধর্ম্মের বিশেষ২ বিষয় শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাহাদের পিতামাতাহইতে দুই বৎসরের নিয়মে তাহাদিগকে লইয়া সোসাইটীর খরচে খাদ্য ও বস্ত্র ও বাসস্থান দিতে হইল। নিয়মিত কাল গত হইলে ঐ বালকেরা যেন প্রাপ্ত দীপ্তি স্বদেশীয় লোকদের মধ্যে ব্যাপিয়া দেয়, এতদভিপ্রায়ে বিস্তর ধর্ম্মবিষয়ক ও কর্ম্মণ্য পুস্তক দিয়া তাহাদিগকে তাহাদের পিতামাতার হস্তে সমর্পণ করা যায়। তাঁহার পরিশ্রমের ফলস্বরূপ কতক যুবলোক এক্ষণে তাঁহার সহকারী হইয়া ঐ প্রকার স্কুল চালাইতেছে। এই প্রকার ধর্ম্মজ্ঞান প্রদানে বিস্তর ব্যয় হয় বটে, কিন্তু তাহা না করিলে এমত ভ্রান্তিপূর্ণ দেশে অন্য কোন উপায়ে এতদ্রূপ মঙ্গল করা ভার হইত।

ঐ স্কুলে শিক্ষা পাইয়া শত২ বালক প্রস্থান করিয়াছে, তদ্ভিন্ন এক্ষণে সাতটা স্কুলে প্রায় দেড় শত বালক আছে, এবং তদ্দেশীয় যে যুবব্যক্তিরা শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছে তাহারা পালানুক্রমে খ্রীষ্টধর্ম্মের শিক্ষা প্রদানার্থে দেশ ব্যাপিয়া ভ্রমণ করিতেছে, সুতরাং ১৮৩৫ শালে যে সর্ষপ বীজ বপন করা গিয়াছিল, তাহা এক্ষণে বৃহদ্বৃক্ষ হইয়া উঠিতেছে। অল্প দিন হইল টেল্স্ত্রেম যে পত্র পাঠান, তাহাতে লিখিত আছে যে বালকদিগের পরীক্ষার পরদিবসে লাপলণ্ডীয়েরা আপনাদের সন্তানগণের ও শিক্ষকদিগের নিকটহইতে বিদায় হওনার্থে স্কুলে একত্র হইলে ঈশ্বরারাধনার পরে এই নিবেদন করিল যে ছেলেদের আর একবার গান শুনিতে বাঞ্ছা করি। তাহাতে বালকেরা গীত ধরিল ও অধিক বয়স্ক ব্যক্তিরা বিশেষ মনোনিবেশ করিয়া শ্রবণ করিল।

বিদায় কালে তাহারা গম্ভীরভাবে এই কথা কহিল, আমাদের সন্তানগণকে যাঁহারা এতাদৃশ প্রেম করেন এমত উত্তম লোকদিগকে ঈশ্বর পুরস্কার প্রদান করুন। লাপলণ্ডীয়দের কোমল প্রেম আছে। ঈশ্বর যদি ধন্যবাদ ও প্রার্থনা করিতে তাহাদের মনে প্রবৃত্তি দেন, তবে তিনি সুসমাচারপ্রচারের চেষ্টাকারিগণের নিমিত্তে এই অসভ্য লোকদের অন্তঃকরণহইতে নিবেদন নির্গত করিতে পারেন।

রামগতির বিবরণ।

বাখরগঞ্জ জেলার উত্তর পশ্চিম কোণে বরিশালহইতে প্রায় আড়াই দিনের পথ দূরে মাদ্রা নামে এক গ্রাম আছে। সেখানে কাঙ্গালি নামে এক জন প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে খ্রীষ্টের মঙ্গলসমাচার প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি খ্রীষ্টীয় মত গ্রহণ করণের পূর্ব্বে এক মোহান্ত হইয়া চণ্ডালজাতীয়দের এক বৃহৎ দলের প্রধান ছিলেন। এই জেলার মধ্যে ভ্রমণ করণ সময়ে তিনি যে প্রকৃতরূপে সুসমাচার প্রচার করিয়া থাকিতেন তাহার কোন সন্দেহ নাই; শত২ লোক তাহার কথা শুনিয়াছে। তৎকালে মাদ্রা গ্রামের অনেক২ পরিবার একমনা হইয়া জাতি ত্যাগ করিয়াছিল, এবং অনেকে ত্রাণকর্ত্তার নামে ডুবিত হইয়া প্রকাশ মতে তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়াছিল। রামগতি নামে এক বালক এই বিশ্বাসি দলের মধ্যে এক জন ছিল। আপনাকে লোকের স্নেহপাত্র দেখাইবার পূর্ব্বে সে বড় জঘন্য ও অভাগা ও কুৎসিতাকার ছিল। দরিদ্র হইয়া দরিদ্র জ্ঞাতি কুটুম্বের উপকার করা কখন২ দুঃসাধ্য হয়, এই মত দশা ঐ যুবা লোকের হওয়াতে তাহার জীবনকাল ঐহিক বিষয়ে আনন্দরহিত ছিল; কারণ তাহার বিধবা মাতাকে ও বিধবা ভগিনী ও সেই ভগিনীর সন্তানদিগকে প্রতিপালন করিতে হইত, ও আপনিও রোগা ছিল। অবগাহিত হওনের সময়ে মনঃপরিবর্ত্তনের স্পষ্ট প্রমাণ দিতে পারিয়াছিল কি না তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু যে সময়ে আমি তাহাকে প্রথমে দেখিয়া তাহার আচরণের বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলাম সেই সময়ের কথা কিঞ্চিৎ লিখিব। গত ভাদ্রমাসে অন্য২ গ্রামে যে খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলী আছে সেখানে ও এই মাদ্রা গ্রামে গিয়া আমাদের খ্রীষ্টীয়ানদের বিশেষতঃ ডুবিত লোকদের আচার ব্যবহারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার দৃষ্টি ঐ বালকের প্রতি হওয়াতে তাহাকে এক দিগে লইয়া গিয়া তাহার সহিত কিছু কথাবার্ত্তা করিলাম। যতবার আমাদের ঈশ্বর ভজনা হইল, তত বার সে উপদেশের প্রতি বড় মনোযোগী ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে সাংসারিক বিষয়ে বড় দুঃখী ও ক্লিষ্ট থাকাতে এবং তাড়িত হওয়াতে আমি এক দিন যোহনের ১৪ অ, ১,২ পদ পাঠ করিয়া তাহাদিগকে কিছু সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলাম। ভজনার পরে রামগতি আমার সহিত কথাবার্ত্তা

করিতে নৌকায় আইলে আমি তাহার ব্যামোহের বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করিলাম; কারণ সে বড় পীড়িত ছিল। সে বলিল যে যদি যীশু খ্রীষ্ট ইচ্ছা করেন তবে আমাকে সুস্থ করিতে পারেন, কিন্তু যদি শাস্তি দেন, তবে বিরক্ত হইব না। বোধ করি এই রোগেতে তোমার মৃত্যু হইতে পারে, ইহা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি ধর্ম্মগ্রন্থের কোন বাক্য জান যাহাতে এই বিষয়ে সান্ত্বনা পাইতে পার? পরে তাহার চক্ষু জলেতে ছল ২ হইয়া উত্তর করিল, "তোমরা মনোদুঃখী হইও না; আমার পিতার গৃহে অনেক বাসস্থান আছে"। ইহাতে স্মরণে রাখিতে হইবে যে সে কোন স্কুলে উত্তর দিতে শিখিযাছিল এমন নয়। পবিত্র আত্মার অনুগ্রহেতে তাহার মনে যে কথা লাগিযাছিল তাহা ছাড়া আর সকল বিষয়ে অজ্ঞান ছিল। আমি আশ্বিনমাসে যখন ঘরে ফিরিযা গেলাম, তখন তাহাকে সুস্থ করণের চেষ্টাতে তাহাকে সঙ্গে লইলাম, এবং তদবধি দেড় মাস পর্য্যন্ত সে আমার দৃষ্টিগোচর থাকিল, তাহাতে সে যে এক প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ান বটে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাইলাম। ঐ যুবা ব্যক্তি লোভী কি অলস কি চঞ্চল ছিল না; সকল খ্রীষ্টীয়ান তাহাকে ভাল বাসিত; কোন কেহ নিষ্ঠুর কথা কহিতে বা কোন অপ্রিয় কর্ম্ম করিতে দেখে নাই। আমাদের ক্ষুদ্র সভাতে আসিয়া কখন ২ প্রার্থনা করিত; তাহার প্রার্থনার ন্যায় কাপট্যরহিত ও মনাকর্ষক প্রার্থনা আমি কখন প্রায় শুনি নাই। পাপের জ্ঞান ও নিজ অধমত্ব ও যীশুর পদাবনত হওন প্রার্থনাতে প্রকাশ করিত; ইহাতে জানা যায় যে সরলতা ব্যতিরিক্ত আর কিছু ছিল না। এক দিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় সময়ে খ্রীষ্টীয়ানেরা রীতিমত প্রার্থনা করিতে একত্র হইলে রামগতি যে সময়ে প্রার্থনা করিতেছিল সেই সময়ে আমি তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে সে ক্ষুদ্র দলের মধ্যে দাঁড়াইয়া বড় মনাকর্ষক প্রার্থনা করিতেছে। তাহার সরল ও ব্যগ্র প্রার্থনার রব শুনিয়া আমার অন্তঃকরণ গলিয়া গেল।

তাহার রোগের উপশমের চেষ্টাতে আমি তাহাকে আর কিছু দিন বরিশালে থাকিতে বলিলাম, কিন্তু সে মাতা ও ভগিনীর জন্যে চিন্তিত হওয়াতে রহিতে চাহিল না। সাহেব, নিবেদন করি, আমাকে যাইতে দেও, কারণ আমি না গেলে আমার মাতার তত্ত্বাবধারণ কে করিবে? আমি পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করিব। ইহা বলিযা সে গেল; আমি তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। তাহার প্রতিবাসি ও ভ্রাতৃগণের প্রমাণদ্বারা নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে তাহার আচরণের বিষয় আমার অনুমানে কোন ভ্রম ছিল না। সে প্রতিদিন আপন ঘরে একাকী তিনবার ঈশ্বরের সহিত আলাপ ও প্রার্থনা করিত, এবং অগ্রে সংক্ষেপে ঈশ্বরের সাহায্য যাচ্ঞা না করিয়া কোন কর্ম্মে কোথাও যাইত না, ইহা কহিলেই প্রভু যীশু বিষয়ক তাহার জ্ঞানের ও অনুগ্রহপ্রাপ্তির অধিক কি প্রমাণ দেওয়া যাইবে? সে ত্রাণকর্ত্তার দৃষ্টান্তানুসারে প্রার্থনা না করিয়া কোন খাদ্য সামগ্রী ভোজন করিত না। সে নম্র হইলেও তাহার ছোট ভ্রাতা

প্রমাণ দিয়া বলিতে পারে যে আমি যখন দয়ালু পরমেশ্বরকে ভুলিয়া কোন দ্রব্য খাইতাম তখন সে কেমন ভর্ৎসনা করিত।

মর্ম্মভেদক আরো দুই এক কথা আছে, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও না লিখিয়া থাকিতে পারি না। গত ফাল্গুণমাসে সোমবার দিনে বাজারহইতে ফিরিয়া আইসন কালে তাহার বড় জ্বর হইল। ঘণ্টা খানেক জ্বর প্রবল হইল, আর মৃত্যু তাহার দ্বারে আঘাত করিতেছিল। তাহার মাতা ও ভগিনী আপনাদের অবলম্বনস্বরূপ পৃথিবীস্থ একই বন্ধুকে জগৎ ছাড়িয়া যাইতে দেখিয়া বড় কম্পান্বিতা হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। কিন্তু এই যুবা ধার্ম্মিক তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল, "কান্দিও না, আমি যীশু খ্রীষ্টের নিকটে যাইতেছি; তিনি আমাকে ডাকিতেছেন, কিন্তু তোমাদের শোক ও ক্রন্দনদ্বারা আমার যাওনের বাধা পড়িতেছে। আমি সাহেবকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, ও স্বপ্নে দেখিযাছি তিনি এখানে আসিয়াছেন। যাহা হউক আমি গেলে পরে তিনি তোমাদের বিষযে বিবেচনা করিবেন। আমি সুখস্থানে যাইতেছি।" কিছু ক্ষণ পরে আপন মাতাকে ডাকিয়া বলিল, "যখন আমি বরিশালে ছিলাম, তখন সরকারের পুত্র আমাকে একটি দোয়াত দিয়াছিল, তাহা ঐ খানে আছে, ফিরিয়া দিও, কারণ শুনিযাছি যে পিতাকে না বলিয়া আমাকে তাহা দেওযাতে সে মারি খাইয়াছে; তাহা লওয়াতে আমি মন্দ করিযাছি। কিন্তু আমি দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিযাছি। অনেক দিনাবধি তাহা ফিরিয়া দিতে মনস্থ করিযাছিলাম, কিন্তু কোন লোক যায় নাই। মা গো, তুমি ফিরিয়া দিও, ভুলিও না।" এই মত ধর্ম্মভীত বালক কহিয়াছিল। ছয় পয়সার জিনিষ, যাহা সে অন্যের বোধ করিযাছিল তাহা ফিরাইয়া না দিলে সে সুখে ও শান্তিতে মরিতে পারিত না।

মাতাকে এইরূপ বলিলে পর সে জানিতে পারিল যে শেষ শত্রু আসিতেছে, অতএব তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হইয়া বলিল, "আইস, আমরা প্রার্থনা করি।" সেখানে তাহার মাতা ও ভগিনী ছাড়া আর কেহ ছিল না, কারণ কেহ জানে নাই যে সে এত শীঘ্র মরিবে। অতএব এই দুই জন প্রার্থনা করিবার মত হাঁটু গাড়িলে সেও তেমনি করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু অতিশয় দুর্ব্বল হওযাতে লড়িতে পারিল না; পরে বলিল, মা গো, আমাকে তুলিয়া ধর, শুইয়া প্রার্থনা করা উচিত নয়। তাহারা ধরিলে সে প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহার ক্ষীণ রব ক্রমেতে আরো ক্ষীণ হইয়া হঠাৎ রা বন্ধ হইলে ও মস্তক ঝুলিয়া পড়িলে এই দুই অনাথা বিধবা প্রার্থনা অকস্মাৎ কেন বন্ধ হইল, ইহা জানিতে বড় ভাবিতা হইয়া দেখিল যে তিনি আপন প্রভুর আলয়ে গমন করিয়াছেন।

প্রস্তরময় পতিত ভূমির কথা।

আমি এক খান প্রস্তরময় ভূমিখণ্ড দেখিলাম, তন্মধ্যে কিছু মাত্র মৃত্তিকা নাই। তথাপি সেখানে দুই একটি ফুলের কুঁড়িযুক্ত গাছ মাত্র আছে। সে স্থানে অনেক বীজ বায়ুতে উড়াইয়া লইয়া গিয়া ছড়াইয়া দিল ও তাহার উপর আকাশীয় শিশির পড়িল, তাহাতে বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া চারা সকল বাড়িয়া উঠিয়া ফুল না জন্মাইতে মরিয়া গেল। সেই সকল চারা সেখানে মরিয়া পচিয়া সার হইয়া গেলে ছোট গাছ জন্মাইবার উপযুক্ত উর্ব্বরা ভূমি হইলে অন্য২ বীজের চারা বৃদ্ধি পাইয়া ফুল জন্মিবে, অর্থাৎ প্রস্তরময় পতিত ভূমি মৃত্তিকাতে আচ্ছাদিত হইলে তবে গাছ সকল হরিদ্বর্ণ ও মুকুলিত হইবে।

দেখ, সেইরূপ ধর্ম্মপুস্তকস্বরূপ বীজ এই দেবপূজকদের দেশে আনীত হইয়া ঈশ্বরাত্মাদ্বারা আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইলে যে দুই এক জনের সদন্তঃকরণরূপ উর্ব্বরা ভূমি ছিল, তাহাতে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃদ্ধি পাইয়া পবিত্র জীবনরূপ সুদৃশ্য ফুল জন্মিল। তদ্রূপ প্রত্যেক ঈশ্বরীয় লোকের পবিত্র জীবন ও সুখকর মৃত্যুদ্বারা সুসমাচারে প্রকাশিত হইবে, এবং মৃত্তিকাও গভীর ও উর্ব্বরা হইবে, এবং নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাক্যানুসারে ফলযুক্ত হইবে। এই প্রস্তরময়রূপ দেবপূজকদের সমস্ত রাজ্য পরিবর্ত্ত হইয়া ঈশ্বরের উদ্যানস্বরূপ হইবে।" যিশ ৫১, ৩।

প্রমাণবচন।

অপর ঈশ্বর আজ্ঞা করিলেন, এই পৃথিবীতে তৃণ ও সবীজ ঔষধি ও নানা জাতীয় সবীজ ফলদায়ক বৃক্ষ উৎপন্ন হউক, তাহাতে সেই রূপ হইল, অর্থাৎ পৃথিবীতে তৃণ ও সবীজ নানা জাতীয় ঔষধি ও সবীজ নানা জাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হইল। তখন ঈশ্বর সে সকল উত্তম দেখিলেন। আদি ১; ১১, ১২।

অত্যল্পকাল গত হইলে লিবানোন কি উদ্যানের ন্যায় হইবে না? ও উদ্যান কি অরণ্যের ন্যায় মান্য হইবে না? যিশ ২৯; ১৭।

প্রান্তর ও শুষ্ক স্থান আনন্দিত হইবে ও অরণ্য সতেজ হইয়া গোলাবের ন্যায় প্রফুল্ল হইবে। সে পুষ্পভূষিত হইয়া আহ্লাদিত ও গানে হৃষ্ট হইবে ও তাহাকে লিবানোনের তেজঃ ও কর্ম্মিলের ও শারোণের সৌন্দর্য্য দত্ত হইবে। যিশ ৩৫; ২, ৩।

উপদেশক।

নবেম্বর ১৮৪৯ (৩৫) মূল্য ২ আনা।

এক খান ধর্ম্মপুস্তকের দেশভ্রমণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

উএষ্ট্ ইন্দিস্ নামক উপদ্বীপে আমার প্রথম যাত্রার বিবরণ।

উইলিয়ম সাহেবকে স্বর্গের দ্বার পর্য্যন্ত পথ দর্শাইয়া আমাকে অন্য এক যুবা পুরুষের সহিত থাকিতে হইল। এই সাহেব অতিশয় ধনী নয় ও দরিদ্রও নয়, অল্প কাল পূর্ব্বে তাঁহার পিতা ও মাতা এই অসার জগতকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা জীবনাবস্থায় স্বীয় পুত্রকে শিক্ষাদ্বারা পারমার্থিক ও সুশীল করিয়াছিলেন। ঐ শিক্ষার ফল তাঁহার তাবৎ চরিত্রেতে প্রকাশ পাইল, কারণ যে রূপ ব্যবহারকে লোকে যথার্থ ও সাধু বলে এমত ব্যবহার তিনি সর্ব্বদা করিতেন। তাঁহার আচার লোক সকলের অতিশয় তুষ্টিকর ছিল, এবং তাঁহার দার্ঢ্য দেখিয়া সকলে তাঁহার প্রশংসা করিতেন। তিনি প্রতি দিবস দুই বার আমার সহিত কথোপকথন করিতেন, এবং আপনার অন্তরস্থ কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে প্রার্থনা করিতেন, বিশেষতঃ রবিবারে দুই প্রহরাবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার সহিত আলাপ করিতেন।

ঐ যুবাপুরুষের নাম জর্জ, তাঁহার এক বৃদ্ধ পিতৃব্য ধনসঞ্চয় করিবার নিমিত্তে বিদেশ গমনার্থে পুনঃ২ তাঁহাকে পরামর্শ দিতেন। প্রথমে এই পরামর্শ তাঁহার ভাল বোধ হইল না। এই বিষয়ে আমার মন্ত্রণা কি তাহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্যে তিনি

এক দিবস আমার নিকটে আইলেন। আমি তাঁহাকে হঠাৎ বলিলাম, তুমি বর্ত্তমান প্রাপ্ত দ্রব্যেতে সন্তুষ্ট থাক, কারণ যাহারা ধনলোভী হয় তাহারা পরীক্ষায ও ফাঁদে পতিত হয়। তাবৎ মন্দের মূল ধনাশা, তাহাদ্বারা ধনাকাঙ্খী হইয়া কতক লোক ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া আপনাদিগকে নানা দুঃখে বিদ্ধ করিয়াছে, এ জন্যে ক্ষয়ণীয় ভক্ষ্যের নিমিত্তে শ্রম না করিয়া বরং অনন্ত জীবনদায়ি ভক্ষ্যের নিমিত্তে শ্রম করিও। এই কথনানন্তর জর্জ পিতৃব্যের সহিত অনেক বিতর্ক করিযা বলিলেন যে কেবল ধনসঞ্চয় করিবার কারণ স্বদেশ জ্ঞাতি কুটুম্ব ইত্যাদি ত্যাগ করা বিহিত নয়। এমত অনিত্য বিষয়ে অতিশয় উদ্যোগী হওয়া কোন অমর প্রাণির অনুচিত, কারণ এই জগতকে ও তাবৎ সৃষ্ট বস্তুকে ত্যাগ করিতে হইবে এমত দিন সন্নিকট। এইরূপ বলিয়া কএক মাস পর্য্যন্ত স্থিরমনা হইয়া রহিলেন, কিন্তু শেষে পিতৃব্যের প্রবোধ মানিয়া উএষ্ট ইন্দিস নামক উপদ্বীপে * যাত্রা করিতে সম্মত হইলেন। জর্জ লিবর্পুল্ নগরে গিযা তথাহইতে জাহাজে প্রস্থান করিলেন এবং আমাকেও সঙ্গে লইলেন। জাহাজে অতিশয় দুষ্ট ও ঈশ্বরনিন্দক অনেক পথিক ছিল, এবং আমাকে দেখিয়া পাছে তাহারা পরিহাস করে, এই প্রযুক্ত তিনি আমাকে কুঠরীতে গোপনে রাখিলেন। প্রথম বিশ্রামবারে উক্ত পথিকদিগের গাত্রোত্থান করণের পূর্ব্বে অতি প্রত্যূষে উঠিয়া আমার প্রতি কেবল দৃষ্টিমাত্র করিলেন, তাহাতে আমি ত্বরায় তাঁহাকে বলিলাম, স্মরণ করিয়া বিশ্রামদিনকে পবিত্র

---

* উএষ্ট ইন্দিস অর্থাৎ পশ্চিমদিকস্থ হিন্দুস্থান এই নাম আমেরিকার নিকটে স্থিত উপদ্বীপসমুহকে দেওয়া যায়, কারণ ইহার সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যখন বিলাতি লোকেরা ইউরোপহইতে পশ্চিমদিগে গমন করিয়া জলপথে এই ভারতবর্ষ পাইতে চেষ্টা করিল, তখন তাহারা আমেরিকার নিকটে সেই উপদ্বীপসমুহেতে উপস্থিত হইয়া ভ্রান্তিপূর্ব্বক এমন বোধ করিল যে তাহা ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী। তদবধি সেই উপদ্বীপ সকল নানা ইউরোপীয় রাজ্যের অধীন হইলে তন্নিবাসি সাহেব লোকেরা কৃষি কর্ম্ম করাইবার নিমিত্তে আফ্রিকা দেশে জাত মনুষ্যদিগকে পশুর ন্যায় ক্রয় করিয়া গোলাম করিযা রাখিতে লাগিল। সম্প্রতি ইংরাজদের অধীন কোন উপদ্বীপে গোলাম রাখা নিতান্ত নিষিদ্ধ।

কর, কারণ পরমেশ্বরের চক্ষুঃ সর্ব্বত্র থাকিয়া অধম ও উত্তমদিগকে দেখে। ইহা শুনিয়া জর্জ মনে স্থির করিলেন যে আমি এই পরামর্শ মানিয়া সাধ্য পর্য্যন্ত অদ্য অন্য পথিকহইতে স্বতন্ত্র থাকিব। অল্পক্ষণের পর তাহারা তাসক্রীড়ার নিমিত্তে তাঁহাকে ডাকিলে তিনি যাইতে সম্মত হইলেন না। তাহাতে তাঁহারা তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে আমাদের মধ্যে বড়ই সাধু ব্যক্তি আসিয়াছে; আইস, আমরা তাঁহার সহিত কিছু কৌতুক করি। এই পরামর্শানুসারে তাঁহারা সমস্ত দিন ধর্ম্মের বিষয়ে জর্জকে এমত ত্যক্ত করিলেন যে প্রায় তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। এক জন নির্লজ্জ দুষ্ট প্রকাশরূপে বলিল, যে আমাদের যাত্রার শেষ হওনের পুর্ব্বে আমরা উহার ধর্ম্মবিষয়ে যে উন্মত্ততা তাহা কোন রূপে ত্যাগ করাইব। জর্জকে আশ্বাস দেয় কিম্বা তাহার সহকারী হয় এমত কোন ব্যক্তি ছিল না, এবং মনুষ্যের সম্মুখে আমাকে স্বীকার করিতে তাঁহার লজ্জা হইল, একারণ তিনি স্থির করিলেন যে যাবৎ আমি জাহাজে থাকিব তাবৎ ধর্ম্মচ্যুত হইয়া দশ জন যে মত করিতেছে সেইরূপ আমিও করিব। এই রূপে তাহাদের কুহকে পতিত হইলেন।

এক দিবস জর্জ অন্য পথিকদের সহিত কৌতুক করিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ আমার এক উপদেশ তাঁহার মনে পড়িল, সে এই, হে আমার পুত্র, পাপিগণ তোমাকে লোভ দেখাইলে তুমি তাহাতে সম্মত হইও না। তৎক্ষণাৎ তিনি ঐ স্থান ছাড়িয়া আপন শয্যাতে পড়িয়া অত্যন্ত রোদন করিয়া বলিতে লাগিলেন, যে হায় ২ আপনার আত্মার সর্ব্বনাশ করিলাম; আমি এখন যেরূপ আচার ব্যবহার করিতেছি, তাহা যদ্যপি আমার ধার্ম্মিক মাতা দেখিতেন তবে অতিশয় মনস্তাপ করিতেন। জাহাজের দালানে ফিরিয়া গেলে তাঁহার বিষণ্ণ বদন দেখিয়া সকলে হাসিতে লাগিল, এবং তাঁহাকে এমত পরামর্শ দিল যে ভাবিকালের বিষয়ের ভয় ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান কালে সুখ ভোগ কর। এইরূপ কথা নিত্য ২ শুনাতে ক্রমে ২ জর্জের তাবৎ ধর্ম্ম লোপ হইয়া গেল, এবং উএষ্ট ইণ্ডিস্ দ্বীপে পৌঁছিবার পুর্ব্বে

তাঁহার স্বীয় দোষাদোষ জ্ঞান স্থূল হওয়াতে তাঁহার মন আর আপনাকে দোষী করিল না। হায় ২ কোন মনুষ্যের মন আপনাকে দোষী করিতে নিবৃত্ত হইলে সে কিরূপ দুর্দশান্বিত হয়। পাপের বিষয়ে মন এই রূপ নীরব হইয়া থাকিলে অনেক লোক অতিশয় সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু যে অজ্ঞান বালক আপন গৃহ বিনাশকারি অগ্নি দেখিয়া সুন্দরমাত্র বুঝে সেই লোকেরা তাহার তুল্য, কারণ যে ২ পাপদ্বারা তাহাদিগের আপন ২ আত্মা নষ্ট হয় সেই পাপকে সুখময় বোধ করে।

পরে জাহাজ পৌঁছিবামাত্র আমরা সকলে ডাঙ্গায় উঠিলাম। অল্প দিনের মধ্যে জর্জ ধন পাইবার কারণ অতিশয় লাভকর পদে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম বিশ্রামবার উপস্থিত হইলে তিনি কহিলেন, অদ্য আমি কোন কার্য্য করিব না, কারণ স্বীয় দেশে আমার এমন রীতি ছিল না, ইহা বলিয়া দৃঢ়রূপে আপনার অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু লোকেরা তাঁহাকে এমত পরামর্শ দিলেন যে তুমি সপ্তাহের মধ্যে সাত দিবসই পরিশ্রম পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে যে দেশহইতে আইলা সেই দেশে অতি শীঘ্র ফিরিয়া যাইতে পারিবা। তাহারা আরও বলিল যে এই দ্বীপের মধ্যে কেবল কতক গুলিন প্রাচীন গোরা লোক ও কএক জন ক্রীত দাস ঈশ্বরের মন্দিরে গিয়া থাকে। এই সকল শুনাতে ক্রমে ২ জর্জ ঐ দ্বীপনিবাসিদের মত হইয়া নাস্তিকের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তাহাতে আমি তাঁহাকে বলিলাম, হে যুবলোক, তুমি মনের গতিতে চল, ও আপন চক্ষুর অভিলাষানুসারে আচরণ কর, কিন্তু এই সকল ধরিয়া ঈশ্বর তোমার বিচার করিবেন, ইহা জ্ঞাত হও। আরও বলিলাম, যদি একান্ত মনে যীশু খ্রীষ্টকে প্রেম করিতা, তবে মনুষ্যেরা তোমাকে নিন্দা ও বিদ্রূপ করিলেও তুমি তাঁহার সকল আজ্ঞা পালন করিতা। দেখ এই পাপি লোকের সাক্ষাতে যদি কেহ যীশুকে কিম্বা তাঁহার কথাকে লজ্জাস্পদ জ্ঞান করে, তবে মনুষ্যপুত্র যখন পবিত্র দূতগণের সহিত পিতার প্রভাবে আসিবেন, তখন তিনিও সেই ব্যক্তিকে লজ্জাস্পদ জ্ঞান করিবেন। এই সকল শুনিয়া জর্জ যাঁহার পরামর্শক্রমে সেই দেশে গিয়াছিলেন, আপনার সেই পিতৃব্যকেই দোষী করিতে লাগিলেন, কিন্তু

এখন আসিয়াছি, কিছু ধন সঞ্চয় করিয়া লইয়া যাইব, ইহা বলিয়া সুস্থির হইয়া রহিলেন।

কএক মাস গত হইলে তিনি অতি দুশ্চরিত্র ও লম্পট হইলেন। আমার উপদেশ আর সহ্য করিতে না পারিয়া আমাকে সেই দেশীয় এক দরিদ্রকে দান করিলেন। সে ইংরাজী ভাষায় অতি নিপুণ ছিল না, তথাপি আমার সহিত অনেকবার আলাপ করিত। এবং আমার সকল কথা না বুঝিয়া কএক জন সঙ্গিকে ডাকিলে তাহারা সকলে একত্র বসিয়া আমার উপদেশের ভাব বিবেচনা করিত। তাহাদের মধ্যে কেহ২ আমার কথাদ্বারা আপনাদের আত্মার বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিল। আর কেহ২ স্বর্গ সুখের বিষয় শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া যেন সেই সুখ ভোগ করিতে পায়, এই নিমিত্তে পরমেশ্বরের স্থানে বার২ প্রার্থনা করিতে লাগিল। এক দিবস এক জন বৃদ্ধ ক্রীত দাস আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যে যীশু খ্রীষ্ট কি অতিশয় দুষ্ট লোকদের নিমিত্তে কোন উপায় দেখাইতে পারেন? তাহাতে আমি উত্তর করিলাম, এই কথা বিশ্বসনীয় যে পাপি লোকদের পরিত্রাণের জন্যে খ্রীষ্ট যীশু জগতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং যাহারা তাঁহার দ্বারা ঈশ্বরের শরণাগত হয় তিনি সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে ত্রাণ করিতে সমর্থ হন। সেই বৃদ্ধ কাফ্রী ইহা শুনিয়া কাঁদিতে২ বলিল, এই ভাল পুস্তক, আমাকে উত্তম সমাচার দিল। তদবধি সে কুশদেশীয় নপুংসকের ন্যায় হৃষ্টচিত্ত হইয়া আপন পথে চলিয়া গেল।

কএক বৎসর গত হইলে এক দিবস অতি ত্বরা করিয়া আমার পুরাতন কর্ত্তা জর্জের নিকটে আমাকে পুনর্ব্বার যাইতে হইল, কারণ তিনি দুর্দশান্বিত হওয়াতে আমাকে স্মরণ করিয়া ডাকাইয়া পাঠাইলেন। মদ্যপান ও অন্যান্য দুষ্ট ক্রিয়াদ্বারা তিনি মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম; হে জর্জ, পাপি লোকেরা পাপের সহিত কৌতুক করে, এবং পরমেশ্বরের প্রতিকূলে অপরাধ করে, কিন্তু তাহাদের পাপ তাহাদের উদ্দেশ পাইবে, ইহা নিশ্চয় জান। তখন তিনি স্বীকার করিয়া বলিলেন যে আমি মহাপাতকী বটে, এবং দুষ্ট লোকদের সহবাসে আমার

এরূপ অবস্থা হইল, তাহাদের ন্যায় চলিয়া আমি নিজ বলবান শরীরকে রোগগ্রস্ত করিলাম, কিন্তু যাহারা আমার সহিত মদ্যপান ও কৌতুক করিত, তাহারা এখন সকলে আমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল, কারণ তাহারা মৃত্যুর বিষয়ে ভাবনা করিতে ভাল বাসে না। জর্জ আরও বলিলেন, সকল যুবদিগকে আমি এই পরামর্শ দিই, যেমন কোন মহামারীহইতে লোকেরা পলায়ন করে, তদ্রূপ তোমরা মদ্যপায়ি ও ঈশ্বরনিন্দক ব্যক্তিহইতে পলায়ন করিও। ঈশ্বর যেন খ্রীষ্ট যীশুর নিমিত্তে তাঁহার সকল মহাপরাধ ক্ষমা করেন, এই জন্যে তিনি অনেক বার ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন। ক্রমে২ তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হইলে কএক দিবসের পরে যে পথে গিয়া কেহ ফিরিয়া না আইসে সেই পথে তিনি গেলেন।

জর্জের মৃত্যুর পর আমি তাঁহার সিন্দুকে পড়িয়া রহিলাম, এবং অন্য সকল সামগ্রীর সহিত ইংলণ্ড দেশে তাঁহার পরিবারের নিকট প্রেরিত হইলাম। তথায় পৌঁছিবামাত্র সেই কারাগারহইতে মুক্তি পাইয়া অনেক বৎসরাবধি এক অন্ধকার কুঠরীতে মৌনী ও নিষ্কর্ম্ম হইয়া রহিলাম।

তৃতীয় অধ্যায়।

উএষ্ট ইন্দিস্ নামক উপদ্বীপে আমার দ্বিতীয় বার যাত্রার বিবরণ।

আমার কর্ত্তার মৃত্যুর পর আমি পূর্ব্বোক্ত কুঠরীহইতে আনীত হইয়া এক জাহাজের অধ্যক্ষের সহিত পুনর্ব্বার উএষ্ট ইন্দিস্ নামক দ্বীপে যাত্রা করিলাম। এই ব্যক্তি আমাকে আপন বালিশের নীচে রাখিতেন, কিন্তু আমার সহিত তাঁহার কোন আলাপ হইত না। পূর্ব্বে কোন মূর্খ ব্যক্তি আমার নাম করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল যে ইনি যে জাহাজে যাত্রা করেন সেই জাহাজের সর্ব্বদা মঙ্গল হয়; কিন্তু আমার উপদেশ শ্রবণ না করিলে আমি কাহারো উপকার কোনরূপে করিতে পারি না, ইহা সেই অধ্যক্ষ প্রণিধান করিতে পারিল না। স্বর্গপুরীস্থ সৃষ্টিকর্ত্তা যে আমার মুখদ্বারা জাহাজের তাবৎ লোকের সহিত কথা কহিতে চাহিলেন, তাহা কেহই অবগত ছিলেন না। ইং-

লণ্ড দেশ ত্যাগ করিতে কএক সপ্তাহ বিলম্ব হইল। কিন্তু য়ূষফ কারাগারে থাকন সময়ে যেমন সকলে তাহাকে বিস্মৃত হইয়াছিল, তেমন আমিও লোকদের নিকটে নিন্দিত হইয়া পড়িয়া রহিলাম। কেহ ২ জাহাজের দ্রব্যাদি বোঝাই করিতেছিল, কেহ ২ আপন জ্ঞাতি কুটুম্বকে জাহাজে আনিয়া তাহাদের সহিত কৌতুক করিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাহারা প্রায় সকলে মদে মত্ত হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাইত। অন্য লোকেরা পাইল রজ্জ্বাদি প্রস্তুত করিত। শেষে আমরা লঙ্গর তুলিয়া সুবাতাস পাইয়া গমন করিতে লাগিলাম। সেই বাতাস যদি বরাবর থাকিত, তবে আমরা অতিশীঘ্র উএষ্ট ইন্দিস দ্বীপে পৌঁছিতাম, কিন্তু হঠাৎ অন্ধকারময় মেঘ পশ্চিমে দৃষ্ট হইল, ইহাতে বোধ হইল যে নিশ্চয় অতিশয় ঝড় ও তরঙ্গ হইবে। তাহাতে নাবিকেরা তৎক্ষণাৎ মাস্তুলে উঠিয়া পাইল সকল জড়াইল, এবং আগত ঝড়দ্বারা জাহাজ যেন নষ্ট না হয়, এই অভিপ্রায়ে তাবৎ প্রস্তুত হইয়া রহিল।

পরে বায়ু অধিক প্রবল হওয়াতে অতিশয় তরঙ্গ হইল, এমন সময়ে সকলে আমাকে স্মরণ করিল। তখন জাহাজের অধ্যক্ষ আমাকে আপন কুঠরীহইতে আনিয়া দালানের মেজের উপরে বসাইলেন, কিন্তু আমি সেখানে স্থির হইয়া থাকিতে পারিলাম না, কারণ জাহাজ এমন দুলিতেছিল যে আমি অনেক বার আঘাতিকরূপে নীচে পড়িলাম।

পরে দুই প্রহর রাত্রি সময়ে অধ্যক্ষ আমাকে কথা কহিতে অনুমতি দিলেন, তাহাতে সকলের সাক্ষাতে যূনস্ ভবিষ্যদ্বক্তার বিবরণ যাথার্থিক রূপে বর্ণনা করিলাম, এবং নাবিকেরা সেই সময়ে কি রূপে আপন ২ দেবতাদের অন্বেষণ করিয়াছিল ইহাও বলিলাম। এই ইতিহাস শুনিয়া অধ্যক্ষ ও অন্যান্য লোক অনুভব করিল যে ঝড় বাতাসাদি স্বর্গ ও পৃথিবীর অধিপতিদ্বারা উৎপন্ন হয়, এবং কোন অভিপ্রায় না থাকিলে তিনি এমত দুর্ঘটনা ঘটান না, ইহাও তাহারা বুঝিল। পরে আমি আরও বলিলাম, যিনি প্রচণ্ড বায়ু বহান, কেবল তিনি নির্বাত করিতে পারেন। ইহা শুনিয়া অধ্যক্ষ জাহাজরক্ষার্থে আবশ্যক যে নাবিকগণ, তদ্ভিন্ন অন্য

সকলকে দালানে ডাকিয়া আনিলেন, তাহারা হাঁটু পাতিলে অধ্যক্ষ ঈশ্বরের স্থানে প্রার্থনা করিলেন যেন তিনি তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া সমুদ্রে নষ্ট না করেন। আমাকে ভালরূপে জানে এমত কোন ব্যক্তি যদি সেই প্রার্থনা শুনিত, তবে সে তৎক্ষণাৎ জ্ঞাত হইত যে আমার সহিত অধ্যক্ষের বড় বন্ধুতা পূর্ব্বে ছিল না, কারণ যদ্যপি আমরা আশঙ্কাতে ছিলাম, তথাপি তিনি দুই একটি কথা বলিয়া প্রার্থনা করিলেন, এবং অন্য কথা না জানিয়া বার ২ পুনরুক্তি করিলেন।

প্রভাত হইলে মেঘ সকল অদৃশ্য হওয়াতে বাতাস কমিলে সমুদ্র কিঞ্চিৎ স্থির হইল, ইহা দেখিয়া অধ্যক্ষ দালানহইতে আমাকে লইয়া পুনর্ব্বার আপন বালিশের নীচে রাখিলেন, কিন্তু পররাত্রি তাঁহার মস্তকে কঠিন বোধ হইলে আপন সিন্দুকে আমাকে কয়েদ করিলেন। ইহাতে আমি কিছু না বলিয়া এই সকল অপমান সহ্য করিলাম। সেই স্থানে পড়িলে আমার নিশ্বাস প্রায় বদ্ধ হইল, কারণ আমার জন্যে প্রার্থনা করিয়া আমাকে মুক্ত করে, এমন কোন বন্ধু জাহাজে ছিল না, বরং আমার পূর্ব্বরাত্রির উপদেশ মনে পড়িলে সকলে হাসিতেছিল, তাহা আমি শুনিলাম, এবং কেহ ২ বলিল, উহার বক্তৃতা আমাদের মনে সংলগ্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে কেবল ভয় প্রযুক্ত; এখন সমুদ্র সুস্থির হইল, আইস আমরা পূর্ব্বমত কৌতুকাদিতে কাল যাপন করি। আহা, দুষ্ট মনুষ্যদের প্রতি পরমেশ্বরের কি পর্য্যন্ত সহিষ্ণুতা! এই সকল শুনিয়া তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন না, ইহা বড় আশ্চর্য্য বিষয়। অবশ্য তিনি ক্রোধে ধীর ও অনুগ্রহে মহান্।

প্রায় এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত কিছুমাত্র বাতাস না হওয়াতে জাহাজ জলে গুঁড়ির ন্যায় ভাসিয়া কোন দিগে চলিল না। তাহাতে পথিকেরা কিংপ্রকারে কাল যাপন করিবে, তাহা প্রায় জানিল না, কখন২ তাহারা গীত গাইত, এবং কখন বা তাসক্রীড়া করিত। কিন্তু শেষে সমুদ্র নির্বাত দেখিয়া তাহারা এমত উদ্যমভঙ্গ হইল যে এই সকল তুষ্টিজনক ব্যাপারে আর তাহাদের আমোদ জন্মিল না।

এক দিবস জাহাজের অধ্যক্ষ আপনার সিন্দুক খুলিলে অন্য দ্রব্যের মধ্যে আমার লালবর্ণ পরিচ্ছদের উপরে তাঁহার চক্ষুঃ পড়িল, তাহাতে তিনি আমাকে বাহির করিয়া পুনর্ব্বার সূর্য্যের আলোক দেখাইলেন। পরে আমি কথা বলিতে অনুমতি পাইয়া দায়ূদের ১০৭ গীতে যাহা লেখা আছে, তাহা তাঁহার সম্মুখে বর্ণনা করিলাম, যথা, সমুদ্রের মধ্যে জাহাজে গমনাগমনকারি এবং জলসমূহের মধ্যে ব্যবসায়কারি লোকেরা গভীর জলে পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল দেখিতে পায়। তিনি আজ্ঞা দিলে প্রচণ্ড বায়ুঃ উৎপন্ন হয়, এবং তিনি ঝড়কে নির্বাত করিয়া তরঙ্গের শান্তি করিতে পারেন। অতএব লোকেরা আপনাদিগের প্রতি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ বোধ করিয়া তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল দেখিয়া তাঁহার প্রশংসা করুক। আমার এই কথা যে সত্য ইহা স্বীকার করিয়া অধ্যক্ষ আমাকে বলিলেন, তুমি কিছু কাল নীরব হও, আমি তোমার এই সকল উপদেশের ভাব বিবেচনা করি। এবং আমিও তাহা ভাল বুঝিলাম। ধ্যান করত তাঁহার স্মরণ হইল যে ঈশ্বর তাঁহাকে উক্ত সময়ভিন্ন অনেকবার সমুদ্রের ঝড়হইতে নিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি রোদন করিতে ২ বলিলেন, হায়, এই সকল অনুগ্রহ পাইয়াও আমি কখন তাঁহার ধন্যবাদ করি নাই। ইহার পর অধ্যক্ষ চেষ্টান্বিত হইয়া আমার উপদেশ শুনিতে আরম্ভ করিলেন, কখন২ দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত নানা প্রকার প্রসঙ্গের বিষয়ে আমার সহিত পরামর্শ করিতেন। পরে জাহাজের লোকেরা যেন ঈশ্বরের নাম লইয়া আর শপথ না করে, তিনি এমন এক ধারা স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে এই পাপ ঈশ্বরের চক্ষুতে অতিশয় ঘৃণাজনক। ঐ সময়াবধি আমার দশা পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইতে লাগিল। আমি আর কারাগারে রুদ্ধ হইলাম না, বরং অধ্যক্ষের ব্যবহার দেখিয়া সকলে আমার সহিত প্রতিদিন কথা কহিতে অভিলাষ করিত। ঐ জাহাজে আমার স্বজাতীয় লোক আর কেহ ছিল না, এই প্রযুক্ত কএক দিবস পর্য্যন্ত আমাকে যথেষ্ট কার্য্য করিতে হইল। এমন সময়ে সুবাত হইলে আমরা অতি শীঘ্র বাঞ্ছিত স্থানে পৌঁছিলাম, ইহাতে সকলের আমোদ জন্মিল।

জাহাজের দ্রব্যাদি তুলিবার সময়ে সকলে কর্ম্মে ব্যস্ত হইলে আমার অধিক অবকাশ হইল, তথাপি তখনও কেহ২ কএক দণ্ডের নিমিত্তে বসিয়া আমার সহিত কথোপকথন করিত।

বিজ্ঞাপন।

হিন্দুদিগের জাতি বিষয়ক অত্যুত্তম উপাখ্যান বর্ণনায় তিন শত মুদ্রা পারিতোষিক।

কলিকাতাস্থ খ্রীষ্টীয়ান ট্রাক্ত ও বুক্ সোসাইটীর আনুকূল্যকারক কতিপয় ব্যক্তি হিন্দুদিগের জাতিমালা বিষয়ক উত্তম রচনায় বা উপাখ্যানে উক্ত সোসাইটীর কমিটীর যোগে তিন শত মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিতে স্বীকার করিযাছেন।

প্রথমতঃ। জাতি বিশেষের স্বভাব ও মূল কি, এ বিষয়ে হিন্দু লোকদের মান্য শাস্ত্র সকল এবং ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু লোকেরা যে২ প্রমাণ দেয় তাহা বিস্তারিত রূপে উল্লেখ করা রচনাকর্ত্তার কর্ত্তব্য। এবং তাহার বর্ণনা সুদৃঢ় করণার্থে তাহাকে শাস্ত্রীয় প্রমাণ লিখিতে হইবে, এবং সেই সকল প্রমাণ কোন্ গ্রন্থের কোন্ অধ্যায়ে ও কোন্ শ্লোকে পাওযা যায ইহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে হইবে। আর জাতিবিশেষ কোন বিদেশি রাজাকর্ত্তৃক ভারতবর্ষের পরাজয কিম্বা বংশের বিভিন্নতাহইতে উৎপন্ন হইযাছে, নানা পুরাবৃত্তলেখকের এমত বোধ হয বটে, কিন্তু জাতি বিশেষের মূল কি, এ বিষযে হিন্দুদের শাস্ত্র সকল ও সর্ব্বলোকসম্মত জ্ঞান ও প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিদের মধ্যে চলিত রীতি এই সকলের সাক্ষ্য কি, তাহা নির্ণয করিতে হইবে। বিশেষতঃ জাতি বিশেষের স্বভাব ও মূল ও তৎসম্বন্ধীয় রীতি সকল ধর্ম্মমূলক ও ঈশ্বরদত্ত, না কেবল সংসারমূলক ও মনুষ্যকল্পিত, অর্থাৎ ইউরোপীয় লোকদের মান্যতার যে ন্যূনাধিক্য দেখা যায় তাহার সদৃশ, এ বিষয়ে হিন্দু লোকদের গ্রাহ্য শাস্ত্র সকল কি প্রকার সাক্ষ্য দেয় তাহা মনোযোগপূর্ব্বক নিশ্চয় করা অতি আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ। জাতিতে করিয়া হিন্দুদিগের পারমার্থিক ও সাংসারিক ও সাম্প্রদায়িক এবং জনপদসম্বন্ধীয় উপকারশোষক যে২ অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইতেছে, এবং সর্ব্বসাধারণ মনুষ্যগণের পারমার্থিক ও সাংসারিক মঙ্গলের প্রতিবন্ধকতাদ্বারা যে২ হানি জন্মিতেছে, এ সমস্ত লেখক সুদীর্ঘ পরিমাণে রচনা করিবেন।

তৃতীয়তঃ। জাতি বিষয়ক বিধির বিপক্ষে যুক্তি ও পরীক্ষা ও ঈশ্বরীয বাক্য ইত্যাদিহইতে যে সমস্ত বিতর্ক বিধিপূর্ব্বক সংস্থাপিত হইতে পারে, লেখক সে সমস্ত শ্রেণীপূর্ব্বক লিখিয়া রচনাকে ভূষিত করিবেন। অধিকন্তু জাতি প্রতিপালকদিগের বিচারে জাতি বিষয়ক শ্রদ্ধা ও প্রাদুর্ভাবের মূলোৎপাটনে সদুপায়রূপে গণ্য যে২ লৌকিক প্রমাণ হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত বিরোধি বচনহইতে কিম্বা লোকদিগের পরম্পরাগত বাক্যহইতে লব্ধ হইতে পারে, লেখক সে সমস্ত লৌকিক প্রমাণ এই প্রকরণের মধ্যে লিখিলে ভাল হয।

চতুর্থতঃ। রচনার পরিমাণের সীমা নিরূপণ করণ অনাবশ্যক, যেহেতুক অনর্থক শব্দাড়ম্বর করিয়া রচনা বিস্তীর্ণ করণাপেক্ষা সার্থক বাহুল্যতা ও রচনার সংক্ষিপ্ততা উৎকৃষ্ট।

পঞ্চমতঃ। এই রচনা ইংরাজী অথবা ভারতবর্ষীয় যে কোন এক ভাষাতে লিখিত হইলেই হইবে; কিন্তু এতদ্দেশের কোন ভাষাতে লিখিত হইলে তাহা ইংরাজী ভাষাতে তর্জমা করিয়া তাহার সঙ্গে পাঠাইতে হইবে।

ষষ্ঠতঃ। পুরস্কারার্থিদিগকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে তাঁহারা হস্তলিখিত রচনা সকল, ইংরাজী ১৮৫০ শালের জুলাই মাসের প্রথম দিবসের পূর্ব্বে কলিকাতা ট্রাক্ট ও বুক সোসাইটীর সেক্রেটরী শ্রীযুত পাদরী জে, এইচ্. পার্কর সাহেবের নিকটে প্রেরণ করিবেন।

বিশেষতঃ প্রত্যেক রচনাকর্ত্তা স্ব২ নাম এক স্বতন্ত্র কাগজে লিখিয়া তাহা সুন্দররূপে মোড়ক ও শিল করিয়া আপন২ রচনার সঙ্গে পাঠাইবেন; এবং রচনা ও উক্ত মোড়ক এই উভয়ের উপরে এক মুখবন্ধ লিখিবেন, অর্থাৎ মোড়কের বহির্ভাগে যে

মুখবন্ধ রাখিবেন সেই মুখবন্ধ রচনার উপরেও রাখিবেন। তাহা হইলে যাহার যে রচনা তাহা অনায়াসে জানিতে পারা যাইবে।

পরে কমিটীর বিচারে পুরস্কার প্রাপণের যোগ্য যে রচনা তাহা নিশ্চয় হইলে, তৎসমভিব্যাহারি মোড়ক খুলিয়া লেখকের নাম জ্ঞাত হইয়া তাঁহার নিকটে পারিতোষিক তিন শত মুদ্রা প্রেরণ করা যাইবে। এই রচনাতে কলিকাতা খ্রীষ্টীয়ান ট্রাক্ট ও বুক সোসাইটীর অধিকার হইবে। ইতি।

কলিকাতা সেপ্তেম্বর ১৮৪৯।

পরমার্থতত্ত্বসার।

১১ প্রস্তাব।

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যে সমস্ত অলৌকিক ক্রিয়া করিলেন তদ্দ্বারা এমত স্থির প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে তাঁহাতে ঈশ্বরীয় গুণ ও শক্তি ছিল।

পূর্ব্ব লিখিত প্রস্তাবেতে যদিও খ্রীষ্টের ঈশ্বরহইতে প্রেরিত হওনের ও তাঁহাদ্বারা প্রকাশিত ধর্ম্মের ঈশ্বরীয় ক্ষমতার বিষয় অতি দৃঢ়রূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে, তথাচ তাঁহার কৃত অলৌকিক ক্রিয়াদিদ্বারা তাহা আরও দৃঢ়রূপে প্রমাণীকৃত হইবে। তিনি অতিশয় কঠিন২ রোগ বিশিষ্ট লোকদিগের রোগোপশম করিলেন, তিনি খঞ্জদিগকে গতায়াত শক্তি দিলেন, ও অন্ধদিগকে দৃষ্টি শক্তি ও বধিরদিগকে শ্রবণশক্তি দিলেন। তিনি ভূতদিগকে ছাড়াইলেন ও সমুদ্রোপরি গতায়াত করিলেন। তিনি কএকটা রুটী ও কিছু মৎস্যের দ্বারা পাঁচ সহস্র লোকদিগকে ভোজন করাইলেন, এবং মৃতদিগকেও পুনঃসজীব করিলেন। এই সমস্ত আশ্চর্য্য ক্রিয়া দিবাভাগে অসংখ্য লোকসমূহের দৃষ্টিগোচরে করা গেল, অতএব তৎস্থানে বর্ত্তমান লোকেরা সেই সকল কর্ম্ম চাক্ষুষ দেখিয়া কোন প্রকারে অপহ্নব করিতে পারিল না, এবং তাহাদের অনেকানেক লোক তদ্বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করিলেও ঐ কর্ম্মের কৃত্রিমতা কোন প্রকারে কিছু পাইতে পারিল না। এই বিষয়ের প্রমাণ যোহনলিখিত সুসমাচারের ৯'অধ্যায়েতে খ্রীষ্টের এক অন্ধ লোককে দৃষ্টিপ্রদানে যিহূদিগণ যে কি পর্য্যন্ত তৎকর্ম্মের অনুসন্ধান করিয়াছিল, তদ্বিষয় লিখিত আছে, অতএব এই বিষয়ে পাঠকগণের বিশেষ মনোযোগ করণার্থে উল্লেখ করিলাম।

অলৌকিক ক্রিয়া যে অতি অসাধারণ ও অতি মহৎ কর্ম্ম ইহা যথার্থ বটে, অতএব তাহার যথার্থতা দৃঢ়রূপে সাব্যস্ত করণার্থে অতি দৃঢ়

প্রমাণের আবশ্যক করে, এবং বিবরণাদি গ্রন্থেতে যে সমস্ত ঘটনা বিষয় লিখিত আছে, সেই সমস্ত অপেক্ষাও অলৌকিক ক্রিয়া অসম্ভব ঘটনা হেতুক দৃঢ় প্রমাণেতে প্রমাণীকৃত করণাবশ্যক।

যে অসংখ্য২ লোক খ্রীষ্টকৃত অলৌকিক ক্রিয়া দেখিয়া প্রত্যয় করিল, তাহাদের মধ্যে অতি যাথার্থিক ও বিশ্বাসোপযুক্ত প্রেরিত নামেতে খ্যাত তাঁহার শিষ্যগণ ছিল। আমাদের প্রভু আপনার সঙ্গে সর্ব্বদা গতায়াত করণার্থে তাহাদিগকে আপনার সঙ্গিরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন; তাহারা প্রভুর সহিত সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিত, সুতরাং তাঁহার শিক্ষা ও কর্ম্মাদি দেখিত ও শ্রবণ করিত, তদ্ভিন্ন তাঁহার মৃত্যু ও পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ করণ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত থাকাতে আপনাদের প্রভুর কোন বিষয় অনবগত ছিল না। এই লোকেরা প্রভুকৃত আশ্চর্য্য ক্রিয়াদি যথার্থ ছিল কি না, তাহা স্বচ্ছন্দে বিবেচনা করিতে পারিল, আর তাহারা যাহাকে পূর্ব্বে জানিত, এমত কোন জন্মান্ধ বাক্য কিম্বা চক্ষুঃস্পর্শদ্বারা হঠাৎ যে দৃষ্টি পাইল ইহা তাহারা দেখিতে পাইল, অতএব ইহা প্রভুর দ্বারা হইল কি না, ইহা তাহারা জানিতে পারিল। আর তিনি জলোপরি অন্য কোন আশ্রয় বিনা সকলের দৃষ্টি-গোচরে যে গতায়াত করিলেন ইহাও তাহারা দেখিল। আর যাহাকে তাহারা পূর্ব্বে জানিত এমত যে ইলিয়াসর সে যে চারি দিবস মরিয়াছিল ও কবরে রাখা গিয়াছিল, এবং খ্রীষ্টের কেবল এক বাক্য কহনেতে সে যে কবরহইতে বাহিরে আইল ইহাও তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিল।

এই সমস্ত ক্রিয়া ও আর২ ক্রিয়াদি দেখিলেও তাহারা যে ভ্রান্ত অথবা প্রবঞ্চিত হইয়াছিল এমত কোন প্রকারে কহা যাইতে পারে না। এই২ এবং আর২ যে সমস্ত আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রভু করিলেন, সে সকলি তাহারা স্ব২ চক্ষে দেখিল, ইহা তাহারা আপনারা স্বীকার করে। তাহারা যিহূদী হইয়াও তাহাদের অপেক্ষিত মশীহের বিরুদ্ধ খ্রীষ্টের বাহ্য চিহ্ন হওনেতে তাহাদিগের সন্দেহ জন্মিবার বহুবিধ কারণ থাকিলেও কেবল উপরোক্ত কারণ প্রযুক্ত তাঁহাকে রাব্বি অর্থাৎ গুরুরূপে স্বীকার করিয়া তাঁহার শিষ্য হইল। তাহাদিগের তদ্ধর্ম্ম গ্রাহ্য করণ হেতুক বিশেষতঃ তাঁহার কৃত আশ্চর্য্য ক্রিয়াদি ও মৃত্যুর পর উত্থানের যথার্থতার প্রমাণ দেওন হেতুক নরলোকের অসহ্য এমত কঠোর যন্ত্রণাদি তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইল। কেবল ইহামাত্র নয়, কিন্তু তন্নিমিত্তে অতি ঘোরতর যাতনায় নিষ্পীড়িত হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে সম্মত হইল। এক্ষণে বিবেচনা কর, যদি তাহারা কেবল খ্রীষ্টকে অপহ্নব করিত, এবং তিনি যে ঈশ্বরপুত্র নন ও কোন আশ্চর্য্য ক্রিয়া করেন নাই ও মৃতদের মধ্যহইতে পুনরুত্থিত হন নাই, ইহাইমাত্র যদি তাহারা প্রকাশ করিত, তবে ঐ প্রকার অসহ্য যন্ত্রণা ও কঠোর মৃত্যু কদাচিৎ তাহাদি-গকে ভোগ করিতে হইত না, কিন্তু তাহারা খ্রীষ্টকে অস্বীকার করণাপেক্ষা মৃত্যু ভোগ স্বীকার করিল। কোন কেহ কি ইহা কহিতে পারে যে ঐ লো-

কেরা তাঁহার সহিত বহু দিন থাকনপ্রযুক্ত কেবল তাঁহার সম্ভ্রম রক্ষার্থে এই রূপ করিল? কিন্তু তদুত্তর আমরা এই দিতেছি, যে যুপিটর ও নেপ্‌চুন ও আপল্লো এবং রাম কৃষ্ণ ও ত্রিদেবাদি দেবগণের নিমিত্তে কেহ কখন ইচ্ছামতে আপনার প্রাণ দিতে স্বীকার করে নাই, কিন্তু খ্রীস্টের নিমিত্তে কত সহস্র২ লোক আপনাদের প্রাণ দিয়াছে। অতএব ইহাতে উপরোক্ত যে বিতর্ক তাহা একেবারে খণ্ডন হইল। অতএব খ্রীষ্টকৃত অলৌকিক ক্রিয়া বিষয়েতে মনুষ্যদ্বারা যে দৃঢ় প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে, তাহা কি ইহাই নহে? এবং এইরূপ দৃঢ় প্রমাণদায়ি দ্বাদশ জন সাক্ষির সাক্ষ্যেতে মহা অসম্ভব বিষয় হইলেও তাহার অযথার্থ হওনের সম্ভাবনা নাই। ইহাদিগের প্রমাণেতে যদি কোন ঐহিক লাভ জন্মিত, অর্থাৎ যেমন মুহম্মদ আপন অনুচরগণকে ইন্দ্রিয়াদির সুখ বিষয়ে উৎকোচ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কিম্বা ইষ্করিয়োতীয় যিহূদা লোভে পতিত হইয়া যেমন বিরুদ্ধাচার করিল, তদ্রূপ যদি তাহাদি- গেতেও হইত, তবে কোন প্রকার সন্দেহ জন্মিতে পারিত, কিন্তু তাহা না হইয়া প্রভু তাহাদিগকে স্পষ্টই কহিয়াছিলেন যে তাঁহার নিমিত্তে তাহারা এ জগতে কোন লাভই পাইবে না, বরঞ্চ অপমান ও তাড়না ও অশেষ যন্ত্রণা ও মৃত্যু ভোগ করিতে হইবে। এই সকল বিষয় তাহারা পূর্ব্বে অতি বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত হইয়াও তাঁহাকে কিম্বা তাঁহাদ্বারা স্থাপিত ধর্ম্ম কোন মতে অপহ্নব না করিয়া অতি সাহসপূর্ব্বক কঠোর যন্ত্রণা ও মৃত্যু ভোগ স্বীকার করিল। অতএব আমরা ইহাতে কি কহিব? তাহারা যে তদ্বিষয়ের যথার্থতা না জানিয়া এমত অসম্ভব ব্যাপার স্বীকৃত হইল, ইহা অতি অসম্ভব। তাহারা এমত উন্মত্ত ও হতজ্ঞান ছিল না যে অসম্ভব ও মিথ্যা বিষয়ের প্রমাণদায়ি হইয়া স্বেচ্ছামতে এমন যন্ত্রণাধীন হইয়াছিল। এবং তদ্ভিন্ন তাহাদিগের আধুনিক গ্রাহ্য ধর্ম্মের ব্যবস্থা এই ছিল যে মিথ্যাবাদি ও প্রবঞ্চকদিগের পরলোকে অশেষ যাতনা হইবেক; ইহা জানিয়াও মিথ্যা বিষয়ের প্রমাণদায়ী হইয়া ইহলোক ও পরলোকের যন্ত্রণাধীন হইতে তাহারা কোন রূপেই সম্মত হইত না। আর দেখ, মনুষ্যদিগের কি এই মত ব্যবহার, যে কেবল তামাসার নিমিত্তে আপনাদিগের অশেষ সুখ বিষয়ে বঞ্চিত হয়? কেবল ইহামাত্র নয়, কিন্তু তৎকর্ম্মার্থে যে ফল অর্থাৎ কঠোর মৃত্যু ও কোন কারণ বিনা সং- সারের সুখ পরিত্যাগ ও তৎকর্ম্মের নিষ্ফলতা এ সমস্ত দৃষ্টির গোচর থাকিলেও কি কোন কেহ এমত খেলায় প্রবৃত্ত হইতে পারে? এরূপ ঘটনা কোন স্থানে কি কেহ কখন দেখিয়াছে কিম্বা শ্রবণ করিয়াছে? তোমরা কি কখন দেখিয়াছ যে তাহাদিগের ন্যায় অতি ভদ্র দ্বাদশ জন লোক মৃত্যুহইতে পুনরুত্থানকারির বিষয় প্রমাণদায়ী হইয়া এবং তৎপ্রমাণদায়িদিগের মৃত্যু বিষয় জ্ঞাত হইয়াও সমুহ জগতের সাক্ষাৎ স্থির প্রমাণদায়ী হইয়াছে? জগতে সৃষ্টিকালাবধি এইমত ব্যা. পার কখনই ঘটে নাই। ইহা সর্ব্ব প্রকার যুক্তি ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধ

এবং সুসমাচারের লিপি ভিন্ন তদ্বিষয় যদিস্যাৎ অন্য কোন স্থানে যথার্থরূপে পাওয়া যাইতে পারে, তবে তাহা আরো আশ্চর্য্যরূপে স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাহা পাওয়া অসাধ্য, কেননা তাহা কখন কাহার দ্বারা হয় নাই। অতএব এই ক্ষণে এই স্থির হইতেছে যে মনুষ্যদ্বারা যে প্রকার মহৎ ও দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে তদ্দ্বারা এই প্রমাণীকৃত হইতেছে যে খ্রীষ্টকৃত অলৌকিক ক্রিয়াদি যথার্থ ছিল, এবং যদি স্বর্গবাসি ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন কাহার ঐ প্রকার কার্য্য করা অসম্ভব হয়, তবে খ্রীষ্ট-দ্বারা তাহা সম্পন্ন হওয়াতে প্রমাণ হইতেছে যে খ্রীষ্ট ও তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত ধর্ম্ম স্বর্গহইতে আগত বটে।

কাফ্রি দাসের বৃত্তান্ত।

দ্বিতীয় ভাগ। *

কাফ্রি শিষ্যের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করণের অল্প দিন পরে আমি অশ্বারোহণ করিয়া তাহার সঙ্গে পুনর্ব্বার কথোপকথন করিতে তাহার প্রভুর গৃহে গেলাম। সেই ঘর আমার বাটীহইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূর। আমি যে উচ্চ পর্ব্বতের উপর দিয়া গেলাম, সে পর্ব্বতহইতে চতুর্দ্দিকস্থ দেশ প্রায় অতুল্য সুন্দর ও ঐশ্বর্য্যযুক্ত দৃষ্ট হইল। এই দর্শনে আমার মনে অতি শিক্ষাদায়ক চিন্তা উৎপন্ন হইল।

স্বাস্থ্যজনক প্রচুর তৃণ ভক্ষণকারি মেষ সেই পর্ব্বত ব্যাপিয়া চরিতেছিল, কোন২ দিগে রাখালগণ আপন২ নিয়মিত স্থানে থাকিয়া নিজ২ পাল রক্ষা করিতেছিল। ইহা আমি আপন পদ ও কর্ম্মের চিহ্নস্বরূপ মানিলাম। কেন-না সেই পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী অতি বৃহৎ এক গ্রাম ছিল, তাহাতে যাহাদের রক্ষা আমি করিতেছি ও যাহাদের বিষয়ে মহারাখালের আগমন দিবসে আমার হিসাব দিতে হইবে এমত অনেক প্রাণী বাস করিতেছিল। আমার সম্মুখস্থিত মেষপাল আমার পারমার্থিক পালের দৃষ্টান্তস্বরূপ। তাহাতে মনে২ এই প্রার্থনা করিলাম, যে উত্তম রাখাল আপন মেষের জন্যে প্রাণ দিলেন, তিনি আমার হস্তে সমর্পিত এই লোকদের প্রতি বিশ্বস্ত হইতে আমাকে শক্তি দিউন। এবং যাহাকে খ্রীষ্ট আপন রব শুনাইবেন এমত দূরদেশস্থ পালের এক জন মেষ আমার যুব কাফ্রি বন্ধু, এই চিন্তাতে আমি আহ্লাদিত হইলাম। কেননা "এক পাল ও এক রক্ষক থাকিবে" এবং যীশুর যোয়ালি অনায়াস ও তাঁহার ভার লঘু, ইহা তাবৎ জাতিরা স্বীকার করিবে। পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করত পর্ব্বতের বামদিগে সমুদ্রের এক বৃহৎ খালে বিভক্ত অতি সুন্দর ভুমি প্রকাশ হইল। জোয়ারের

---

* ১৮৪৮ শালের ২৭১ পৃষ্ঠে ইহার প্রথম ভাগ পাওয়া যায়।

সময়ে ঐ খালদ্বারা দেড় ক্রোশ পরিমিত প্রশস্ত হ্রদ হয়। তাহার চতুর্দ্দিগে যে২ বন ও গ্রাম ও ঘর ও ভজনালয় দেখা যায় তাহা অতি মনোরম্য।

হ্রদের ঐ পারে অর্থাৎ সমুদ্রেতে কতক ক্রোশ ব্যাপ্ত নঙ্গর করা রণ-জাহাজের বৃহৎ বহর ছিল, এবং তাহার নিকটবর্ত্তি বাণিজ্য জাহাজের অন্য বহর দৃষ্ট হইল। বহরের ঐ দিগে এক মহা বন্দর নগরের দুর্গ ও গৃদি ও নানা প্রশস্ত অট্টালিকা দেখিলাম। এ সকল ইম রতের জানালাতে ও জাহাজের ধ্বজার উপর সূর্য্য উজ্জ্বল হইয়া তাবৎ দর্শনে অধিক প্রভা জন্মিল।

আমি রাজমন্ত্রিদের সংকল্প ও অনেক জাতির নাশ ও রণের শঙ্কার বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম। যে সময়ে ঈশ্বর পৃথিবীর সীমাপর্য্যন্ত যুদ্ধের শেষ করিয়া শান্তি স্থাপন করিবেন, সে অতি আনন্দের সময় হইবেক।

তথাপি বর্ত্তমান কালে শত্রুর হস্ত ও বিনাশক রাজা হইতে আমাদিগের দেশ রক্ষার্থে যে২ জাহাজ ও অন্যান্য রক্ষাস্ত্র ঈশ্বর প্রদান করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে কৃতজ্ঞ হইতে হয়। আমি ভাবিলাম, বর্ত্তমান যুদ্ধ ও রক্তপাত কালে আমাদের দেশে প্রত্যেক জন স্ব২ দ্রাক্ষালতা ও ডুম্বুর বৃক্ষের ছায়াতে বসিয়া অনেক দেশীয় লোকদের অজ্ঞাত শান্তির মিষ্টতা আস্বাদন করিতেছে, কিন্তু এ বহরের সকল নাবিকেরা নিজ২ বাটী ত্যাগ করিয়া আপন দেশ রক্ষার্থে যুদ্ধ করিতেছে।

দক্ষিণে অগ্নিকোণে অসীম সমুদ্রের মহা২ ঢেউ প্রকাশিত হইল। পাইল-দ্বারা নানা দিগে গমনকারি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র জাহাজ সমুদ্রেতে ব্যাপ্ত ছিল। কোন২ জাহাজ পৃথিবীর অতি দূর দেশে গমন করিতেছিল। অন্য কোন জাহাজ নানা দূরদেশের উৎপন্ন দ্রব্য বোঝাই করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসি-তেছিল। আর কতক জাহাজ শত্রুর অন্বেষণ করিতে যাইতেছিল, এবং অন্য কতক জাহাজ কোন কঠিন যুদ্ধের পর পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়া বন্দরে চলিয়া আসিতেছিল। যে স্থানে আমি অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে-ছিলাম, সে স্থানের দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় পাঁচ ক্রোশ পরিধি পরিমিত এক সুন্দর অর্দ্ধ গোলাকার খাল দৃষ্ট হইল, এই খাল শুক্লবর্ণ ও রক্তবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ মৃত্তিকার উচ্চ পাহাড়ে বেষ্টিত। ইহার ঐ পারে কোন উপপর্ব্বতের শ্রেণী ছিল। তাহার শৃঙ্গ অনেকবার মেঘাচ্ছন্ন হইত, কিন্তু ঐ সময়ে অতি স্পষ্ট দেখা গেল। এই শ্রেণী উত্তর দিগে অন্য শ্রেণীতে যোগ পাইয়া বৃহৎ ও ফলবতী নিম্নভূমির সীমাস্বরূপ হইল। ভূমির সকল শস্য ছেদনোপযুক্ত হওয়াতে পরমেশ্বর আপন কৃপাদ্বারা মনুষ্যসন্তানদের নিমিত্তে অধিক আহার প্রস্তুত করেন, ইহা প্রকাশ হইল। "তিনি শস্য প্রস্তুত করেন; তিনি বৎসরকে কল্যাণরূপ মুকুট দিতেছেন, এবং তাঁহার পথহইতে স্নিগ্ধতা নিঃসৃত হইয়া অরণ্যে ও প্রান্তরে পতিত হইলে চতুর্দ্দিগে পর্ব্বতগণ উল্লাসিত হয়, এবং ক্ষেত্র সকল মেষেতে ব্যাপ্ত ও নিম্ন ভূমি শস্যে আচ্ছন্ন হয় তাহাতে সকলে জয়ধ্বনি করিয়া গান করে।"

আমার সম্মুখগামি জাহাজে দৃষ্টি করত দাসদের কথা আমার মনে

আইল, যথা "সমুদ্রের মধ্যে জাহাজে গমনাগমনকারি ও জলসমূহের মধ্যে ব্যবসায়কারি লোকেরা গভীর জলে পরমেশ্বরের কর্ম্ম ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখিতে পায়। তিনি আজ্ঞা দিলে প্রচণ্ড বায়ু উঠে ও তরঙ্গ উঠায়। তাহাতে তাহারা কখন আকাশে উঠে ও কখন গভীর জলে নামে। এই বিপদে তাহাদের প্রাণ গলিত হয়। তাহারা মত্ত মনুষ্যের ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া টলিয়া পড়ে ও হতবুদ্ধি হয়। এমত বিপদের সময়ে তাহারা পরমেশ্বরের কাছে কাকুতি করিলে তিনি তাহাদিগকে কষ্টহইতে আনয়ন করেন এবং ঝড়কে নির্ব্বাত করিয়া তরঙ্গের শান্তি করেন। তাহাতে তাহারা শান্ত হইয়া পরমানন্দিত হয়। এইরূপে তিনি তাহাদিগকে বাঞ্ছিত স্থলে লইয়া যান। অতএব তাহারা পরমেশ্বরের অনুগ্রহের ও মনুষ্যগণের প্রতি তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্মের নিমিত্তে তাঁহার প্রশংসা করুক।" গীত ১০৭।

এ সকল বিষয় চিন্তা করিতে২ আমি পর্ব্বতসীমাতে কোন ভয়ানক ঋজু আরুড়ির ধারে উপস্থিত হইলাম। এস্থানে অশ্বহইতে নামিয়া তাহাকে বনের কোন বৃক্ষেতে বন্ধন করিয়া দিলাম। সমুদ্রের ঢেউ অতি নিম্নে অর্থাৎ আরুড়ির তলে নিত্য লাগাতে সর্ব্বকালে অতি তুষ্টিজনক শব্দ করে। এ আরুড়ির চূড়ার ও নিম্নস্থিত পাহাড়ের মধ্যে কতক সাগর-পক্ষী পর্ব্বতের গর্ত্তে বাসা করিয়াছিল।

চতুর্দ্দিগে দৃষ্টিগোচর বস্তুসমূহ সম্পূর্ণরূপে শোভান্বিত এবং ধ্যান ও প্রার্থনাদির উপযুক্ত ছিল। আপন সৃষ্টিতে সৃজনকর্ত্তা প্রকাশিত হইয়া তাবৎ প্রাণিকে সম্মান ও আদর করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু বিশ্বাসির প্রতি এ স্থান প্রার্থনাদির নিমিত্তে বিশেষরূপে উপযুক্ত। সে ঈশ্বরের নিয়মপ্রযুক্ত সকল সাংসারিক আশীর্ব্বাদ ও পারমার্থিক সুখভোগ বিষয়ক অধিকার প্রাপ্ত হয়। তাহার অধিকারপত্র এই, "সকলই তোমাদের, পৌল কি আপল্লো কি কৈফা কি জগৎ কি জীবন কি মরণ কি বর্ত্তমান বিষয় কি ভবিষ্যদ্ বিষয় সকলই তোমাদের, এবং তোমরা খ্রীষ্টের, ও খ্রীষ্ট ঈশ্বরের"।

আমার বামহস্তস্থিত অতি সূক্ষ্ম ও শক্ত বালিবিশিষ্ট এক ক্ষুদ্র খাল ছিল, তাহা চতুর্দ্দিগে পাথরের ও খড়িমাটির আরুড়ির কতক খণ্ডেতে ও ভগ্ন মৃত্তিকা বিশিষ্ট তীরেতে বেষ্টিত। এই নির্জন স্থানে ঘর বাটী না থাকা প্রযুক্ত তাহা গুপ্তরূপে ধ্যান করিবার উপযুক্ত স্থান। এখানকার এক মহাপ্রস্তরে বসিয়া কোন পুস্তক পাঠ করিতেছে এমত এক লোককে দেখিলাম। যে স্থানে আমি দাঁড়াইলাম, সে স্থানহইতে প্রায় দুই শত হাত পরিমিত নীচে এ ব্যক্তি ছিল, কিন্তু তাহার কাপড়দ্বারা ও নিকটবর্ত্তী শুক্ল পাহাড়ের সহিত তাহার বর্ণের তুলনা করত তাহার কাল শরীর-দ্বারা আমি স্থির করিলাম যে সে ঐ কাফ্রি শিষ্য, ও তাহার হস্তস্থিত বহি ধর্ম্মপুস্তক। এস্থানে তাহাকে দেখিবার অপেক্ষা না করিয়া হঠাৎ তাহাকে এই একাকী ও মনোহর অবস্থায় দেখাতে অতি আনন্দিত হই-লাম। তাহাতে আমি মাছুয়া ও রাখালদ্বারা নির্ম্মিত কোন অসমান

সিঁড়িতে তীরে নামিলাম, কিন্তু সেই কাফ্রিদাস এমত মনোযোগপূর্ব্বক পুস্তক পাঠ করিতেছিল যে তাহার অতি নিকট না আইসন পর্য্যন্ত সে জানিতে পারিল না। পরে আমি কহিলাম, উলিয়েম, এ কি তুমি?

"হাঁ মহাশয়, আপনাকে দেখিয়া অতি আনন্দ পাইলাম। মহাশয় এস্থানে কিরূপে আইলেন? আমি বোধ করিলাম যে ঈশ্বর ও আমা ছাড়া এখানে কেহ নাই।"

তোমার প্রভুর গৃহে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলাম। কিন্তু এ স্থানের চতুর্দ্দিগ্ দর্শনের জন্যে আইলাম। আকাশ নির্ম্মল হইলে আমি অনেক বার এস্থানহইতে সমুদ্র ও জাহাজ দেখিতে আসিয়া থাকি। এই কি ধর্ম্মপুস্তক?

"হাঁ মহাশয়, এই আমার প্রিয় উত্তম ধর্ম্মপুস্তক।"

আমি কহিলাম, তুমি এইরূপে কালযাপন করিতেছ, ইহা আহ্লাদের বিষয়। ইহা উত্তম চিহ্ন, উলিয়েম।

"আজ্ঞা মহাশয়, আমার প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের চিহ্ন, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমি কখন ভাল নহি।"

কি রূপে?

"আমি তাঁহার প্রতি কখন যথেষ্ট কৃতজ্ঞ নহি ও যথেষ্ট প্রার্থনা করি না, এবং যিনি আমাকে এত উত্তম বস্তু দেন তাঁহাকে কখন যথেষ্ট রূপে স্মরণেও রাখি না। মহাশয় ভয় করি আমার মন অতি দুষ্ট, আমি আপনকার ন্যায় হইতে ইচ্ছা করি।"

আমার মত কেন? তুমি আমারই মত দরিদ্র ও উপায়রহিত ও পাপি ব্যক্তি; কেননা ঈশ্বর আপন দয়া ও অনুগ্রহেতে অগ্নিকুণ্ডহইতে জ্বলন্ত কাষ্ঠের ন্যায় লইয়া আপন প্রেমের ও অনুগ্রহের বিশেষ পাত্র না করিলে আমাকেও পাপেতে বিনষ্ট হইতে হইবে। কোন প্রভেদ নাই; আমরা উভয়েই ঈশ্বরের তেজবিহীন হইয়াছি, সকলে পাপ করিয়াছে।

"না মহাশয়; আমি তোমার মত নহি। আমার তুল্য পাপি আর কাহাকে জ্ঞান করি না, আমার অন্তঃকরণের ন্যায় আর কোন লোকের অন্তঃকরণ নয়।"

হাঁ, উলিয়েম। পাপের অত্যন্ত পাপিষ্ঠতা ও পাপি লোকের মুক্তির নিমিত্তে খ্রীষ্ট যীশুদ্বারা দত্ত মূল্য দর্শনকারি প্রত্যেক চেতনাপ্রাপ্ত মনুষ্যের মনের ভাব তোমার মনের ভাবের তুল্য। অতএব তুমিও এরূপ গান করিতে পার, যথা,

আমি হইলাম দুষ্টাচারিদের প্রধান।
তবু যীশু মোর জন্যে দিলেন স্বপ্রাণ॥

"আজ্ঞা হাঁ, মহাশয়, আমি বিশ্বাস করি, যীশু আমার জন্যে মরিলেন। যদি খ্রীষ্ট আমার কারণ প্রাণ না দিতেন, তবে আমার কি হইত? কিন্তু তিনি সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্ট লোকের নিমিত্তে প্রাণ ত্যাগ করিলেন, অতএব কোন ২ কালে আমার অতি আনন্দ হয়।"

তুমি ধর্ম্মপুস্তকের কোন স্থান পাঠ করিতেছিলা, উলিয়েম?

"আমি খ্রীষ্টের ও ক্রুশে টাঙ্গান চোরের মধ্যে কথোপকথনের বিষয় পড়িতেছিলাম। ঐ চোরের প্রার্থনা আমারও উপযুক্ত, হে প্রভো, আমাকে স্মরণ কর। প্রভো, পাপিষ্ঠ কাফ্রিকে স্মরণ কর, আমার প্রাতঃকালের ও কখন২ রাত্রিকালেরও প্রার্থনা এই। এবং যৎকালে অনেক কথা মনেতে না হয়, তৎকালে আমি সেই প্রার্থনা পুনর্ব্বার করি; প্রভো, পাপিষ্ঠ কাফ্রিকে স্মরণে রাখ।"

আর প্রভু সে প্রার্থনা শুনেন ইহাও নিশ্চয়। যিনি চোরকে ক্ষমা পূর্ব্বক গ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহার নিকটগামি কোন ব্যক্তিকে তিনি কখন তাড়ান না।

"আজ্ঞা মহাশয়, আমি তাহা স্থির জানি, কিন্তু আপন অন্তঃকরণের অধিক পাপহেতু আমি ভীত ও দুঃখিত আছি। মহাশয়, আপনি এক২ লিম্পেট* মৎস্য দেখেন, তাহারা যেমন শক্তরূপে পাথরে লাগিয়া থাকে, তদ্রূপ পাপ আমার মনে জড়িয়া আছে।"

এমত হইতে পারে, উলিয়েম, কিন্তু অন্য এক দৃষ্টান্ত শুন। তুমি ঐ লিম্পেট্ মৎস্যের ন্যায় খ্রীষ্টের মৃত্যু ও ধর্ম্মেতে প্রত্যয়দ্বারা তাঁহাতে আসক্ত হও, তাহাতে সমুদ্র বা ঝড় তাঁহার প্রেমহইতে তোমাকে পৃথক করিবে না।

"সেই আমার ইচ্ছা।"

এই ক্ষণে বল, উলিয়েম, তুমি যে পাপ বিষয়ক কথা কহিলা, তাহা কি তোমার প্রতি ভারস্বরূপ লাগে না? তুমি তাহা ভাল বাস না, বরং তাহাহইতে মুক্তি পাইবার কারণ বলবান হইতে বাঞ্ছা কর কি না?

"বটে, যদ্যপি সম্পূর্ণ পৃথিবী আমার হইত, তথাপি পাপহইতে পৃথক হইবার নিমিত্তে আমি সম্পূর্ণ পৃথিবী দিতাম।"

তবে আইস, প্রিয় ভ্রাতা, খ্রীষ্টের নিকটে আইস; তিনি সর্ব্ব প্রকার পাপহইতে পবিত্র করেন। তিনি আমাদিগের উদ্ধারের মূল্যস্বরূপ হইলেন। তিনি আমাদের দুর্ব্বলতা সকল ধারণ করিলেন ও আমাদের ব্যাধি সকল লইলেন। তিনি আমাদের আজ্ঞালঙ্ঘনের নিমিত্তে ক্ষত বিশিষ্ট ও আমাদের অধর্ম্মের নিমিত্তে চূর্ণ হইলেন, এবং আমাদের মঙ্গল জনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্ত্তিল, এবং তাঁহার ক্ষতদ্বারা আমাদের স্বাস্থ্য হয়। পরমেশ্বর আমাদের সকলের এই অধর্ম্মের ফল তাঁহার উপরে বর্ত্তাইলেন। আইস, নির্ভয়ে পাপিদের ত্রাণকর্ত্তা যীশুর নিকটে আইস।

কাফ্রি কাঁদিতে২ কহিল, "হাঁ মহাশয়, আমি আসিতেছি, কিন্তু তাহা অতি ধীরে২। মহাশয়, আমি দৌড়িয়া বরং উড়িয়া আসিতে চাহি। যীশু যে আমার নিকটে তাঁহার বাক্য প্রচার করিতে আপনাকে প্রেরণ করিলেন ইহা অতি অনুগ্রহের কর্ম্ম।"

---

* সমুদ্রে জাত কোন ক্ষুদ্র মৎস্য বিশেষ।

কিন্তু ইহা প্রথমবার নয় যে তুমি এই ধর্ম্মবাক্য শুনিয়াছ ?

"না মহাশয়, আমি তোমাকে বাড়ীতে বলিয়াছিলাম, আমেরিকা দেশস্থ ধর্ম্মোপদেশকের কথা শুননাবধি আমি তদ্দ্বারা অনেক সময়ে সান্ত্বনা ভোগ করি।"

উলিয়েম, ঈশ্বর তোমার চক্ষু খুলিয়া অন্তঃকরণে আপন মহা অনুগ্রহ বিষয়ক চেতনা দান করিলেন, যেহেতুক তিনি অনুগ্রহ করিয়া তোমার কারণ আপন পুত্রকে মৃত্যুভোগ করিতে দিলেন, অতএব ভরসা করি তুমি তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে যত্নবান আছ, এবং আপন কর্ত্তা ও কর্ত্রীর প্রতি ও সঙ্গি ভৃত্যবর্গের প্রতি উত্তম আচরণ প্রকাশ করিতে উদ্‌যোগ কর। যে ব্যক্তি অন্তরে খ্রীষ্টীয়ান সে দৃশ্যভাবেও খ্রীষ্টীয়ান, এবং যাকুব প্রেরিত কহেন, যে জন প্রকৃতরূপে ত্রাণপ্রাপ্ত্যর্থে খ্রীষ্টে প্রত্যয় রাখে, তাহার প্রত্যয় ক্রিয়াদ্বারা প্রকাশ পাইবে। ইহা বটে কি না উলিয়েম ?

"হাঁ, মহাশয়, আমি তদ্রূপ করিতে বাঞ্ছা করি। আমি বিশ্বাসী হইতে চাহি। আমার অন্তঃকরণের মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের আগমনের পূর্ব্বে আমি যে দুষ্ট ভৃত্য ছিলাম ইহা খেদের বিষয় বটে। আমি কর্ত্তার চক্ষুর গোচরে ও অগোচরে সর্ব্বদা সৎকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করি, কারণ ঈশ্বর আমাকে সর্ব্বদা দৃষ্টি করেন। আপন কর্ত্তার প্রতি দোষ করিলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধ পাপ হয়, আর তৎপ্রযুক্ত ঈশ্বর আমার উপরে ক্রুদ্ধ হইবেন, ইহা আমি জানি। তদ্ব্যতিরেকে খ্রীষ্ট যাহা বলেন তাহা না করিলে আমি তাঁহাকে কিরূপে প্রেম করিতে পারি ? সঙ্গিদাসেরা আমাকে প্রেম না করিলেও আমি তাহাদিগকে প্রেম করি, এবং ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ যে তাহাদিগের প্রতি হয় এই প্রার্থনাও করি। তাহারা যখন দুষ্ট কথা বলিয়া আমার রাগ জন্মাইতে উদ্যোগ করে, তৎকালে আমার এই বিবেচনা হয়, যদি যীশু খ্রীষ্ট আমার স্থানে হইতেন, তবে তিনি নিন্দা করিয়া মন্দভাব পূর্ব্বক মন্দ কথা কহিতেন না। ইহা ভাবিয়া অল্প কথা বলি, কিন্তু অধিক প্রার্থনা করি। এইরূপে আমি কিছুমাত্র না কহিলে ঈশ্বর যে তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন, এই আমার নিবেদন।"

এ কাফ্রি খ্রীষ্টীয়ানের সহিত আমার যত বার কথোপকথন হইল, ততবার তাহার মনে জ্ঞানরূপ দীপ্তি বৃদ্ধি পাইতেছে ও ঈশ্বরের অনুগ্রহের কার্য্য তাহার অন্তঃকরণে আরম্ভ হইয়াছে, ইহার প্রমাণ আরও স্পষ্ট হইল। এই কথাবার্ত্তা আমাদিগের সাক্ষাৎ স্থানের চতুর্দ্দিগ্দর্শনদ্বারা অধিক স্বার্থজনক হইল। নিকটবর্ত্তী খাল অত্যন্ত সুন্দর ও আকাশ স্থির ছিল। সূর্য্য উজ্জ্বল করিতেছিল বটে, কিন্তু আমরা পর্ব্বতদ্বারা তাহার কিরণহইতে রক্ষিত ছিলাম। এস্থানের অত্যন্ত উচ্চ ও বৃহৎ এক বিশেষ পর্ব্বত আছে, তাহার চূড়া ঠিক আমাদের মস্তকের উপরে, তাহার বর্ণ তুষারের ন্যায় শুক্ল। সাগরপক্ষী চতুর্দ্দিগে উড়িতেছিল এবং অন্যপার্শ্বে ও পশ্চাতে নানা বর্ণযুক্ত মৃত্তিকা বিশিষ্ট কেবল ক্রমিক ঢাল তৃণেতে ও ঝো-

পেতে ও সামুদ্রজলসহিত মিশ্রিতকারী ক্ষুদ্র২ জলস্রোতে বিভূষিত স্থান ছিল। আমাদিগের পদের নিকটস্থ সমুদ্র শৈবাল বিশিষ্ট। পাথরযুক্ত চড়ার উপরে গমনাগমন করত সে শৈবাল ভাগ করিয়া ভাসিয়া বালির উপরে নিক্ষিপ্ত হওন কালে আপন সুশ্রী রূপ প্রকাশ করিল। অন্যান্য স্থানে রণ ও বাণিজ্য জাহাজ দৃষ্ট হইল। তীরের নিকটবর্ত্তী নৌকাতে মৎস্যধারিরা আপনাদের বিশেষ ব্যবসায়ে ব্যস্ত ছিল। সমুদ্রের জলশব্দ ও মন্দকোর্দ্দি-গামি সাগরপক্ষির স্বর ও কখন২ গমনকারি জাহাজহইতে তোপের শব্দ, এ সকল বিষয়েতে বর্ত্তমান দর্শন বিশেষ মনোহর হইল। কোন২ কালে জলেতে দাঁড় ফেলনের শব্দ ও নাবিকদের গানধ্বনি কর্ণগোচর হইত। উপস্থিত মাঠে স্থিত মেষের রব উক্ত বৈচিত্র্য শব্দেতে মিশ্রিত হইত। এতাদৃশ দর্শনে কোন মনোযোগি ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভারি চিন্তা জন্মে। আমি অনেক কাল পর্য্যন্ত ঐ কাফ্রির সহিত কথা কহিলাম, কারণ তাহার কর্ত্তা সেই দিবসের জন্যে বাটীহইতে বাহির যাওন হেতু তাহাকে কতক ঘণ্টার ছুটি দিয়াছিলেন। তাহাকে বাপ্তিস্ম বিষয়ক আজ্ঞার কথা বলাতে সে তদনুসারে আচার করিতে ইচ্ছুক হইল। আমার বিবেচনানুসারে সে বাপ্তাইজিত হইবার সম্পূর্ণরূপে যোগ্য, কিন্তু আমি বিশেষত এই বিষয়ে পরম আহ্লাদিত ছিলাম যে সে অন্যজাতীয় ও বিদেশী আর না থাকিয়া পুণ্যবানদের একনগরস্থ ও ঈশ্বরের পরিবার লোক হইবে।

আমি তাহাকে কহিলাম, ঈশ্বর অনেক জাতীয়দিগকে আপন অনুগ্রহ-রূপ শিশিরদ্বারা প্রোক্ষণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

সে উত্তর করিল, "হাঁ মহাশয়, তিনি আমাকে অন্তঃকরণে পবিত্র ও প্রকৃত মনোবিশিষ্ট করিতে পারেন। তিনি আমাকে ধৌত করিলে আমি তুষারের অপেক্ষা শুক্লবর্ণ হইব।"

ঈশ্বর তোমাকে এ রূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া সর্ব্বপ্রকার উত্তম গুণেতে সংস্থাপন করুন।

তাহার আপন পিতামাতার বিষয়ে প্রেমযুক্ত কথা কহনেতে আমি অধিক আনন্দিত হইলাম। সে বাল্যাবস্থায় তাহাদের হইতে অপহৃত, কিন্তু তাহার মনোবাঞ্ছা এই যে ঈশ্বর কোন ক্রমে তাহাদিগকে খ্রীষ্টের নিকটে আনয়ন করেন।

আমি কহিলাম, কি জানি, এ স্থানের কোন জাহাজদ্বারা কোন ধর্ম্ম-প্রচারক তাহাদের দেশে গিয়া তদ্দেশস্থ লোকদের নিকটে, ও তোমার প্রিয় পিতামাতা যদি এই পর্য্যন্ত জীবৎ থাকেন তবে তাঁহাদেরও নিকটে পরিত্রাণের মঙ্গল সমাচার প্রচার করিবেন।

এই কথাতে সে ভূমিহইতে লম্ফ দিয়া কহিল, "আঃ আমার প্রিয় পিতা-মাতা। হে আমার প্রিয় দয়াবান ত্রাতা, তুমি তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিয়া পাপিদের জন্যে কি২ করিয়াছ ইহা যদ্যপি তাহাদিগকে জানাও।"

পরে সে আর কিছু না কহিয়া অতি খেদান্বিত হইল।

আমি কহিলাম, হে বন্ধু, আমি এইরূপে তোমার ও পিতামাতার প্রাণের বিষয় প্রার্থনা করি।

"এমত করিলে, মহাশয়, অধিক অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন। এ দেশীয় ও সর্ব্বস্থানবিশিষ্ট দরিদ্র কাফ্রির নিমিত্তে প্রার্থনা করুন।"

সেই স্থান নূতন ও উপযুক্ত প্রার্থনালয়। সমুদ্রতীরস্থ বালি আমাদিগের মেজ্যাস্বরূপ ও গগণ গৃহের ছাতস্বরূপ ও পর্ব্বত ও উপপর্ব্বত ও সাগরের ঢেউ সকল দেওয়াল স্বরূপ। এই স্থানে প্রার্থনা নিত্য হইত না, তথাপি সেই একবার প্রার্থনা হওন হেতু তাহা আমাদ্বারা সদাকাল পবিত্ররূপে জ্ঞাত হইবে। ঈশ্বর তৎস্থলে বর্ত্তমান ছিলেন। আমি প্রার্থনা করিলাম। কাফ্রি লোকের অন্তঃকরণ চিন্তাতে পরিপূর্ণ হওয়াতে সে রোদন করিতে লাগিল। আমিও তত্তুল্য চেতনা পাইয়া তাহার ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। ঐ অশ্রুপাত খ্রীষ্টীয়ানদের প্রতি প্রেমপ্রযুক্ত কি না ইহা মহাদিবসে প্রকাশ পাইবে। আমার বাটীতে ফিরিয়া যাওন কাল উপস্থিত হইলে তাহার স্কন্ধে ভার দিয়া পর্ব্বত চূড়ার উপরে গেলাম, কারণ অশ্বকে পাহাড়ের উপরে ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম। তাহার মুখে নিরহঙ্কার ও কৃতজ্ঞতা দৃষ্ট হইল। বিদায় লইবার সময়ে পরস্পর হস্ত ধারণ করিলে বাষ্পাঞ্জিত হওনের পূর্ব্বে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্তে দিবস নিরূপণ করিলাম।

"মহাশয়, পরমেশ্বর আপনার প্রতি আশীর্ব্বাদ করুন।"

তোমাকেও সেই প্রকারে এখন ও সদাসর্ব্বক্ষণে আশীর্ব্বাদ করুন। আমেন।

ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

২৩৯। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের যে সেবা করিতে হয় তাহা কি প্রকার?

প্রভু যীশুতে বিশ্বাস করা এবং তাঁহাকে প্রেম করা ও তাঁহার আজ্ঞানুসারে অবগাহিত হওয়া ও তাঁহার মণ্ডলীভুক্ত হওয়া, ইহাই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সেবা।

২৪০। তুমি যে অবগাহনের কথা বলিলা, তাহা কি?

আমি প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা পরিত্রাণ পাইয়াছি, এবং ইহার পরে কেবল তাঁহাকে ত্রাণকর্ত্তা ও গুরুরূপে স্বীকার করিব, ইহার প্রমাণার্থে তাঁহার আজ্ঞানুসারে জলেতে ডুবিত হওয়াই অবগাহন।

২৪১। অবগাহিত হওয়া কাহার উচিত?

অবগাহিত হওয়া খ্রীষ্টাশ্রিত অর্থাৎ বিশ্বাসি লোকের উচিত।

২৪২। সে কবে অবগাহিত হইবে?

খ্রীষ্টের নিকটে আশ্রয় লইলেই সে অবগাহনের যোগ্য পাত্র হয়।

২৪৩। সে কাহার নামে অবগাহিত হইবে?

বিশ্বাসি লোক পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে অবগাহিত হইবে।

২৪৪। সেই অবগাহন অর্থাৎ ডুব কি বুঝায়?

সেই ডুব মৃত্যু ও কবরে শয়ন ও পুনরুত্থান বুঝায়।

২৪৫। সেই মৃত্যু ও কবরে শয়ন ও পুনরুত্থান কাহার?

তাহা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এবং ঐ মানুষের উভয়ের মৃত্যু ও কবরে শয়ন ও পুনরুত্থান বুঝায়।

২৪৬। অবগাহনের সময়ে মানুষ কি মরিয়া যায় কিম্বা কবরহইতে পুনরায় উঠে?

না, তাহা নহে, কিন্তু আমি পাপেতে মগ্ন ও মৃত ছিলাম, এখন প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা বাঁচিলাম, ইহা সে স্বীকার করে।

২৪৭। আর কিছু স্বীকার করে না?

হাঁ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের গুণে পবিত্র আত্মাদ্বারা আমার পাপস্বভাব মরা লোকের ন্যায় দূর করা গেল, এবং আমার নূতন অর্থাৎ পবিত্র স্বভাব হইয়া উঠিল, ইহাও স্বীকার করে।

২৪৮। আর আপন ভাবি আচরণের বিষয়ে কি কিছু স্বীকার করে?

হাঁ, ইহার পরে আমি পাপের পক্ষে মৃত হইয়া কেবল ধর্ম্মের পক্ষে সজীব হইব, ইহা স্বীকার করে।

২৪৯। অবগাহনে জলের কি প্রয়োজন?

জলদ্বারা যেমন শরীরের মল দূর করা যায়, তদ্রূপ প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা পাপ দূর করা যায়, ইহার দৃষ্টান্ত সেই জল।

২৫০। অবগাহনের মধ্যে জল শ্রেষ্ঠ, না মনের ভাব শ্রেষ্ঠ?

মনের ভাব শ্রেষ্ঠ, কারণ অবগাহন যেন ঈশ্বরের প্রতি সরল মনের সাক্ষ্যস্বরূপ হয়, ইহা তাঁহার অভিপ্রায়।

২৫১। ছোট শিশুগণের অবগাহন করা কি ভাল?

না, তাহা ভাল নহে, কারণ ঐ সকল কথা স্বীকার করা শিশুর অসাধ্য।

২৫২। অবগাহন না করিয়া কেবল মস্তক ভিজা করা কি ভাল?

না, তাহাও ভাল নহে, কারণ মস্তক মাত্র ভিজা হইলে মৃত্যুর ও কবরে শয়নের ও পুনরুত্থানের দৃষ্টান্ত দেখা যায় না, কেবল সমস্ত শরীর ডুবিত হইলে সেই দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

২৫৩। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলী কি?

খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদের সভাকে মণ্ডলী বলা যায়।

২৫৪। সর্ব্বসাধরাণ মণ্ডলী কি?

খ্রীষ্টের আশ্রিত যত মনুষ্য স্বর্গেতে ও পৃথিবীতে আছে, তাহারা সকলে খ্রীষ্টেতে মিলে, এই কারণ তাহাদিগকে খ্রীষ্টের সর্ব্বসাধারণ মণ্ডলী বলা যায়।

২৫৫। খ্রীষ্টের বিশেষ ২ মণ্ডলী কি প্রকার?

খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদের যে সভা যে স্থানে নিয়মিত সময়ে মিলিয়া থাকে, সেই সভা খ্রীষ্টের সেই স্থানস্থ মণ্ডলী।

২৫৬। এক দেশে খ্রীষ্টের অনেক মণ্ডলী হইতে পারে?

পারে, কারণ এক দেশের অনেক স্থানে সভা হইতে পারে।

২৫৭। পূর্ব্বকালেও কি এক দেশে অনেক মণ্ডলী ছিল?

হাঁ, প্রেরিতদের সময়ে যিহূদা দেশের ও গালাতিয়া দেশের ও গ্রীস দেশের নানা নগরে বিশেষ ২ মণ্ডলী ছিল।

২৫৮। মণ্ডলী স্থাপনের অভিপ্রায় কি?

মণ্ডলী স্থাপনের নানা অভিপ্রায় আছে। প্রথমে মণ্ডলীর লোকেরা সাংসারিক লোকহইতে ভিন্ন হইয়া যে সদাচরণ ও পরস্পর প্রেম করে, তাহাদ্বারা সকলের নিকটে খ্রীষ্টধর্ম্মের উত্তমতা প্রকাশ পায়।

২৫৯। সাংসারিক লোকহইতে ভিন্ন হওয়া কি?

খ্রীষ্টধর্ম্ম বিনা অন্য যত ধর্ম্ম আছে সেই সকল মিথ্যা ধর্ম্মের তাবৎ প্রকার ক্রিয়া ত্যাগ করা, এবং যাহারা খ্রীষ্টাশ্রিত নহে সেই সকল লোকদের মধ্যে চলিত মন্দ আচরণ ও তামাসা ত্যাগ করা, ইহাই সাংসারিক লোকহইতে ভিন্ন হওয়া; কারণ ঐ সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিবার জন্যে সাংসারিক লোকদের মিত্রতা ও সঙ্গ ত্যাগ করিতে হয়।

উপদেশক।

ডিসেম্বর ১৮৪৯ (৩৬) মূল্য ২ আনা।

একখান ধর্ম্মপুস্তকের দেশভ্রমণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

উএস্টইন্দিস্ নামক উপদ্বীপে দ্বিতীয়বার বাস করণের সময়ে যে নানাবিধ ঘটনা হইয়াছিল তাহার বিবরণ।

উএস্টইন্দিস্ উপদ্বীপের দ্রব্যাদি লইবার জন্যে সেই স্থানে আমাদের জাহাজের কিছু দিন বিলম্ব হইল, ইতিমধ্যে এক জন যুবা কাফ্রী জাহাজ দেখিতে আইল। আমি যে কুঠরীতে ছিলাম সেই কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে আমা বিনা আর কেহ সেখানে নাই। আমি কোন্ ব্যক্তি সে তাহা জানিল না, তথাপি সে আমাকে ক্রোড়ে করিয়া পলায়ন করিল। এই রূপে পুনর্ব্বার এক পুস্তকবিক্রেতার দোকানে স্থান পাইলাম। সেখানে পুস্তক শ্রেণীর মধ্যে অবস্থান করত অনেক দিন পর্য্যন্ত নীরব হইয়া থাকিলাম। ঐ দোকানে বিস্তর লোক যাইত, এবং বোধ হয় যে আমি তাহাদের সাক্ষাতে সহস্র বার আপন নাম প্রচার করিলাম, তথাপি আমি আর কিছু বলিতে পারি কি না, তাহা কেহই জিজ্ঞাসা করিল না।

কোন দিবস এক জন সাহেব ঐ স্থানে আইলেন। শ্রেণীর মধ্যে আমাকে দেখিলে তাঁহার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল। তিনি বলিলেন, যদ্যপি আমি এই দ্বীপে প্রায় কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিতেছি, তথাপি এজাতীয় লোকের সাক্ষাৎ একবারও পাই নাই। এই দ্বীপনিবাসিরা অতিশয় অসভ্য ও দুষ্ট, এই জন্যে এমত ধীর ও ধার্ম্মিক জনের সহিত আলাপ করা তাহাদের ভাল বোধ হয় না,

কিন্তু আমার বড় ইচ্ছা যে আমি ইহাকে ঘরে লইয়া যাই। এই বলিয়া ঐ সাহেব চারি মুদ্রা মেজের উপরে রাখিলেন, তাহাতে আমার কর্ত্তা আহ্লাদপূর্ব্বক আমাকে নামাইয়া দিলে আমি সাহেবের সহিত গমন করিলাম। স্মরণ হয় যে তাঁহার বিবি আপন স্বামির সঙ্গে আমাকে দেখিয়া বড় অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, আমাদের গৃহে ইহাকে আনিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সে যাহা হউক, আমি দায়ূদের ইতিহাস বর্ণনা করিতে লাগিলাম, এবং মেষপাল রক্ষা করণাবধি ইস্রায়েল লোকদের উপর রাজা হওন পর্য্যন্ত দায়ূদের তাবৎ কথা বলিলে তাঁহারা আমার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইলেন। গলিয়াৎ বীরের সহিত দায়ূদের যুদ্ধের বিষয় শুনিয়া বালকেরা বড় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল, তথাপি দায়ূদ অস্ত্র ব্যতিরেকে এমত ব্যক্তিকে মারিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা তাহাদের বিবেচনায় অত্যনুচিত কর্ম্ম বোধ হইল। কিন্তু আমি উত্তর করিয়া বলিলাম, দায়ূদ স্বর্গোপরিস্থ ঈশ্বরের উপরে ভার দিয়া নিশ্চয় জানিলেন যে তিনি এই বৃহৎ অসুরের হস্তহইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া জয় করাইবেন। আর দায়ূদের অস্ত্র না থাকাতে সকলের বোধগম্য হইল যে গলিয়াৎ যে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরকে তাচ্ছল্য করিয়াছিল তাঁহারই পরাক্রমদ্বারা সে নষ্ট হইল, এবং হইতেও পারে যে এই ঘটনার সমাচার পাইয়া সেই কালের অনেক লোক সত্য ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবিষ্ট হইয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল।

পারস্য দেশের এষ্টার মহারাণীর বিষয়ে যে বিবরণ কহিলাম তাহাতেও বালকেরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। কেবল এক রাত্রি রাজার নিদ্রা না হওয়াতে কত বড় ঘটনা হইল, তাহা বিস্তারিতরূপে বলিলে আমার কর্ত্তার কন্যা কহিল, কি সৌভাগ্য যে রাজা আর কোন লিপি না চাহিয়া আপনার রাজ্যের পুরাতন ইতিহাস পড়িতে ইচ্ছা করিলেন। কারণ এমত যদি না হইত, তবে মর্দ্দিখয় উপযুক্ত পুরস্কার পাইত না, আর অহঙ্কারী হামন তাবৎ যিহূদী-লোকদিগকে সংহার করিত। কিন্তু ঈশ্বর শেষ ঘটনার কথা অগ্রে প্রকাশ করেন; তাঁহার পরামর্শ সফল হইবে, ও তিনি যাহা বাঞ্ছা করেন তাহাই সিদ্ধ করেন।

যে সাহেবের গৃহে বাস করিতাম, তাঁহার অনেক বয়স হওযাতে তিনি কখন২ এমত ভাবিতেন যে অল্প দিনের মধ্যে আমাকে এই জগৎ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, কিন্তু এই রূপ চিন্তাতে তাঁহার মন বড় অস্থির হওয়াতে তিনি সাংসারিক কার্য্যে মত্ত হইতেন, কিম্বা বন্ধুবান্ধবের সহিত আলাপে সর্ব্বদা কালযাপন করিতেন, যেন কোন প্রকারে ঐ দুঃখদাযক ভাবনা তাঁহার মনহইতে দূর হয়। এই সকল করিলেও আমি কখন২ তাঁহার কর্ণে ফুস্২ করিযা বলিতাম, অবশিষ্ট সময অতি সংক্ষেপ; প্রভু কোন্ দণ্ডে আসিবেন তাহা তুমি জান না, অতএব জাগ্রৎ হইযা থাক। ইহা শুনিযা তৎক্ষণাৎ চিন্তিত ও গম্ভীর হইযা থাকিতেন। বালক-দিগকে আমি এই পরামর্শ দিতাম, আপন যৌবনাবস্থাতে আপন সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্মরণ কর, যেহেতুক দুঃসময আসিতেছে, অর্থাৎ যে বৎসরে তুমি বলিবা, ইহাতে আমার কিছু সন্তোষ হয় না, সে বৎসর নিকট হইতেছে।

ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য দেশে যেমন সাংসারিক লোকের মন ঈশ্বরের ব্যবস্থার অধীন হয় না এবং হইতেও পারে না, সেই রূপ ঐ দ্বীপ নিবাসিরা পারমার্থিক বিষযে কিম্বা আপন আত্মার বিষযে কোন কথা শুনিতে চাহিতেন না। এক দিবস আমার কর্ত্তা তাবৎ পরিবারের সহিত এমত পরামর্শ করিতেছিলেন, যে কি প্রকার বাণিজ্যেতে আমরা অধিক ধন লাভ করিব? এমত কালে তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তান আমাকে হস্তে লইযা হঠাৎ তাহা-দের মধ্যে যাওযাতে আমি সুযোগ পাইযা বলিলাম, মনুষ্য যদি সমুদয জগৎ প্রাপ্ত হইযা আপন প্রাণ হারায, তবে তাহার কি লাভ? এই কথাতে সকলে চৈতন্যপ্রাপ্ত হইযা কিছু কাল নীরব হইয়া থাকিল। শেষে বিবি সাহেব বলিলেন, এই প্রশ্ন অতি মহৎ বটে। যৌবনকালে আমার পিতামহী আমাকে এই বিষয অনেক শিক্ষা দিতেন, কিন্তু যে ব্যক্তিরা সাংসারিক বিষযে রত, তাহাদের সহিত আলাপ করিয়া আমি তাবৎ ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছি। তাহাতে আমি বলিলাম, আইস আমার কথা শুন, যদি গুপ্ত ধনের ন্যায় আমার অনুসন্ধান কর, তবে পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞান বুঝিতে পাইবা ও ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান পাইবা। তখন তিনি বলিলেন,

ভাল, করিব; কিন্তু এখন আমার অবকাশ নাই; অবকাশ পাইলে আমি তোমাকে ডাকাইব। কিন্তু আমি উত্তর দিলাম, এমত নয়, এখন শুভ সময়, দেখ, এখন পরিত্রাণের দিবস। কল্যের বিষয়ে গর্ব্ব কথা কহিও না, কেননা এক দিনের মধ্যে কি ঘটিবে, তাহা তুমি জান না।

এই সকল শুনিয়া তিনি কম্পিতমনা হইয়া আমাকে আপন বক্ষঃস্থলে রাখিলেন এবং নীকদীমের সহিত যীশু খ্রীষ্টের কথোপকথন তাঁহার সাক্ষাতে যেন বর্ণনা করি, এই নিবেদন আমার নিকটে অতি নম্রতারূপে করাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়া একেবারে সম্মত হইলাম। পুনর্জ্জন্মের বিষয়ে যিহূদীয়দের অধ্যক্ষ যে আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, এ বড় চমৎকার, কারণ ঐ আপত্তি আমারও মনে অনেক বার উঠিয়াছে। যীশু খ্রীষ্ট পুনর্জ্জন্মকে কি প্রকারে এই জগতের কথা বলিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু কিছু দিন পরে এক বৃদ্ধ খ্রীষ্টীয়ান নাবিক ঐ দ্বীপে পৌঁছিলে বিবি সাহেব ঐ ব্যক্তির ধার্ম্মিকতাচরণের বিষয় শুনিয়া তাহাকে ডাকাইয়া এই প্রশ্ন করিলেন, মনুষ্যদিগের পুনর্জাত হওয়া আবশ্যক, এ কি প্রকারে এ জগতের কথা হইতে পারে? তাহাতে ঐ নাবিক উত্তর দিল, মেম সাহেব, মনুষ্যগণ পাপস্বভাব ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মস্বভাব প্রাপ্ত না হইলে ঈশ্বরের বাক্য মিষ্ট জ্ঞান করে না, ও স্বর্গসুখের উপযুক্ত পাত্র হইতে পারে না। যেমন ব্যাঘ্র আপন নিষ্ঠুর স্বভাব পরিত্যাগ না করিলে কখন অহিংসকের ন্যায় গৃহমধ্যে বেড়াইবে না, কিম্বা যেমন মৎস্য নিজ স্বভাব পরিবর্ত্তন না করিলে কখন ডাঙ্গাতে থাকিতে পারে না; তেমন মনুষ্য পুনর্জাত না হইলে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহা শুনিয়া বিবি সাহেব নাবিককে কহিলেন, এখন আমি ভালরূপে তাহা বুঝিলাম, তুমি আমার বড় উপকার করিলা।

সে যাহা হউক মেমের সহিত আমার প্রীতিজনক কথোপকথনের বিষয়ে আর কিছু বলি। যীশু খ্রীষ্ট যে সকল কথা যিহূদীয়দের অধ্যক্ষকে কহিয়াছিলেন, সেই সকল তাঁহার সাক্ষাতে ব্যাখ্যা করিয়া পিত্তলময় সর্পের আশ্চর্য্য বিবরণ জ্ঞাত করিয়া শেষে এই

কথা কহিলাম, মূসা যেরূপ প্রান্তরে সর্পকে ঊর্দ্ধে উঠাইল, মনুষ্য-পুত্রকেও তদ্রূপ উত্থাপিত হইতে হইবে, তাঁহাতে যে কেহ বিশ্বাস করিবে সে বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত পরমায়ু পাইবে। আমার এই সকল বাক্য তাঁহার মনে বদ্ধ প্রেকস্বরূপ হওয়াতে তিনি আপন কুঠরীতে গিয়া পরমেশ্বরের সাক্ষাতে আপন অন্তঃকরণের কথা ভাঙ্গিয়া কহিলেন। ফিরিয়া আইলে দৃশ্য হইল যে তিনি অতিশয় রোদন করিয়াছেন, এবং সেই সময়েও তাহার নয়নযুগল অশ্রু-ব্যাপ্ত হইল। ইহা দেখিয়া তাহার পরিবার সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, যে তোমার কি ঘটিল? তাহাতে তিনি আমার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, উনি যে মহৎ বিষয়ে আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন, সে বিষয় অদ্যাবধি আমি অজ্ঞাত ছিলাম। এখন আমার বাঞ্ছা এই যে আমি অনন্ত পরমায়ু প্রাপ্ত হই; কিন্তু আমার বড় ভয় যে নিয়মিতকাল গত হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ আমি বলিলাম যে না না, তাহা নহে; শুভসময় গত হয় নাই। খ্রীষ্ট পাপি লোকদের নিমিত্তে আপন প্রাণ ব্যয় করিয়াছেন, অতএব তিনি তোমার প্রতি দয়া করিতে অপেক্ষা করিবেন, ও তোমাকে অনুগ্রহ করিতে উঠিবেন। কেবল অবিশ্বাসী না হইয়া বিশ্বাসী হও, তাহাতে ঈশ্বর যে মহৎ ত্রাণ দেখাইয়াছেন তাহা তুমি আস্বাদন করিবা। এই শুনিয়া ঐ বিবি আহ্লাদিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, আহা! এই ধর্ম্মপুস্তক কত বড় ধন। সে পদ্মরাগমণি-হইতেও মূল্যবান্। পরে স্বামির প্রতি ফিরিয়া কহিলেন, যদি আমাদের নিমিত্তে এখন স্থান থাকে, তবে আইস আমরা একত্র হইয়া ঈশ্বরের নিকটে গিয়া পাপের ক্ষমা নিবেদন করি।

আমি যেন প্রতিদিন তাবৎ পরিবার এবং ভৃত্য ও ক্রীত দাসদের সাক্ষাতে আপন কথা প্রচার করি ইহাতে কিছু কাল পরে সাহেব স্বীকৃত হওয়াতে প্রতি রাত্রে ৮ ঘণ্টার সময় সকলে এক বড় দালানে একত্র হইত, এবং আমি তাহাদের মধ্যে বসিয়া পরমেশ্বরের বাক্য ও ক্রিয়া ব্যাখ্যা করিতাম।

কএক মাস পর্য্যন্ত কোন বিশেষ ঘটনা হইল না, কেবল তাবৎ প্রতিবাসি লোকেরা বিবি এলিযাটের অর্থাৎ আমার কর্ত্রীর বিষয় ঘরে২ গল্প করিতে লাগিল। তাঁহার পরামর্শানুসারে

তাঁহার পরিবার সকল নাচ ঘর ও তাসক্রীড়াদি ত্যাগ করিল, ইহাতে তাঁহার ঐহিক বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাদিগকে তাচ্ছল্য ও বিদ্রূপ করিত। তথাপি বিবি এলিয়ট এই সকল কুব্যবহার নম্রতাপূর্ব্বক সহ্য করিয়া লোকদের চমৎকার বোধ করাইলেন, কারণ তিনি পূর্ব্বে কি রূপ অহঙ্কারিণী ছিলেন, তাহা সকলে সুন্দররূপে জানিত। কিন্তু আমার শিক্ষার এই গুণ, যদি কোন ব্যক্তি তাহা একান্ত মনে গ্রাহ্য করে, তবে তাহার উন্নতি নত হয়, কারণ ঈশ্বরের পরাক্রম ও গৌরব ও পবিত্রতা বুঝিয়া আপনাকে পাপিষ্ঠ জানিয়া ঈশ্বর ব্যতিরেকে ক্ষমা কি অনুগ্রহ কিম্বা কোন ভাল বস্তু পাইতে পারি না, ইহা তাহাকে স্বীকার করিতে হয়।

পরমার্থতত্ত্বসার।

১২ প্রস্তাব।

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুহইতে পুনরুত্থানের বিষয় অতি দৃঢ় প্রমাণেতে প্রমাণীকৃত হইলাতে তাহাই তাঁহার ঈশ্বরত্বের ও তাঁহার দ্বারা স্থাপিত ধর্ম্মের প্রমাণস্বরূপ।

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিজ পুনরুত্থানের দ্বারা যে অলৌকিক ক্রিয়া প্রকাশ করিলেন, তাহা সুসমাচারে প্রকাশিত অলৌকিক ক্রিয়াদির মধ্যগত হওনেতে যদিও পূর্ব্বলিখিত প্রস্তাবাদির দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে, তথাচ অতি চমৎকারজনক ও অতি গুরুতর বিষয় হওনেতে তাহা কিঞ্চিৎ বিশেষরূপে লিখনাবশ্যক।

আমাদিগের প্রভুর ক্রুশে হত হওনের পর অরিমাথিয়ার যষফ নামে এক ব্যক্তি তাঁহার শরীর লইয়া পর্ব্বতে খনিত এক নূতন কবরে তাঁহার সমাজ দিয়া এক অতি বৃহৎ প্রস্তরদ্বারা ঐ কবরের মুখ আচ্ছাদন করিল। যিহূদীয়েরা অন্য লোকদের প্রবঞ্চনায় প্রবঞ্চিত না হওনাভিপ্রায়ে রোমানদের দ্বারা নিযুক্ত পীলাত নামে শাসনকর্ত্তার নিকটে গিয়া ঐ কবর রক্ষার্থে এক দল সৈন্যের নিমিত্তে তাহার নিকটে যাচ্ঞা করিল, কেননা পাছে শিষ্যগণ রাত্রিতে আসিয়া ঐ মৃত দেহ কবরহইতে উঠাইয়া লয়, তাহাদের এমত সন্দেহ ছিল। কিন্তু পীলাত এই প্রকার উত্তর করিল, তোমাদিগের কাছে প্রহরিবর্গ আছে, তোমরা গিয়া যথাসাধ্য রক্ষা করাও। তাহাতে তাহারা গিয়া সেই দ্বারের প্রস্তরে মুদ্রাঙ্ক দিয়া প্রহরিবর্গ রাখিয়া কবরস্থান রক্ষা করাইল। এক্ষণে সুসমাচারলেখক খ্রীষ্টপুনরুত্থানের মহাব্যাপার অতি যথার্থমতে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হন।

"তদনন্তর বিশ্রামবারের শেষে সপ্তাহের প্রথম দিনে প্রভাত উপস্থিত "হইলে মগদলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম কবর দেখিতে আইল। তখন "মহা ভূমিকম্প হইল, এবং পরমেশ্বরের দূত স্বর্গহইতে নামিয়া কবর- "দ্বারহইতে প্রস্তর সরাইয়া তাহার উপর বসিল। তাহার মুখ বিদ্যুতের "ন্যায় তেজোময়, এবং বস্ত্র হিমের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। তখন প্রহরিবর্গ তাহার "ভয়েতে কম্পান্বিত হইয়া মৃতবৎ হইল। এবং ঐ দূত স্ত্রীদিগকে কহিল, "তোমরা ভয় করিও না, ক্রুশে হত যীশুর অন্বেষণ করিতেছ, তাহা "জানি। তিনি এস্থানে নাই; যেমত কহিয়াছিলেন সেই মত উত্থান করি- "লেন, আইস প্রভুর শয়নস্থান দর্শন কর, আর শীঘ্র গিয়া তাঁহার শি- "ষ্যদিগকে এই সম্বাদ দেও, তিনি কবরহইতে উঠিলেন এবং তোমাদের "অগ্রে গালীলেতে যাইবেন, তোমরা সেস্থানে তাহাকে দেখিতে পাইবা, "দেখ আমি এই সংবাদ তোমাদিগকে দিলাম। তাহাতে তাহারা ভয়েতে "ও মহা আনন্দেতে কবরস্থানহইতে শীঘ্র বহির্গত হইয়া তাঁহার শিষ্য- "দিগকে সংবাদ দিতে দৌড়িয়া গেল। কিন্তু শিষ্যদিগকে সংবাদ দিবার "জন্যে যাইতেছে ইতিমধ্যে যীশু তাহাদিগকে দর্শন দিয়া কহিলেন, তো- "মাদের কল্যাণ হউক, তাহাতে তাহারা আসিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া "প্রণাম করিল। তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, ভয় করিও না, "তোমরা গিয়া আমার ভ্রাতৃদিগকে গালীলেতে যাইতে বল, সেস্থানে "তাহারা আমার দর্শন পাইবে।"

"অপর স্ত্রীলোকেরা গমন করিতেছে ইতিমধ্যে প্রহরিবর্গের কেহ২ "নগরে গিয়া যাহা২ ঘটিয়াছে সেই সমস্ত বিবরণ প্রধান যাজকদিগকে "জ্ঞাত করিল। তখন তাহারা প্রাচীনলোকের সহিত সভা করিয়া মন্ত্রণা "পূর্ব্বক ঐ সেনাগণকে যথেষ্ট মুদ্রা দিয়া কহিল, আমরা নিদ্রা গেলে "তাহার শিষ্যগণ রাত্রিকালে আসিয়া তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, "তোমরা যাইয়া এই কথা প্রচার কর। যদি এ কথা অধিপতির কর্ণ- "গোচর হয়, তবে আমরা তাহাকে বুঝাইয়া তোমাদিগকে রক্ষা করিব। "তাহাতে তাহারা সেই মুদ্রা লইয়া ঐ শিক্ষানুসারে কর্ম্ম করিল, যিহূদী- "য়দের মধ্যে অদ্যাপি সেই কথার জনরব আছে।"

আমাদের প্রভুর পুনরুত্থানদ্বারা যে মহাঘটনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এই। ইহাতে যে কেবল লেখকের বাক্য তাহা নহে, কিন্তু যিহূদি- দিগের অধ্যক্ষ ও প্রধান যাজকগণের মধ্যে তদ্বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল তাহাও লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে পুনরুত্থান বিষয়ে আমাদিগের উভয় দলের অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়গণের ও যিহূদিদিগের প্রমাণ আছে। প্রথম দলস্থেরা কহেন, যে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান যথার্থ বটে, কিন্তু দ্বিতীয় দলস্থেরা অর্থাৎ যিহূদীয়েরা তাহা অস্বীকার করেন। অতএব এক্ষণে আমরা মধ্যস্থাবস্থায় থাকিয়া উভয় দলস্থ লোকদিগের বাক্য বিবেচনা করিয়া এক দলের বাক্য গ্রহণ করিব, কেননা তদ্বিষয়ক তৃতীয় ব্যক্তির বাক্য অদ্যাবধি শুনিতে পাওয়া যায় না।

আমরা দেখিতেছি যে উভয় দলস্থেরা কেবল এক বিষয়েতে ঐক্য হন, অর্থাৎ যে কবরমধ্যে তাঁহার মৃত শরীর পাওয়া গেল না। তাহা সেই স্থানহইতে গিয়াছিল, কিন্তু জিজ্ঞাসা এই যে সেই মৃত শরীর কি প্রকারে সেই স্থানহইতে গেল। প্রহরিগণ এই মত কহে যে রাত্রিকালে আমাদের নিদ্রার সময়ে শিষ্যগণ আসিয়া দেহ চুরি করিয়া লইয়া গেল। কিন্তু তাহাদের কথাতে এই আশ্চর্য্য জ্ঞান হইতেছে, যে তাহারা যদি ঘোর নিদ্রাতে নিদ্রিত ছিল, তবে সেই শরীর কি প্রকারে বা কাহার দ্বারা অপহৃত হইল, তাহা কি প্রকারে জানিল? কেননা নিদ্রাসময়েতে সম্পূর্ণরূপে চৈতন্যরাহিত্য হয়। আর তদ্ভিন্ন চৌকি দেওন সময়ে কোন প্রহরির নিদ্রা যাওন অসম্ভব, বিশেষতঃ রোমান প্রহরিদিগের প্রতি এইমত ব্যবস্থা ছিল যে যদি কখন কোন প্রহরিকে চৌকি দেওন সময়ে নিদ্রা যাইতে দেখা যায়, তবে তৎক্ষণাৎ সে ব্যক্তিকে বধ করা যাইবে। অতএব এই প্রকার কঠিন বিধি ঐ প্রহরিদিগের প্রতি থাকিলেও তৎকালে যে তাহারা নিদ্রিত ছিল, এমত কথা কি সম্ভব হয়? আর যদ্যপি তাহারা নিদ্রা যাইত, তথাপি আপনাদের সেই দোষ স্বীকার করিতে ভয় পাইত। তবে তাহা কেন স্বীকার করিল? উত্তর, যিহূদীদের অধ্যক্ষগণ তাহাদিগকে পারিতোষিক দিতে ও দণ্ডহইতে রক্ষা করিতে স্বীকার করিয়াছিল। ইহাতে সেই কথা যে নিতান্ত কল্পিত ছলের কথামাত্র, ইহা নিশ্চয় জানিবা।

এতদ্ভিন্ন যদিও শিষ্যেরা ঐ মৃত দেহ অপহরণ করিয়া লইয়া যাইত, তাহাতেই বা তাহাদের কি লভ্য হইত? তদ্দ্বারা তাহাদের গুরু যে পুনরুত্থিত হইয়াছেন ইহা কোন প্রকারে সপ্রমাণ করিতে পারিত না। আর তাহাদিগের মনেতে তাহা চিরকাল দুঃখজনক সাক্ষিস্বরূপ হইত। আর তিনি পরিত্রাতা না হইয়া বরঞ্চ প্রবঞ্চকমাত্র এমত নিশ্চয় জ্ঞান থাকনেতে অশেষ মনঃপীড়া ও অপমান তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইত, সুতরাং এ সকলেতে তাহাদিগের কোনই প্রয়োজন ছিল না।

অতএব যে সমস্ত বাক্য প্রহরিদিগের দ্বারা কহা গিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা, এবং মথি নামক প্রেরিতদ্বারা খ্রীষ্টের উত্থানবিষয়ে যে বিবরণ লিখিত হইয়াছে তাহাই যথার্থ। কেননা যদি খ্রীষ্টের মৃত শরীর কবরে ছিল না, এবং যদি তাঁহার শিষ্যদিগের দ্বারা অপহৃত হইয়াছিল না, তবে হয় যিহূদীয়েরা বা রোমান লোকেরা তাহা লইয়া গিয়াছিল, নতুবা তাহা ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা জীবনপ্রাপ্ত হইয়া পুনরুত্থিত হইয়াছিল। কিন্তু রোমান কিম্বা যিহূদী লোকেরা যে এমত কর্ম্ম করিবে, ইহার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কেননা তাহা হইলে শিষ্যগণের সাপক্ষতা হইত, কিন্তু তাহারা বিপক্ষ লোক ছিল। আপনাদিগের পেষণীদ্বারা আপনাদিগের দন্ত ভগ্ন করা তাহাদিগের অভিপ্রায় ছিল না। আর তদ্ভিন্ন এ বিষয়ের কোন কথা কখন তাহাদের হইতে শুনা গেল না, অতএব তাহারা এমন কর্ম্ম কখন করিল না। এক্ষণে বিবেচনা কর, যদ্যপি খ্রীষ্টের ঐ মৃত দেহ কবরে না ছিল ও শত্রু বা মিত্রের দ্বারা তাহা অপহৃত না

হইল, তবে সুসমাচারে যেমত কহে, তেমন তিনি সমস্ত মৃত দিগকে জীবন দান করণার্থে নিজে মৃত্যুর বশীভূত না হইয়া বরং মৃত্যুঞ্জয় হইলেন, কেননা ঐ শবের অন্য কোন প্রকারান্তর হওয়া অসম্ভব ছিল।

আমাদিগের প্রভু যে কবরহইতে উত্থিত হইয়াছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই, কেননা তিনি পুনরুত্থানের পরে তাঁহার কবর সমীপে আগতা দুই নারীমাত্রদ্বারা দৃষ্ট হইলেন তাহা নয়, কিন্তু ইম্মায়ু গ্রামে যাত্রাকারি শিষ্যদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের সহিত অনেক কথোপকথন করিলেন, আর শিষ্যগণ সভাস্থ হইলে পর দুই বার তাহাদিগকে দর্শন দিলেন, তদ্ভিন্ন এক কালে পঞ্চশতের অধিক লোকদিগকে দর্শন দিলেন। তিনি যে তাহাদের দ্বারা গুপ্তভাবে দৃষ্ট হইলেন তাহা নয়, কিন্তু তিনি তাহাদিগের সহিত আহারও করিলেন ও আপন হস্তপদ তাহাদিগকে দেখাইলেন, এবং তাহাদিগের দ্বারা স্পর্শ্যও হইলেন তদ্ভিন্ন তাহাদের সহিত নানা কথোপকথন করিয়াছিলেন, পরে তাহাদের দৃষ্টিগোচরে স্বর্গারোহণ করিলেন। এই সমস্ত অতি স্পষ্ট, এবং অতিশয় অজ্ঞান লোকেরা এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া বুঝিতে পারে। অতএব যাহা তাহারা বিশিক্রণরূপে জানিল এবং যাহাদ্বারা তাহাদের মহাজ্ঞান উপস্থিত হইল তাহার বিষয়ে যে অজ্ঞান হইয়া প্রবঞ্চিত হইবে ইহা কদাচ সম্ভবে না।

এতদ্ভিন্ন খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের যথার্থতা তাহাদিগের আচার ব্যবহার দ্বারা দৃঢ়রূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। এমত দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ শিষ্যগণ স্বাভাবিক সাহস ও মনের দৃঢ়তা রহিত ছিল। যখন আমাদিগের প্রভু যিহূদিদিগের দ্বারা ধৃত হইয়াছিলেন, তখন সমস্ত শিষ্যগণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলাইয়াছিল, বিশেষতঃ পিতর তৎস্থানে থাকিলেও দূরবর্ত্তী থাকিয়া পশ্চাৎ২ গমন করিয়া, এবং প্রধান যাজকের বাটীর দালানে যে স্থানেতে দাসেরা অগ্নির উত্তাপ লইতেছিল সেই স্থানেতে ছিল, এবং সে যে যীশুর শিষ্য এই কথা শুনিবামাত্রেই ভয় প্রযুক্ত তাঁহাকে অপহ্নব করণ পূর্ব্বক দিব্য করিয়া কহিল যে আমি যীশুকে চিনি না। আর প্রভু যখন যিহূদিগণের দ্বারা পরীক্ষিত হন, তখন তাঁহার কোন শিষ্য যাইয়া যে তাঁহার কোন উপকার করিয়াছিল এমত কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। এবং ক্রুশে বিদ্ধ হওন সময়ে যোহন ও তাঁহার মাতা মরিয়ম ও অন্য কএক জন স্ত্রীলোক ভিন্ন আর কেহই সেই স্থানে ছিল না। তাহারা সকলেই আপনাদিগের গুরুর অবস্থা দেখিয়া মহাভীত ও ব্যাকুল হইয়াছিল, এবং তাঁহার সহিত তাহাদিগের যে সম্পর্ক ছিল, তাহা স্বীকার করিতে অতিশয় শঙ্কাযুক্ত ছিল। কিন্তু প্রভুর পুনরুত্থানের পরে তাহাদিগের সে সমস্ত শঙ্কাদি দূরীভূত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে অতিশয় আহ্লাদ জন্মিয়াছিল। তাহারা পূর্ব্বে ভীরু হওনেতে পুনরুত্থানের পরে ঐ চমৎকার ব্যাপারে একেবারে মহাসাহসিক হইয়া উঠিল, এবং কিছু পূর্ব্বে যিহূদিগণের হস্তগত হইবা নানা অপমান ও মৃত্যুপর্য্যন্ত ভোগ করিলেন

যে খ্রীষ্ট তাঁহার বিষয়ক মহামঙ্গল সমাচার তাহারা নির্ভয় হইয়া সকলের নিকট প্রচার করিল। যদিস্যাৎ তাঁহার ক্রুশে বিদ্ধ হওন কেবল অতি অল্পকাল গত হইয়াছিল, এবং পুনরায় তদ্রূপ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা ছিল, তথাচ তাহারা নির্ভয়ে যিহূদীদিগকে কহিল, যে যে খ্রীষ্ট প্রভুকে তোমরা ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছিলা তাঁহাকে ঈশ্বর পুনঃ সজীব করিযাছেন। আর ঐ শিষ্যগণ এক জন খঞ্জ ব্যক্তিকে মন্দিরের দ্বারের নিকটে আরোগ্য করণেতে যখন অধ্যক্ষ ও প্রাচীনদিগের সম্মুখে আনীত হইয়াছিল, তখন তাহারা সকলের সম্মুখে নির্ভয়ে এই কথা কহিল. "হে লোকদের অধ্যক্ষবর্গ, হে ইস্রায়েলের প্রাচীনেরা, এই দুর্ব্বল মনুষ্যের প্রতি যে হিত কর্ম্ম করা গিয়াছে, অর্থাৎ সে কি প্রকারে সুস্থ হইয়াছে, তাহা যদি অদ্য আমাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তবে তাবৎ ইস্রায়েলের লোক ও তোমরা সকলে জ্ঞাত হও; নাসরতীয় যে যীশু খ্রীষ্টকে তোমরা ক্রুশে বধ করিয়াছ, এবং যাঁহাকে ঈশ্বর কবরহইতে উঠাইয়াছেন, তাঁহার নামে ঐ ব্যক্তি সুস্থ হইয়া দাঁড়াইতেছে। গাঁথকেরা যে তোমরা, তোমাদের দ্বারা অবজ্ঞাত যে প্রস্তর কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল তাহা এই। তদ্ভিন্ন আর কাহারোহইতে পরিত্রাণ হইতে পাবে না, যাহাদ্বারা ত্রাণ পাওয়া যায় ভূমণ্ডলস্থ লোকদের মধ্যে এমন আর কোন নামই প্রচারিত হয় নাই।" * তদ্ভিন্ন অন্য সময়ে যখন তাহারা যিহূদিদিগের দ্বারা তাহাদিগের সভাস্থলে আনীত হইয়াছিল, এবং খ্রীষ্টনামে কোন শিক্ষা দিতে নিষেধ করিয়াছিল, তখনও তাহারা নির্ভয়ে এইরূপ কহিল, "মনুষ্যের আজ্ঞা পালনাপেক্ষায় ঈশ্বরাজ্ঞা পালন করা আমাদিগের উচিত।" শিষ্যদিগের কথাতে তাহাদিগের অন্তঃকরণ বিদ্ধ হইল, এবং তাহাদিগের প্রতি যে তাহারা কি করিবে, ইহা নিশ্চয় করিতে না পারিয়া "প্রেরিতদিগকে ডাকিয়া প্রহার করিয়া যীশুর নামেতে কোন কথা কহিতে নিষেধ করিয়া বিদায় করিল, কিন্তু তাঁহার নামের নিমিত্তে লজ্জাভোগ করিতে আপনারা যে যোগ্যপাত্র গণ্য হইয়াছে, ইহাতে আহ্লাদিত হইয়া তাহারা সভাস্থদিগের সাক্ষাৎহইতে প্রস্থান করিল। পরে দিনে২ মন্দিরে ও ঘরে২ অবিশ্রামে উপদেশ দিতে ও যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করিতে লাগিল।" †

হে প্রিয় পাঠকগণ, এই ক্ষণে শিষ্যদিগের স্বভাবের হঠাৎ পরিবর্ত্তন অর্থাৎ যে তাহাদিগের ভীরুতার পরিবর্ত্তে অত্যন্ত সাহস হইয়া উঠিল, এই বিষয়ে আমরা কি কহিব? যদিস্যাৎ খ্রীষ্ট কবরহইতে উত্থিত না হইয়াছিলেন, ও তাঁহার মৃত দেহ যদিস্যাৎ তাহাদিগের নিকটেই ছিল, তবে কি প্রকারে তাহারা আপনাদিগের স্বাভাবিক ভীরুত্ব পরিবর্ত্তন করিয়া যাহা মিথ্যা তদ্বিষয়ে অতি সাহসী হইয়া প্রকাশ করিতে পারিল?

* প্রেরিত ৪, ৮-১২।

† প্রেরিত ৫, ২৯-৪০।

আর মৃতদেহেতেই বা তাহাদিগের কি লাভ ছিল, যে তাহারা তন্নিমিত্তে এই প্রকার অসহ্য ক্লেশ ও অপমান ভোগ করিল? তদ্ভিন্নও তাহাদিগের নিজ২ অন্তঃকরণে ঐ মৃতদেহদ্বারা জীবৎ গুরু বিষয়ক এমত প্রেম ও উৎসাহ কি জন্মিতে পারিল যদ্দ্বারা তাহারা অন্য লোকদিগকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইল? কোন প্রকারেই নহে। বরং ঐ ভীরুস্বভাব লোকেরা তাহাদিগের মিথ্যা কল্পনাহেতুক কি আরও ভয়াকুল হইত না? আরও তাহাদিগের অন্তঃকরণে সাহস না জন্মিয়া বরং যাহার দ্বারা তাহারা নিজে প্রতারিত ও সাংসারিক সকল সুখ বিষয়ে বঞ্চিত হইয়া নানা অপমান ও ক্লেশ ভোগ করিতেছিল, তাহার প্রতি প্রচণ্ড কোপ জন্মিত, এবং সমস্ত উত্তপ্ততা নির্ব্বাণ ও ব্যগ্রতার হতাশা হইত। আরও কেবল অত্যল্প কাল পূর্ব্বে মৃত গুরুর পুনরুত্থান না হইলেও যে তাহারা তাঁহাতে স্থির থাকিয়া ত্রাণ গ্রহণার্থে সুসমাচারদ্বারা অন্য লোকদিগকে প্ররোচনা করিল ইহা কোন মতেই সম্ভব হয় না। কেহ২ কহিতে পারে যে তাহাদিগের ঐ প্রকার ব্যগ্রতা খ্রীস্টপুনরুত্থানের দৃঢ় ও যথার্থ প্রমাণদ্বারা হয় নাই, কিন্তু মনের ঔৎসুক্য অথবা উন্মত্ততা হেতুক এক অপচ্ছায়ামাত্র দর্শন করিয়া তাহাকেই পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট জ্ঞান করিয়াছিল। তদুত্তর এই যে ঐ ব্যক্তিদিগের যে২ প্রকার উত্তম আচার ব্যবহারাদি ছিল, অর্থাৎ অতি ধীর ও শান্ত ও সৎকার্য্যে নিপুণতা ইত্যাদিদ্বারা অতি স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে তাহারা কোন মতেই বাতুল ছিল না। আর তদ্ভিন্ন দেখ, তাহাদিগের শত্রুপক্ষ লোক কখন তাহাদিগের ক্ষিপ্ততা বিষয়ে কিছুই কহিল না, কিন্তু তাহারা যে মৃতদেহ অপহরণ করিয়াছিল এমন মিথ্যাপবাদ দিয়াছিল। অতএব যে কথা শত্রুগণ কহিল, তদনুসারে তাহাদিগকে কোন প্রকারে উন্মত্ত কহিতে পারি না, কেননা তাহারা যদি ঐ মৃতদেহ আপনাদিগের নিকটে রাখিয়াছিল, তবে তাহা নিকটে থাকিলে তাহারা কি প্রকারে এমত বোধ করিতে পারিল, যে আমাদের চক্ষুর্গোচর ও স্পৃশ্য এই দেহ সজীব বটে? কোন প্রকারেই সম্ভব হয় না। না তাহারা পুনরুত্থিত প্রভুকে দেখিল ও তাঁহার কথা শ্রবণ করিল ও তাঁহাকে স্পর্শ করিল এবং তাঁহার সহিত কথোপকথন করিল, তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রম ছিল না। অতএব আমাদিগের প্রভুর পুনরুত্থান যথার্থ হওনেতে তাহার যে২ সমস্ত প্রমাণাদি তাহা অখণ্ডনীয় সুতরাং তাঁহার দ্বারা স্থাপিত যে ধর্ম্ম তাহাও তদ্দ্বারা দৃঢ় প্রমাণে প্রমাণীকৃত হইতেছে। আর তিনি যাহা প্রকাশ করিলেন, অর্থাৎ তিনি যে স্বর্গহইতে আগত ঈশ্বরপুত্র তাহাও যথার্থ বটে, কেননা যদি তিনি তাহা না হইতেন, তবে ঈশ্বর কখন তাঁহাকে মৃত্যুহইতে পুনঃ সজীব করিতেন না। অতএব তাঁহার ঈশ্বরত্ব ও স্বর্গাগতত্ব বিষয় যাহা২ তিনি কহিয়াছিলেন সে সমস্ত ঈশ্বর তাঁহাকে পুনর্জীবন দানদ্বারা স্বীকার করিলেন, এবং তিনি যে তাঁহার প্রিয় পুত্র ও তাঁহাতেই যে তাঁহার পরমতুষ্টি, তাহাও তিনি সকলের নিকট প্রকাশ ও স্বীকার করিলেন।

আমাদিগের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যে স্বর্গহইতে প্রেরিত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ক প্রমাণ জ্ঞাত হওন আমাদিগের অতি আবশ্যক, কেননা তিনি এ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া তদ্বিষয় নিজে প্রকাশ করিয়া তাহার অতি দৃঢ় প্রমাণাদি দিলেন, এবং তিনি যে পাপাধীন ব্যক্তিদিগকে সুশিক্ষা ও ধর্মজ্ঞানাদি প্রদান করিয়া নিজ পুণ্যদ্বারা পুণ্যবান করিবেন, এমত প্রকাশ করিলেন। কেননা যখন তিনি ক্রয় বিক্রয়কারিদিগকে মন্দিরহইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, তৎকালে কি ক্ষমতাতে সেই সমস্ত কার্য্য করেন, তাহার কোন লক্ষণ দেখিবার আশয়ে যিহূদীগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে প্রভু তাহাদিগকে এই উত্তর দিলেন, তোমরা এই মন্দির (অর্থাৎ শরীর) নষ্ট কর, এবং তাহা আমি তিন দিবসের মধ্যেই পুনর্গ্রন্থন করিব। অতএব যখন তিনি তিন দিবসান্তে কবরহইতে উত্থিত হইলেন, তখন তাঁহার শিষ্যগণ তাহা স্মরণ করিল। তাহাতে তাহারা ধর্মগ্রন্থে ও তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিল*। এবং তন্নিমিত্তে তাহারা ঐ পুনরুত্থানরূপ দৃঢ় প্রমাণদ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়া আপনাদিগের বাক্য সপ্রমাণার্থে তাহা ব্যবহার করিত, এবং তাহাই আপনাদিগের বিশ্বাসের ভিত্তিমূলস্বরূপ করিয়াছিল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার যে আশ্চর্য্য ক্রিয়ামাত্র ছিল, তাহা কেবল নয়, কিন্তু তদ্দ্বারা ভাবিবচনও পূর্ণ হইয়াছে। পরমেশ্বর নিজ প্রিয় পুত্রকে মৃত্যুহইতে পুনঃ সজীব করণদ্বারা নরলোকের নিকট প্রকাশিতব্য কর্ম্মের মধ্যে এক মহাশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রকাশ করিলেন। এবং খ্রীষ্টজন্মের অতি পূর্ব্বে দায়ূদদ্বারা যে ভাবিবচন কথিত হইয়াছিল, তাহা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানদ্বারা সম্পূর্ণ হওয়াতে প্রেরিত পিতর † সেই বাক্য লইয়া তাহার পূর্ণ হওন বিষয় প্রকাশ করিলেন। হে প্রিয় পাঠকগণ, খ্রীষ্টপুনরুত্থান বিষয়ক যে প্রমাণ তাহাও সাব্যস্ত বটে, অতএব সৎপরামর্শ এই যে আপন২ জ্ঞানরূপ চক্ষুরুন্মীলন করত এই২ সকল মহামঙ্গলদায়ক বিষয় বিবেচনা করিবেন। তাহা হইলে অনায়াসেই সকল বিষয় বোধগম্য হইবে।

শেষলিপি।

পূর্ব্বোল্লেখিত বিষয়াদি খ্রীষ্টধর্ম্মের যথার্থতার প্রধান প্রমাণ জানিবা। এতদ্ভিন্ন আর২ অনেক প্রমাণাদি আছে, কিন্তু সে সকলই ইহার অন্তর্গত তদ্ধেতুক সে সকল এ গ্রন্থে প্রকাশ করণে ক্ষান্ত রহিলাম। আমরা যখন ঐ সমস্ত প্রমাণাদি একত্র করিয়া বিবেচনার্থে চক্ষুর্গোচরে লইয়া আসি, তখন তাহার মহত্ত্ব বিলক্ষণরূপে দেখিতে পাই। খ্রীষ্টাবতারের পূর্ব্বে দেবোপাসকদিগের অজ্ঞানতা ও অতিহীনাবস্থা ও অনির্ব্বচনীয় অধর্মত্ব হেতুক ঈশ্বরের নরাবতার হওন আবশ্যক এমন অপেক্ষা যিহূদা ও ঐ তাবৎ দেশনিবাসিরা করিত। কেননা এতদ্দেশীয়েরা শাস্ত্র ও যুক্ত্যনুসারি এরূপ

* যোহন ২। ১৯। ২২।
† গীত ১৬। ১০। প্রেরিত ক্রিয়া ২। ২৭।

অপেক্ষা করিতেছিল যে স্বর্গবাসি এক জন অথবা যিহূদিদিগের বিবেচনানুসারে মশীহ এ জগতে অবতীর্ণ হইয়া লোকদিগের সৎপথদর্শক ও সত্য ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী হইয়া সর্ব্বপ্রকার মন্দের লোপ করাইয়া উত্তরোত্তর যথার্থ ধর্ম্ম সমুদয় পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করাইবেন। আর আমাদিগের প্রভুর যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সরলাচার অন্যান্য শিক্ষকদিগের আচারাপেক্ষা সর্ব্বপ্রকারে উত্তম ছিল ও তাঁহার ধৈর্য্যতা ও মনঃস্থিরতা ও মহত্ত্ব ও সম্ভ্রম ও সৌজন্য ও নিষ্কলঙ্কতা ও পবিত্রতা ইত্যাদি দৃষ্টি করত বিবেচনা করিলে তিনি যে ভাক্ত অথবা প্রবঞ্চক তারকনাথ ছিলেন, তাহা কোন মতেই কহা যাইতে পারে না। তদ্ভিন্নও তাঁহার দ্বারা দত্ত শিক্ষার মহত্ত্ব ও আবশ্যকতা ও তাঁহার আজ্ঞার সম্পূর্ণ জ্ঞান ও পবিত্রতার প্রতি দৃষ্টিপাত করণেতে এমত দৃষ্ট হইতেছে যে সে সমস্তই ঈশ্বরযোগ্য ও ঈশ্বরদত্ত বটে, এবং তিনি যে অবস্থায় ও যে সময়ে ও যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া এই২ সমস্ত শিক্ষা ও জ্ঞানাদি প্রকাশ করিলেন তদ্রূপে অন্য কোন মনুষ্য জন্ম গ্রহণ ও জ্ঞান প্রকাশ করিতে পারিত না। সুতরাং তিনি কেবল মনুষ্যমাত্র ছিলেন না, কিন্তু নরাকারে ঈশ্বরাবতার ছিলেন। আর তিনি ও তাঁহার কএক জন অশিক্ষিত শিষ্যদিগের দ্বারা সমুদয় যিহূদা ও তত্রস্থ নানা দেশে তাঁহাদ্বারা স্থাপিত ধর্ম্ম অত্যল্প কালের মধ্যে ব্যাপ্ত হইল, কেবল তাহা নয়, কিন্তু সকল ধর্ম্ম ও মত ও জ্ঞান ও শিক্ষা ও সমুদয় পাপ ও বৈধর্ম্ম্যের বৈপরীত্য প্রকাশিত হইলেও অত্যল্পকালের মধ্যে সেই ধর্ম্ম গ্রাহ্য হইল, অতএব তাহার সত্যতার বিষয়ে অসম্ভব বোধ হয় না। আর মুহম্মদ ও খ্রীষ্ট উভয় ব্যক্তির আচরণাদি বিবেচনা করত পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির অযথার্থতা ও কাল্পনিকতা, এবং দ্বিতীয়ের ন্যায় ও যথার্থতা ও শুদ্ধাচার ও পবিত্রতা প্রকাশিত হওয়াতে খ্রীষ্ট যে স্বর্গাগত ও তাঁহার দ্বারা স্থাপিত ধর্ম্ম যে যথার্থ তাহা সপ্রমাণ হইল। আর খ্রীষ্টের জন্মের শত২ বৎসর পূর্ব্বে খ্রীষ্টের জন্ম ও আচরণ ও মরণ ও পুনরুত্থান বিষয়ে প্রাচীন ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারা প্রকাশিত বিষয়াদি সমস্ত খ্রীষ্টেতে অতি আশ্চর্য্যরূপে সম্পূর্ণ হওয়াতে এই প্রমাণ হইতেছে যে যিহূদিদিগের মশীহ অথবা পাপিদিগের ত্রাণকর্ত্তার বিষয়ে জগদীশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তিনিই সেই ছিলেন।

অপিচ খ্রীষ্টোক্ত ভাবিবচনাদি অর্থাৎ যে রোমান লোকদিগের দ্বারা যিরূশালমের বিনাশ ও পিতরের অস্বীকার ও নিজ ক্লেশভোগ ও মৃত্যু তৎপরে পুনরুত্থান ইত্যাদি যাহা২ তিনি ঘটনার পূর্ব্বে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সে সমস্ত নিরূপিত সময়ে অতি যথার্থরূপে সম্পূর্ণ হইবাতে তাঁহার অকৃত্রিমতার প্রমাণ হইতেছে। আর তদ্ভিন্ন খ্রীষ্ট সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচরে যে অলৌকিক কার্য্যাদি করিলেন, সে সমস্ত কার্য্যের অযথার্থতার বিষয়ে কেহই কোন কথাও কহিতে পারিল না, কেননা সে সমস্ত দিবাভাগে সহস্র২ লোকদিগের সাক্ষাতে সম্পন্ন হওয়াতে কোন মতেই ভ্রম জন্মিতে পারিল না। তদ্ভিন্ন তিনি নিজ পুনরুত্থানদ্বারা যে অতি

মহাশ্চর্য্য কার্য্য করিলেন তদ্দ্বারা তাঁহার মহত্ত্বের ও গৌরবের ও যথার্থতার কোনই সন্দেহ জন্মিতে পারে না, কেননা এই ২ সকল তাঁহার ও তাঁহাদ্বারা স্থাপিত ধর্ম্মের যথার্থতায় অতি দৃঢ় প্রমাণ। পূর্ব্বোল্লেখিত সমস্ত বিষয় একত্র করিয়া অকাপট্য ও অপক্ষপাতিত্যভাবে দৃষ্টিপাত করত বিবেচনা করিলে অবশ্য তাহার যথার্থতা নিরূপিত হইতে পারে। অতএব হে প্রিয় পাঠকগণ, অবশেষে এই বিনতি করিতেছি যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাঠদ্বারা যে ২ সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াছ, সে সকল পুনরায় বিচারে আনয়ন পূর্ব্বক অতি স্থিরচিত্তে এক ২ করিয়া প্রাজ্ঞতাবিশিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় অতি সতর্কতা পূর্ব্বক বিচার করত তাহার মর্ম্ম ও অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া যথার্থতা গ্রহণ কর। কেননা জীবনাশা বৃথা ও সাংসারিক ধন মান কিয়ৎকালীয়, অতএব ক্ষণিকাশায় হতাশ হইয়া চিরকাল অতি সুখে জীবনধামে পরমসুখ ভোগ করিবা, এমত আশার প্রত্যাশাযুক্ত হও। মরণ সন্নিকট ও মরণান্তে ঈশ্বরাসেবকদিগের অনন্ত বিনাশ। অতএব ত্রাণ অত্যাবশ্যক, কিন্তু "পরিত্রাণ খ্রীষ্টের মরণে।" তিনিই কেবল ত্রাণকর্ত্তা মাত্র আছেন, "তাঁহাতে যে কেহ বিশ্বাস করে, তাহার বিনাশ কখন হয় না, কিন্তু সে অনন্ত পরমায়ু পায়।"

ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

২৬০। সাংসারিক লোকহইতে ভিন্ন হওয়া মণ্ডলীর লোকের উচিত, ইহা কি ধর্ম্মপুস্তকে লেখা আছে?

হাঁ, ধর্ম্মপুস্তকের নানা স্থানে এমত প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা, পরমেশ্বর কহিতেছেন, তোমরা তাহাদের মধ্যহইতে বাহির হইয়া পৃথক হও, এবং অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিও না।

২৬১। মণ্ডলী স্থাপনের আর কি অভিপ্রায় আছে?

মণ্ডলী যেন ঈশ্বরের ভজনা করে এবং শাস্ত্রীয় সত্য শিক্ষা স্বীকার করিয়া রক্ষা করে, এবং পাপি লোকদের নিকটে তাহা জানায়, ইহাও ঈশ্বরের অভিপ্রায়।

২৬২। মণ্ডলীর মধ্যে খ্রীষ্টের শিক্ষিত কোন্ বিশেষ রীতি পালন করা যায়?

মণ্ডলীর মধ্যে প্রভুর ভোজন নামক রীতি পালন করা যায়।

২৬৩। সেই প্রভুর ভোজনে কি খাওয়া যায়?

প্রভুর ভোজনে মণ্ডলীর সকল লোক রুটী ও দ্রাক্ষারস খায়।

২৬৪। সেই রুটী ও দ্রাক্ষারস কি বুঝায়?

সেই রুটী প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ভগ্ন শরীর বুঝায়, এবং দ্রাক্ষারস পাপমোচনের নিমিত্তে পাতিত তাঁহার রক্ত বুঝায়।

২৬৫। তবে প্রভুর ভোজন কিসের প্রমাণ?

পাপিদের পরিত্রাণার্থে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলিরূপে হত হইয়াছেন, ইহারই প্রমাণ প্রভুর ভোজন।

২৬৬। ঐ রুটী ও দ্রাক্ষারস খাইবার কি প্রয়োজন?

নানা দেশের লোকেরা প্রতিদিন আহারার্থে রুটী ও দ্রাক্ষারস খাইয়া থাকে, অতএব আহার করিলে যেমন শরীর বাঁচে, তদ্রূপ বিশ্বাসদ্বারা খ্রীষ্টের শরীর ও রক্ত ভোগ করিলে মন বাঁচে, ইহা প্রকাশ করিবার জন্যে ঐ রুটী ও দ্রাক্ষারস খাওযা যায়।

২৬৭। যাহারা প্রভুর ভোজন লয় তাহারা কি স্বীকার করে?

আমি ক্রুশে হত প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অংশী, অর্থাৎ তাঁহার ক্রুশীয় মৃত্যুর গুণে পাপের মার্জ্জনা ও পরিত্রাণ পাইয়াছি, এবং পারমার্থিক আনন্দ ও শক্তি পাইতেছি, ইহা প্রভুর ভোজনগ্রাহি প্রত্যেক জন স্বীকার করে।

২৬৮। প্রভুর ভোজন মণ্ডলীর মধ্যে হয় কেন?

মণ্ডলীর লোক সকলে এক ঈশ্বরের পরিবার এবং এক প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ভ্রাতা ও ভগিনীস্বরূপ, এই কারণ একত্র বসিয়া প্রভুর ভোজন গ্রহণ করে।

২৬৯। প্রভুর ভোজন বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকে আর কি লেখা আছে?

মনুষ্য অগ্রে আপনার পরীক্ষা করিয়া পশ্চাৎ এ রুটী ভোজন করুক ও এ পাত্রে পান করুক। যে জন অযোগ্যরূপে ভোজন পান করে, সে প্রভুর শরীরের বিষয়ে বিবেচনা না করাতে ভোজন পান করিয়া আপনার দণ্ড জন্মায়।

২৭০। কে২ অযোগ্যরূপে প্রভুর ভোজন গ্রহণ করে?

যাহারা হাল্কি মনেতে কিম্বা কপটভাবে প্রভুর ভোজনের নিকটে আইসে, তাহারা অযোগ্যরূপে তাহা গ্রহণ করে।

২৭১। সরল ভাবে প্রভুর ভোজনের নিকটে আসিতে হয় কেন?

প্রভুর ভোজনদ্বারা মনুষ্য ইহা স্বীকার করে যে আমি প্রভুতে বিশ্বাস ও মণ্ডলীর তাবৎ লোকের প্রতি প্রেম করি, অতএব যাহার মনে সেই বিশ্বাস ও প্রেম না থাকে, সে যদি প্রভুর ভোজনের নিকটে আইসে, তবে অতি ঘৃণার্হ প্রবঞ্চনার কর্ম্ম করে।

২৭২। মণ্ডলী স্থাপনের আর কোন অভিপ্রায় আছে?

মণ্ডলীর লোকেরা যেন পরস্পরের সাহায্যদ্বারা ধর্ম্মেতে বৃদ্ধি পায়, এবং পাপি লোকেরা যেন সুসমাচার শুনিতে পাইয়া ধর্ম্মপথে আনীত হয়, এই রূপ চেষ্টা করা মণ্ডলীর কর্ত্তব্য।

২৭৩। মণ্ডলীর মঙ্গলার্থে ঈশ্বর কি২ কর্ম্মপদ নিরূপণ করিয়াছেন?

মণ্ডলীর অধ্যক্ষের এবং পরিচারকের, এই দুই কর্ম্মপদ ঈশ্বর নিরূপণ করিযাছেন।

২৭৪। অধ্যক্ষের উপরে কোন্ কর্ম্মের ভার থাকে?

অধ্যক্ষের উপরে মণ্ডলীর পারমার্থিক কর্ম্মের ভার থাকে, অর্থাৎ মণ-

লীর মধ্যে ঈশ্বরের ভজনা ও ধর্ম্মশিক্ষা ও অবগাহন ও প্রভুর ভোজন যেন উপযুক্ত রূপে হয়, এবং মণ্ডলী যেন পবিত্র থাকে ও তাহার প্রত্যেক জন যেন ধর্ম্মেতে বৃদ্ধি পায়, এমত চেষ্টা করা তাহার বিশেষরূপে কর্ত্তব্য।

২৭৫। সেই অধ্যক্ষের পদ কে পাইতে পারে?

অধ্যক্ষপদের যোগ্য যে ব্যক্তি তাহার নানা লক্ষণ ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, তাহার এই কএক লক্ষণ শ্রেষ্ঠ, সে নূতন শিষ্য না হউক, এবং সকলের নিকটে অনিন্দনীয় হউক, বিশেষতঃ লোভরহিত হউক, এবং তাহার বিশ্বস্ততা ও প্রেমস্বভাব ও ধর্ম্মাচরণ অতি স্পষ্ট হউক, এবং তাহার পরিবারও সুশাসিত হউক, এবং সে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে নিপুণ হউক।

২৭৬। এক মণ্ডলীর কত অধ্যক্ষ হইবে?

প্রেরিতদের সময়ে কোন ২ মণ্ডলীর এক ১ অধ্যক্ষ, এবং কোন১ মণ্ডলীর দুই তিন অধ্যক্ষ ছিল, এবং এখনও তদ্রূপ হইতে পারে।

২৭৭। পরিচারকের অর্থাৎ সেবকের উপরে কোন্ কর্ম্মের ভার থাকে?

পরিচারকের উপরে মণ্ডলীর সাংসারিক কর্ম্মের ভার থাকে।

২৭৮। সেই সাংসারিক কর্ম্ম কি প্রকার?

দরিদ্র ভ্রাতৃগণের উপকার ও প্রভুর ভোজন ও ঈশ্বরের ভজনা ও অধ্যক্ষের প্রতিপালন, এই সকল কর্ম্মের জন্যে প্রয়োজনীয় টাকা সংগ্রহ করা ও ব্যয় করা, এবং প্রভুর ভোজনের ও অবগাহনের সময়ে ও দুঃখের সময়ে মণ্ডলীভুক্ত লোকদের পরিচর্য্যা করা, এই সকল পরিচারকের বিশেষ কর্ম্ম।

২৭৯। পরিচারকের পদ কে পাইতে পারে?

সেই পদের যোগ্য যে লোক তাহার লক্ষণও ধর্ম্মপুস্তকে লেখা আছে, তাহার মধ্যে ধর্ম্মাচরণ ও বিশ্বস্ততা ও সুবিচার এবং পরিবারের সুশাসন শ্রেষ্ঠ লক্ষণ।

২৮০। এক মণ্ডলীর কত পরিচারক হইবে?

যিরূশালমস্থ মণ্ডলীর সাত পরিচারক ছিল, কিন্তু সাত জন অপেক্ষা অল্প কি অধিক হইতে পারে।

২৮১। সুসমাচারপ্রচারক কে?

অবিশ্বাসি লোকদিগকে পরিত্রাণের পথে আনিবার জন্যে যাহারা তাহাদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিতে নিযুক্ত কিম্বা প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে সুসমাচারপ্রচারক বলা যায়।

২৮২। সুসমাচরপ্রচারক কি মণ্ডলীর অধ্যক্ষ হইতে পারে?

হাঁ, পারে, বিশেষতঃ তাহার প্রমুখাৎ সুসমাচার শুনিয়া যাহারা বিশ্বাসী হয়, তাহারা যে মণ্ডলীতে গ্রাহ্য হয়, সেই মণ্ডলীর অধ্যক্ষ হইতে পারে।

২৮৩। মণ্ডলী কাহার আছে?

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপন রক্ত ব্যয় করিয়া মণ্ডলীকে কিনিয়াছেন, এই কারণ কেবল তিনি মণ্ডলীর স্বামী।

২৮৪। খ্রীষ্টের সহিত মণ্ডলীর কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত?

খ্রীষ্টকে প্রেম করা ও কেবল তাঁহার আজ্ঞা পালন করা মণ্ডলীর উচিত।

২৮৫। মণ্ডলী কি খ্রীষ্ট বিনা আর কাহারো আজ্ঞা পালন করিবে?

না, কারণ স্বামি বিনা অন্য কোন পুরুষের আজ্ঞা মান্য করা যেমন ভার্য্যার অনুচিত, তদ্রূপ খ্রীষ্ট বিনা অন্য কাহারো আজ্ঞা মান্য করা মণ্ডলীর অনুচিত।

২৮৬। এক২ মণ্ডলী কি খ্রীষ্টের আজ্ঞা বুঝিতে পারে?

অবশ্য পারে, কারণ খ্রীষ্টের আজ্ঞা স্পষ্ট এবং ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, এই কারণ পবিত্র আত্মাদ্বারা শিক্ষিত লোকেরা চেষ্টা করিলে তাহা বুঝিতে পারে।

২৮৭। মণ্ডলীর বিচারাদি কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের ধারা কি?

মণ্ডলীর তাবৎ লোক একত্র হইলে অধ্যক্ষ সভার কর্ত্তা হইয়া তাহাদের নিকটে বিচারের প্রসঙ্গ জানায়, পরে ধর্ম্মপুস্তকানুসারে যাহার যাহা ভাল বোধ হয়, সে কোন মতে তাহা প্রকাশ করে।

২৮৮। সকলে কি কথা কহিতে পারে?

না, কেবল পুরুষ লোকেরা মণ্ডলীতে কথা কহিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা জিজ্ঞাসিত না হইলেও বাক্য বিনা অন্য কোন প্রকারে আপনাদের সম্মতি কিম্বা অসম্মতি প্রকাশ করে।

২৮৯। বিচারেতে যদি অনৈক্য হয়, তবে কি করা যায়?

বিচারেতে যদি অনৈক্য হয়, তবে সভার অধিকাংশ লোক যাহাতে সম্মত হয়, তাহাই মণ্ডলীর বিচার জানিয়া নম্রতাপূর্ব্বক গ্রাহ্য করা অন্য সকলের উচিত।

২৯০। এই রূপে কি২ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়?

এই মত বিচারদ্বারা মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ও পরিচারকগণ এবং সুসমাচার-প্রচারকদিগকে মনোনীত করা যায়।

২৯১। ঐ রূপ বিচারদ্বারা আর কোন কর্ম্ম কি নিষ্পন্ন হয়?

হাঁ, ঐ রূপ বিচারদ্বারা নূতন লোক মণ্ডলীতে গ্রাহ্য করা যায়, এবং দোষি লোকদের দণ্ডও স্থির করা যায়।

২৯২। কি২ প্রকার লোক মণ্ডলীতে গ্রাহ্য হইবার যোগ্য হয়?

যাহারা খ্রীষ্টাশ্রিত ও মণ্ডলীতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা গ্রাহ্য হইবার যোগ্য।

২৯৩। এমন লোকদিগকে কি প্রকারে চেনা যায়?

তাহাদের বাক্য ও আচরণদ্বারা এবং তদ্বিষয়ে পরের সাক্ষ্যদ্বারা তাহাদিগকে চেনা যায়। এবং দূরস্থ মণ্ডলীর কোন লোক বিদায়পত্র আনিলে গ্রাহ্য হয়।

২৯৪। অবগাহনের সহিত মণ্ডলীতে গ্রাহ্য হওনের সম্বন্ধ কি?

প্রথম বার মণ্ডলীতে প্রবেশ করণ সময়ে অবগাহিত হওয়া খ্রীষ্টাশ্রিত লোকের উচিত।

২৯৫। বিশ্বাসি লোকের সন্তানগণ কি মণ্ডলীতে গ্রাহ্য হইবার যোগ্য নহে?
যদবধি তাহারা বিশ্বাস ও পুনর্জ্জন্মদ্বারা ঈশ্বরের সন্তান না হয়, তদবধি গ্রাহ্য হওনের যোগ্য পাত্র হয় না।

২৯৬। মণ্ডলীর সমস্ত লোক কি ঈশ্বরের সন্তান বটে?
না, কারণ মধ্যে২ বিচারে ভুল হইলে কপটি ও চঞ্চল লোককে গ্রাহ্য করা যায়।

২৯৭। যাহারা মন্দ আচরণ করে, তাহাদের বিষয়ে মণ্ডলীর কি কর্ত্তব্য?
মণ্ডলীর যে কোন লোক মন্দ আচরণ করে, তাহাকে প্রভুর আজ্ঞানুসারে শাসন করা মণ্ডলীর উচিত।

২৯৮। মণ্ডলীর দুই জন যদি পরস্পর বিবাদ করে, তবে কি করা যায়?
যদি তাহারা প্রভুর আজ্ঞানুসারে আপনারা মিলন না করে, তবে শেষে মণ্ডলী সেই বিবাদ নিষ্পন্ন করিবে।

২৯৯। মণ্ডলীর লোকেরা কি বিবাদ নিষ্পন্ন করিতে বিচারস্থানে যাইতে পারে না?
না, মণ্ডলীর কোন লোকের নামে বিচারস্থানে নালিশ করা তাহাদের নিতান্ত অনুচিত।

৩০০। যাহারা মন্দ আচরণ করে, তাহাদের শাসন কি প্রকারে করা যায়?
তাহাদের দোষের প্রমাণ পাইলে মণ্ডলী তাহাদিগকে উপযুক্ত দণ্ড দেয়।

৩০১। মণ্ডলী কি২ প্রকার দণ্ড দিতে পারে?
মণ্ডলীর সাক্ষাতে অনুযোগ, এবং মণ্ডলীর সঙ্গহইতে কিয়ৎকালীয় নিবারণ, এবং মণ্ডলীর মধ্যহইতে বহিষ্করণ, এই তিন প্রকার দণ্ড বিনা মণ্ডলী আর কোন দণ্ড দিতে পারে না।

৩০২। কাহারে অনুযোগ করিতে হয়?
এই ব্যক্তি দোষী বটে, তথাপি খ্রীষ্টাশ্রিত লোক, যাহার বিষয়ে এমন বোধ হয়, তাহাকে সকলের সাক্ষাতে অনুযোগ করা মণ্ডলীর উচিত।

৩০৩। মণ্ডলীর সঙ্গহইতে কে কিয়ৎকালের নিমিত্তে নিবারিত হইবে?
এই ব্যক্তি খ্রীষ্টাশ্রিত লোক কি না, তাহা জানা যায় না, এমন সন্দেহ যদি কাহারো বিষয়ে জন্মে, তবে যাবৎ সেই সন্দেহ থাকে তাবৎ তাহাকে প্রভুর ভোজনহইতে ও মণ্ডলীর সঙ্গহইতে নিবারণ করা আবশ্যক, কিন্তু তাহাকে শত্রুজ্ঞান না করিয়া কেবল ভ্রাতৃভাবে চেতনা দিবার নিমিত্তে তাহা করা উচিত।

৩০৪। মণ্ডলীহইতে কে বহিষ্কৃত হইবে?
এই ব্যক্তি খ্রীষ্টাশ্রিত নহে, যাহার মন্দ আচরণ স্পষ্টরূপে এমত প্রমাণ দেয়, তাহাকে আপনার মধ্যহইতে বাহির করা মণ্ডলীর উচিত, এবং তাহার সহিত মণ্ডলীর লোকেরা আহার ব্যবহারও করিবে না।

৩০৫। এমন লোক কি আর কখনো মণ্ডলীতে গ্রাহ্য হইতে পারে না?

হাঁ, সেই বহিষ্কৃত লোক যদি অনুতাপ পূর্ব্বক মনঃপরিবর্ত্তন করে, তবে শেষে পুনরায় গ্রাহ্য হইতে পারে।

৩০৬। যাহারা সত্য শিক্ষা ত্যাগ করিয়া মিথ্যা শিক্ষা গ্রহণ করে, তাহাদের প্রতি মণ্ডলীর কি করা উচিত?

তাহাদিগকেও ঐ রূপ দণ্ড দেওয়া উচিত।

৩০৭। আর কেহ কি সেই রূপ দণ্ডের যোগ্য হয়?

হাঁ, যাহারা মণ্ডলীর বিচার তুচ্ছ জ্ঞান করে, কিম্বা বিবাদ ও দল করণ-দ্বারা তাহার ক্ষতি জন্মায়, কিম্বা তাহার মঙ্গলার্থে কিছুই যত্ন করিতে চাহে না, তাহারাও ঐ প্রকার দণ্ডের যোগ্য।

৩০৮। মণ্ডলীর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের নিমিত্তে যে টাকার আবশ্যক তাহা কাহার নিকটে লইতে হয়?

প্রথমে মণ্ডলীর লোক, পরে অন্য২ লোকের মধ্যে যে যাহা দিতে ইচ্ছুক হয়, তাহার নিকটে তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু যে যাহা দিতে চাহে না, তাহা কোন মতে তাহার নিকটে লইতে হয় না।

৩০৯। অধ্যক্ষের প্রতিপালন করা কাহার উচিত?

আপন অধ্যক্ষের প্রতিপালন করা মণ্ডলীর উচিত।

৩১০। অধ্যক্ষের প্রতি কি রূপ ব্যবহার করা মণ্ডলীর লোকের উচিত?

অধ্যক্ষকে মান্য করা, ও প্রেম প্রকাশ করিয়া তাহার কর্ম্ম প্রযুক্ত অত্যন্ত সমাদর করা, এবং যাহাতে সে আনন্দপূর্ব্বক আপন কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারে, এমত চেষ্টা করা মণ্ডলীর লোকদের উচিত। এবং পরিচারকের প্রতিও তদ্রূপ আচরণ করা তাহাদের কর্ত্তব্য।

৩১১। পরস্পরের সহিত মণ্ডলীর লোকের কি প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য?

পরস্পর প্রণয় করা, ও অবিহিতাচারি লোককে অনুযোগ করা ও ক্ষুদ্রমনাদিগকে সান্ত্বনা দেওয়া ও দুর্ব্বলদিগকে সবল করা ও সকলের প্রতি সহিষ্ণু হওয়া, ইহা মণ্ডলীর লোকের কর্ত্তব্য।

৩১২। মণ্ডলীর কোন লোক যদি স্থানান্তরে বাস করিতে যায়, তবে কি করা যায়?

সে যে স্থানে বাস করিবে, সেই স্থানস্থ মণ্ডলীতে গ্রাহ্য হইবার নিমিত্তে এক বিদায়পত্র সঙ্গে লইয়া যাইবে।

৩১৩। খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে যাহারা মণ্ডলীর বিষয়ে অন্য প্রকার ধারা অবলম্বন করে, তাহাদের প্রতি কি প্রকার আচরণ করিতে হয়?

তাহাদের মধ্যে যাহারা সত্য রূপে খ্রীষ্টের আশ্রিত আছে, তাহাদিগকে ঈশ্বরের সন্তান ও স্বর্গের অধিকারী জানিয়া খ্রীষ্টের অনুরোধে প্রেম করা সকলের উচিত।

৩১৪। যাহারা খ্রীষ্টের আশ্রিত হইয়া ঈশ্বরের সেবা করে, তাহাদের শত্রু কি কেহ নাই?

হাঁ, সাংসারিক লোক তাহাদের শত্রু আছে, এই কারণ তাহাদিগকে

পাপে লওয়াইতে ও ভয় দেখাইতে চেষ্টা করে, এবং তাহাদের পরিহাস ও উপদ্রব ও তাড়না করিতে প্রস্তুত আছে।

৩১৫। সাংসারিক লোক কি সর্ব্বদা তাবৎ বিশ্বাসি লোকের শত্রু আছে?

সাংসারিক লোক তাবৎ বিশ্বাসি লোকের শত্রু বটে, কিন্তু সেই শত্রুতা সর্ব্বদা সমানরূপে প্রকাশ করে না।

৩১৬। সাংসারিক লোকের শত্রুতা প্রযুক্ত যখন বিশ্বাসি লোকের ক্লেশ ঘটে, তখন সে কি রূপে সান্ত্বনা পাইতে পারে?

আমার ত্রাণকর্ত্তার প্রতিও এইরূপ ক্লেশ ঘটিয়াছিল, এবং অল্পকালের পরে আমি তাবৎ ক্লেশহইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার নিকটে স্বর্গীয় সুখ পাইব, এই ভরসাদ্বারা তাহার সান্ত্বনা জন্মে।

৩১৭। বিশ্বাসি লোকের কি আর কোন শত্রু আছে?

হাঁ, শয়তানও বিশ্বাসি লোকের শত্রু।

৩১৮। শয়তানের শত্রুতা কি রূপে প্রকাশ পায়?

শয়তান সাংসারিক লোকদ্বারা বিশ্বাসি লোকের ক্লেশ জন্মায়, এবং আপনিও তাহাকে পাপে লওয়াইতে চেষ্টা করে।

৩১৯। শয়তান কি তাহাকে বলেতে পাপ করাইতে পারে?

না, শয়তান বিশ্বাসি লোককে বলেতে পাপ করায় না, কিন্তু ছলেতে তাহাকে পাপে লওয়াইতে যত্ন করে।

৩২০। সেই ছল কি প্রকার?

শয়তান বিশ্বাসি লোকের মনকে নানা প্রকারে ভুলাইয়া থাকে।

৩২১। তবে বিশ্বাসি লোকের মন কি ভ্রান্ত হইতে পারে?

হাঁ, বিশ্বাসি লোক যাবৎ এই জগতে থাকে, তাবৎ তাহার পাপস্বভাব সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় না, এই কারণ বার ২ ভ্রান্ত হয় ও পাপ করে।

৩২২। আপনার শত্রুদিগকে জয় করা কি বিশ্বাসি লোকের সাধ্য?

হাঁ, উপযুক্তরূপে যুদ্ধ করিলে তাহারা পবিত্র আত্মার দ্বারা পরাস্ত হয়, কারণ শয়তান্ অপেক্ষা তিনি বলবান্।

৩২৩। সেই যুদ্ধ কি প্রকার?

সর্ব্বদা জাগ্রৎ অর্থাৎ সাবধান থাকিয়া ভয় দেখিবামাত্র প্রার্থনাদ্বারা খ্রীষ্টের নিকটে আশ্রয় লওয়া, এই সেই যুদ্ধ।

৩২৪। যে কেহ সাবধান হইতে চাহে, সে কি করিবে?

যেখানে পাপের ভয় আছে সেখানে না যাইয়া পাপের ছায়াহইতেও দূরে থাকিবে, এবং ছোট সর্পের ন্যায় ছোট পাপকেও ঘৃণা করিবে।

৩২৫। সেই যুদ্ধে ঈশ্বরের বাক্যদ্বারা কি লাভ হয়?

ঈশ্বরের বাক্য আত্মার খড়্গস্বরূপ, কারণ ঈশ্বরের বাক্য মনে করিয়া বিশ্বাসদ্বারা গ্রহণ করিলে বিশ্বাসি লোক জয়ী হইয়া উঠে।

৩২৬। বিশ্বাসি লোক কি এই জগতে নানা প্রকার দুঃখ পায় না?

হাঁ, নানা প্রকার দুঃখ পায় বটে।

৩২৭। সেই দুঃখেতে ঈশ্বরের কি অভিপ্রায়?

কোন পাপের বিষয়ে তাহাকে লজ্জিত করিবার জন্যে, কিম্বা তাহাকে আরও নম্র ও পবিত্র ও স্বর্গের আকাংক্ষী করিবার জন্যে, কিম্বা তাহার সরলতা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবার জন্যে, এই২ অভিপ্রায়ে ঈশ্বর বিশ্বাসি লোককে দুঃখ দেন।

৩২৮। বিশ্বাসি লোক যদি পাপ করে, তবে তাহার কি করা কর্ত্তব্য?
যিনি আমাদের পাপের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন এবং এখন স্বর্গেতে পিতার নিকটে আপন লোকদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিতেছেন, সেই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিকটে পুনরায় আশ্রয় লইয়া পাপের মার্জ্জনা যাচ্ঞা করা তাহার কর্ত্তব্য।

৩২৯। তাহা করিলে সে কি পাপের মার্জ্জনা পাইবে?
অবশ্য পাইবে, কারণ পাপ স্বীকার করিলে ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করিতে ও তাবৎ অধর্ম্মহইতে আমাদিগকে পরিষ্কৃত করিতে বিশ্বাস্য ও ন্যায়কারী হন।

৩৩০। খ্রীষ্টাশ্রিত লোকের কাতর হওয়া উচিত, না আনন্দিত হওয়া উচিত?
চিরসহিষ্ণুতা করা এবং প্রভুতে নিত্য আনন্দিত হওয়া তাহার উচিত, কারণ সেই আনন্দ তাহার শক্তিস্বরূপ।

৩৩১। দুঃখের সময়ে সে কিরূপে আনন্দ করিতে পারে?
সে ধর্ম্মপুস্তকের এই বাক্য মনে বিবেচনা করে, যথা, আমাদের এই যে ক্ষণকালস্থায়ি লঘুতর দুঃখ, সে বাহুল্যরূপে আমাদের অনন্তকালস্থায়ি গুরুতর সুখের সাধন করিতেছে।

৩৩২। বিশ্বাসি লোকের মন কোথায়?
যেখানে তাহার ধন সেখানে তাহার মন, অর্থাৎ তাহার ধনস্বরূপ যীশু যে স্বর্গেতে আছেন, সেই স্বর্গে তাঁহার নিকটে যাইতে আকাংক্ষা করে।

৩৩৩। সে কবে যীশুর নিকটে যাইবে?
বিশ্বাসি লোক মৃত্যুর সময়ে যীশুর নিকটে যাইয়া তদবধি সর্ব্বদা তাঁহার সহিত বাস করিবে।

৩৩৪। তবে মৃত্যু বিশ্বাসির ক্ষতিজনক না লাভজনক?
বিশ্বাসি লোকের মৃত্যু তাহার লাভজনক, কারণ মৃত্যুর পরে তাহার আর কোন প্রকার দুঃখ ও শোক ও ভয় ও পাপ হইবে না, কেবল সুখ হইবে।

৩৩৫। মৃত্যুদ্বারা কি তাহার শরীর নষ্ট হয় না?
বিশ্বাসি লোকের শরীর মৃত্যুদ্বারা নষ্ট হয় বটে, তথাপি খ্রীষ্ট শেষদিনে তাহার সেই অধম শরীরকে পুনরায় সজীব করিয়া আপনার তেজোময় শরীরের সদৃশ করিবেন।

৩৩৬। সেই তেজোময় শরীর কি প্রকার হইবে?
তাহা অমর হইয়া আর ভার বোধ হইবে না, এবং ঈশ্বরের সেবাতে আর বাধাজনক হইবে না।

৩৩৭। ইহার পরে ঈশ্বর কি [illegible] ধর্ম্ম বিনা অন্য কোন ধর্ম্ম স্থাপন করিবেন?

না, যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য থাকে, তাবৎ খ্রীষ্টের রাজ্য স্থির থাকিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে।

৩৩৮। খ্রীষ্টের রাজ্য কি?

আজ্ঞাবহ প্রজাদের উপরে খ্রীষ্টের যে কর্ত্তৃত্ব ও তাহাদের প্রতি তাঁহার যে মনোযোগ ও দয়ার প্রকাশ, তাহাই খ্রীষ্টের রাজ্য।

৩৩৯। খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ প্রজা কে?

যাহারা খ্রীষ্টের আশ্রিত ও তাঁহার মণ্ডলীভুক্ত হইয়া তাঁহার আজ্ঞা সকল গ্রহণ করে, তাহারাই খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ প্রজা।

৩৪০। খ্রীষ্টের রাজ্যের বৃদ্ধি হইবে কি প্রকারে?

তাঁহার প্রজাগণের সংখ্যা বাড়িবে, এবং তাহাদের ভক্তি ও ঐক্য বৃদ্ধি পাইয়া উত্তরোত্তর মঙ্গল হইবে।

৩৪১। খ্রীষ্টের রাজ্য কি শেষে সমুদয় পৃথিবীতে ব্যাপিবে?

হাঁ, শেষে দেবপূজার ও তাবৎ মিথ্যাধর্ম্মের লোপ হইবে, এবং যিহূদিরাও খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হইয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাত্র হইবে, এবং সমুদ্র যেমন জলেতে পরিপূর্ণ তদ্রূপ পৃথিবী প্রভুর জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ হইবে।

৩৪২। বর্ষসহস্র কাহাকে বলে?

সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত শয়তান বদ্ধ ও তাহার প্রজা বলহীন থাকিয়া খ্রীষ্টরাজ্যের কোন বাধা জন্মাইতে পারিবে না, তাহাতে সেই রাজ্য সর্ব্বত্র জয়ী হওয়াতে এই পৃথিবীতে অতিশয় মঙ্গল হইবে।

৩৪৩। পরে কি হইবে?

পরে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট শত্রুদিগকে বিনষ্ট করিবেন, এবং স্বর্গহইতে নামিয়া মৃত ও জীবৎ তাবৎ মনুষ্যদিগের বিচার করিবেন, এবং এই আকাশ ও পৃথিবীকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহার লোপ করিবেন।

৩৪৪। বিচারদিনের পরে খ্রীষ্টের শত্রুরা কি তাঁহার প্রজাগণের সহিত পুনরায় এক স্থানে বাস করিবে?

না, বিচারদিনের পরে খ্রীষ্টের শত্রুরা সর্ব্বদা নরকে থাকিবে, কিন্তু তাঁহার প্রজাগণ স্বর্গে তাঁহার নিকটে বাস করিয়া সুখ ভোগ করিবে।

৩৪৫। স্বর্গীয় সুখ কি প্রকার?

পাপহইতে ও দুঃখহইতে সম্পূর্ণ মুক্তি এবং পরম আনন্দ ও পবিত্রতাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, এবং স্বর্গনিবাসি মনুষ্যদের ও ঈশ্বরীয় দূতগণের সহিত প্রেমালাপ, এবং খ্রীষ্টের সহবাস, এবং ঈশ্বরের প্রশংসা ও সেবা, এই ২ প্রকার সুখ স্বর্গেতে পাওয়া যাইবে।

৩৪৬। স্বর্গীয় সুখের শেষ কি কখনো হইবে?

না, স্বর্গীয় সুখের শেষ কখনো হইবে না, কিন্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে।